مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

২

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-২)

[ইল্‌ম অধ্যায়, কোরআন শরীফ সম্পর্কীয়, হাদীস সম্পর্কীয়, শরয়ী পরিভাষাসমূহ, আত্মশুদ্ধি, তাওবা, জিকির ও দু'আসমূহ, দরূদ শরীফ, দু'আ ও মুনাজাত, দাওয়াত ও তাবলীগ, ওয়াজ-নসীহত, রাজনীতি, সীরাত ও ইতিহাস, স্বপ্নের ব্যাখ্যা]

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইল্ম অধ্যায়	১৮
সৃষ্টির সংখ্যা	১৮
দ্বীনি মাসআলা শেখার ফজীলত	১৯
মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন কারা?	২০
প্রতি ৪৮ মাইলে একজন মুহাক্কিক থাকা ফরযে কিফায়া?	২০
প্রতিদিন মাসআলা পড়ে শোনানোকে বিদ'আত বলা	২১
ইংরেজি শেখার হুকুম	২২
কয়েকটি বই সম্পর্কে পর্যালোচনা	২৩
মায়ের কথায় ইলম শেখা বন্ধ করে দেওয়া	২৪
ওজু ছাড়া কিতাব পড়া	২৫
হাদীস-তাফসীরের বাংলা অনুবাদ	২৫
সরকারি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করা	২৭
বায়তুল মা'মুর, আকসা ইত্যাদি কোথায় অবস্থিত?	২৯
মনগড়া পদ্ধতিতে কোরআনের শিক্ষাদান	২৯
মেয়েদেরকে হস্তলিপি শেখানো	৩১
প্রকৌশলী হওয়া	৩২
ফতওয়া প্রদানের অধিকার ও শর্ত	৩২
মুফতি না হয়েও মুফতি হওয়ার দাবি করা	৩৩
কারো প্ররোচনায় ভুল ফতওয়া প্রদান করা	৩৪
ফতওয়া প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা	৩৬
কোরআন-হাদীসকে কথাবার্তার মতো ব্যবহারের বিধান	৩৭
ধোঁকায় পড়ে ধোঁকাবাজ থেকে ফতওয়া তলব করা	৩৮
ফতওয়া দেওয়ার হুকুম ও অস্বীকারকারীর বিধান	৩৯
বেহেশতী জেওর কিতাবের মান	৪০
কতটুকু ইলম শেখা ফরয	৪০
ফতওয়া দেয়ার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন না করে ফতওয়া দেওয়া অবৈধ	৪১
পর্দাহীনভাবে নারীদের শিক্ষাদান	৪১
শর্ত মেনে মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা	৪৩
নিরুপায় হয়ে মেয়েদেরকে মহিলা মাদ্রাসায় পড়ানো	৪৪
মহিলা মাদ্রাসা সম্পর্কে হারদূয়ী (রহ.)-এর মতামত	৪৬
মহিলা মাদ্রাসায় পড়ার সময়সীমা	৪৭

Scanned by CamScanner

মেয়েদের কোরআনে হাফেজা হওয়ার প্রয়োজন কতটুকু	৪৮
পরপুরুষের কাছে হিফজ পড়া	৪৯
দ্বীনি স্বার্থে মহিলা মাদ্রাসা!	৫০
মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়ানো	৫৩
স্কুলে পড়া বৈধ কি না?	৫৩
বাসায় গিয়ে আরবী পড়ানো	৫৪
বেপর্দা লেখাপড়া এবং মেয়েদের ডাক্তারি শিক্ষা	৫৪
মেয়েরা পুরুষ প্রশিক্ষক থেকে কম্পিউটার শেখা	৫৬
মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের বিধান ও পরিধি	৫৭
মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার হুকুম	৬০
মহিলা মাদ্রাসার বেতন এবং নারী শিক্ষার রূপরেখা	৬১
অশিক্ষিত নারীরা কি মহিলা মাদ্রাসায় পড়তে পারবে?	৬২
অনভিজ্ঞ নারী দ্বারা দ্বীনি শিক্ষা	৬৩
মেয়েদেরকে স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসায় পড়ানো	৬৫
নাবালেগের সহশিক্ষা	৬৭
ফারায়েয লিখে বিনিময় গ্রহণ	৬৭
কোরআন শরীফ সম্পর্কীয়	**৬৯**
কোরআন শরীফের আয়াত সংখ্যা	৬৯
কোরআন কতভাবে পড়া যায়?	৭১
খালি গায়ে কোরআন তেলাওয়াত	৭৩
কোরআন সহীহভাবে পড়া ফরয	৭৪
কোরআন হিফজ করে ভুলে যাওয়ার পরিণাম	৭৫
বাংলা উচ্চারণে কোরআন শরীফ পড়া হারাম	৭৬
কোরআন-হাদীস লিখিত কাগজ নিয়ে বাথরুমে গমন	৭৭
কোরআন শরীফ ত্রিশ পারায় বিভক্ত হওয়ার কারণ	৭৮
কোরআনের চেয়ে উঁচু স্থানে বসা	৭৮
অনৈসলামিক অনুষ্ঠানে তেলাওয়াতে কোরআন	৭৯
প্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে অবতীর্ণ সূরা কোনটি?	৮০
হুদহুদের পরিচয়	৮১
কোরআনের চেয়ে উঁচু স্থানে বিশ্রাম করা	৮১
পায়ে কোরআন শরীফ রেখে তেলাওয়াত করা	৮২
পত্রপত্রিকা, লিফলেট ও দাওয়াতনামায় আয়াত ছাপানোর হুকুম	৮৩

Scanned by CamScanner

নামাযরত মুসল্লির পাশে কোরআন তেলাওয়াত ও মুসল্লিদের পেছনে বসে তেলাওয়াতের বিধান	৮৪
দু'আবিশিষ্ট আয়াতে পরিবর্তন	৮৫
নারীদের হাফেজা হওয়া ও হেফজ ভুলে যাওয়া	৮৬
কানে হাত রেখে তেলাওয়াত করা	৮৭
গানের সুরে কোরআন তেলাওয়াত	৮৭
অপবিত্র অবস্থায় হাতমোজা পরে কোরআন স্পর্শ করা	৮৯
বাংলা উচ্চারণে কোরআন শরীফ লেখা, পড়া ও ছাপানোর বিধান	৯০
নির্দিষ্ট সূরা পড়ে দু'আ করা	৯১
তেলাওয়াত না বুঝে করলে লাভ নেই মনে করা মূর্খতা	৯১
পরস্পরবিরোধী আয়াত	৯৩
অমুসলিম কর্তৃক অনূদিত কোরআনের অনুবাদ পড়া	৯৩
অনারবী ভাষায় কোরআন পড়া	৯৪
কোরআন শরীফ হাত থেকে পড়ে গেলে করণীয়	৯৫
সিজদার আয়াতের বিধান ও উদ্দেশ্য কী?	৯৬
সাকতার রহস্য	৯৭
এমালার সঠিক উচ্চারণ একারের মতো নয়	৯৭
সূরা "স-দ" (ص)-এ সিজদার আয়াত ও শব্দ কোনটি?	৯৮
তেলাওয়াত শুদ্ধ হওয়ার জন্য জিহ্বা বা ঠোঁট নড়া শর্ত	৯৯
তেলাওয়াত শেষে صدق الله العظيم বলা	১০০
রুকুর চিহ্নের প্রবর্তক, উদ্দেশ্য এবং সূরা ওয়াকিআ'র রুকুর রহস্য	১০০
আলাপচারিতার সময় কোরআনের শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ	১০২
ওয়াক্ফ করলে নিঃশ্বাস ছাড়া জরুরি কি না	১০৩
রেডিও-টেলিভিশনে তেলাওয়াত ও আয়াতে সিজদা শোনার হুকুম	১০৪
সম্প্রচারিত তেলাওয়াত শ্রবণ ও তার হুকুম	১০৫
মোবাইল ফোনে তেলাওয়াত ও আয়াতে সিজদা শোনা	১০৭
মাইকে শবীনা পড়া	১০৮
মাইকে তেলাওয়াতে কোরআন	১০৯
রেডিওতে কোরআন তেলাওয়াত ও এর বিনিময় গ্রহণ	১১০
যেকোনো ধরনের রেকর্ডকৃত তেলাওয়াত শোনার বিধান	১১২
মোবাইল ফোনে ধারণকৃত কোরআন পড়া ও শোনা	১১৩
একই মেমোরি কার্ডে তেলাওয়াত, অশ্লীল ছবি ও ভিডিও ধারণ করা	১১৩
বান্দার হক্ব বিনষ্টকারীর জন্য হাফেজের সুপারিশ	১১৪

Scanned by CamScanner

ওলী-সংক্রান্ত একটি আয়াতের ব্যাখ্যা	১১৫
কোরআনের চ্যালেঞ্জ এবং আলট্রাসোনোগ্রাফির মাধ্যমে গর্ভে সন্তান নির্ণয়	১১৬
তাফসীর করার অধিকার কার?	১১৮
আশহুরে হারামের হুকুম রহিত হয়ে গেছে	১১৯
স্ত্রী সদকার উপযুক্ত প্রিয় বস্তু নয়	১২০
পুরুষ যেমন হবে, স্ত্রীও তেমন হবে	১২১
কবরস্থানে পুরাতন কোরআন শরীফ দাফন করা	১২২
কবরস্থানের মাটি ও সেখানে কোরআন শরীফ দাফন করার হুকুম	১২৩
পুরাতন কোরআন শরীফ সংরক্ষণের উপায়	১২৪
কোরআন শরীফের ছেঁড়া পাতা জ্বালিয়ে দেওয়া	১২৫
পুরাতন গিলাফ ও রেহালের সম্মান	১২৫
সূরা হাশর পাঠ করার সঠিক পদ্ধতি	১২৬
চকের গুঁড়ো সংরক্ষণ ও অপবিত্র অবস্থায় আয়াত লেখা	১২৭
তন্দ্রাবস্থায় কোরআন পড়া ও কিছু সূরাকে জরুরি মনে করে প্রত্যহ পড়ার বিধান	১২৮
আয়াতুল কুরসী মশক করলেও পড়ার সাওয়াব পাবে, শুনলে নয়	১২৯
আয়াতুল কুরসী মৃত্যুকে জয় করে!	১৩০
আয়াতুল কুরসী ও সূরা আদিয়াতের ফজীলত	১৩১
সূরা ইয়াসীন ও ওয়াক্বিআহ নামাযে পড়লে ফজীলত পাবে কি না?	১৩২
সূরা ইয়াসীন ও ওয়াক্বিআহ-র আমল	১৩২
সূরা ইয়াসীন, মুলক ও আলিফ লাম মীম সিজদাহর ফজীলত	১৩৩
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার ফজীলত ও নিয়ম	১৩৫
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত বিসমিল্লাহসহ পড়ার হুকুম	১৩৬
اعوذ بالله এর সাথে بسم الله পড়লে কি সূরা হাশরের ফজীলত পাওয়া যাবে না?	১৩৭
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি সূরায়ে হাশর প্রচলিত পদ্ধতিতে পড়েছেন?	১৩৯
اعوذ بالله এবং بسم الله সহ সূরায়ে হাশর পড়ার হুকুম	১৪০
সূরা হাশরের তেলাওয়াত শুনলে পড়ার সাওয়াব পাবে না	১৪০
তিনবার সূরা ইখলাস পড়া ও কোরআন খতমের মাঝে পার্থক্য	১৪১
সকাল-সন্ধ্যা তিন কুল পড়ার ফজীলত	১৪৩

Scanned by CamScanner

হাদীস সম্পর্কীয়	১৪৪
যঈফ হাদীসের ওপর আমল করার শর্ত	১৪৪
সবচেয়ে কম ও বেশি বয়সের সাহাবা এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীসের হুকুম	১৪৬
হাদীস পড়ার ফজীলত	১৫০
জেনেশুনে জাল হাদীস বর্ণনা করা	১৫১
কিয়ামতের দিন সূর্যের দূরত্ব কতটুকু হবে?	১৫২
রাসূল (সা.) ফুল ভালোবাসতেন কি?	১৫২
স্ত্রীর ওপর পিতা-মাতা নারাজ হলে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার হাদীসের ব্যাখ্যা	১৫৩
চতুর্থবার মদ্যপায়ীর তাওবা কবুল না হওয়ার ব্যাখ্যা	১৫৪
দাজ্জাল সম্পর্কীয় হাদীসের অপব্যাখ্যা	১৫৬
পাগড়ি সম্পর্কীয় হাদীসের হুকুম	১৫৮
হযরত আলী (রা.) ও পিপীলিকার ঘটনা	১৫৯
ان الجنة تشتاق الى خمسة نفر হাদীসটির সূত্র	১৫৯
শবে বরাত সম্পর্কিত একটি হাদীসের তাহকীক	১৬০
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة এর অনুবাদ	১৬১
“আল্লাহর নূরে রাসূল পয়দা রাসূলের নূরে তামাম পয়দা” এটি ভিত্তিহীন উক্তি	১৬২
দু'আয়ে কুনুত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত	১৬৩
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নবীগণের হজে গমনের দৃশ্যের বর্ণনা ও তার ব্যাখ্যা	১৬৪
তালেবে ইলম হেঁটে গেলে কবরের আজাব মাফ হয়!	১৬৬
লোকমুখে শ্রুত আলেম, দানশীল ও সীনা পাহাড় সম্পর্কীয় তিনটি হাদীসের মান নির্ণয়	১৬৭
মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত নামায	১৬৮
রওজা মুবারক যিয়ারতের ফজীলতসংক্রান্ত হাদীসের হুকুম	১৭১
আসরের পর অধ্যয়ন করা	১৭১
ফাজায়েলে আমালের তিনটি হাদীসের তাখরীজ	১৭২
পায়ে হেঁটে মসজিদে গমনের ফজীলত	১৭৫
আজাবের ফেরেস্তার সংখ্যা ও বিসমিল্লাহর ফজীলত	১৭৬
মৃত ব্যক্তির চোখ-মুখ বন্ধ করার সময় পঠিত দু'আর প্রমাণ	১৭৭
বিশ লাখ নেকীবিশিষ্ট একটি দু'আ	১৭৮

Scanned by CamScanner

দু'আয়ে আবিদ্দারদা	১৭৯
ইমাম শুধুমাত্র নিজের জন্য দু'আ করা	১৮০
৭০০ বছরের উমরী কাজা মাফ হওয়ার আমল! কতটুকু সঠিক?	১৮১
ডিম খেলে কি সন্তান হয়	১৮৩
মুমিনের দাড়িতে ৭০ হাজার ফেরেশতা রয়েছেন?	১৮৩
মিশকাত ও সিহাহ সিত্তার হাদীসের মান নির্ণয়	১৮৩
সূরা ইখলাসের ফজীলত	১৮৪
সালাম দিলে ৯০ আর উত্তরে ১০ নেকি	১৮৫
নামায ছাড়ার আজাব ৮০ হুকবা, কোনো হাদীসে আছে কি	১৮৫
এক হুকবা শাস্তির কথা হাদীসে নেই	১৮৬
মসজিদে কথা বললে ৪০ বছরের ইবাদত নষ্ট হয় কিনা	১৮৭
মসজিদে দুনিয়াবী কথা পূণ্য নষ্ট করে দেয় কথাটি কি সঠিক	১৮৮
'চীনে গিয়ে হলেও জ্ঞানার্জন করা'	১৮৯
কোন কোন মৃত্যু শহীদি মৃত্যু বলে গণ্য	১৯০
অজু অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদের মর্যাদা পাবে	১৯২
জুমু'আর দিন কবর যিয়ারতের ফজীলত	১৯৩
বুধবারের ফজীলত	১৯৩
মহিলাদের মাথা খোলা থাকলে ঘরে ফেরেশতা আসে না–হাদীস নয়	১৯৪
বিনা হিসাবে জান্নাতী কারা, যাদেরকে বিনা হিসেবে জান্নাত দেয়া হবে	১৯৫
গোনাহ করে তাওবা করাকে আল্লাহ পছন্দ করেন	১৯৭
নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ লজ্জা, পুরুষের দাড়ি	১৯৮
যারা সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে	১৯৮
অবিবাহিতের তুলনায় বিবাহিতের নামাযের ফজীলত	১৯৯
সফলতার দাওয়াতসংক্রান্ত একটি হাদীস	২০১
একটি মু'জেযা, যার কোনো প্রমাণ নেই	২০১
বুখারী শরীফ সম্পর্কে কটূক্তি	২০২
কবরের সাথে কথোপকথন	২০৩
শরয়ী পরিভাষাসমূহ	**২০৪**
খোলাফায়ে রাশেদীনের কোন আমল সুন্নাত?	২০৪
মাকরূহে তানযীহীতে লিপ্ত হওয়ার গোনাহ	২০৫
নাজায়েয ও হারামের মধ্যে পার্থক্য	২০৬

Scanned by CamScanner

	২০৭
আত্মশুদ্ধি	
	২০৭
আত্মশুদ্ধির পরিচয় প্রয়োজনীয়তা ও এর জন্য করণীয়	২০৮
বাইআতের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ ও হক্কানী পীরের পরিচয়	২১০
চার তরীকার গোড়াপত্তন ও পীর ধরে জান্নাতে গমন	২১২
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কার হাতে বাইআত হয়েছেন?	২১২
তাসাওউফের ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের হুকুম	২১৩
আত্মশুদ্ধি ফরয, মুরীদ হওয়া নয়	২১৪
পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ করার হুকুম	২১৫
তরীকত-মা'রেফতের পরিচয় ও তিন তাসবীহের আমল	২১৬
এক পীর ছেড়ে অন্য পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ	২১৮
পীর না ধরলেও মুসলমান থাকবে এবং ইবাদত কবুল হবে	২১৯
বাইআত গ্রহণ ভিত্তিহীন নয়	২২১
লিসানী ই'তিকাফ	২২২
পাগড়ি বা রুমাল ধরে বাইআত গ্রহণ করা	২২৩
ওলী হওয়ার উপায়	২২৪
মানুষ বড় ওলী আর জীবজন্তু ছোট ওলী কথাটি ঠিক নয়	২২৫
নারীরা মুরীদ হতে পারবে কি না এবং কিভাবে?	২২৬
তাবলীগের চিল্লা ও পীরের দরবারের চিল্লার মধ্যে কোনটি শ্রেয়	২২৭
ইজাযতপ্রাপ্ত না হয়ে অন্যকে বাইআত করা	২২৭
একসঙ্গে কয়েকজনের কাছে মুরীদ হওয়া	২২৮
মুরীদ না হয়েও জান্নাতে যাওয়া যাবে	২২৯
পীর বাবা, পীর আম্মা, হুজুর কেবলা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা	২২৯
নফস কত প্রকার ও কী কী	২৩০
কাশফের হাকীকত ও পরিচিতি	২৩২
কাশফ শরীয়তের দলিল নয়	২৩২
কাশফ হলে পর্দা লাগে না বলা ভ্রষ্টতা	২৩৩
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে স্বপ্নে দেখার আমল	২৩৪
'মীম' বর্ণের বানোয়াট তাৎপর্য ও কোরআনের যাহেরী বাতেনী অর্থ (!)	২৩৪
মুজাদ্দিদগণের তালিকা	২৩৬

Scanned by CamScanner

তাওবা	২৩৯
তাওবা কিভাবে করতে হয়	২৩৯
তাওবার শর্তসমূহ	২৩৯
ফাঁসির আগের তাওবা গ্রহণযোগ্য	২৪০
তাওবা শিরক গোনাহকে মুছে দেয়	২৪১
তাওবা দ্বারা শিরক গোনাহও মাফ হয়ে যায়	২৪২
যে গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না	২৪৩
নেক আমলের দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়	২৪৩
ইবাদতের দ্বারা কবীরা গোনাহ মাফ হয় না	২৪৪
অন্যের জন্য ইস্তেগফার করা	২৪৫
জিকির ও দু'আসমূহ	**২৪৬**
কালেমা তাইয়্যিবার প্রমাণ ও এর যিকির	২৪৬
সর্বাবস্থায় কালেমা জপা	২৪৭
মসজিদে যিকির ও তা'লীম	২৪৮
ফরযের পর তাসবীহ আদায়	২৪৯
নামাযের পর মাসনুন দু'আ আদায়ের সময়	২৫০
চলতে ফিরতে দু'আ-দরূদ পড়া	২৫১
দু'আ-দরূদ ও তাসবীহ পড়তে ওজু লাগে না	২৫১
সম্মিলিত যিকির	২৫২
তালে তালে যিকির	২৫৫
এশার পর উচ্চ আওয়াজে যিকির	২৫৬
গভীর রাতে মাইকে যিকির, মুনাজাত ও তেলাওয়াত করা	২৫৭
যিকিরের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত	২৫৭
ইমাম বানিয়ে যিকির করা	২৫৯
খায়রুল কুরূনে হালকায়ে যিকির	২৬০
যিকিরের উত্তম পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট দিনে দলবদ্ধ যিকির	২৬০
সম্মিলিত উচ্চস্বরে যিকিরের শর্ত	২৬৩
খায়রুল কুরূনে যিকিরের শব্দ ধরন ও সময়	২৬৪
মসজিদে উচ্চস্বরে যিকির	২৬৫
জামাতবদ্ধভাবে যিকির করতে বাধ্য করা	২৬৬
মসজিদের বাইরে দলবদ্ধ জলী যিকির	২৬৮

Scanned by CamScanner

সঙ্গীতের তালে তালে যিকির	২৬৯
উচ্চস্বরে যিকির করা	২৭০
যিকিরের সময় যরব লাগানো	২৭১
الا الله -এর যিকির	২৭২
لا اله الا الله -এর পর শুধু الا الله -এর যিকির	২৭৩
'ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির কুফরী নয়	২৭৩
ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহ আল্লাহ যিকির	২৭৪
'ইল্লাল্লাহ'-এর যিকিরকে শিরক বলা মূর্খতা	২৭৬
বারো তাসবীহের আমল	২৭৭
নর-নারীর একত্রে যিকির ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার	২৭৯
ইসমে আ'যম কী?	২৭৯
তাসবীহ ছড়ার ব্যবহার বিদ'আত নয়	২৮১
يا رحمة للعلمين বলে যিকির করা অবৈধ	২৮২
দরূদ শরীফ	২৮৩
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পাঠের পদ্ধতি	২৮৩
সালাত ও সালামের পদ্ধতি	২৮৪
দরূদ صلاة বা سلام মাদ্দাহ দ্বারা হতে হবে	২৮৫
নবী ছাড়া অন্যের বেলায় عليه السلام বলা	২৮৬
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বোঝানো হয়- এমন গুণবাচক শব্দের উচ্চারণে দরূদ পাঠ করা	২৮৭
'আলাইহিস সালাম' দরূদের অন্তর্ভুক্ত	২৮৯
মুহাম্মাদ দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য হলেই দরূদ পড়তে হয়	২৯০
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণবাচক নাম উচ্চারণে দরূদ পাঠ করা	২৯১
কোরআনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম তেলাওয়াত করে দরূদ পাঠ করা	২৯২
কালেমা পড়ে দরূদ পড়া	২৯৩
সালাত ও সালামের যেকোনো একটি দ্বারা দরূদ আদায় হবে	২৯৪
নামাযের দরূদ দরূদের সরদার কেন?	২৯৫

Scanned by CamScanner

রাসূল (সা.)-কে কী বলে সম্বোধন করলে দরূদ শরীফ পড়তে হবে	২৯৫
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম লেখার সময় পূর্ণ দরূদ শরীফ লেখা উত্তম	২৯৬
দরূদে রাসূল (সা.)-এর সাথে অন্যকে শামিল করা	২৯৭
অপবিত্র অবস্থায় দরূদ পাঠ করা	২৯৮
দরূদে হাজারী ভিত্তিহীন	২৯৮
দরূদ-দরূদে ইবরাহীমে সীমাবদ্ধ নয়, দরূদে মুকাদ্দাস ভিত্তিহীন	২৯৯
দরূদে নারিয়ার হুকুম	২৯৯
ওয়াজ-মাহফিলে দরূদ পাঠ করা	৩০১
দু'আ-দরূদ, গজল ইত্যাদির মাধ্যমে ঘুম থেকে উঠানো	৩০২
বয়ান ও দু'আর মজলিসে সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করা	৩০৩
আযানের পূর্বে দরূদ পড়া	৩০৪
আযানের পূর্বে দরূদ ইস্তেগফারকে সুন্নাত মনে করা	৩০৫
দরূদ ও যিকিরে লাগিয়ে দিয়ে চা পান	৩০৫
দু'আ ও মুনাজাত	৩০৭
খাইরুল কুরূনে দু'আর শব্দ, স্থান ও পদ্ধতি	৩০৭
দু'আ করার পদ্ধতি	৩০৯
দু'আময় জীবন	৩০৯
দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত দু'আর সাওয়াব	৩১০
নামাযের মধ্যে দু'আ করা	৩১১
নামাযের দু'আ সবার জন্যই হয়ে থাকে	৩১৩
নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত	৩১৩
নামাযের পর দু'আ করা কি বিদ'আত?	৩১৪
নামাযের পর উচ্চস্বরে দু'আ করা	৩১৭
ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত	৩১৮
নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত বিদ'আত নয়	৩১৯
নামাযের পর দু'আ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত	৩২০
নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ	৩২১
নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত	৩২২
সম্মিলিত মুনাজাত রহিত হয়েছে কি না?	৩২৩
জরুরি মনে করে নামাযের পর দু'আ	৩২৪

Scanned by CamScanner

জুমু'আ, ফজর ও আসরের পর সম্মিলিত মুনাজাত	৩২৫
নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত কি বিদ'আত?	৩২৬
নামাযান্তে কখনো দু'আ করা, কখনো না করা ও নিম্নস্বরে দু'আ করা	৩২৮
আযানের পর হাত তুলে দু'আ করা	৩৩০
আযানের পূর্বে দু'আ	৩৩২
জুমু'আর সানী আযানের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা	৩৩২
ইফতারের সময় সম্মিলিত দু'আ	৩৩৩
ইফতার, নামায ও গাশতে সম্মিলিত দু'আ	৩৩৪
ঈদ, কদর এবং বরাতের রাতে সম্মিলিত দু'আ	৩৩৬
নামাযের পর কোন কোন দু'আ পড়া সুন্নাত	৩৩৮
ঈদ ও তারাবীহের পর দু'আ করা	৩৪০
ঈদের নামায শেষে খুতবার পর মুনাজাত!	৩৪০
দাওয়াত খেয়ে হাত তুলে দু'আ করা	৩৪১
আল্লাহ তা'আলার হাত-পা উল্লেখ করে দু'আ করা	৩৪২
ঈদগাহে মুনাজাত খুতবার আগে	৩৪৩
মুনাজাত শুরু ও শেষ করার পদ্ধতি	৩৪৬
بحق لاالہ الا اللہ দ্বারা দু'আ শেষ করা	৩৪৭
দরসের পূর্বে মুনাজাতে কাজীয়ে হাজাত	৩৪৯
প্রতিদিন মাগরিবের পূর্বে দু'আ করা	৩৫০
জানাযার নামাযের পর দু'আ করা	৩৫১
মৃতের জন্য জানাযার পর নয়, দাফনের পর দু'আ	৩৫২
মৃতের জন্য দু'আ দাফনের পর করবে	৩৫৪
দাফনের পর হাত তুলে দু'আ করা	৩৫৫
নামাযে জানাযার পর সম্মিলিত মুনাজাত সুন্নাত নয়	৩৫৬
দাফনের আগে-পরে সম্মিলিত মুনাজাত	৩৬৫
জানাযার দু'আর চেয়ে পরের দু'আ উত্তম?	৩৬৬
কোরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আয় পরিবর্তন করা	৩৬৭
কোরআনের দু'আয় শাব্দিক পরিবর্তন	৩৬৮
আল্লাহ তা'আলাকে মানুষের ন্যায় সম্বোধন করে দু'আ করা	৩৬৮
টুং-টাং ও রং-ঢং করে দু'আ করা	৩৬৯
মাসনূন দু'আসমূহ একজন পড়া ও সবাই আমীন বলা	৩৭০
শোয়ার দু'আ কখন পড়তে হবে?	৩৭২
উসিলা দিয়ে দু'আ করার হুকুম	৩৭৩

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উসিলায় দু'আ করা	৩৭৫
"আপনার দু'আয় ভালো আছি" বলা শিরক নয়	৩৭৬
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে কুবায় কী দু'আ করতেন	৩৭৭
বিশেষ একটি দু'আর ফজীলত	৩৭৭
দাওয়াত ও তাবলীগ	৩৭৯
তাবলীগের প্রকার ও পদ্ধতি	৩৭৯
খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল উৎখাতে করণীয়	৩৮০
শিখা চিরন্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধরন	৩৮২
মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজনকে দ্বীনি দাওয়াত	৩৮২
মন্দ কাজের প্রতিবাদ হাতে করা	৩৮৪
প্রচলিত তাবলীগ জামাত সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসা	৩৮৬
তাবলীগী জামাত কোনো দলের নাম নয়, এখানেও নাহি আনিল মুনকার আছে	৩৯৪
তাবলীগের বিরোধিতা মূলত ইসলামের বিরোধিতা	৩৯৬
ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা দাওয়াতনির্ভর নয়	৩৯৭
তাবলীগের বিরোধিতা করার বিধান	৩৯৮
তাবলীগ জামাতে কি শিরক-বিদ'আত আছে	৩৯৯
আউওয়াবীন উত্তম নাকি তাবলীগের বয়ান	৪০০
তাবলীগী বিভিন্ন নিসাবের বিধান	৪০১
চিল্লা লাগানোর গুরুত্ব	৪০৪
প্রথম কদমেই গোনাহ মাফ হওয়া	৪০৫
নবীগণের মতো দু'আ কবুল হয় (!)	৪০৫
চিল্লা দেওয়া ও মাদ্রাসায় পড়ানোর মধ্যে উত্তম কোনটি?	৪০৬
ইজতেমাঈ আমলের সময় নিজস্ব আমল করা	৪০৬
কোনো তাবলীগীর ঈমান নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা	৪০৭
নর-নারীর দায়েমী ফরয ও সুন্নাত	৪০৮
বদদ্বীনকে-দ্বীনদার বানানো অমুসলিমকে মুসলমান বানানোর চেয়ে উত্তম?	৪০৯
নামায, ইকরাম, মুরব্বি, উসূল, দু'আ, নফল হিজরত প্রসঙ্গে	৪১০
মুক্তি কোন পথে এবং তাবলীগী পরিভাষাগুলোর হুকুম	৪১৩
ইজতেমার মাঠে ফেলে যাওয়া জিনিসপত্রের হুকুম	৪১৪
ছয় কথার ওপর আমল	৪১৫
আমীরের সংজ্ঞা ও তার অনুসরণ	৪১৫

Scanned by CamScanner

পিতার হুকুম আগে পালনীয়, নাকি গাশত?	৪১৭
পিতা-মাতার বাধা উপেক্ষা করে চিল্লায় যাওয়া	৪১৭
বাদ ফজর ফাজায়েলে আমলের তা'লীম	৪১৮
দাড়িবিহীন ব্যক্তির তাবলীগ ও তা'লীম	৪১৯
নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কোনো কাজ করা	৪২০
তাবলীগী মুসল্লিদের ইজতেমায়ী মাল, ওয়াক্‌ফকৃত মাল ও হারানো মালের বিধান	৪২১
ফী সাবীলিল্লাহর মিসদাক	৪২৫
আল্লাহর রাস্তার প্রতিদান এবং ৪৯ কোটি গুণ সাওয়াবের তত্ত্ব	৪২৭
৭০০ গুণ ও ৪৯ কোটি গুণ সাওয়াব প্রসঙ্গ	৪২৯
৪৯ কোটি গুণ সাওয়াব শুধুমাত্র তাবলীগেই সীমাবদ্ধ নয়	৪৩০
এক টাকায় সাত লাখ ও 'তাবলীগ ভুয়া' বলার হুকুম	৪৩১
তাবলীগী লোকেরা মসজিদে খানাপিনা ও রাত্রি যাপন করা	৪৩২
তাবলীগীরা মসজিদের আসবাব ব্যবহার করতে পারবে কি না?	৪৩৪
তাবলীগের হুকুম ও মসজিদে অবস্থান প্রসঙ্গে	৪৩৪
তাবলীগীদের মসজিদে থাকার নিয়ম ও করণীয়	৪৩৭
অতিরঞ্জিত হাদীস বয়ান এবং মসজিদে থাকা-খাওয়া ও রান্না করা প্রসঙ্গে	৪৩৮
তাবলীগ জামাত রাজনীতিমুক্ত দ্বীনি মেহনতের নাম	৪৩৯
মাসতুরাতের তাবলীগ শরীয়ত সমর্থিত নয়	৪৪০
মাস্‌তুরাতের জামাত শরীয়ত সমর্থন করে না	৪৪১
মাসতুরাত জামাত শরীয়তসম্মত নয়	৪৪২
মাসতুরাত নিয়ে চিল্লায় যাওয়ার হুকুম	৪৪৪
মহিলাদের তাবলীগ করার বিধান	৪৪৫
দ্বীনি আলোচনার জন্য নারীদের জমায়েত ও মাসতুরাত জামাত	৪৪৬
পর্দার মাপকাঠি ও মহিলা তাবলীগ	৪৪৮
আল্লাহর রাস্তায় খরচ ও আমলের ফজীলত	৪৫১
ঘরে মহিলাদের তা'লীমের পদ্ধতি	৪৫৩
তা'লীম শুনতে যাতায়াত পথে পরপুরুষের সাথে কথা বলা	৪৫৩
দাওয়াতের নামে নারীদের সংঘবদ্ধ জামাত	৪৫৫
নারীদের তাবলীগে সময় লাগানো	৪৫৬
তা'লীম ও মাহফিলের জন্য নারীদের দূর-দূরান্তে গমন করা	৪৫৭
নারীদের মাসতুরাত জামাত থেকে বিরত রাখতে হবে	৪৫৯
দেশ-বিদেশে মাসতুরাতের জামাত পাঠানো শরীয়তসম্মত নয়	৪৬০
দুই ধরনের মহিলা তাবলীগের হুকুম	৪৬১

Scanned by CamScanner

ওয়াজ-নসীহত	৪৬৩
নাবালেগ ছেলে দ্বারা ওয়াজ করানোর হুকুম	৪৬৩
চুক্তি করে টাকা নিয়ে ওয়াজ করা	৪৬৪
রাতে ওয়াজ করার হুকুম	৪৬৫
ঈসালে সাওয়াব উপলক্ষে ওয়াজ-মাহফিল করা	৪৬৬
মসজিদে তাফসীর করা ও জোরে সুবহানাল্লাহ বলা	৪৬৭
ভিডিও ধারণের ব্যবস্থা থাকলে ওয়াজে অংশগ্রহণ অবৈধ	৪৬৮
চাঁদা দেওয়ার শর্তে ফাসেককে মাহফিল পরিচালনা কমিটির সদস্য বানানো	৪৬৯
মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে ওয়াজ করা	৪৭০
মসজিদের মিম্বরে ওয়াজ করার অধিকার কার	৪৭১
মসজিদ ও মাহফিলে জোরে জোরে দরূদ শরীফ ও আলহামদু লিল্লাহ বলা	৪৭২
রাজনীতি	৪৭৩
ইসলামে রাজনীতি ও বর্তমান রাজনীতি	৪৭৩
রাজনীতি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ	৪৭৪
ইসলামী আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?	৪৭৫
ইসলামে নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি	৪৭৬
পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত	৪৭৬
দ্বীন ও ইকামতে দ্বীনের অর্থ ও পদ্ধতি	৪৭৮
ইসলামী দলের সংজ্ঞা ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	৪৭৯
মওদুদীর নামের সাথে 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলা যাবে কি না?	৪৮১
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিচয় ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির ইবাদত	৪৮২
সেক্যুলারের ধর্মীয় আমল কাজে আসবে কি না?	৪৮৫
গণতন্ত্র ইসলাম সমর্থন করে না	৪৮৬
গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও ইসলাম	৪৮৮
সর্ব ক্ষেত্রে কে আমীর হওয়ার উপযুক্ত?	৪৯০
ভোটের বিধান ও নির্বাচনে করণীয়	৪৯১
ভোট প্রদান ও ইসলামের ব্যানারে প্রার্থী হওয়া	৪৯৩
গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট প্রদান ও বর্জন করা	৪৯৩
ভোট কাকে দেবে, কী দেখে দেবে?	৪৯৪
গণতন্ত্রকে অবৈধ বলে তার সাথে যুক্ত থাকার মানে কী?	৪৯৬
নারী নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া	৪৯৭
মহিলা মেম্বার প্রার্থীকে ভোট দেওয়া	৪৯৮

Scanned by CamScanner

	৪৯৯
ইসলামবিদ্বেষীকে ভোট দিলে কি ঈমান চলে যায়?	৫০০
মহিলাদের ভোট প্রদান	৫০১
বিজয়ী প্রার্থী গোনাহে লিপ্ত হলে ভোটদাতার গোনাহ হবে কি না?	৫০৩
নির্বাচনী প্রচারণার বিনিময় গ্রহণ ও ভোট ক্রয়ের টাকা মেরে খাওয়া	৫০৪
সমাবেশ, লংমার্চ, হরতাল ইত্যাদি করার বিধান	৫০৫
দাবি আদায়ের লক্ষ্যে হরতাল-ধর্মঘট করা	৫০৬
বিশ্বে মুসলমানরা লাঞ্ছিত-বঞ্চিত কেন?	৫০৭
বাংলাদেশ দারুল ইসলাম	৫০৯
বাংলাদেশ কি দারুল আমান? এ দেশের জমি উশরী নাকি খেরাজী?	৫১১
রাজনৈতিক সমালোচনা গীবতের অন্তর্ভুক্ত কি না?	৫১৩
রাজনৈতিক সমাবেশের ছবি-ভিডিও ধারণ করা	৫১৪
রাষ্ট্রীয় পতাকাকে সালাম দেওয়া	৫১৪
রাষ্ট্রীয় আইন ও নির্দেশ মান্য করা	
সীরাত ও ইতিহাস	**৫১৬**
রাসূল (সা.) মা আমিনার গর্ভ থেকে স্বাভাবিকভাবেই জন্মলাভ করেন	৫১৬
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছায়া ছিল	৫১৭
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের তারিখ	৫১৮
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মগ্রহণ পিতা-মাতার ঔরশেই	৫২০
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতার ইন্তেকাল	৫২১
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কারাভোগ করেননি	৫২১
ইহুদী কর্তৃক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর নির্যাতন!	৫২২
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মায়ের গর্ভে পিতার জানাযা পড়েছেন?	৫২৪
ইউসুফ (আ.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বপুরুষ নন	৫২৪
ইবরাহীম (আ.) কি মায়ের সাথে বেয়াদবী করেছেন?	৫২৫
মিসওয়াকের বদৌলতে বিজয় লাভ	৫২৫
হিজরী ও খ্রিস্ট সনের মধ্যে পার্থক্য	৫২৬
স্বপ্নের ব্যাখ্যা	**৫২৭**
নিজেই নিজের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা	৫২৭
স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে বলার ব্যাখ্যা	৫২৭

Scanned by CamScanner

كتاب العلم

ইল্‌ম অধ্যায়

সৃষ্টির সংখ্যা

প্রশ্ন : অনেকে বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা ১৮ হাজার মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। এর প্রমাণ কোথাও আছে কি?

উত্তর : তাফসীর বিশারদগণের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ৪০ হাজার, ৮০ হাজার, ১ লাখেরও মত রয়েছে। সকল মতের সারসংক্ষেপ এই যে কমপক্ষে ১৮ হাজার বলা যায়। আবার কেউ বলেন যে এ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। (১/৩৭৭/১৭৮)

📖 تفسير القرطبي (إحياء التراث) ١ /١٠٤- ١٠٥ : و قال وهب بن منبه :إن لله عز وجل ثمانية عشر الف عالم، الدنيا عالم منها ، وقال ابو سعيد الخدري رضـ : إن لله اربعين الف عالم، الدنيا من شرقها إلي غربها عالم واحد، وقال مقاتل: العالمون ثمانون الف عالم ...

📖 التفسير المظهري (إحياء التراث) ١/ ١١ : والعالم اسم لما يعلم به الصانع كالخاتم وهو الممكنات بأسرها قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ قالَ يعنى موسى رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا وجمع بملاحظة أجناس تحته وغلّب العقلاء- وقال وهب : لله ثمانية عشر الف عالم الدنيا عالم منها وما العمران في الخراب الا كفسطاط في صحراء- وقال كعب الأحبار لا يحصى عدد العالمين وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وقيل العالم اسم لذوى العلم من الملائكة والثقلين وتناول غيرهم استتباعا .

📖 تفسير روح المعاني (دارالحديث) ١ / ١٢٤ : ورري في بعض الأخبار أن الله تعالى خلق مائة ألف قنديل وعلقها بالعرش والسماوات

Scanned by CamScanner

والأرض وما فيهن حتى الجنة والنار في قنديل واحد ولا يعلم ما في باقي القناديل إلا الله تعالى.

وقال كعب الأحبار لا يحصى عدد العالمين إلا الله تعالى: "ويخلق ما لا تعلمون"، "وما يعلم جنود ربك إلا هو".

দ্বীনি মাসআলা শেখার ফজীলত

প্রশ্ন : একটা মাসআলা শিক্ষা করলে ১ হাজার রাক'আত নফল নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়, হাদীসটির সঠিক অর্থ কী?

উত্তর : ইবনে মাজাহ শরীফের হাদীস থেকে বোঝা যায় ইলমের একটি অধ্যায় শেখা এক হাজার রাক'আত নফল নামায অপেক্ষা উত্তম। মাসআলা শিক্ষা করাও এর অন্তর্ভুক্ত। (১৭/৮২৩/৭৩৫৩)

📖 سنن ابن ماجه (إحياء الكتب) ١/ ٧٩ (٢١٩) : عن أبي ذر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله، خير لك من أن تصلي مائة ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم، عمل به أو لم يعمل، خير من أن تصلي ألف ركعة».

📖 حاشية السندي على سنن ابن ماجه (دار الجيل) ١/ ٩٥ : (عمل به أو لم يعمل به) أي سواء كان علما متعلقا بكيفية العمل كالفقه أو لا بأن يكون متعلقا بالاعتقاد مثلا وليس المراد أن يكون علما لا ينتفع به.

Scanned by CamScanner

মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখিরীন কারা?

প্রশ্ন : সালাফে সালেহীন, মুতাকাদ্দিমীন, মুতাআখখিরীন কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর : সালাফে সালেহীন বলতে সাহাবা, তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনদেরকে বোঝায়। মুতাকাদ্দিমীন কারা এ ব্যাপারে কয়েকটি উক্তি রয়েছে ১. হিজরী তৃতীয় শতাব্দী শুরুর পূর্ব পর্যন্তের ইমাম ও উলামায়ে কেরাম ২. ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর সময়কাল পর্যন্তের উলামাগণ মুতাকাদ্দিমীন। এর পরবর্তী উলামায়ে কেরামকে মুতাআখখিরীন বলা হয়। (১০/৪২/২৯৭৭)

📖 ميزان الاعتدال (دار المعرفة) ١/ ٤ : فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلثمائة -

📖 التعريفات الفقهية للمجددي (اشرفى بكڈپو) ص ٤٦٣: المتقدمون من فقهائنا الذين أدركوا الأئمة الثلاثة ومن لم يدركهم فهو من المتأخرين وفي جامع العلوم أن الخلف عند الفقهاء من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلوائي والسلف من أبي حنيفة إلى محمد والمتأخرون من الحلوائي إلى حافظ الدين البخاري وذكر الذهبي أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس ثلث مائة .

📖 رسائل ابن عابدين (سهيل اكيڈيمى) ١/ ١٦١ : قال الحافظ الذهبي : الحد الفاصل بين العلماء المتقدمين والمتأخرين رأس القرن الثالث وهو الثلاثمائة، فالمتقدمون من قبله والمتأخرون من بعده -

প্রতি ৪৮ মাইলে একজন মুহাক্কিক থাকা ফরযে কিফায়া?

প্রশ্ন : শুনেছি, প্রতি ৪৮ মাইলের ভেতরে একজন মুহাক্কিক আলেম থাকা ফরযে কিফায়া, কথাটি কতটুকু সত্য?

উক্ত আলেমের কী পরিমাণ এলেম থাকা জরুরি? শরয়ী দলিলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : 'প্রতি ৪৮ মাইলে একজন মুহাক্কিক আলেম থাকা ফরযে কিফায়া' হুবহু এ ধরনের কথা পাওয়া যায়নি। অবশ্য প্রত্যেক শহর বা এলাকায় এমন একজন আলেম থাকা ফরযে কিফায়া, যিনি কোরআন, হাদীসসহ শরীয়তের সকল হুকুম-আহকামের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং এলাকার মুসলমানদের সমস্যাবলির শরয়ী সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন। (১৯/৪০/৭৯৬৪)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٤٢ : واعلم ان تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه وفرض كفاية وهو ما زاد عليه ينفع غيره.

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ۴/ ۴۸۹ : جو ہر مسلمان پر فرض فرمایا ہے اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرض ادا کر سکتا ہے نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے جو ایمان واسلام کے لئے ضروری ہے ، باقی علوم کی تفصیلات قرآن وحدیث کے تمام معارف ومسائل پھر ان سے نکالے ہوئے احکام و شرائع کی پوری تفصیل یہ نہ ہر مسلمان کی قدرت میں ہے نہ ہر ایک پر فرض عین ہے، البتہ پورے عالم اسلام کے ذمہ فرض کفایہ ہے، ہر شہر میں ایک عالم ان تمام علوم وشرائع کا ماہر موجود ہو تو باقی مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، اور جس شہر یا قصبہ میں ایک بھی عالم نہ ہو تو شہر والوں پر فرض ہے، کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائیں، یا باہر سے کسی عالم کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں تاکہ ضرورت پیش آنے پر باریک مسائل کو اس عالم سے فتوی لے کر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔

প্রতিদিন মাসআলা পড়ে শোনানোকে বিদ'আত বলা

প্রশ্ন : আমরা নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল্স, পাকশী, পাবনা মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে প্রায় ২০-২৫ বছর পূর্বে সিদ্ধান্ত নেই যে ফরয নামাযের পর আর কোনো নামায নেই এমন একটি ওয়াক্তে বাংলা বেহেশতী জেওর থেকে প্রতিদিন ২-১টি করে মাসআলা ইমাম সাহেব পড়ে শোনাবেন। এর পর থেকে ধারাবাহিকভাবে ফজরবাদ ইমাম সাহেব বিভিন্ন অধ্যায় থেকে মাসআলা শোনাতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত ৫-৬ মাস পূর্ব থেকে মসজিদ কমিটির পরামর্শ ছাড়া ইমাম সাহেব তা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিছুদিন এভাবে থাকায় কমিটির সেক্রেটারি সাহেব ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে মাসআলা পড়া বন্ধ করার কারণ কী? তিনি বলেন, প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে একই নিয়মে মাসায়েল পড়ে শোনানো বিদ'আত। যে মাসায়েল শোনার কারণে ফরযের ভুল-

Scanned by CamScanner

ত্রুটি পূরণ হচ্ছে, তা বিদ'আত বলে বন্ধ করে দেওয়া সঠিক হচ্ছে কি না? নামাযের আগে-পরে প্রকৃতপক্ষেই কি ধারাবাহিকভাবে মাসআলা পড়ে শোনানো বিদ'আত?

যদি বিদ'আত হয় কিতাব থেকে মাসআলা শোনানোর আর পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তে যে বিষয়ের ভিত্তি আছে শরীয়তসম্মত কোনো কারণ ছাড়া তাকে বিদ'আত বলার অবকাশ নেই। তাই যেহেতু মসজিদে দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েলের আলোচনা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে প্রচলিত, তাই প্রশ্নে বর্ণিত তালীমকে বিদ'আত বলে বন্ধ করে দেওয়া ঠিক নয়। তবে এ ধরনের তালীম যেহেতু বাধ্যতামূলক নয়, তাই যদি নিয়োগের সময় এ কাজের উল্লেখ না থাকে তাহলে ইমাম সাহেব সম্মত না হলে অন্য কোনো আলেম দ্বারাও তালীমের ব্যবস্থা করা যায়। (১৪/৩৬৫/৫৬২৫)

📖 سنن الدارمي (دار المغني) ١/ ٣٦٥ (٣٦١) : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال: «كلاهما على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه والعلم ويعلمون الجاهل، فهم أفضل، وإنما بعثت معلما» قال: ثم جلس فيهم .

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٣٤ : فلا يجوز لأحد مطلقا أن يمنع مؤمنا من عبادة يأتي بها في المسجد لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة واعتكاف وذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه وقراءة قرآن.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٠/ ٢٦٧ :الجواب- مسلمانوں میں عامۃ دین سے بے رغبتی اور بے عملی ہے اس کے دور کرنے کے لئے دینی معتبر کتاب کا سنانا بہت مفید ہے۔

ইংরেজি শেখার হুকুম

প্রশ্ন : পূর্বসূরীদের কেউ বলেছেন, ইংরেজি শিক্ষা হারাম। কেউ বলেছেন, মাকরূহে তাহরীমি। এগুলো কি ফতওয়া, নাকি উক্তি? এ ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : আক্বীদা, আমল, আখলাক ঠিক রেখে একটি ভাষা হিসেবে ইংরেজি শেখা জায়েয আছে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে প্রয়োজনের বেশি প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর আমল-আখলাক নষ্ট হয়ে যায়। তাই বাস্তব জীবনে উক্ত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করে নিষেধ করা হয়। (১৮/৬৭০/৭৭৯০)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤ / ٣٧٩ (٧١٩٥) : عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره «أن يتعلم كتاب اليهود» حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه، وأقرأته كتبهم، إذا كتبوا إليه.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۷۴ : سوال—انگریزی پڑھنا اور پڑھانا درست ہے یا نہیں؟

جواب—انگریزی زبان سیکھنا درست ہے بشرطیکہ کوئی معصیت کا مرتکب نہ ہو اور نقصان دین میں اس سے نہ آوے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱/ ۲۱ : حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ کا ارشاد ہے کہ ”اگر انگریزی تعلیم کا آخری اثر یہی ہے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ نصرانیت کے رنگ میں رنگ جائیں یا ملحدانہ گستاخیوں سے اپنے مذہب اور مذہب والوں کا مذاق اڑائیں یا حکومت وقت کی پرستش کرنے لگیں تو ایسی تعلیم پانے سے ایک مسلمان کے لئے جاہل رہنا ہی اچھا ہے۔

কয়েকটি বই সম্পর্কে পর্যালোচনা

প্রশ্ন : আমলে নাজাত, নেয়ামুল কোরআন, বার চাঁদের ফজীলত, রাবেয়া বসরীর জীবনী, উক্ত বইগুলোর মধ্যে কোনো ভুল-ত্রুটি আছে কি না? থাকলে কোনটার মধ্যে কী ভুল আছে? সম্ভব হলে জানাবেন। আর মহিলাদের হেদায়েতের জন্য কোন কোন ধরনের বই পড়া যেতে পারে।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বইগুলো কাদের লিখিত তা না জেনে কোনো মন্তব্য করা ঠিক নয়, আর মহিলাদের জন্য এ রকম বই পড়া উত্তম, যেগুলোর মধ্যে আল্লাহর ভয় জান্নাতের নিয়ামতের কথা দোযখের আযাবের কথা ও প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল রয়েছে। ওই সমস্ত বই পড়ার দ্বারা মহিলারা প্রভাবান্বিত ও উপকৃত হয়। তবে বইয়ের লেখক

Scanned by CamScanner

এমন কোনো হক্কানী আলেম হতে হবে, যার সম্পর্কে হক্কানী আলেমগণের স্বীকৃতি থাকবে। (১০/২৪/২৯৭৮)

📖 اصلاح النساء ص٦٠ : عورتوں کے لئے بس ایسی کتابیں مناسب ہیں جن سے خدا کا خوف جنت کی طمع دوزخ سے ڈر پیدا ہو اس کا اثر عورتوں پر بہت اچھا ہوتا ہے۔

মায়ের কথায় ইলম শেখা বন্ধ করে দেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক তালেবে ইল্ম, যিনি দাওরা হাদীস পাস করে এখন ইফতা পড়েন। বাড়িতে আম্মা আছেন, তাঁর ৩-৪টি ভাই আছে, যারা শরীয়ত মোতাবেক চলে না এবং বাড়িতে সব সময় টিভি, সিডি চলার কারণে ঠিকমতো তাঁর মা নামাযও আদায় করতে পারেন না। এ ছাড়া নানা রকম কষ্ট দিয়ে থাকে, যার কারণে ওই তালেব ইলমকে তাঁর মা বলেন, তুমি এখন খেদমত করো এবং আমাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করো, এই কথা বলে আর কান্নাকাটি করেন। প্রশ্ন হলো, উক্ত তালেবে ইলম তাঁর আম্মাকে কষ্ট দিয়ে ইফতা পড়া জায়েয হবে কি না? অথচ কোরআনে আছে, ولا تقل لهما اف শরীয়তের আলোকে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : প্রশ্নে যে পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এরূপ অবস্থায় মা একটু ধৈর্য্য ধরলে ছেলে কোরআন-হাদীসে পারদর্শী হওয়ার সুযোগ পায়। এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার মতো প্রস্তাব দেওয়া মায়ের জন্য উচিত নয়। পক্ষান্তরে মা ওই ছেলের মুখাপেক্ষী হলে ছেলে মায়ের কথা অগ্রাধিকার দেবে। (১৩/৩৪/৪০৮৪)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٦ / ٤٠٨ : وله الخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه لو ملتحيا وتمامه في الدرر.

📖 رد المحتار ٦ / ٤٠٨ : (قوله وله الخروج الخ) أى إن لم يخف على والديه الضيعة إن كانا موسرين ولم تكن نفقتهما عليه.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ١/ ٣٩٨ : سوال-کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ ایک شخص کے والدین اور اس کی زوجہ طلب علم کے لئے اسے سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو کیا اس صورت میں یہ شخص طلب علم کے لئے سفر کرے یا نہ کرے؟

Scanned by CamScanner

الجواب – علم شرعی کی تین قسمیں ہیں : (۱) فرض عین (۲) فرض کفایہ (۳) مندوب، ... ... اور اگر ضیاع کا خوف نہیں تو فرض عین اور فرض کفایہ کے تحصیل میں والدین وزوجہ کی اطاعت نہ کرے ... علم مندوب میں بہر حال والدین کی اطاعت اولی ہے.

ওজু ছাড়া কিতাব পড়া

প্রশ্ন : বিনা ওজুতে ফাজায়েলে আমল এবং এ-জাতীয় কিতাব ও মাসআলা পড়া যাবে কি না?

উত্তর : ফাজায়েলে আমল এবং এ-জাতীয় অন্যান্য কিতাব ও মাসআলার বই-পুস্তক বিনা ওজুতে পড়া যাবে তবে কোরআনের আয়াত থাকলে তা স্পর্শ করা যাবে না। (১৮/১২/৭৪২৭)

📖 ردالمحتار(سعید) ۱/ ۱۷٦ : (قوله: لا الكتب الشرعية) قال في الخلاصة: ويكره مس المحدث المصحف كما يكره للجنب، وكذا كتب الأحاديث والفقه عندهما. والأصح أنه لا يكره عنده.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ۱۸ : جواب—ایسی نحو کی کتاب کو بغیر وضو پڑھنا درست ہے ایسی کتاب جنب پڑھ سکتا ہے بروقت ضرورت جائز ہے مگر بہتر نہیں اور جب چھوئے تو جس جگہ قرآن شریف لکھا ہے اس جگہ پر ہاتھ نہ لگائے۔

হাদীস-তাফসীরের বাংলা অনুবাদ

প্রশ্ন : হাদীসের কিতাব তথা বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি এবং কোরআনের তাফসীরের আরবী থেকে বাংলা অনুবাদ করার দ্বারা ইসলামী জ্ঞানশূন্য বাংলা-ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করার সহজ একটি ব্যবস্থা হয়। যেহেতু তারা আরবী-উর্দু ভাষা বুঝতে সক্ষম নয়। হাদীসের কিতাব বা তাফসীরের যেকোনো কিতাব বাংলায় অনুবাদ হলে সাধারণ লোকদের জন্য তা পাঠ করা বৈধ হবে কি না?

প্রশ্নের কারণ হলো, এক ইংরেজি শিক্ষিত লোক বাংলায় কোরআনের অনুবাদ পড়ার পর ইসলামের সমালোচনা করে যে মৌলভীদের মধ্যে এত মতভেদ কেন? দলিলস্বরূপ

Scanned by CamScanner

কোরআনের আয়াত صلوا عليه وسلموا تسليما দ্বারা মিলাদ-কিয়াম বৈধ বলে দাবি করে। কেননা صلوا দ্বারা কিয়াম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আরেক ইংরেজি শিক্ষিত বাংলা ইতিহাস পড়ে ঈদে মীলাদুন্নবী বৈধ হওয়ার দাবি করে।

উত্তর : প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কোরআন-হাদীসের তত্ত্ব জ্ঞান, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি শিক্ষা করা প্রয়োজন। তাই হক্কানী উলামায়ে কেরামের লিখিত গ্রহণযোগ্য তাফসীর বা হাদীসের যেকোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিজ্ঞ আলেমের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যক। তবে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ আয়াত হাদীস বা মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে গবেষণা ও পর্যালোচনা করা কোরআন-সুন্নাহর অভিজ্ঞ উলামাদের একমাত্র অধিকার অন্য কারো নয়। তাই যেকোনো সাধারণ লোকদের জন্য কোরআন-হাদীসের শাব্দিক অর্থ বা তাফসীর দেখে মাসআলা বের করার চেষ্টা করা চরম বোকামি ও ভ্রান্ত পথ অবলম্বন ছাড়া কিছুই নয়। তা ছাড়া صلوا শব্দের ব্যাখ্যা কোনো কিতাবে ও অভিধানে কিয়াম দ্বারা করা হয়নি। এ ধরনের ভিত্তিহীন মনগড়া কথা আলোচনাযোগ্য নয়। এটি কোরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা। (১৪/৭৩)

📖 بوادر النوادر (ادارہ اسلامیات) ص ۳۳۳ : تعلیم قرآن مجید کا سب کے لئے صغار ہو یا کبار، عوام ہو یا خواص مطلوب ومأمور بہ ہونا ظاہر ہے، اور اس میں تعلیم ترجمہ بھی داخل ہے، اس لئے کہ عجم کا ترجمہ سے وہی تعلق ہے جو عرب کا اصل سے اور عوام عرب کو کہیں اس کی تعلیم سے مستثنی نہیں کیا گیا اس لئے عوام عجم کو بھی تعلیم ترجمہ سے مستثنی نہ کیا جاویگا اور روایت لا تعلموھن سورۃ یوسف کی صحت ثابت نہیں ہوئی، البتہ اگر کہیں متعلم کی کج فہمی سے اس میں مفاسد پیدا ہونے لگیں تو خود ان مفاسد کا انسداد کیا جائے، اور اس انسداد کی تدابیر امور اجتہادیہ ہیں جو مبنی ہیں تجارب پر کہ ان میں مصلحین کی آراء مختلف بھی ہو سکتی ہیں، سو اس کے اصول یہ احقر اپنے تجربہ کے موافق لکھتا ہے

۱۔ تعلیم کنندہ عالم کامل و حکیم عاقل ہو کہ ترجمہ کی تقریر اور مضامین تفسیر کے انتخاب میں مخاطب کے فہم کی رعایت رکھے.

۲۔ متعلم خوش فہم و منقاد ہو معجب بالرائے وخود پسند نہ ہو کہ تفسیر سمجھنے میں غلطی نہ کرے اور تفسیر بالرائی کی جرأت نہ کرے... ... ...

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۴۵ : قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر وہ شخص بیان کرے جس نے ترجمہ یا تفسیر استاذ سے حاصل کیا ہو، محض اپنے ذاتی مطالعہ سے قرآن کریم کی

Scanned by CamScanner

تفسیر کو حاصل کرنا اور پھر بیان کرنا مناسب نہیں۔ قرآن کریم کو دیگر کتب کی طرح نہ سمجھے اس کی شان بہت بلند ہے، اس کے لئے بہت علوم کی ضرورت ہے، جو حضرات ذاتی مطالعہ سے اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں وہ بہت غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو مبتلا کرتے ہیں۔

সরকারি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করা

প্রশ্ন : দ্বীনি ইলম তথা কোরআন-হাদীসকে পার্থিব উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা বৈধ কি না? যদি বৈধ না হয়ে থাকে তাহলে বর্তমান সরকারি মাদ্রাসাগুলোতে যে কোরআন-হাদীস শিক্ষা দেওয়া হয় তার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়া এবং সার্টিফিকেট। প্রশ্ন হলো, যখন কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে মূল হিসেবে রাখা হয় না বরং অন্য বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে বর্তমান সরকারি মাদ্রাসাগুলোকে মাদ্রাসা বলা জায়েয হবে কি না? তারা তো বলে থাকে যে সরকারি মাদ্রাসায় পড়ার দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টা পাওয়া যায়। উল্লিখিত প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : পার্থিব উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলম অর্জন করা যেমন বৈধ নয়, তেমনিভাবে জাগতিক শিক্ষা গ্রহণ শরীয়তের দৃষ্টিতেও অবৈধ নয়। বরং মুসলমানের জন্য দুই শর্তে সব ধরনের জাগতিক শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা বৈধ, বরং সাওয়াবের কারণ। ১. মুসলমানিত্ব পূর্ণ রূপে রক্ষা করে চলা। ২. এবং জাগতিক শিক্ষার দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে বিধর্মীদের মুখাপেক্ষী থেকে রক্ষা করা। সুতরাং উপরোক্ত উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকলে সরকারি মাদ্রাসা বরং স্কুল-কলেজে পড়াও বৈধ হবে। তবে সরকারি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে উপরোক্ত শর্তাবলি বজায় রাখতে হলে সঠিক নিয়্যাত এবং হক্কানী উলামা-মাশায়েখের সংস্পর্শ একান্ত প্রয়োজন। (১৩/১০১৮/৫৪৯৮)

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٨٥ (٣٦٦٤) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها.

📖 جامع بيان العلم وفضله (دار ابن الجوزي) ١ / ١٩٢ (١١٢٧) : عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتعلموا العلم

Scanned by CamScanner

لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار».

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ١ / ٤٨٤ : ومن تعلم للأغراض الفانية وكان من حقه أن لا يتعلمه إلا ابتغاء وجه الله يكون كمن حدث مرض في دماغه يمنعه عن إدراك الروائح فلا يجد رائحة الجنة لما في قلبه من الأغراض المختلفة بالقوى الإيمانية. وقال ابن حجر: هذا الوعيد مطلق إن استحل ذلك لأن تحريم طلب العلم بهذا القصد فقط مجمع عليه، ومعلوم من الدين بالضرورة ومفهوم الحديث أن من أخلص قصده فتعلم لله لا يضره حصول الدنيا له من غير قصدها بتعلمه، بل من شأن الإخلاص بالعلم أن تأتي الدنيا لصاحبه راغمة، كما ورد: " «من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وتأتيه الدنيا وهي راغمة» ": (رواه أحمد، وأبو داود وابن ماجه) ورواه الترمذي عن ابن عمر ولفظه: " «من تعلم علما لغير الله فليتبوأ مقعده من النار» ".

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۸۵ : سوال—ما قولکم رحمکم اللہ تعالی، اس مسئلہ میں کہ گورنمنٹ مدرسہ عالیہ سلہٹ میں علوم دینیہ مثل تفسیر بیضاوی وجلالین شریف و مشکوۃ شریف وہدایہ وشرح وقایہ وتوضیح تلویح وغیرہا من العلوم الدینیہ والعقلیہ پڑھنا حرام و گناہ کبیرہ ہے یا جائز؟

جواب—... ... ان روایات سے معلوم ہوا کہ ولایت وقضاء کا کافر سے قبول کرنا جائز ہے، اور عادۃ اس مناصب پر اعانت مالیہ لازم ہے، پس ملزوم کی اجازت لازم کی بھی اجازت ہے اور ان میں اور تدریس دین میں کوئی فرق نہیں، پس مدارس مذکورہ سوال میں پڑھنا پڑھانا اور تنخواہ اور وظیفہ لینا سب جائز ہے، اور ایسے مدارس سے پڑھنا ایسا ہے جیسا قاضی متقلد من الکافر کے پاس مقدمات لانا۔

Scanned by CamScanner

বায়তুল মা'মুর, আকসা ইত্যাদি কোথায় অবস্থিত?

প্রশ্ন : বায়তুল মা'মুর, বায়তুল মাকদিস, মসজিদুল আকসা এবং বাইতুল্লাহ শরীফ কোথায় অবস্থিত? নবী করীম (সা.) জীবিত থাকা অবস্থায় এই মসজিদগুলোর মুয়াজ্জিন কে ছিলেন? এবং বাইতুল হারাম কোন মসজিদকে বলে? হারাম অর্থ কী?

উত্তর : বায়তুল মাকদিস বর্তমানে ফিলিস্তিনে অবস্থিত। বাইতুল্লাহ শরীফ ও বাইতুল হারাম একই মসজিদকে বলা হয়, যা মক্কা শরীফে অবস্থিত। বাইতুল মা'মুর সপ্তম আসমানের ওপর বাইতুল্লাহ শরীফের বরাবর অবস্থিত।

'হারাম' অর্থ সম্মানিত। যে জায়গার সম্মান প্রদর্শন করা জরুরি এবং যে জায়গায় কোনো প্রাণীকে শিকার করা বা হত্যা করা ও কারো মান ক্ষুণ্ন করা ইত্যাদি হারাম। রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় বাইতুল্লাহ শরীফের মুয়াজ্জিন ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মাহযূরা (রা.), আর ওই সময় বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় হয়নি, বরং হযরত উমর (রা.)-এর যুগে বিজয় হয়। আর বাইতুল মা'মুরে মুয়াজ্জিনের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ সপ্তম আসমানের ওপর কোনো মানুষের বসতি নেই। (২/৮২)

মনগড়া পদ্ধতিতে কোরআনের শিক্ষাদান

প্রশ্ন :

১. একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক কোনো উস্তাদের নিকট কোরআন-হাদীস শিক্ষা না করে নিজস্ব আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে কোরআন-হাদীসের শিক্ষা প্রদান করে চলেছেন। দুই-তিন স্থানে তাঁর শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে, যা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের আবিষ্কৃত।

২. তিনি বিশেষত হাই স্কুলগামী বা উঠতি বয়সের যুবতীদেরকেই শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

৩. উল্লেখ্য, মেয়েদেরকে শর্ত দেওয়া হয় যে মাস্টারের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বসতে পারবে না। ফলে কিছু মেয়ের অভিভাবকগণ বিবাহের চাপ দিলে মেয়েরা বাড়ি ছেড়ে মাস্টারের বাড়ি চলে যায়। বড় বোনের পূর্বে ছোট বোনের বিবাহ দিয়ে দেওয়ার কথাও নাকি ছাত্রীদের দু-একজন তাদের অভিভাবকদের জানিয়ে দিয়েছে।

৪. মোনাজাতের সময় যুবতী মেয়েদের উচ্চ স্বরে কান্না শুনে পাশের বাড়ির লোকজনকে ছুটে আসতেও দেখা গেছে। যারা শিক্ষাদানে বা আলোচনায় অংশ নিতে যায়, এরা বেশির ভাগই অবিবাহিত।

Scanned by CamScanner

৫. তা ছাড়া দেশবরেণ্য মুফাস্‌সিরগণের পেশকৃত কোরআনের তাফসীর নাকি তদ্বীয় দলপতিদের বুঝে আসে না। তাদের মন্তব্য হলো, কোরআনের তাফসীরের এ প্রচলিত পদ্ধতির দ্বারা সমস্যা সমাধানের এমন কোনো সুরাহা দেওয়া হয় না, যা বাস্তবধর্মী।

উত্তর : সর্বজনবিদিত সত্য কথা যে কোনো শাস্ত্র বা জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করার জন্য অভিজ্ঞ জ্ঞানী ও শাস্ত্রবিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হয়, এ পন্থা অবলম্বন ব্যতীত শাস্ত্রবিদ হওয়ার দাবি করা বড়ই অপরাধ। কোরআন ও হাদীস শরীফের ব্যাপার তো আরো কঠিন। রীতিমতো শিক্ষাগ্রহণ ছাড়া কোরআন-হাদীসের সঠিক অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রাসঙ্গিক আরো বহু জ্ঞানের সমন্বয় জরুরি। সুতরাং পরিপূর্ণ আলেমে দ্বীন না হয়ে কোরআন-হাদীসের শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি নেই এবং নিজ যুক্তিতে কোরআন শিক্ষা দেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মহিলাদের পর্দা করা ফরয। ফরয বিধান লঙ্ঘন করে শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। মাহরাম ব্যতীত পর্দার সহিত শিক্ষাও শঙ্কামুক্ত নয়। বিবাহের ক্ষেত্রে মাস্টার বা শিক্ষকের অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই। পরের মেয়েকে নিজের আয়ত্তাধীন করার পরিকল্পনা অত্যন্ত গর্হিত ও ঘৃণিত কাজ। এ ক্ষেত্রে গার্ডিয়ানের অবহেলাও বড় দায়ী। (৩/২২২/৫৪৬)

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٥ / ٤٣ (٢٩٥٠) : عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» -

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٥ / ٤٤ (٢٩٥٢) : عن جندب بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» -

📖 فتاوي رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴ / ۱۲۴: خلاصہ یہ ہے کہ احادیث اور آپ کے فیض یافتہ صحابہ اور ان کے فیض یافتہ تابعین و تبع تابعین و سلف صالحین کے آثار و اقوال کو بالائے طاق رکھکر اپنی سمجھ اور عقل سے قرآن کے صحیح مطالب و مراد تک رسائی ناممکن ہے اسی وجہ سے حضور اکرم ﷺ نے تفسیر بالرائ کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٣ / ٣١٠ (١١٧٣) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ /۳۹۷: جو لڑکی مراھقہ ہو وہ بالغہ کے حکم میں ہے اس کے لئے پردہ ضروری ہے اس کو مکتب یا مدرسہ میں بھیجنا فتنہ سے خالی نہیں لہذا ایسے لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام خود ان کے مکانوں پر ہونا چاہیئے ۔

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ٣٦٥ (٧١٤٤) : عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۲۵۸: جواب-خلاف شرع کسی کا قول ماننا درست نہیں جو قول ماننا بحکم شرع درست ہے وہ ماننا جائز ہے ورنہ ہرگز درست نہیں۔

মেয়েদেরকে হস্তলিপি শেখানো

প্রশ্ন : মেয়েদেরকে হাতের লেখা শেখানো জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মেয়েদেরকে শরয়ী পর্দা রক্ষা করে এবং ছোট মেয়েদেরকে প্রয়োজনীয় হাতের লেখা শিক্ষা দেওয়া জায়েয আছে। তবে যদি হস্তলিপি শিক্ষাদানে কোনো প্রকার ফেতনার আশঙ্কা থাকে, তাহলে মেয়েদেরকে তা থেকে বিরত রাখা উচিত। (১/১২৫)

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٤ / ١٦٧٤ (٣٨٨٧) : عن الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: «ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة».

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٨ / ٣٢٦ : قال الخطابي: فيه دليل على أن تعلم النساء الكتابة غير مكروه. قلت: يحتمل أن يكون جائزا للسلف دون الخلف لفساد النسوان في هذا الزمان.

📖 وکذا فی امداد الفتاوی (زکریا) ۴ /۳۶۴

Scanned by CamScanner

প্রকৌশলী হওয়া

প্রশ্ন : আমি একজন প্রকৌশল (ইঞ্জিনিয়ারিং) বিভাগের ছাত্র। প্রকৌশল বিভাগে বেশ কতগুলো শাখা আছে। যেমন : ১. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট নির্মাণসংক্রান্ত), ২. ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (বৈদ্যুতিক কাজকর্ম), ৩. মেকানিক্যাল ইঞ্জিরিয়ারিং (যান্ত্রিক) ইত্যাদি। এতে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে কোনো প্রকার বাধা আছে কি না? যেহেতু আমি ইলিকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ি, তাই এ বিদ্যাকে দ্বীনের খেদমতে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি?

উত্তর : যে বিদ্যা আপনি অর্জন করছেন শরয়ী নীতিমালা মান্য করে তাতে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে বাধা নেই। আর এর দ্বারা বৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জনকরত ওই অর্থ দ্বীন প্রচারের কাজে ব্যবহার করে দ্বীনের খেদমতে শরীক হতে পারেন। (৮/৭৪৮/২৩২১)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٧٩ (٢٠٧٢) : عن المقدام رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام، كان يأكل من عمل يده».

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٣٥٩ (١٤١٠) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل» -

ফতওয়া প্রদানের অধিকার ও শর্ত

প্রশ্ন : ফতওয়া প্রদান করার অধিকারী কে? এবং ফতওয়া প্রদানের শর্তাবলি কী?

উত্তর : যেসব উলামায়ে কেরাম কোরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন করেছেন এবং ফিক্বাহশাস্ত্র ও ফতওয়াদানের নিয়মনীতি, উসূল পদ্ধতির অভিজ্ঞতা অর্জন করার পাশাপাশি কোনো অভিজ্ঞ মুফতীর তত্ত্বাবধানে শরীয়ত মোতাবেক শরয়ী সমস্যার সমাধান পেশ করার চর্চা করে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন। এর সাথে সাথে আমল-আখলাকে উন্নত, ন্যায়পরায়ণ ও খোদাভীরু এবং যুগীয় পরিভাষা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত, একমাত্র তিনিই ফতওয়া প্রদান করার অধিকারী। (১৪/২৪৯/৫৬০৪)

Scanned by CamScanner

📖مقدمة شرح المهذب (دار الفكر) ١/ ٤١ : شرط المفتى كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت اشارته.

📖شرح عقود رسم المفتى (زكريا) صـ ١٧٩ : وكذا لا بد له من معرفة عرف زمانه واحوال اهله والتخرج فى ذلك على استاذ ماهر، ومعرفة المسائل بشروطها وقيودها.

📖أدب المفتي والمستفتي (مكتبة العلوم والحكم) ص ١٠٦ : وينبغي أن يكون كالراوي أيضًا في أنه لا تؤثر فيه القرابة والعداوة، وجر النفع، ودفع الضرر، لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص. فكان في ذلك كالراوي -

মুফতি না হয়েও মুফতি হওয়ার দাবি করা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব মুফতি নন তবুও তিনি বলেন, আমি মুফতি; এবং বেহেস্তী জেওর ও অন্যান্য বাংলা কিতাবের বরাত দিয়ে ফতওয়া দিয়ে থাকেন, এটা কি ঠিক?

উত্তর : ফতওয়া দেওয়া সহজ নয়। এর জন্য অভিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের সংস্পর্শে থেকে পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত তথ্য সত্য হলে উক্ত ইমামের জন্য নিজেকে মুফতি হিসেবে জাহির করা এবং ফতওয়া দেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। (৭/৬৭৫)

📖سنن ابى داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٨٢ (٣٦٥٧) : عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أُفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه» -

Scanned by CamScanner

📖إعلام الموقعين (مكتبة ابن تيمية) ٢ / ٢٠٢ : لا يجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة -

📖فيه ايضا: ١ / ٦٥ : الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته، فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم-

কারো প্ররোচনায় ভুল ফতওয়া প্রদান করা

প্রশ্ন :

১. যদি কোনো আলেম কারো প্রভাবে ভুল ফতওয়া প্রদান করেন তাহলে এর হুকুম কী?

২. যদি কোনো ব্যক্তি শরীয়তের সঠিক কোনো রায় না মেনে সরাসরি অস্বীকার করে, তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর :

১. অসত্য মাসআলা দিয়ে ফতওয়া দেওয়া গোনাহে কবীরা। হাদীস শরীফে আছে, যদি কোনো ব্যক্তি সত্য মাসআলা গোপন করে তাকে কেয়ামতের ময়দানে আগুনের লাগাম পরানো হবে। সুতরাং এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে তাওবা করা ও সত্য মাসআলা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া অপরিহার্য। অন্যথায় এই অসত্য মাসআলার ওপর আমলকারীর গোনাহ তাকেই বহন করতে হবে। (১৫/২১৪/৫৯৮৬)

📖سنن الترمذى (دار الحديث) ٤ / ٤٠٠ (٢٦٤٩) : عن أبي هريرة رضـ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» .

📖أدب المفتي والمستفتي (مكتبة العلوم والحكم) ص ١٠٦ : وينبغي أن يكون كالراوي أيضًا في أنه لا تؤثر فيه القرابة والعداوة، وجر النفع، ودفع الضرر، لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص. فكان في ذلك كالراوي -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸ / ۳۴۳ : اور جان بوجھ کر خواہش نفسانی کی وجہ سے خلاف شرع فتوی دینااور مستحق کو محروم کرنا بڑا ظلم اور کبیرہ گناہ ہے جو ناواقف اس خلاف شرع فتوی پر عمل کرینگے اس کا گناہ بھی فتوی دینے والے پر ہوگا اور ایسے شخص کو امام بنانا بالکل ناجائز ہے تاوقتیکہ وہ توبہ کرکے حق بات کو ظاہر نہ کردے لیکن اسکا فیصلہ بھی معتبر علماء سے کرایا جائے کہ فتوی موافق شرع ہے یا خلاف شرع کسی غیر عالم کا ازخود فیصلہ کرنا درست اور معتبر نہیں۔

২. শরীয়তের সঠিক কোনো মাসআলাকে সঠিক জানা সত্ত্বেও অস্বীকার করা বা কোরআন-হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত প্রসিদ্ধ মাসআলাকে অস্বীকার করা কুফরী।

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ۲ / ۲۷۲ : رجل عرض عليه خصمه فتوى الأئمة فردها وقال "چہ بار نامہ فتوی آوردہ" فقيل: يكفر؛ لأنه رد حكم الشرع وكذا لو لم يقل شيئا لكن القى الفتوى على الارض وقال ایں چہ شرع است كفر.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۱/ ۵۱ : جواب - کسی فتوی کے ماننے سے انکار کرنا دو طرح پر ہے اول یہ کہ منکر اس فتوی کو شرعی صحیح فتوی جانتے ہوئے ماننے سے انکار کردے یہ تو حقیقۃ شریعت کا انکار ہے اور یہ کفر ہے، دوم یہ کہ منکر اس فتوی کو صحیح شرعی فتوی نہ سمجھے، اور اس بناء پر ماننے سے انکار کردے تو یہ شریعت کا انکار نہیں ہوا بلکہ اس شخصی فتوی کا انکار ہوا پھر اگر وہ فتوی کسی فرض قطعی یا ضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کے متعلق تھا تو اس کا انکار مستلزم انکار شریعت ہو جائے گا، اور یہ بھی منجر بکفر ہوگا، اور اگر وہ فتوی کسی قطعی یا ضروری چیزوں کے متعلق نہ تھا بلکہ کسی مجتہد فیہ امر کے متعلق تھا تو اس کا انکار کفر نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸ / ۳۴۳ شرعی فتوی کو بلا دلیل رد کرنا اور نہ ماننا سخت گناہ ہے اور اگر اس فتوی شرعیہ کا استخفاف کرکے توہین و تحقیر کریگا تو یہ کفر ہے کہ تحقیر شریعت کو بھی مستلزم ہے۔

Scanned by CamScanner

ফতওয়া প্রদানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা

প্রশ্ন : জনৈক চেয়ারম্যান ও একজন আলেম। নিম্নে বর্ণিত কারণে কোনো এক গ্রামের মুফতি সাহেবকে উক্ত গ্রামে ফতওয়া দিতে নিষেধ করে দেন। আর বলে দেন যে আপনি অন্তত এই গ্রামে ফতওয়া দিতে পারবেন না, কেননা এর দ্বারা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

কারণসমূহ :

১. ফতওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেন।
২. কয়েকটি ফতওয়ায় ভুল করেছেন।
৩. নিজের ফতওয়া টিকানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেন।
৪. নিজের ফতওয়াকে বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল গ্রহণ করেন।

মুফতি সাহেব হুজুরের নিকট আমার জানার বিষয় হলো, এ সমস্ত কারণে মুফতি সাহেবকে ফতওয়া দিতে নিষেধ করা উক্ত আলেম ও চেয়ারম্যানের জন্য ঠিক হলো কি না? দলিলসহ জানালে চির কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে বর্ণিত কারণসমূহের জন্য মুফতি সাহেবকে ফতওয়া প্রদানে বাধা দেওয়া উক্ত আলেম এবং চেয়ারম্যানের জন্য শরীয়ত পরিপন্থী কাজ হয়নি। (১২/৩৫১/৩৯৫১)

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٣ / ١٥٨٢ (٣٦٥٧) : عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه» ـ

📖 سنن الدارمى(دار المغني) ١ / ٦٢(١٥٩) : عن عبيد الله بن أبي جعفر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار» ـ

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٢ / ٢٩٤ : ولا يصير الرجل أهلا للفتوى ما لم يصر صوابه أكثر من خطئه؛ لأن الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة بالمغلوب بمقابلة الغالب فإن أمور الشرع مبنية على الأعم الأغلب كذا في الولوالجية من كتاب القضاء.

Scanned by CamScanner

📖الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٣ / ٣٠٩ : وعلى ولي الأمر أن يبحث عمن يصلح للفتوى ويمنع من لا يصلح كذا في النهر الفائق.

📖فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ۱/ ۷۷ : یہاں تک کہ اگر کوئی شخص فتوی دیتا ہو اور حقیقت میں وہ فتوی دینے کا اہل نہ ہو تو حاکم وقت کو اختیار ہے کہ وہ اسے فتوی دینے سے روک دے بصورت دیگر حاکم بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔

কোরআন-হাদীসকে কথাবার্তার মতো ব্যবহারের বিধান

প্রশ্ন : কোরআনের আয়াত ও হাদীসকে কথাবার্তার মতো ব্যবহারের শরীয়তের হুকুম কী? যেমন–কোনো ব্যক্তি তার কোনো খুশির দিনে খুশি ব্যক্ত করার জন্য বলে উঠলো, ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا তার এই ব্যবহার এবং প্রেক্ষাপট কি এক? ঠিক এ ধরনের ব্যবহার ব্যক্তির চিন্তা অনুপাতে কোরআনের কোনো আয়াতেও হয়ে থাকে। শরীয়তে এ ধরনের ব্যবহারের অনুমতি আছে কি না?

উত্তর : সচরাচর কথার সাথে মিলিয়ে কোরআন-হাদীসকে নিজ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা আদবের পরিপন্থী, তাই তা বর্জনীয়। (১৪/ ৯০৯)

📖تفسير الخازن (دار الكتب العلمية) ١ /٦ : قال العلماء: النهي عن القول في القرآن: الرأي إنما ورد في حق من يتأول القرآن على مراد نفسه وما هو تابع لهواه وهذا لا يخلو إما أن يكون عن علم أو لا، فإن كان عن علم كمن يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أن المراد من الآية غير ذلك لكن غرضه أن يلبس على خصمه بما يقوي حجته على بدعته كما يستعمله الباطنية والخوارج وغيرهم من أهل البدع في المقاصد الفاسدة ليغروا بذلك الناس، وإن كان القول في القرآن بغير علم لكن عن جهل وذلك بأن تكون الآية محتملة لوجوه فيفسرها بغير ما تحتمله من المعاني والوجوه. فهذان القسمان مذمومان وكلاهما داخل في النهي والوعيد الوارد في ذلك

Scanned by CamScanner

الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٣ : وكذا قولهم بكفره
إذا قرأ القرآن في معرض كلام الناس، كما إذا اجتمعوا فقرأ
{فجمعناهم جمعا}، وكذا إذا قرأ {وكأسا دهاقا} عند رؤية كأس.
وله نظائر كثيرة في ألفاظ التكفير، كلها ترجع إلى قصد
الاستخفاف به -

ধোঁকায় পড়ে ধোঁকাবাজ থেকে ফতওয়া তলব করা

প্রশ্ন : বর্তমানে দেখা যায়, ঢাকার কিছু অভিজাত এলাকার মসজিদগুলোতে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বা অন্য ভ্রান্ত ফেরকার ইমাম-খতীব নিযুক্ত আছে। সাধারণ মানুষ তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাদেরকে আলেম ও মুফতি মনে করে। প্রশ্ন হলো, সাধারণ মানুষ যারা না বুঝে তাদের দেওয়া ভুল ফতওয়া অনুযায়ী আমল করছে তাদের কোনো গোনাহ হবে কি?

উত্তর : ইচ্ছামতো যাকে-তাকে ফতওয়া জিজ্ঞাসার অবকাশ কারো নেই। জনসাধারণের জন্য অজ্ঞ-ভণ্ড-ফেরকার লোক জেনেও তার থেকে ফতওয়া নিয়ে আসা জঘন্য অপরাধের শামিল। তবে সাধ্যমতো হক্ব তালাশ করেও অজ্ঞতার কারণে হক্বপন্থী বিজ্ঞ আলেম মনে করে ভ্রান্ত মৌলভী থেকে ফতওয়া নিয়ে আসার কারণে গোনাহ ফতওয়াদাতার হবে, গ্রহীতার নয়। তাই মসজিদ কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে, যখনই ইমাম সাহেব এ ধরনের ভ্রান্ত ফেরকার অনুসারী বলে প্রমাণ পাওয়া যাবে, সুকৌশলে তাকে অপসারণ করে হক্বপন্থী বিজ্ঞ, দ্বীনদার, মুত্তাকী আলেমকেই ইমাম নিযুক্ত করা। অন্যথায় উক্ত গোনাহের কাজে কমিটিও সহযোগী বলে গণ্য হয়ে গোনাহগার হবে। (১৭/৩৭৮/৭০৬১)

سنن ابى داود (دار الحديث) ٣ / ١٥٨٣ (٣٦٥٧) : عن أبي عثمان
الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان، قال: سمعت أبا هريرة رض
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفتي بغير علم
كان إثمه على من أفتاه» -

Scanned by CamScanner

ফতওয়া দেওয়ার হুকুম ও অস্বীকারকারীর বিধান

প্রশ্ন :

১. ফতওয়া দিয়ে টাকা গ্রহণ করা যাবে কি না?

২. ফতওয়া দেওয়া কি ফরয না ওয়াজিব? কোনো মুফতি সাহেবের কাছে ফতওয়া চাইলে জানা সত্ত্বেও যদি তিনি ফতওয়া না দেন তাহলে তিনি রাসূল (সা.)-এর হাদীসের «من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» আওতাভুক্ত হবেন কি না?

৩. ফতওয়া অস্বীকারকারীর বিধান কী?

উত্তর :

১. শরীয়তের দৃষ্টিকোণে মৌখিক ফতওয়া প্রদান করে ফতওয়া প্রদানের বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয। তবে শুধুমাত্র ফতওয়া প্রদানের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখলে কিংবা লিখিত ফতওয়া প্রদান করলে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হলেও না নেওয়াই উচিত। (১৭/৩৭৩/৭০৭৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /٩٢ : (يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق) والمحاضر، والسجلات (قدر ما يجوز لغيره كالمفتي) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى، لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان، ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقال، وصيانة لماء الوجه عن الإبتذال -

২. যদি কোনো জনপদ আলেম-উলামা ও মুফতিশূন্য হয়ে পড়ে এবং সেখানে একজন যোগ্য মুফতিই বিদ্যমান থাকেন, এমতাবস্থায় তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ফতওয়া প্রদান করা জরুরি। এমন ব্যক্তি ফতওয়া প্রদান না করলে প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীসের আওতাভুক্ত হয়ে গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে যে এলাকা বা শহরে অসংখ্য আলেম-উলামা এবং মুফতিয়ানে কেরাম বিদ্যমান এবং সেখানে ফতওয়া বিভাগও রয়েছে এরূপ স্থানে ফতওয়া প্রদান করা জরুরি নয়। ইচ্ছা করলে মুফতি সাহেব ফতওয়া প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে পারেন। সালাফে সালেহীন এবং ফকীহগণও অনুরূপ অবস্থায় কোনো কোনো সময় ফতওয়া প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন।

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ١ / ٤٨١ - ٤٨٢ : قال السيد: هذا في العلم اللازم التعليم كاستعلام كافر عن الإسلام " ما هو؟ "، أو

Scanned by CamScanner

حديث عهد به عن تعليم صلاة حضر وقتها، وكالمستفتي في الحلال والحرام، فإنه يلزم في هذه الأمور الجواب لا نوافل العلوم غير الضرورية، وقيل: العلم هنا علم الشهادة -

বেহেশতী জেওর কিতাবের মান

প্রশ্ন : বাংলায় অনুবাদকৃত বেহেশতী জেওর কিতাবখানি সাধারণ মুসলমানের জন্য কতটুকু জরুরি ও নির্ভরযোগ্য। কোনো আলেম কি পুস্তকটির ব্যাপারে এ মন্তব্য করতে পারেন যে এটা আমি পড়ি না, এতে কোনো ব্যাখ্যা বা দলিল-প্রমাণ নেই। এটি স্ত্রী লোকদের জন্য রচিত হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন মন্তব্যকারী আলেম কি কোনো মসজিদের ইমাম হওয়ার যোগ্য?

উত্তর : বাংলায় অনুবাদকৃত 'বেহেশতী জেওর'-এর মূল প্রণেতা হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.), তিনি মূলত এ কিতাবটি স্ত্রী লোকদের জন্য রচনা করেছেন, স্ত্রী লোক সৃষ্টিগত জ্ঞান স্বল্পতার কারণে জটিল বিষয় বুঝতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি মহিলাদের প্রতি লক্ষ করে প্রমাণ উল্লেখ ব্যতীত সহজ-সাবলীলভাবে মাসআলা বর্ণনা করেছেন। এতে উল্লিখিত প্রতিটি মাসআলার দলিল-প্রমাণ নির্ভরযোগ্য কিতাবে বিদ্যমান আছে। কিতাবটি মূলত মহিলাদের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও সর্বসাধারণ মুসলমানের জন্য এই কিতাবটি বহু উপকারী ও নির্ভরযোগ্য। তবে কেউ এই কিতাবটি না পড়লে সে মসজিদের ইমাম হওয়ার অযোগ্য মনে করা ঠিক নয়। (১০/৮২০/৩৩৩৩)

কতটুকু ইলম শেখা ফরয

প্রশ্ন : কতটুকু ইলম শেখা ফরয? ফরয আদায় হয়–এ ধরনের কোনো স্বতন্ত্র পুস্তক আছে কি?

উত্তর : মুসলমানের জন্য এতটুকু ইলম শেখা জরুরি, যদ্দারা আকাঈদ দুরুস্ত হয় এবং ইবাদত, মুআমালাত শরীয়ত মোতাবেক আঞ্জাম দেওয়া যায়। শরীয়তের আদেশ-নিষেধগুলো জানার জন্য বেহেশতী জেওর কিতাবখানা কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমের নিকট পড়তে পারলে একজন সাধারণ লোকের জন্য যথেষ্ট হবে বলে আমরা মনে করি। (৪/২৫৬/৬৭৭)

Scanned by CamScanner

📖فتح الباری (دار الریان) ۱/ ۱۷۰ : والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه -

ফতওয়া দেয়ার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন না করে ফতওয়া দেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : কোনো যোগ্য লোকের জন্য ফতওয়া পড়া ব্যতীত ফতওয়া প্রদান জায়েয হবে কি না? দলিল সহকারে জানতে চাই।

উত্তর : ফিকাহ ও ফতওয়া বিষয়ের অভিজ্ঞ নির্ভরযোগ্য উস্তাদের নিকট হতে ফতওয়ার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা ব্যতীত শুধুমাত্র কিতাব দেখে ফতওয়া প্রদান করার অনুমতি নেই। (৪/৪১৮/৭২৩)

📖أصول الإفتاء (مكتبة شيخ الإسلام) ص ۹۰ : القاعدة الثانية:
لايجوز الإفتاء لكل من تعلم الفقه لدى الاساتذة حتى تحصل له ملكة يعرف بها اصول الأحكام وقواعدها وعللها، يميز الكتب المعتبرة من غيرها، ودليل حصول الملكة أن يأذن له مشايخه المهرة بالإفتاء -

পর্দাহীনভাবে নারীদের শিক্ষাদান

প্রশ্ন : কোনো এক গ্রামের যুবতী বালেগা, বিবাহিতা নারীরা সকলে এসে এক বাড়িতে জমা হয়। আর সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা নামক এক সংস্থার পক্ষ থেকে এক মৌলভী এসে এই সকল মহিলাগণকে পর্দাহীনভাবে সরাসরি ও মুখোমুখি হয়ে তাদের পাঠদাননীতি অনুসারে পড়াচ্ছে। আমরা এভাবে পর্দাহীন হয়ে পড়ানো যাবে না বললে উক্ত মহিলারা বলে যে আমরা তো অন্য সময়েও পর্দা করি না, এখন পর্দা করে কী হবে। আর উক্ত মৌলভী বলে যে আমি এদেরকে আমার মা-বোন মনে

Scanned by CamScanner

করে পড়াই। আমার মনে এদের প্রতি কোনো খারাপ ধারণা জাগ্রত হয় না। অনুরূপভাবে আরো একজন এলাকারই স্বল্প শিক্ষিত এক হুজুর সকালে মসজিদে বালেগা বিবাহিত মহিলাদেরকে পড়ানো শুরু করেছে। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, এভাবে পর্দাহীন হয়ে বালেগা মহিলাদের পড়ানো শরীয়তে জায়েয কি না? এ ধরনের হুজুরের পেছনে নামায পড়া যাবে কি না? এলাকার লোকজন এদেরকে বাধা না দিলে তারা গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : পর্দা করা শরীয়তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয বিধান। এই বিধানকে হীন মনে করা বা লঙ্ঘন করা মারাত্মক গোনাহের কাজ। সুতরাং মসজিদে বা কোনো বাড়িতে বেগানা পুরুষের জন্য পর্দাহীনভাবে বালেগা মহিলাদেরকে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। বরং তা পরিহারকরত তাওবা করা অপরিহার্য। উল্লিখিত মাসআলা জানা সত্ত্বেও কেউ যদি উক্ত পদ্ধতিতে মহিলাদেরকে পড়ানোর কাজ থেকে বিরত না থাকে তাহলে সে ফাসেক। আর ফাসেকের পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমি তথা নাজায়েয। আর সমাজে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজকর্ম হতে দেখলে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাধা না দিলে এলাকার মানুষ গোনাহগার হবে। (১৯/৩১/৭৯৬৩)

📖سورة الأحزاب الآية ٥٩ : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

📖سورة الأحزاب الآية ٥٣ : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢/ ٢٢ (٤٩) : عن طارق بن شهاب - وهذا حديث أبي بكر - قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» .

📖بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١/ ٦٦٨ : ولا يباح للشواب منهن الخروج إلى الجماعات، بدليل ما روي عن عمر - رضي الله

Scanned by CamScanner

عنه - أنه نهى الشواب عن الخروج؛ ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤٠٦ : وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كمسه وإن أمن الشهوة -

📖خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ١٤٥ : ويكره امامة الفاسق -

📖رد المحتار (سعيد) ١/ ٥٦٠ : (قوله وفاسق) من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر ... الخ

📖فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم) ٣/ ٢٨٤ : ایسا امام جو غیر محرم عورتوں میں بیٹھے فاسق ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔

শর্ত মেনে মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা

প্রশ্ন : বর্তমান কোনো ব্যক্তি সম্পূর্ণ শরয়ী পর্দা সহকারে শুধু মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত আবাসিক বা অনাবাসিক মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলে তা জায়েয হবে কি না? আর জায়েয হওয়ার জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কী কী শর্ত রয়েছে? তা দলিল-প্রমাণসহ জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যেক নারী প্রয়োজনীয় মাসায়েলের জ্ঞান শৈশবকালে মক্তবে, বালেগ ও মুরাহেকা হওয়ার পর স্বীয় গৃহে নিজ মাতা-পিতা বা মাহরামের তত্ত্বাবধানে অর্জন করাই শরীয়তের বিধান। এর পরও যদি কোনো মহিলা বর্ণিত পন্থায় জরুরি মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম হয়, বিবাহের পর স্বামীর নিকট বা তার মাধ্যমে তা অর্জন করবে। সর্বাবস্থায় আবাসিক-অনাবাসিক পুরুষ শিক্ষক বা মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত কোনো ধরনের মহিলা মাদ্রাসা শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১০/৫৭৭/৩২৫১)

📖خلاصة الفتاوى (مكتبه رشيديه) ٢/ ٥٣ : فإن أرادت ان تخرج الى مجلس العلم بغير رضاء الزوج ليس لها ذلك ، فإن وقعت لها نازلة ان سأل الزوج من العالم أو أخبرها بذلك لا يسعها الخروج وان امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضاء الزوج وان لم يقع لها نازلة، وأرادت ان تخرج لمجلس العلم لتعليم المسئلة من

Scanned by CamScanner

مسائل الوضوء والصلوة إن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكرها معها له ان يمنعها وان كان لا يحفظها الاولى ان ياذن لها احيانا وان لم ياذن لها فلا شىء عليه ولا يسعها الخروج مالم تقع نازلة ـ

📖 البناية (دارالفكر) ٢ /٤٢٠ : أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن يكره حضورهن مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية أهل العلم.

📖 الكفاية مع فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ١/ ٣١٨ : والفتوى اليوم على الكراهة فى الصلوة كلها لظهور الفساد، فمتى كره حضور المسجد للصلوة لان يكره حضور مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلم اولى .

📖 بہشتی زیور ١/ ٩١ : اور جہاں کوئی ایسی استانی نہ ملے اپنے گھر کے مرد پڑھادیا کریں پڑھانے کا تو یہ طرز ہو اور نصاب تعلیم یہ ہوگی کہ اول قرآن مجید حتی الامکان صحیح پڑھایا جاوے پھر کتب دینیہ سہل زبان کی جن میں تمام اجزاء دین کی مکمل تعلیم ہو (میرے نزدیک اس وقت بہشتی زیور کے دسواں حصے ضرورت کے لئے کافی ہے) اور گھر کا مرد تعلیم دے تو جو مسائل شرمناک ہو اس کو چھوڑ دے اور اپنے بی بی کے ذریعہ سے سمجھائے اور اگر یہ انتظام بھی نہ ہوسکے تو ان پر نشان کردے تاکہ ان کو یہ مقامات محفوظ رہیں پھر وہ سیانی ہوکر خود سمجھ لیں گی یا اگر عالم شوہر میسر ہو اس سے پوچھ لے گی یا شوہر کے ذریعہ سے کسی عالم سے تحقیق کرائینگی۔

নিরুপায় হয়ে মেয়েদেরকে মহিলা মাদ্রাসায় পড়ানো

প্রশ্ন : বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় যে মহিলা মাদ্রাসা চালু হয়েছে, সেখানে মেয়েদের পড়ানো (অভিভাবক এমন যার শরীয়তের পুরা ইলম নেই বা স্বীয় মেয়েদের তরবিয়ত তার পক্ষে বিভিন্ন কারণে সম্ভব হচ্ছে না) শরীয়তে কতটুকু অনুমতি আছে? ফতওয়াটি বিস্তারিত জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : মহিলাদের জন্য শরীয়তের পাবন্দী করে সাধ্যানুযায়ী দ্বীনের উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করাতে কোনো দোষ নেই। ইসলামের ইতিহাসে বড় বড় মুহাদ্দিসা ও মুফতিয়া মহিলার বহু নজির পাওয়া যায়। কিন্তু মহিলা মাদ্রাসার কোনো নজির পাওয়া যায় না। ইসলামের শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোনো দ্বীনদরদি অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি মহিলা মাদ্রাসার উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। আসলে এমন মহিলাদের একত্রিত বসবাসকে ইসলাম পছন্দ করে না, যারা পরস্পর আত্মীয় নন। মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া মহা বিপদজনক, যতই কড়াকড়ি ও পাহারাদারি করা হোক বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। যে কারণে সাহাবা (রা.) ও ফুকাহায়ে কেরাম মহিলাদের জন্য মসজিদের জামা'আতে শরীক হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে নামায পড়া থেকে ঘরে নামায পড়াকে উত্তম বলেছেন। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও এসব মাদ্রাসায় মেয়েদের পড়ানো থেকে বিরত থাকাই ইসলামের সঠিক অনুসরণ বলে গণ্য। (৪/৭২/৫৮৮)

📖 صحيح البخاری (دار الحديث) ١ / ٢١٩ (٨٦٩) عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل» -

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٣ / ٣١٠ (١١٧٣) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» -

📖 أحكام القرآن للتهانوی (إدارةالقرآن) ٣/ ٤٥٤ : لعلك مما تلونا عليك من الآيات وسردنا لك من الروايات عرفت أن للحجاب الشرعی المأموربه فی الكتاب والسنة ثلاث درجات ،بعضها فوق بعض فی الاحتجاب والاستتار، وكلها صدع لها الكتاب والسنة ولاقائل بنسخ شیء منها ،

الأولى: حجاب الأشخاص بالبيوت والجدر والخدور والهوادج وامثالها، بحيث لايرى الرجال الأجانب شيئا من اشخاصهن ولالباسهن وزينتهن الظاهرة ولاالباطنة -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۸۹ : دینی مسائل کی تعلیم جس طرح لڑکوں کے لئے ضروری ہے اسی طرح لڑکیوں کے لئے بھی ضروری ہے جو لڑکی مراہقہ ہو وہ بالغہ کے حکم میں ہے اس کے لئے پردہ ضروری ہے اس کو مکتب یا مدرسہ میں بھیجنا فتنہ سے خالی نہیں لہذا ایسی لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام خود ان کے مکانوں میں ہونا چاہئے۔

Scanned by CamScanner

মহিলা মাদ্রাসা সম্পর্কে হারদূয়ী হযরত (রহ.)-এর মতামত

প্রশ্ন : গত ১৯৯৫ ইংরেজি সালের 'আদর্শ নারী' নভেম্বর সংখ্যায় একটি কলাম ছাপানো হয়েছে, যাতে হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহের দাঃ বাঃ বর্তমান মহিলা মাদ্রাসাকে জায়েয বলে ফতওয়া দিয়েছেন। অথচ আমরা এত দিন নাজায়েয তথা হারাম জেনে আসছি। আর মূল্যবান বক্তব্য যা আপনার থেকে শুনেছি তাতেও আমরা নাজায়েয বা হারাম বলে বুঝে নিয়েছি। তাই এখন আমার প্রশ্ন হলো যে তিনি কিভাবে এটাকে জায়েয ফতওয়া দিয়েছেন? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হয়ে হযরতের খিদমতে প্রশ্নপত্র পাঠালাম।

উত্তর : মহিলাদের জন্য দ্বীনের জরুরি মাসায়েল ও আহকামের শিক্ষা অর্জন করা ফরয। তবে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র সীমিত হওয়ার কারণে তাদের শিক্ষার পরিমাণও সীমিত। এ পরিমাণ শিক্ষা নারী জাতি অপ্রাপ্ত বয়স্কাবস্থায় যেকোনো পন্থায় অর্জন করতে পারে। বালেগা বা মুরাহেকা হওয়ার সাথে সাথে মহিলাদের ওপর পর্দা এবং নিজ ঘরে অবস্থান করার বিধান অর্পিত হয়ে যায় এবং মহিলাবিষয়ক জরুরি বা শরয়ী জরুরত ছাড়া ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। এমতাবস্থায় দ্বীনি শিক্ষার নামে মহিলাদের উপরোক্ত শরয়ী বিধান লঙ্ঘন করে মহিলা মাদ্রাসায় অবস্থান করে হোক বা যাতায়াত করে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার অনুমতি শরীয়তে নেই। তাই প্রচলিত মহিলা মাদ্রাসার কোনো অস্তিত্ব ইসলামের স্বর্ণযুগ হতে এ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বরং বালেগা বা মুরাহেকা হবার পর বিয়ের পূর্বে প্রয়োজন হলে মহিলা নিজের মা-বাবা বা মাহরামের অধীনে আর বিয়ের পর স্বামীর অধীনে দ্বীনি শিক্ষা লাভ করতে পারবে। এর জন্য মহিলা মাদ্রাসা, বিশেষ করে আবাসিক মহিলা মাদ্রাসার প্রয়োজন নেই। উপরন্তু অত্যন্ত অপারগতা ছাড়া বেগানা হতে শিক্ষা অর্জন করা এবং মহিলাদের আওয়াজ (যা অনেক উলামায়ে কেরামের মতে সতরের অন্তর্ভুক্ত) পরপুরুষ পর্যন্ত পৌছানো অত্যন্ত গর্হিত কাজ, যা কোনো অবস্থায় জায়েয হতে পারে না।

বি:দ্র:, হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক সাহেব (রহ.) বালেগা মহিলা মাদ্রাসা, বিশেষ করে আবাসিক মহিলা মাদ্রাসাকে জায়েয ফতওয়া দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। আর মাসিক আদর্শ নারী কোনো ফতওয়ার কিতাবও নয়। (৯/৩৭৫/২৬৫৫)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٣ / ٣١٠ (١١٧٣) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» -

📖 البناية (دار الفكر) ٢ / ٤٢٠ : أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن

Scanned by CamScanner

يكره حضورهن مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية أهل العلم.

📖هكذا فى الكفاية مع فتح القدير ١ / ٣١٨، والتاتارخانية ١/ ٦٢٨، والبحر الرائق ١/ ٣٥٨

📖فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۸۹ : دینی مسائل کی تعلیم جس طرح لڑکوں کے لئے ضروری ہے اسی طرح لڑکیوں کے لئے بھی ضروری ہے جو لڑکی مراہقہ ہو وہ بالغہ کے حکم میں ہے اس کے لئے پردہ ضروری ہے اس کو مکتب یا مدرسہ میں بھیجنا فتنہ سے خالی نہیں لہذا ایسی لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام خود ان کے مکانوں میں ہونا چاہئے۔

মহিলা মাদ্রাসায় পড়ার সময়সীমা

প্রশ্ন : বর্তমান কওমী মহিলা মাদ্রাসায় মহিলাদের পড়ানো জায়েয হবে কি না? এর জন্য কোনো নির্ধারিত স্তর বা সময়সীমা আছে কি না? অর্থাৎ একেবারে দাওরা পর্যন্ত পড়তে পারবে নাকি শুধুমাত্র ফরয যতটুকু? যদি কেউ বলেন যে মহিলাদের জন্য একত্রিত হওয়া বৈধ নয়। অথবা নামায যখন ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদে গিয়ে পড়তে পারল না, তখন আর কোন পড়া থাকতে পারে, যা বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে পড়তে পারবে? উক্তিটি কেমন?

উত্তর : আল্লাহ পাক মহিলাদের নিজ ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিনা প্রয়োজনে এ নির্দেশ অমান্য করা মারাত্মক অন্যায়। মহিলাদের জন্য যে পরিমাণ শিক্ষা অর্জন করা জরুরি তা বেহেশতী জেওর পড়লে হয়ে যায়, এ ব্যবস্থা ছোটবেলা বা মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে সম্ভব। তাই জ্ঞানার্জনের বাহানায় কোনো মহিলা মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। মহিলাদের একত্রিত না হওয়ার ব্যাপারে উক্ত ব্যক্তির প্রশ্নে বর্ণিত কথাটি যুক্তিসংগত ও শরীয়তসম্মত। (৫/২১০/৮৮৫)

📖سورة الاحزاب الآية ٣٣ : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

📖تفسير روح المعانى (دارالحديث) ١١/ ٢٤٨ : والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء.

Scanned by CamScanner

📖 البناية (دار الفكر) ٢ / ٤٢٠ : أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن يكره حضورهن مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية أهل العلم.

📖 جواہر الفقہ (ادارہ تحقیقات) ۴ / ۱۴۵ : جب نماز جیسے اہم کام اور جماعت جیسی فضیلت کے لئے اس کو نکلنے کی اجازت شریعت نے نہ دی تو کسی اور کام کے کیلئے کیسے اجازت ہوگی ... ...، تعلیم حاصل کرنا بھی نا محرم مرد سے جائز نہیں البتہ اگر کوئی مسئلہ پیش آوے اور محرم کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو کسی عالم سے دریافت کر سکے تو برقع وغیرہ کے پردہ کے ساتھ کسی عالم صالح مسئلہ پوچھ سکتی ہے، لیکن باضابطہ تعلیم کسی مرد اجنبی سے حاصل کرنا جائز نہیں، لخوف الفتنۃ بل تحققھا۔

মেয়েদের কোরআনে হাফেজা হওয়ার প্রয়োজন কতটুকু

প্রশ্ন : আমি একজন সাধারণ শিক্ষিত, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যম শ্রেণীর কর্মচারী। আমার একমাত্র কন্যাকে মহিলা মাদ্রাসায় পড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে আপনার সদয় মতামত ও পরামর্শের জন্য নিম্ন বর্ণিত তথ্যাদি পেশ করলাম।

১. মেয়ের বয়স ১১ বছর, ২. বর্তমানে বেসরকারি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এবং স্থানীয় মক্তবে পড়াশোনা করে, ৩. মেয়ে মাদ্রাসায় হেফজখানায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক, ৪. নিজে এবং মেয়ের মা হেফজখানায় পড়াতে ইচ্ছুক, ৫. আমার নিজের এবং স্ত্রীর আরবী পড়াশোনা নেই বললেই চলে। তবে আলেমের নিকট গিয়ে কোরআন শরীফ শুদ্ধভাবে তেলাওয়াতের ফিকিরে আছি, ৬. বর্তমানে অবস্থানরত জায়গা থেকে দেড় মাইল দূরে একটি মহিলা মাদ্রাসা রয়েছে, ৭. আর্থিক অসুবিধা নেই। সদয় মতামত ও পরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। তবে পুরুষ অপেক্ষা নারীর জীবনযাত্রা, দায়িত্ব ও কর্মস্থল সীমাবদ্ধ। তাই নারীর জন্য মূলত আকাঈদ, নামায, রোযা, পবিত্রতা ইত্যাদি এবং সাংসারিক জীবন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মাসআলা শিক্ষা করাই যথেষ্ট। মেয়েরা বালেগা হওয়ার পূর্বে জরুরি ইলম শিক্ষা নেওয়ার যথেষ্ট সময় রয়েছে। তাই বালেগা হওয়ার পূর্বেই তাদের প্রয়োজনীয় দ্বীনি ইলম শিক্ষা নেওয়া জরুরি। কোনো কারণবশত বালেগা হওয়ার পূর্বে জরুরি ইলম শিক্ষা নিতে না পারলে মাহরাম ব্যক্তি আলেমদের নিকট হতে শিখে

Scanned by CamScanner

মেয়েদেরকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। অথবা ছোট ছেলে রেখে শিক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করবে। তা ছাড়া কোনো বালেগা মেয়ে বা তার কাছাকাছি বয়সের মেয়েদেরকে মাদ্রাসায় বা কোনো শিক্ষালয়ে ভর্তি করা বা পাঠানোর অনুমতি নেই। কোরআন পাক হেফজ করা মুস্তাহাব, যা জরুরি শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব এ উদ্দেশ্যে এই বয়সের মেয়েকে মাদ্রাসায় পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না। আপনার ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও ইলমের মহব্বতের প্রতি মুবারকবাদ। (8/৩80)

📖 أحكام القرآن للتهانوى (إدارةالقرآن) ٣/ ٤٥٤ : لعلك مماتلونا عليك من الآيات وسردنا لك من الروايات عرفت أن للحجاب الشرعى المأموربه فى الكتاب والسنة ثلاث درجات ،بعضها فوق بعض فى الاحتجاب والاستتار، وكلها صدع لها الكتاب والسنة ولاقائل بنسخ شيء منها ،

الأولى: حجاب الأشخاص بالبيوت والجدر والخدور والهوادج وامثالها، بحيث لايرى الرجال الأجانب شيئا من اشخاصهن ولالباسهن وزينتهن الظاهرة ولاالباطنة -

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٦٠٣ : وفي البحر: له منعها من الغزل وكل عمل ولو تبرعا لأجنبي ولو قابلة أو مغسلة لتقدم حقه على فرض الكفاية، ومن مجلس العلم إلا لنازلة امتنع زوجها من سؤالها.

📖 امدادالمفتيين (دارالاشاعت) ص ٨٥٥ : تعليم حاصل كرنا بھی نامحرم مرد سے جائز نہيں البتہ اگر كوئی مسئلہ پيش آوے اور كوئی محرم ايسا آدمی نہ ہو جو كسی عالم سے دريافت كرسكے تو برقع وغيرہ كے ساتھ عالم صالح سے مسئلہ پوچھ سكتی ہے ليكن باضابطہ تعليم كسی مرد اجنبی سے حاصل كرنا جائز نہيں لخوف الفتنہ بل تحققها۔

পরপুরুষের কাছে হিফজ পড়া

প্রশ্ন : ১৫ বছর বয়স্কা একটি বালিকা, হাফেজা মহিলার কাছে ১8 পারা হেফজ করেছে। কোনো কারণে ওই হাফেজা মহিলা আর পড়ান না এবং অন্য হাফেজার কোনো ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। অভিভাবক বালিকাটির বাকি ১৬ পারা হেফজ করানোর জন্য একজন বিবাহিত পুরুষ হাফেজ সাহেবের ব্যবস্থা করল, যাতে পর্দার সাথে বালিকাটি বাকি পারাগুলো ইয়াদ করে ফেলে এবং হাফেজা হয়ে যায়। উপরোক্ত ব্যাপারে বাইরের পুরুষ লোকের জন্য বালেগা মেয়ের আওয়াজ শোনা শরীয়তে কতটুকু অনুমতি দেয়?

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েটির পড়াশোনার কালে যদি বাড়ির লোকজনের নেগরানী মজবুত হয় এবং মেয়েটির সাথে ওই হাফেজ সাহেবের পড়াসংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো কথাবার্তা না হয়, তাহলে হুকুম কী?

উত্তর : মেয়েদের বুঝ-বুদ্ধি হওয়ার পর কোনো বেগানা পুরুষের নিকট পর্দার সহিতও শিক্ষা লাভ করা জায়েয নয়। ঘরের বাইরে ও ভেতরে একই কথা। তদুপরি প্রশ্নে বর্ণিত হেফজ শেষ করা কোনো জরুরি বিষয় নয়। বৈধ পন্থায় পারলে ভালো, না হয় মাথাব্যথার প্রয়োজন নেই। মহিলাদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থাস্বরূপ বেহেশতী জেওর বাংলা পড়ে নেবে। কোনো সমস্যা দেখা দিলে পুরুষের মাধ্যমে সমাধান নেবে। (৬/৩৪৪/১২৩৩)

📖 ردالمحتار (ایچ ایم سعید) ١/ ٤٠٦ : ومقابله ما فى النوازل : نغمة المرأة عورة وتعلمها القران من المرأة احب قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن ان يسمعهاالرجل-

📖 امداد المفتين (دارالاشاعت) ص ٨٥٥ : تعلیم حاصل کرنا بھی نامحرم مرد سے جائز نہیں البتہ اگر کوئی مسئلہ پیش آوے اور کوئی محرم ایسا آدمی نہ ہو جو کسی عالم سے دریافت کر سکے تو برقع وغیرہ کے ساتھ عالم صالح سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے لیکن باضابطہ تعلیم کسی مرد اجنبی سے حاصل کرنا جائز نہیں لخوف الفتنہ بل تحققھا-

দ্বীনি স্বার্থে মহিলা মাদ্রাসা!

প্রশ্ন : আমরা সকলেই জানি, দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বর্তমান প্রগতিশীল বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিকতাসহ আধুনিক শিক্ষার ছড়াছড়িতে মুসলিম সমাজ তথা মুসলিম মা-বোনেরা আজ দিশেহারা। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাব অনেক কম। তাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তারা ইসলাম বিবর্জিত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে না চলে বিধর্মীদের আদর্শে আদর্শিত হয়ে বহু অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষে আমাদের অনেক আলেম মা-বোনদের ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ করতে দেশে বহু মহিলা কওমী মাদ্রাসা স্থাপন করে কোরআন-হাদীস তথা ধর্মীয় জ্ঞানদানে আত্মনিয়োগ করছেন। যা মুসলিম জাহানে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। আর এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এটি একটি মহৎ দ্বীনি কাজ। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু আলেম-উলামা অনেক সময় মৌখিকভাবে বলে থাকেন, এ ধরনের মহিলা

Scanned by CamScanner

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শিক্ষা প্রদান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। কাজেই এ ব্যাপারে আমরা শরীয়তের সঠিক সমাধান জানতে আগ্রহী। আপনাদের জ্ঞাতার্থে প্রচলিত কওমী মহিলা মাদ্রাসার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. শিক্ষার্থীরা সাধারণত মাদ্রাসার অভ্যন্তরে অবস্থান করবে। পুরুষ শিক্ষকগণ পর্দার বাইরে লাউড স্পিকারের সাহায্যে অথবা মৌখিকভাবে শিক্ষাদান করে থাকেন। যাতে করে পুরুষ শিক্ষকদের ছাত্রীদের দেখার কোনো সুযোগ যেমন নেই, তেমনি মেয়েদেরও শিক্ষককে দেখার কোনো সুযোগ থাকে না।
২. এখানে পর্দা রক্ষা বাধ্যতামূলক, কোনো মতেই লঙ্ঘন করা হয় না।
৩. আবাসিক ছাত্রীরা শুধুমাত্র মহিলা শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে মাদ্রাসার অভ্যন্তরে অবস্থান করে।
৪. অনাবাসিক ছাত্রীরা বাড়ি থেকে পর্দার সহিত আসা-যাওয়া করে।

উত্তর : মুসলিম নারী সম্প্রদায়ের জন্য জরুরি দ্বীনি শিক্ষার ব্যাপারে শরীয়তে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে মহিলাদের ইসলামী শিক্ষা অর্জনের প্রচলন রয়েছে এবং তার পদ্ধতি হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত মহিলা মাদ্রাসার আকারে নারী সমাজে দ্বীনি শিক্ষার যে পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, এর কোনো ভিত্তি ইসলামের স্বর্ণযুগ থেকে পাওয়া যায় না। স্বয়ং ইমাম বুখারী (রহ.) هل يجعل للنساء يوما على حدة فى العلم দ্বারা অধ্যায় কায়েম করেছেন। তিনি লক্ষাধিক ছাত্রকে বুখারী শরীফ শিক্ষা দিয়ে মুহাদ্দিস বানালেও মহিলাদের জন্য কোনো মাদ্রাসা কায়েম করেননি। তাই এই হাদীস দিয়ে মহিলা মাদ্রাসা প্রমাণের বৈধতা মেলে না। শুধু মৌখিকভাবে বাড়ির নিকটতম স্থানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত বুজুর্গানে দ্বীনের নিকট থেকে দ্বীনের জরুরি আলোচনার জন্য পূর্ণ পর্দার সাথে একত্রিত হওয়াই প্রমাণিত হয়। অতএব বর্তমান ফিতনার যুগে নবাবিষ্কৃত মহিলা শিক্ষার পদ্ধতি মহিলা মাদ্রাসার ভিত্তি কোরআন, হাদীস, মুহাদ্দিস, মুজতাহিদগণের কোনো যুগে না পাওয়া যাওয়ায় পর্দানশীন নারীদেরকে মহিলা মাদ্রাসার নামে ঘর থেকে বের করা অমুসলিমদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সাহায্য করার নামান্তর। একে অবৈধ বলে প্রদেয় হক্কানী আলেমগণের ফতওয়াকে আমরা সঠিক মনে করি। বর্তমানে কেউ ফিতনামুক্ত মহিলা মাদ্রাসা দাবি করলে তা নিছক দাবি ও অবাস্তব কথা হবে। আর অবাস্তবের ওপর ফতওয়া দেওয়া যায় না। শরীয়ত পরিপন্থী যেকোনো প্রতিষ্ঠান চাই, তা মহিলা মাদ্রাসার নামেই হোক বা সাধারণ মাদ্রাসার নামে হোক–এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ অবশ্যই গোনাহের কাজ হবে। গোনাহের কাজে যে যেই পরিমাণ জড়িত থাকবে, সে সেই পরিমাণ গোনাহগার হবে। (১১/৫০৫/৩৬২৩)

Scanned by CamScanner

📖 جامع الترمذی (دار الحدیث) ۳ / ۳۱۰ (۱۱۷۳) : عن عبد الله رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشیطان -

📖 بدائع الصنائع (دار الکتب العلمیة) ۱ / ٦٦٨ : ولا یباح للشواب منهن الخروج الی الجماعة بدلیل ما روی عن عمر رضی الله عنه انه نهی الشواب عن الخروج ولان خروجهن الی الجماعة سبب الفتنة والفتنة حرام وما ادی الی الحرام فهو حرام .

📖 تبیین الحقائق (مکتبہ امدادیہ) ۱ / ۱٤۰ : والمختار فی زماننا المنع فی الجمیع لتغییر الزمان ولهذا قالت عائشة رضی الله عنها "لو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رأی من النساء ما رأینا لمنعهن والمسجد کما منعت بنو اسرائیل نسائها" والنساء احدثن الزینة والطیب ولبس الحلی ولهذا منعهن عمر رضی الله عنه ولا ینکر تغیر الاحکام لتغیر الزمان -

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸ / ۵۵ : عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے اس لئے حضرات فقہاء کرامؒ نے اس پر بہت سخت پابندی لگائی ہے اور دینی کاموں کے لئے بھی عورتوں کے نکلنے کو بالاتفاق حرام قرار دیا ہے.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۸۹ : جواب — دینی مسائل کی تعلیم جس طرح لڑکوں کے لئے ضروری ہے اسی طرح لڑکیوں کے لئے بھی ضروری ہے جو لڑکی مراہقہ ہو وہ بالغہ کے حکم میں ہے اس کے لئے پردہ ضروری ہے اس کو مکتب یا مدرسہ میں بھیجنا فتنہ سے خالی نہیں لہذا ایسی عورتوں کی تعلیم کا انتظام خود ان کے مکانوں میں ہونا چاہئے۔

Scanned by CamScanner

মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়ানো

প্রশ্ন : মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়ানো জায়েয আছে কি? শুনেছি, তাবলীগের দ্বিতীয় বিশ্ব আমীর হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহ.) নাকি বলতেন যে ছেলেদের স্কুল-কলেজে পড়ানো যায়; কিন্তু জেহেন বানাতে হবে ইসলামী, কিন্তু মেয়েদেরকে কোনোক্রমেই স্কুলে পড়ানো যাবে না?

উওর : কোনো মুসলমানের জন্য তার অধীনে থাকা মেয়েদেরকে স্কুল-কলেজে পড়ানোর অনুমতি নেই। ছেলেদের শর্তের কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক এবং শরয়ী দলিলভিত্তিক, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। (৬/৬৯৮)

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱/ ۲۱ : لڑکیوں کو اسکول اور کالج میں داخل کرکے اونچی تعلیم دلانا اور ڈگریاں حاصل کرانا جائز نہیں ہے کہ اس میں نفع سے نقصان کہیں زیادہ ہے۔

স্কুলে পড়া বৈধ কি না

প্রশ্ন : আমি এক স্কুলের শিক্ষিকা, বহুদিন ধরে আমি ওখানে শিক্ষা দিয়ে আসছি এবং আমার ছেলেমেয়েদেরকেও স্কুলে অধ্যয়নের জন্য পাঠাচ্ছি। এখন আমি জানতে চাচ্ছি, স্কুলে পড়া বা পড়ানো বৈধ আছে কি না? থাকলে কিভাবে?

উত্তর : ফরয পরিমাণ ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করার পর প্রয়োজনীয় দুনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞান শরীয়তের সীমারেখায় থেকে অর্জন করা শরীয়ত পরিপন্থী নয়। কিন্তু শরীয়তের সীমারেখা উপেক্ষা করে বর্তমান যুগের স্কুল-কলেজে প্রচলিত সহশিক্ষার পদ্ধতিতে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষা দেওয়া বৈধ নয়।

পবিত্র কোরআনুল কারীমে মহিলাদেরকে কোনো শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বের না হওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোনো মহিলার প্রয়োজনীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা না থাকলে কেবলমাত্র বালিকা স্কুলেই পরিপূর্ণ শরয়ী পর্দা রক্ষা করে শিক্ষকতা করতে পারবে, অন্যথায় নয়। (১১/৫২৬)

📖 سورة الاحزاب الآية ٣٣ : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Scanned by CamScanner

📖 تبيين الحقائق(مكتبه امداديه) ١ / ١٤٠ : والمختار فى زماننا المنع فى الجميع لتغيير الزمان ولهذا قالت عائشة رضـ "لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن والمسجد كما منعت بنو اسرائيل نسائها" والنساء احدثن الزينة والطيب ولبس الحلى ولهذا منعهن عمر رضى الله عنه ولا ينكر تغير الاحكام لتغير الزمان -

বাসায় গিয়ে আরবী পড়ানো

প্রশ্ন : বাসায় গিয়ে আরবী টিউশনি করা জায়েয কি না?

উত্তর : অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদেরকে আরবী টিউশনি পড়ানো নাজায়েয নয়। তবে পুরুষের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদেরকে পড়ানো জায়েয হবে না। বর্তমান ফিতনার যামানায় পর্দার ইহতেমাম না থাকার কারণে টিউশনি পড়ানো থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। (১১/৬৮৯/৩৬৫৬)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبہ امدادیہ) ۸ / ۲۸۷ : ٹیوشن ایک جز وقتی ملازمت ہے، پس فارغ وقت میں ٹیوشن پڑھائی جائے تو اس وقت کی اجرت لینا جائز ہے.

📖 وفیہ ایضا ۸ / ۹۱ : لڑکیوں کا غیر محرم مردوں سے بے پردہ پڑھنا فتنہ سے خالی نہیں یا تو باپردہ تعلیم کا انتظام کیا جائے ورنہ تعلیم چھوڑ دی جائے۔

বেপর্দা লেখাপড়া এবং মেয়েদের ডাক্তারি শিক্ষা

প্রশ্ন :

১. একজন মুসলমানের ওপর তার সন্তানের লালন-পালন করার সাথে কতটুকু শিক্ষা ও তারবিয়াত দেওয়া জরুরি?

২. বর্তমান বেপর্দার পরিবেশে যাদের সাথে দেখা করা জায়েয নেই–এ রকম পরিবেশে বালেগ মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়ানোর হুকুম কী? ডাক্তার বানানোর উদ্দেশ্যে বোরকা পরিধান অবস্থায় স্কুল-কলেজে পড়ানোর অনুমতি আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর :

১. সন্তানের লালন-পালনের পাশাপাশি তাদের এ পরিমাণ দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, যা দ্বারা সে শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করতে পারে। (১৯/২০৩/৮০৮৩)

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ٥ / ٢١٣ – ٢١٤ : ولأن الغلام اذا استغنى يحتاج الى التأديب والتخلق باخلاق الرجال وتحصيل انواع الفضائل واكتساب اسباب العلوم، والاب على ذلك اقوم واقدر-

📖 اسلام اور تربیت اولاد ۱/ ۱۵۶ : وہ ذمہ داریاں جن کا اسلام میں بہت اہتمام کیا اور ان پر ابھارا اور اس کی طرف متوجہ کیا ہے، ان میں سے مربیوں کے ذمہ ان لوگوں کی تربیت بھی ہے جن کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی و توجیہ ان کے ذمہ ہے در حقیقت یہ نہایت کٹھن ہے، اہم اور بڑی ذمہ داری ہے اس لئے کہ اس کی ابتداء اس وقت سے ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ ذمہ داری بچے کے ہوشیاری ہونے بالغ ہونے کی قریب زمانے اور یہاں تک کہ وہ عاقل بالغ مکلف ہو جاتا ہے اس وقت تک جاری رہتی ہے۔

২. বর্তমান স্কুল-কলেজগুলোতে বালেগা মেয়েদের পড়ানো জায়েয নেই। শরয়ী বিধান মেনে মহিলাদের সেবার উদ্দেশ্যে মেয়েদের জন্য মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে ডাক্তারি পড়তে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নেই। তবে যেহেতু বর্তমানে শরীয়তের হুকুমের পাবন্দী করা যায়, এমন মেডিক্যাল কলেজ দুর্লভ। তাই ডাক্তার বানানোর উদ্দেশ্যে মেয়েদেরকে প্রচলিত মেডিক্যাল কলেজে পড়ানোর অনুমতি দেওয়া যায় না।

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٥ / ٣٣٠ : امرأة اصابتها قرحة فى موضع لا يحل للرجل أن ينظر اليها لكن تعلم امرأة تداويها، فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم ذلك اذا علمت وخيف عليها البلاء او الوجع او الهلاك فانه يستر منها كل شئ الا موضع تلك القرح ثم يداويها الرجل ويغض بصره مااستطاع الا عن ذلك الموضع -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی عثمانی (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱ / ۱۴۳ : خواتین اگر میڈیکل سائنس حکمت یا علوم اکنامکس کی تعلیم اس غرض سے حاصل کرے کہ ان علوم کو مشروع طریقے پر عورتوں کی خدمت کے لئے استعمال کریں گی تو ان علوم کی تحصیل بذاتہ کوئی حرمت و کراہت نہیں بشرطیکہ ان علوم کی تحصیل میں اور تحصیل کے بعد ان کے استعمال میں پردے اور دیگر احکام شریعت کی پوری رعایت رکھی جائے۔ اگر کوئی خاتون ان تمام احکام کی رعایت رکھتے ہوئے یہ علوم حاصل کرے تو کوئی کراہت نہیں لیکن چونکہ آجکل ان میں سے بیشتر علوم کی تحصیل اور استعمال میں احکام شریعت کی پابندی عنقاء جیسی ہے اس لئے اس کا عام مشورہ نہیں دیا جاسکتا۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸ / ۳۴ : عورت کے لئے عصر حاضر کے میڈیکل کالجوں میں تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں خواہ طریق تعلیم مخلوط ہو یا غیر مخلوط کیونکہ پڑھانے والے دونوں صورتوں میں مرد اساتذہ ہوتے ہیں، عورتوں کے لئے طبی تعلیم کی صحیح صورت یہ ہے کہ مردوں سے علاحدہ انتظام ہو اور پڑھانے والی بھی خواتین ہوں۔

মেয়েরা পুরুষ প্রশিক্ষক থেকে কম্পিউটার শেখা

প্রশ্ন : বর্তমান আধুনিক যুগ হিসেবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলাদের জন্য কম্পিউটার শেখা আবশ্যক হয়েছে। কিন্তু মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে কোর্স গ্রহণের সুযোগ সাধারণত পাওয়া দুষ্কর। এমতাবস্থায় মহিলাদের জন্য বোরকা পরিধান করে পুরুষ শিক্ষার্থী বা অন্য কোনো পুরুষের সংস্রবমুক্ত পরিবেশে কোনো পুরুষ প্রশিক্ষক থেকে কোর্স নেওয়া শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : বর্তমানে উন্নত বিশ্বে কম্পিউটার শিক্ষার গুরুত্ব অবশ্যই অনস্বীকার্য। এতদসত্ত্বেও তা শরয়ী প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মহিলাদের জন্য বেগানা পুরুষ প্রশিক্ষক থেকে কম্পিউটার শিক্ষা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থী ও নাজায়েয। এমতাবস্থায় কম্পিউটার শিক্ষায় আগ্রহী মহিলারা সম্ভব হলে অন্য মহিলা প্রশিক্ষক বা মাহরাম পুরুষ থেকে শিখে নিতে পারবে। (১৯/৩৪১/৮১৯৭)

📖 سورة الأحزاب الآية ٥٣ : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾

Scanned by CamScanner

📖سورة الاحزاب الآية ٣٣ : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾

📖التفسير المظهرى (إحياء التراث) ٧ / ٣٨٤ : قلت: يعنى أذن لكن ان تخرجن لحاجتكن متجلببات ، قال ابن عباس رضـ وابو عبيدة : أمر نساء المؤمنين ان يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عينا واحدا ليعلم انهن حرائر -

📖جواهر الفقه (ادارہ تحقیقات) ۴/ ۱۴۵ : جب نماز جیسے اہم کام اور جماعت جیسی فضیلت کے لئے اس کو نکلنے کی اجازت شریعت نے نہ دی تو کسی اور کام کے کیلئے کیسے اجازت ہوگی، تعلیم حاصل کرنا بھی نامحرم مرد سے جائز نہیں البتہ اگر کوئی مسئلہ پیش آوے اور محرم کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو کسی عالم سے دریافت کر سکے تو برقع وغیرہ کے پردہ کے ساتھ کسی عالم صالح سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے، لیکن باضابطہ تعلیم کسی مرد اجنبی سے حاصل کرنا جائز نہیں، لخوف الفتنہ بل تحققھا۔

মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের বিধান ও পরিধি

প্রশ্ন :

১. পুরুষ ও মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হুকুম কী ও তা কতটুকু? বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে।

২. মহিলারা কেবল পুরুষের হুকুম পালন করবে, নাকি দ্বীনের কাজের জন্য তাদের ওপর কোনো দায়িত্ব বা কর্তব্য আছে? দ্বীন প্রচার করা, দ্বীনের কাজ করা বা দাওয়াতী কাজের মধ্যে পুরুষ-মহিলার মধ্যে কী পার্থক্য? কাদের দায়িত্ব কতটুকু?

৩. মহিলা আলেমা বা হাফেজা দ্বারা মহিলাদের শিক্ষা দান করা যাবে কি না? আর যারা আলেমা বা হাফেজা তাদের জন্য অন্যকে শিক্ষা দান করা বাধ্যতামূলক কি না? বিস্তারিত জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর :

১. প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ইসলামী জীবনযাপনের জন্য যে সকল বিষয় অপরিহার্য, সে বিষয় সম্পর্কীয় শিক্ষা অর্জন করাও তার জন্য জরুরি। তবে মহিলাগণ এতটুকু জরুরি শিক্ষা সাবালিকা হওয়ার পূর্বেই সম্পন্ন করে নেবে।

কোনো মহিলা বালেগা হওয়ার পূর্বেই জরুরি দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করতে না পারলে এ শিক্ষা অর্জন করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা ব্যক্তিবিশেষের নিকট দৈনন্দিন যাতায়াত করার অনুমতি নেই। বরং ঘরে মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানোর ব্যবস্থা করবে, অথবা নিজ মাহরাম পুরুষ থেকে শেখার চেষ্টা করবে। তবে একান্ত কোনো জরুরি মাসায়েল পুরুষ আলেম ছাড়া সমাধান সম্ভব না হলে মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে শিখে নেবে। তাও সম্ভব না হলে ফোনে অথবা মাহরাম পুরুষের সাথে কোনো মুফতি বা আলেমের নিকট মাঝেমধ্যে গিয়ে বুঝে নেবে। (১৮/২২৮/৭৫০৬)

📖 المعجم الكبير للطبراني (مكتبة ابن تيمية) ١٠ / ٢٤٠ (١٠٤٣٩) : عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٤٧٨/١ : قوله: «طلب العلم» إعلام بأن المراد بالطلب طلب كل من المستعدين مايليق بحاله يوافق منزلته بعد حصول ما هو واجب من الفرائض العامة .

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۹/ ۴۲ : ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا دینی علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے ایمان کی بنیاد توحید ورسالت اور عقائد کی اصلاح ہو سکے، اسی طرح اعمال یعنی نماز روزہ زکوۃ وغیرہ درست اور صحیح طریقہ سے ادا کر سکے اور معاملات معاشرات اور اخلاق درست ہو جائیں، لہذا ضروری علم کا حصول صرف مردوں پر ضروری نہیں عورتوں اور لڑکیوں پر بھی ضروری ہے اور اس کی بے حد اہمیت ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۳۹۲ : دینی مسائل کی تعلیم جس طرح لڑکوں کے لئے ضروری ہے لڑکیوں کے لئے بھی ضروری ہے، جو لڑکی مراہقہ ہو وہ بالغہ کے حکم میں ہے ،اس کے لئے پردہ ضروری ہے، اس کو مکتب یا مدرسہ میں بھیجنا فتنہ سے خالی نہیں، لہذا ایسی لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام خود ان کے مکانوں پر ہونا چاہئے۔

২. দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করা মুসলিম সমাজের জন্য ফরযে কিফায়া। এ ক্ষেত্রে শরীয়ত পুরুষদেরকে দ্বীনের চাহিদানুযায়ী নিজ এলাকা

Scanned by CamScanner

ও যথাসাধ্য দূর-দূরান্তে গিয়ে দ্বীনি কাজে শরীক হওয়ার হুকুম প্রদান করলেও মহিলাদের বেলায় এ ধরনের দায়িত্ব বা সুযোগ দেওয়া হয়নি। বরং তাদের দ্বীনি দায়িত্ব হলো, নিজ বাসস্থানে অবস্থান করে শরয়ী পর্দা রক্ষা করে স্বামীর খেদমত ও ছেলেসন্তান, অর্থ-সম্পদের দেখাশোনা করা এবং নামায-রোযা ইত্যাদির পাবন্দী করা। একজন দ্বীনদার মহিলার বেহেশতী হওয়ার জন্য এতটুকু কাজই যথেষ্ট। তবে নিকটতম আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশী মহিলাদেরকে নিজ বাসস্থানে অবস্থান করে দ্বীন ধর্মের শিক্ষা দিতে পারলে তা তার জন্য নফল কাজের পর্যায়ভুক্ত হবে।

📖 حلية الأولياء (دار الكتب العلمية) ٦/ ٣٠٨ : عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت».

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۲ / ۳۵ : جواب— تبلیغ دین ہر مسلمان پر بقدر اس کے مبلغ علم کے لازم ہے لیکن تبلیغ کی غرض سے سفر کرنا ہر مسلمان پر فرض نہیں بلکہ صرف ان لوگوں پر جو تبلیغ کی اہلیت بھی رکھتے ہوں اور فکر معاش سے بھی فارغ ہوں تبلیغ کے لئے سفر کرنا جائز ہے فرض لازم ہر مسلمان کے ذمے نہیں ہے اور عورتوں کا تبلیغ کے لئے گھروں سے نکلنا زمانہ خیر الامم میں نہ تھا اور نہ اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے.

৩. মহিলা আলেমা হাফেজা দ্বারা মহিলাদের শিক্ষাদান শরীয়তসম্মত। তবে শিক্ষা প্রদানের নামে বালেগা মহিলা নিয়মিত নিজ ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি নেই। শিক্ষা গ্রহণকারী নাবালেগা হলে বালেগা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মহিলা শিক্ষিকার ঘরে যাতায়াত করে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে। পুরুষ আলেম হাফেজের মতো মহিলা আলেমা হাফেজার জন্য অন্যকে তা শিক্ষা প্রদান একই পর্যায়ের জরুরি বলা যাবে না। তবে নিজ ঘরে পরিবেশ থাকলে তা তার জন্য সাওয়াবের কাজ মনে করা হবে।

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ / ۳۹۲ : دینی مسائل کی تعلیم جس طرح لڑکوں کے لئے ضروری ہے لڑکیوں کے لئے بھی ضروری ہے، جو لڑکی مراہقہ ہو وہ بالغہ کے حکم میں ہے، اس کے لئے پردہ ضروری ہے، اس کو مکتب یا مدرسہ میں بھیجنا فتنہ سے خالی نہیں، لہذا ایسی لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام خود ان کے مکانوں پر ہونا چاہئے.

Scanned by CamScanner

মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় বহু আবাসিক মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু উলামা হযরতের অনেকে বলে থাকেন, আমাদের দেশে প্রচলিত যে মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা শরীয়তসম্মত কাজ নয়। এমনও বলে থাকেন, তা দ্বীনের কোনো খেদমত নয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

১. আবাসিক মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা শরীয়তসম্মত কি না? জায়েয না হলে কারণ কী?
২. আর জায়েয হলে কোন পদ্ধতিতে হবে? দলিলসহ জানালে খুশি হব।

উত্তর : দৈনন্দিন জীবন যাপন করার মতো ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরযে আইন। তবে কোরআন-হাদীসের গভীর জ্ঞান তথা শরীয়তের ওপর অভিজ্ঞতা অর্জন করা মুসলিম মিল্লাতের যেকোনো সমস্যার সমাধান দেওয়ার মতো উচ্চশিক্ষা গ্রহণ প্রত্যেক যুগে একদল মুসলমানের ওপর ফরযে কিফায়া। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের এ দায়িত্ব চৌদ্দশত বছর যাবত পুরুষগণই আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। শরীয়তের আলোকে এ দায়িত্ব কোনো মহিলাকে দেওয়া হয়নি। এ কারণে ইসলামের সোনালি যুগ থেকে হাজার বছর পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা অর্জনের জন্য পুরুষদের অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলেও মহিলাদের কোনো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সুতরাং নারীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা ওই পদ্ধতিতেই হওয়া উচিত, যেটা ইসলামী সোনালি যুগ থেকে এ পর্যন্ত চলে আসছে। অপ্রাপ্ত বয়সে পিতার বাড়িতে ফোরকানিয়া মক্তবে শিখবে আর বিবাহের পর স্বামীর দায়িত্বেই তার প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করবে। বর্তমানে সাবালিকা মহিলাদের জন্য পুরুষ শিক্ষকের মাধ্যমে আবাসিক মাহরামবিহীন বসবাসের মাধ্যমে মহিলা মাদ্রাসার যে প্রচলন ঘটেছে, তা কোনো পর্দানশীন ইসলামিক আদর্শবান নারীর কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। যার কারণে বিচক্ষণ অভিজ্ঞ মুফতিগণ প্রচলিত মহিলা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা ও সেথায় অধ্যয়ন করাকে দ্বীনি খেদমত বলে ফতওয়া দেননি। (১৪/৪১২)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥٦٦ : (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب

Scanned by CamScanner

المفتى به) أي مذهب المتأخرين. قال في البحر: وقد يقال هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه، فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا اتفاقا. وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام إلا في الظهر والعصر والجمعة أي وعندهما مطلقا، فالإفتاء بمنع العجائز في الكل مخالف للكل، فالاعتماد على مذهب الإمام.

📖البناية (دار الفكر) ٢ / ٤٢٠ : (من خوف الفتنة) عليهن من الفساق، وخروجهن سبب للحرام وما يفضي إلى الحرام فحرام. وذكر في كتاب الصلوات مكان الكراهة الإساءة والكراهة فحش. قلت: المراد من الكراهة التحريم ولا سيما في هذا الزمان لفساد أهله.

📖البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ١ / ٣٥٨ : (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن}: وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن.

মহিলা মাদ্রাসার বেতন এবং নারী শিক্ষার রূপরেখা

প্রশ্ন : মেয়েদের মাদ্রাসায় পড়ানো যদি নাজায়েয হয় তাহলে সেখানকার উস্তাদদের প্রাপ্ত বেতনের হুকুম কী? মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত শিক্ষার ধারা কী?

উত্তর : মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা যেমন অত্যাবশ্যকীয়, তেমনি শরীয়তের দেওয়া পর্দার হুকুম মেনে চলাও একান্ত জরুরি। তাই ছোটবেলায় প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করা মেয়েদের জন্য বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে বালেগা হলে নিজ মাহরাম বা স্বামীর কাছেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে। পর্দার ন্যায় ফরয হুকুম লঙ্ঘন করে প্রচলিত মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করা শরীয়ত সমর্থিত নয়।

Scanned by CamScanner

অজ্ঞতার কারণে যেসব বেতন নিয়েছেন তাকে নাজায়েয বলা যাবে না এবং ভবিষ্যতে মহিলা মাদ্রাসায় চাকরি করা উচিত হবে না। (১২/৩৮৪/৩৯৯৩)

📖 خلاصة الفتاوى (مكتبه رشيديه) ٢/ ٥٣ : فإن أرادت ان تخرج الى مجلس العلم بغير رضاء الزوج ليس لها ذلك ، فإن وقعت لها نازلة ان سأل الزوج من العالم أو أخبرها بذلك لا يسعها الخروج وان امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضاء الزوج وان لم يقع لها نازلة، وأرادت ان تخرج لمجلس العلم لتعليم المسئلة من مسائل الوضوء والصلوة إن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكرها معها له ان يمنعها وان كان لا يحفظها الاولى ان ياذن لها احيانا وان لم ياذن لها فلا شيء عليه ولا يسعها الخروج مالم تقع نازلة -

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان، واستثنى الكمال بحثا العجائز والمتفانية (كما تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه) كأخته (أو زوجته أو أمته، أما إذا كان معهن واحد ممن ذكر أو أمهن في المسجد لا) يكره بحر.

অশিক্ষিতা নারীরা কি মহিলা মাদ্রাসায় পড়তে পারবে?

প্রশ্ন : অনেক মহিলারা নামায-রোযা সম্পর্কে কিছুই জানে না। নামায-রোযা হায়েয-নেফাসের কোনো মাসআলাই জানে না। তারা পর্দা করে না এবং তাদের পরিবারে মাসআলা-মাসায়েল জানে, এমন কোনো লোকও নেই। এমতাবস্থায় তাদের জন্য বর্তমান প্রচলিত মহিলা মাদ্রাসায় পড়া জায়েয হবে কি? যদি নাজায়েয হয় তাহলে তারা কী করবে? দেখা যাচ্ছে, অনেক মহিলাকে এনজিও সংস্থার লোকেরা উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। পক্ষান্তরে ওই সমস্ত মহিলা থেকেই অনেকে মহিলা মাদ্রাসায় পড়ার কারণে পর্দা করে ভালোভাবে চলাফেরা করে ও ইসলামকে ভালোবাসে। তাই আশা করি, উল্লিখিত সমস্যার সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা অত্যাবশ্যকীয়। প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা ছোটবেলায় মক্তবে পড়ে নেওয়াই মহিলাদের জন্য বাঞ্ছনীয়। বড় হলে নিজ মাহরাম বা স্বামীর তত্ত্বাবধানেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে। তবে যেসব মহিলার অভিভাবক অজ্ঞ, ওই সব মহিলাকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার পূর্বে পুরুষ অভিভাবকগণকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা একান্ত অপরিহার্য। এসব ক্ষেত্রে পুরুষদের ছেড়ে মহিলাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার চিন্তাধারা বোকামি ছাড়া আর কী হতে পারে? যেসব পরিবারে পুরুষ বদদ্বীন, ওই সব পরিবারে মহিলাদের এনজিওরা পথভ্রষ্ট করতে পারে, কিন্তু যেসব পরিবারে পুরুষ দ্বীনদার, ওই সব পরিবারে এনজিওরা আসতেও পারে না। তাই প্রথমে পুরুষদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত ও আদর্শবান করে তুলুন। অন্যথায় এনজিওদের বিষফল মহিলা শিক্ষা বন্ধ করা যাবে না।

সুতরাং প্রচলিত মহিলা মাদ্রাসা যেখানে মহিলাদের জন্য থাকা-খাওয়াও হোস্টেল পদ্ধতির ব্যবস্থা রয়েছে, তা শরীয়তসম্মত নয়। মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের অন্যত্র রাত্রি যাপন শরীয়ত সমর্থিত নয়। তাই বর্তমান প্রচলিত মহিলা মাদ্রাসাকে শরীয়তসম্মত বলা যায় না। (১২/৬৯৪/৫০২৪)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ٤ / ٢٠٨ : فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج، وإن امتنع من السؤال يسعها أن تخرج من غير رضاه، وإن لم تكن لها نازلة ولكن أرادت أن تخرج لتتعلم مسألة من مسائل الوضوء، والصلاة إن كان الزوج يحفظ المسائل ويذاكر معها له أن يمنعها، وإن كان لا يحفظ الأولى أن يأذن لها أحيانا، وإن لم يأذن فلا شيء عليه، ولا يسعها الخروج ما لم يقع لها نازلة.

অনভিজ্ঞ নারী দ্বারা দ্বীনি শিক্ষা

প্রশ্ন : দ্বীনি ইলমে শিক্ষিত নয়, এরূপ একজন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলা দ্বারা পবিত্র কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ইবাদত-বন্দেগীর পদ্ধতিসহ শরীয়তের আহকামসমূহ অন্য মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করার এবং ওই সকল কার্যক্রম উক্ত মহিলা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার শরীয়তে অনুমতি আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : দ্বীনি ইলমের ব্যাপারে যিনি অভিজ্ঞ ও পারদর্শী নয়, তার জন্য কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা বা শরীয়তের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত সাধারণ শিক্ষিতা একজন মহিলার জন্য কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শরীয়তের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেওয়া শরয়ী দৃষ্টিকোণে বৈধ হতে পারে না। আর সর্বাবস্থায় মহিলা শিক্ষিকা বা পুরুষ শিক্ষক দ্বারা মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করা শরীয়তসম্মত নয়। (১১/১১৮/৩৪৩৩)

📖سنن ابی داود (دار الحدیث) ۳/ ۱۵۸۲ (۳٦٥۷) : عن أبي عثمان الطنبذي رضيع عبد الملك بن مروان، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه» .

📖تبيين الحقائق (مكتبہ امداديہ) ۱ / ۱٤۰ : والمختار في زماننا المنع في الجميع لتغير الزمان ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها - لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. والنساء أحدثن الزينة والطيب ولبس الحلي ولهذا منعهن عمر - رضي الله عنه .

📖البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ۱/ ۳۵۸ : (قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية.

📖امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱ / ۲۱۸ :... ۳ - بدون علم مبادی کے انتہائی کتب پڑھنا اور پڑھانا جائز نہیں، إلا ان يكون سليم الطبع ثاقب الذهن لا يخشى عليه خلط الحق بالباطل ومثل ذلك نادر جدا.

Scanned by CamScanner

মেয়েদেরকে স্কুল-কলেজ বা মাদ্রাসায় পড়ানো

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ ছাড়া জ্ঞান অর্জনের আর কোনো ব্যবস্থা নেই। অথচ আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব বলেছেন, বর্তমান যুগে মুসলমানদের মেয়েদেরকে স্কুল, কলেজ এমনকি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করানোও হারাম। ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য সহীহ কি না? এবং মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? এবং কতটুকু লেখাপড়া করতে পারবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ইসলামের মৌলিক আক্বীদাসমূহ নামায, রোযা, পাক পবিত্রতা এবং পর্দার শরয়ী বিধান, স্বামীর অধিকার এরূপ মৌলিক বিষয়ের শিক্ষা অর্জন করা মহিলাদের জন্য ফরয। সাবালিকা হওয়ার পূর্বে মক্তবে, সাবালিকা হওয়ার পর অভিভাবকদের কিংবা স্বামীর তত্ত্বাবধানে ঘরোয়া পরিবেশে এ শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব। যেহেতু মহিলাদের পর্দা ফরয তাই বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার শরীয়তে অনুমতি নেই বিধায় কোরআন-হাদীসের আলোকে বালেগা মহিলা ইলম শিক্ষার নামে ঘর থেকে বের হয়ে মহিলা মাদ্রাসা ও সরকারি মাদ্রাসা বা স্কুল-কলেজে পড়ালেখার অনুমতি নেই। (১৮/৫৮৩/৭৭৪৯)

📖 ردالمحتار(ايج ايم سعيد) ١ / ٤٢ : (قوله: واعلم أن تعلم العلم إلخ) أي العلم الموصل إلى الآخرة أو الأعم منه. قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلمه ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده. وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم.

📖 البناية (دار الفكر) ٢ / ٤٢٠ : أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن يكره حضورهن مجالس العلم.

📖 احسن الفتاوى (ايچ ايم سعيد) ٨/ ٣٢ : الجواب — عورت کو اسکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں تعلیم دلانے میں کئی مفاسد ہیں خواہ لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ اختلاط نہ بھی ہو۔

١ — عورتوں کو بلا ضرورت شرعیہ گھر سے نکلنا اور اجانب کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب بننا

٢ — برے ماحول میں جانا

Scanned by CamScanner

۳ — مختلف مزاج رکھنے والی عورتوں سے مسلسل اختلاط کی وجہ سے کئی خرابیوں کا جنم لینا.

۴ —کالج یونیورسیٹی کی غیر شرعی تقریبات میں شرکت.

۵ —بلا حجاب مردوں سے پڑھنے کی معصیت

۶ —بے دین عورتوں سے تعلیم حاصل کرنے میں ایمان واعمال اور اخلاق کی تباہی

۷ —بے دین عورتوں کے سامنے بلا حجاب جانا، شریعت نے فاسقہ عورت سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

۸ —کافر اور بے دین قوموں کی نقالی کا شوق

۹ —اس تعلیم کے سبب حب مال اور حب جاہ کا بڑھ جانا اور اس کی وجہ سے دنیا و آخرت تباہ ہونا

۱۰ —شوہر کی خدمت، اولاد کی تربیت اور گھر کی دیکھ بال، صفائی وغیرہ جیسی فطری اور بنیادی ذمہ داریوں سے غفلت۔

۱۱ —دفتروں میں ملازمت اختیار کرنا جو دین و دنیا دونوں کی تباہی کا باعث ہے

۱۲ —مردوں پر ذرائع معاش تنگ کرنا

۱۳ —شوہر پر حاکم بن کر رہنا

مخلوط طریقۂ تعلیم میں مفاسد مذکورہ کے علاوہ لڑکوں کے ساتھ اختلاط اور بے تکلفی کی وجہ سے لڑکوں، لڑکیوں کی آپس میں دوستی، عشق بازی، بدکاری اور اغواء جیسے گھناؤنے مفاسد بھی پائے جاتے ہیں، اس لئے عصر حاضر کی تعلیمی اداروں میں عورتوں کو تعلیم دلانا جائز نہیں۔واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

Scanned by CamScanner

নাবালেগের সহশিক্ষা

প্রশ্ন : নাবালেগ শিক্ষার্থীর জন্য সহশিক্ষা বৈধ আছে কি না? বিশেষ করে পাঁচ, ছয় ও সাত বছরের নিচের ছেলেমেয়েদেরকে একসাথে মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা তালীম দেওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বয়সের নাবালেগ ছেলেমেয়েদের সহশিক্ষা শিক্ষিকা দ্বারা দেওয়া বৈধ হবে। তবে বালক-বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা পৃথকভাবে করা সর্বাবস্থায়ই উত্তম। (১৮/৫৯৯)

📖سورة النور الآية ٣١ : ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾

📖معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٦ / ٤٠٥ : بارہویں قسم اوالطفل الذین ہے، اس سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچے اور عورتوں کے مخصوص حالات وصفات اور حرکات وسکنات سے بالکل بے خبر ہوں، اور جو لڑکا ان امور سے دلچسپی لیتا ہو وہ مراہق یعنی قریب البلوغ ہے اس سے پردہ واجب ہے۔ (ابن کثیر)

ফারায়েয লিখে বিনিময় গ্রহণ

প্রশ্ন : ফতওয়া বা ফারায়েয লিখে চুক্তিবিহীন কোনো হাদিয়া দিলে তা গ্রহণ করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে কতটুকু বৈধ?

উত্তর : মৌখিক ফতওয়া দিয়ে টাকা নেওয়া নাজায়েয। হ্যাঁ, ফতওয়া বা ফারায়েয লিখে তার বিনিময় নেওয়ার অনুমতি আছে, তবে ন্যায্য পরিমাণে। (১১/৫৯৪/৩৬৩৪)

📖الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٦ /٩٢ : (يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق) والمحاضر والسجلات (قدر ما يجوز لغيره كالمفتي) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى؛ لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان، ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن

Scanned by CamScanner

الابتذال بزازية، وتمامه في قضاء الوهبانية وفي الصيرفية: حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز، وكذا المفتي لو في البلدة غيره-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٥٢٩ : يجوز للمفتي أخذ الأجرة على كتابة الجواب بقدره سواء كان في تلك البلدة غيره أو لم يكن لأن الكتابة ليست بواجبة عليه لأن الواجب عليه الجواب إما باللسان أو بالكتابة ولفظ بعضهم إذا حكم وطلب الأجرة ليكتب شهادته يجوز وكذا المفتي إذا كان في تلك البلدة غيره.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۷ /۳۳۹ : الجواب- لے سکتا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مفتی سے مسئلہ پوچھے اور مفتی کو معلوم ہو تو بتانا فرض ہے لہذا اس پر اجرت لینا جائز نہیں لیکن اگر کوئی مفتی لوگوں کی سہولت کیلئے اپنا وقت فارغ کر کے صرف مسائل بتانے کیلئے ہی کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو چونکہ ایسا کرنا اس پر فرض نہیں ہے اس لئے وہ حبس اوقات کی اجرت مستفتین سے لے سکتا ہے۔

Scanned by CamScanner

مايتعلق بالقرآن

কোরআন শরীফ সম্পর্কীয়

কোরআন শরীফের আয়াত সংখ্যা

প্রশ্ন : আলেমগণের মুখে শোনা যায়–তাঁরা বলে থাকেন, কোরআন শরীফের সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি। কিন্তু বর্তমানে মুদ্রিত কোরআনে সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি। একে ইস্যু করে দেওয়ানবাগী পীর ও তার মুরীদরা সমাজের জনসাধারণের মধ্যে এই বলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে যে, দেখো! আলেম-উলামাগণ এমন অবাস্তব কথাই বলে, তাই তাদের কোনো কথাই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রশ্ন হলো, আসলে কোরআন শরীফের আয়াত সংখ্যা কত? বর্তমান দেওয়ানবাগীরা এ বিষয়টিকে ইস্যু করে সরলমনা মুসলমানদেরকে আলেম-উলামা থেকে আস্থা উঠিয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তাই মুফতি সাহেবানদের কাছে আকুল আবেদন, উক্ত সমস্যার বিস্তারিত সমাধান দিয়ে মুসলিম জনসাধারণকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

উত্তর : কোরআনে কারীমের সর্বমোট আয়াতের সংখ্যার ব্যাপারে প্রায় ১৯টি উক্তি রয়েছে। গণনাকারীদের মর্ম অনুধাবনে আয়াতকে বড়-ছোট করে গণনা করাই এ তারতম্যের কারণ। এর মধ্যে ৬৬৬৬টি আয়াত বলে যা প্রসিদ্ধ আছে, তার ভিত্তি হযরত আয়েশা (রা.)-এর গণনা বলে কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। আর আমাদের মাঝে যে মুদ্রিত কোরআন শরীফ রয়েছে এর সংখ্যা যে ৬২৩৬টি লেখা আছে তার ভিত্তি হযরত আলী (রা.)-এর গণনা বলে কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। এ হিসাবে আয়াতের সংখ্যা ৬২৩৬টি বলা যেরূপ সঠিক, তদ্রূপ আয়াতের সংখ্যা ৬৬৬৬টি বলাও সঠিক। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যেই হতে পারে। (১১/৭০০/৩৬৯)

📖 دراسات في علوم القرآن (دار المنار) ص ٥٤ : سبب اختلاف السلف في عد الآي، أن النبي –صلى الله عليه وسلم– كان يقف على رءوس الآي ليعلمهم أوائلها وأواخرها، فلما رآهم قد عرفوا ذلك صار يقف أحيانًا على ما يتم به المعنى، فحسب بعضهم أن ما وقف عليه رأس آية، ومن هنا اختلفوا في عد الآي.

Scanned by CamScanner

📖 الجامع لاحكام القران (دار احياء التراث) ١/ ٥٦ : وأما عدد آي القرآن في المدني الأول، فقال محمد بن عيسى: جمع عدد آي القرآن في المدني ستة آلاف آية. قال عمرو: وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة، ولم يسموا في ذلك أحد بعينه يسندونه وأما المدني الأخير فهو قول إسماعيل بن جعفر: ستة آلاف آية ومائتان آية وأربع عشرة آية. وقال الفضل: عدد آي القرآن في قول المكيين ستة آلاف ومائتا آية وتسع عشرة آية. قال محمد بن عيسى: وجميع عدد آي القرآن في قول الكوفيين ستة آلاف آية ومائتا آية وثلاثون وست آيات، وهو العدد الذي رواه سليم والكسائي عن حمزة، وأسنده الكسائي إلى علي رضي الله عنه. قال محمد: وجميع عدد آي القرآن في عدد البصريين ستة آلاف ومائتان وأربع آيات، وهو العدد الذي مضى عليه سلفهم حتى الآن. وأما عدد أهل الشام فقال يحي بن الحارث الذماري: ستة آلاف ومائتان وست وعشرون. في رواية ستة آلاف ومائتان ومائتان وخمس وعشرون، نقص آية. قال ابن ذكوان: فظننت أن يحيي لم يعد "بسم الله الرحمن الرحيم". قال أبو عمرو: فهذه الأعداد التي يتداولها الناس تأليفا، ويعدون بها في سائر الآفاق قديما وحديثا.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد شہید) ٢/ ١٣٢ : علامہ شمس الحق افغانی نے ابن جوزی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بشمار ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آیات قرآن کریم کی کل تعداد ٦٦٦٦ ہے۔

Scanned by CamScanner

কোরআন কতভাবে পড়া যায়

প্রশ্ন : কোরআন শরীফ কত প্রকার কেরাতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং বর্তমানে কত প্রকার কেরাত নামাযে ও নামাযের বাইরে পড়া যাবে? কেরাতে হাফ্স, কেরাতে সাব'আর উৎপত্তি কিভাবে হলো? কোরআন শরীফ যদি সাত কেরাতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে তাহলে কেরাতে আশারা কোত্থেকে এল? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : কোরআন শরীফ সাত হরফে অবতীর্ণ হয়, তবে সাত হরফ দ্বারা প্রচলিত সাত কেরাত উদ্দেশ্য নয়, বরং কেরাতের ভিন্নতার সাত প্রকার উদ্দেশ্য, যার মধ্যে অনেক কেরাত বিদ্যমান। প্রাথমিকভাবে সাত প্রকারের ইখতিলাফ পরিচিত হয়ে উঠলে তখন সেই ইখতিলাফের পরিধি কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওফাতের পূর্বের রমাজানে শেষবারের মতো জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে কোরআন শরীফের দাওর করেন, তখন এই ইখতিলাফের পরিধি অনেকাংশে কমিয়ে দেওয়া হয়। আর শেষ দাওরে যেসব ইখতিলাফ বিদ্যমান ছিল এর সব কয়টিকে হযরত উসমান (রা.) স্বীয় মাসহাফে জমা করেন এবং সাতটি মাসহাফ ক্বারীসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। ক্বারীগণ লোকদেরকে কেরাতগুলো শিক্ষা দেন এবং মানুষের মধ্যে তা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীতে উলামায়ে কেরাম এসব কেরাতকে জমা করে কিতাব লেখেন। সর্বপ্রথম ইমাম কাসেম বিন সাল্লাম, আবু হাতেম, কাজী ইসমাঈল এবং আবু জাফর (রহ.) এ বিষয়ে কিতাব লেখেন। এর মধ্যে বিশের উর্ধ্বে কেরাত বিদ্যমান ছিল। অতঃপর আল্লামা ইবনে মুজাহিদ (রহ.)-এর মধ্য হতে সাতটি কেরাত জমা করে কিতাব লেখেন। তাঁর লেখার দ্বারা সাতটি কেরাত অন্যান্য কেরাতের তুলনায় অনেক বেশি প্রসিদ্ধ হয়, যা বর্তমানে কেরাতে সাবআ নামে পরিচিত। এই কেরাতগুলো বেশি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে অনেকের এই ধারণা হয় যে সহীহ কেরাত এই সাতটিই। এই ভুল ধারণার অবসান ঘটানোর জন্য উলামায়ে কেরাম এর সাথে আরো তিনটি কেরাত সংযুক্ত করে মোট দশ কেরাতের কিতাবও লেখেন, যা পরবর্তীতে কেরাতে আশারা নামে পরিচিতি লাভ করে। উল্লেখ্য, দশ কেরাতের যেকোনটির দ্বারা নামায পড়া বৈধ। (১২/৮৪৯/৫০০৯)

📖 فتح الباري (دارالريان) ٨/ ٦٤٣ : وهذا يقوي قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف، ولو كان من لغة واحدة، لأن لغة هشام بلسان قريش، وكذلك عمر، ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما نبه على ذلك ابن عبد البر. ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة، وذهب أبو عبيد

Scanned by CamScanner

وآخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات، وهو اختيار بن عطية، وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة، وأجيب بأن المراد أفصحها فجاء عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات، منها خمس بلغة العجز من هوازن -

📖 الإتقان في علوم القرآن (دارالكتاب العربي) ص ١٣٣ : وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها القراءات السبعة وهو جهل قبيح.

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٤٨٦ : القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في مصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان - رضي الله عنه - إلى الأمصار، وهو الذي أجمع عليه الأئمة العشرة، وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلا، فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاذ، وإنما الشاذ ما وراء العشرة وهو الصحيح .

📖 أيضا فيه ١/ ٥٤١ : (قوله ويجوز بالروايات السبع) بل يجوز بالعشر أيضا كما نص عليه أهل الأصول ط (قوله بالغريبة) أي بالروايات الغريبة والإمالات لأن بعض السفهاء يقولون ما لا يعلمون فيقعون في الإثم والشقاء، ولا ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه نقصان دينهم، ولا يقرأ عنده قراءة أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة والكسائي صيانة لدينهم فلعلهم يستخفون أو يضحكون وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة، ومشايخنا اختاروا قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم اهـ من التتارخانية عن فتاوى الحجة -

📖 علوم القرآن (مکتبہ دارالعلوم کراچی) صـ ۱۵۵ : سات حروف پر نازل کرنے کا راجح ترین مطلب یہ ہے کہ اس کی قراءت میں سات نوعیتوں کے اختلافات رکھے گئے، جن کے تحت بہت سی قراءتیں وجود میں آگئیں۔

شروع شروع میں ان سات وجوہ اختلاف میں سے اختلاف الفاظ و مرادفات کی قسم بہت عام تھی، یعنی ایسا بکثرت تھا کہ ایک قراءت میں ایک لفظ ہوتا تھا اور دوسری قراءت میں اس کا ہم معنی کوئی لفظ، لیکن رفتہ رفتہ جب اہل عرب قرآنی زبان سے پوری

Scanned by CamScanner

مانوس ہوگئے تو یہ قسم کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبرئیلؑ کے ساتھ قرآن کریم کا آخری دور کیا (جسے اصطلاح میں عرضۂ اخیرہ کہتے ہیں) تو اس میں اس قسم کے اختلافات بہت کم کردیئے گئے اور زیادہ ترصیغوں کی بناوٹ، تذکیر وتانیث، افراد وجمع، معروف ومجہول اور لہجوں کے اختلافات باقی رہے۔

جتنے اختلافات عرضۂ اخیرہ کے وقت باقی رہ گئے تھے حضرت عثمانؓ نے ان سب کو اپنے مصاحف میں اس طرح جمع فرمادیا کہ ان کو نقطوں اور حرکات سے خالی رکھا، لہذا قراءتوں کے بیشتر اختلافات اس میں سماگئے اور جو قراءتیں اس طرح ایک مصحف میں نہیں سما سکیں انہیں دوسرے مصاحف میں ظاہر کردیا اسی بناء پر عثمانی مصاحف میں کہیں کہیں ایک ایک دو دو لفظ کا اختلاف پیدا ہوا۔

খালি গায়ে কোরআন তেলাওয়াত

প্রশ্ন : খালি গায়ে কোরআন পাঠ, তাসবীহ, দু'আ-দরূদ পাঠ বা মুনাজাত করা যায় কি না?

উত্তর : কোরআন শরীফ আল্লাহ পাকের মহান কালাম, তাই তার গুরুত্ব ও সম্মান বজায় রেখে তথা অজু অবস্থায় উত্তম পোশাক ও টুপি পরিধান করে কিবলামুখী হয়ে তেলাওয়াত করা শ্রেয়। তাসবীহ, দরূদ শরীফ ও মুনাজাত খালি গায়ে জায়েয হলেও উল্লিখিত পদ্ধতিতে করা বাঞ্ছনীয়। (৬/৩৬/১০৬৯)

📖 فتاوى قاضى خان مع الهندية (مكتبة زكريا) ١/ ١٦١ : إذا أراد أن يقرأ القرآن فى غير الصلاة فالمستحب له أن يكون على الطهارة مستقبلا للقبلة لابسا احسن ثيابه ليكون آتيا بالتعظيم على وجه الكمال ثم يتعوذ كما ذكرنا ويكفيه التعوذ مرة واحدة ولا يحتاج الى التعوذ عند افتتاح كل سورة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢/ ٤١٥ : الجواب۔ ننگا ہونے کی حالت میں درود شریف یا دعائیں ماثورہ وغیرہ زبان سے پڑھنا خلاف ادب اور مکروہ ہے۔

Scanned by CamScanner

কোরআন সহীহভাবে পড়া ফরয

প্রশ্ন : আমরা কয়েকজন লোক প্রতিদিন ফজরবাদ সূরা-কেরাত মশক করি এবং অন্য লোকদের এই দিকে আকৃষ্ট করার জন্য মেহনত করি। আমাদের গ্রামেরই একজন হাজী সাহেব বলেন যে এত সহীহ-শুদ্ধ করে পড়ার কোনো দরকার নেই। আল্লাহ পাক আমাদের দিল দেখবেন। এ ধরনের উক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : কোরআনকে এতটুকু সহীহ-শুদ্ধ করে পড়া প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরযে আইন, যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয় না। অর্থ পরিবর্তন হয়, এমন ভুল পড়ার দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায়। অতএব কমপক্ষে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যে সূরাগুলোর প্রয়োজন, সেগুলোকে শুদ্ধ করে নেওয়া আবশ্যক, অন্যথায় সে গোনাহগার হবে। আর প্রশ্নোল্লিখিত হাজী সাহেবের উক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে খুবই জঘন্য এবং মূর্খতারই বহিঃপ্রকাশ। এ ধরনের উক্তিকারী আল্লাহর কাছে তাওবা-ইস্তিগফার করে নেবে, আর ভবিষ্যতে এ ধরনের কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে। (৬/৯০/১০৮২)

📖 فضائل القرآن للقاسم بن سلام (دار ابن كثير) ص ٣٦١ : عن علي رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم».

📖 المقدمة الجزيرية (دار المغني) صـ ١١ : والأخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرآن آثم

📖 الوجيز فى علم التجويد ١/ ١ : حكمه: العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا أي: جوده تجويدا، وقد جاء عن علي -كرم الله وجهه- في قوله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا أنه قال: "الترتيل هو تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف"، وقد أكد الله الأمر بالمصدر اهتماما به وتعظيما لشأنه.

Scanned by CamScanner

فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلم أصحابه القرآن كما تلقاه من جبريل، ولقنهم إياه مجوداً مرتلا ووصل إلينا -أيضا- بهذه الكيفية المخصوصة.

وقد جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أحاديث كثيرة تدل على وجوب تجويد القرآن، منها ما روى عن ابن مسعود عن علي -رضى الله عنهما- قال: " إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما عُلِّم" .

وأما الإجماع: فقد اجتمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى زماننا، ولم يختلف فيه عن أحد منهم، وهذا من أقوى الحجج.

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ۳/ ۷۹ : اعراب کی غلطی اگرچہ عند المتأخرین مفسد صلاۃ نہیں، مگر بے احتیاطی اور بے پرواہی سے قرآن مجید غلط پڑھنا سخت گناہ ہے، قال الله تعالى "ورتل القرآن ترتيلا".

কোরআন হিফজ করে ভুলে যাওয়ার পরিণাম

প্রশ্ন : লোক মুখে শোনা যায়, কোরআন মজিদ হিফজ করার পর আমরণ মুখস্থ রাখা ওয়াজিব, ভুলে গেলে গোনাহ হবে। যদি তাই হয়ে থাকে তবে তা কী পরিমাণ ভুলে গেলে? কোনো একজন আলেম বলেন, দেখে দেখেও পড়তে না পারলে গোনাহ হবে। কথাটি কতটুকু সত্য ও যথার্থ? জানতে আগ্রহী।

উত্তর : উক্ত আলেমের কথাটি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে বিশুদ্ধ। কোরআন শরীফ এমনভাবে ভুলে যাওয়া যে, দেখেও পড়তে পারে না তা বড় গোনাহ। তবে হিফজ ভুলে যাওয়াটাও বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, তাই হিফজ ঠিক রাখাও অতীব জরুরি। (৯/১০৫/২৫১৫)

Scanned by CamScanner

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٢ / ٦٣٩ (١٤٧٤) : عن سعد بن عبادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من امرئ يقرأ القرآن، ثم ينساه، إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم».

📖 بذل المجهود (دارالكتب العلمية) ٧/ ٣١٥ : ثم ينساه أى بالنظر عندنا، وبالغيب عند الشافعى، أو المعنى ثم يترك قراءته نسى أو مانسى.

বাংলা উচ্চারণে কোরআন শরীফ পড়া হারাম

প্রশ্ন : বাংলাদেশে অধিক পরিমাণে বাংলা উচ্চারণে কোরআন শরীফ বের হয়েছে। জানার বিষয় হলো, বাংলা উচ্চারণে কোরআন শরীফ পড়া যাবে কি না? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হতাম।

উত্তর : আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় কোরআনে পাকের সঠিক উচ্চারণ অসম্ভব। তাই কোরআনে পাককে অন্য ভাষায় লেখা বা পড়া উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে নাজায়েয। এতে কোরআনের শব্দ ও অর্থ বিকৃত করা হয়, যা সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বাংলা উচ্চারণের কোরআন পড়ার কোনো সুযোগ নেই। (১৮/৫৪০/৭৭১৩)

📖 الإتقان في علوم القرآن (دارالكتاب العربى) ص ٨٣٠ : سئل مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأولى رواه الداني في المقنع، ثم قال ولا مخالف له من علماء الأمة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١/ ٤٦-٤٣ : سوال—کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ مقامی ایک نیم عالم صاحب نے قرآن حکیم کو بنگلہ خط میں اور ترجمہ میں لکھا ہے جس کے شروع میں کہتے ہیں "کہ یہ حروف بنگالیوں کے لئے ہیں" لفظ بنگالی کی تشریح نہیں کی آیا بنگالی مسلمانوں کے لئے ہے یا اور کسی کے لئے ہے۔ ... اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ بنگلہ خط میں قرآن حکیم لکھنا کیسا ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب— ... ... معلوم ہوا کہ مصحف عثمانی کے رسم خط کی رعایت و متابعت لازم و ضروری ہے اور اس کے خلاف لکھنا اگرچہ وہ عربی رسم خط میں ہی کیوں نہ ہو ناجائز اور حرام ہے اور اس مسئلہ پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے بلکہ علماء امت میں سے کسی کا اختلاف نہیں تو یہ اجماعی مسئلہ ہوا پھر غیر عربی بنگلہ وغیرہ رسم خط میں لکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے اس میں تو جواز کا کوئی احتمال ہی نہیں لہذا صورت مسئولہ بالاجماع ناجائز ہے۔

কোরআন-হাদীস লিখিত কাগজ নিয়ে বাথরুমে গমন

প্রশ্ন : কোরআন শরীফের আয়াত ও হাদীস শরীফ লিখিত কাগজ পকেটে নিয়ে শৌচাগারে গমন করার হুকুম কী?

উত্তর : শৌচাগারে যাওয়ার সময় উক্ত কাগজ বা খাতা বাইরে রেখে যাবে। তবে বাইরে রাখার ব্যবস্থা না থাকলে পকেটে রাখলেও গোনাহ হবে না। (১৮/৬৬৬/৭৮০১)

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) صـ ٥٤ : ثم محل الكراهة إن لم يكن مستورا فإن كان في جيبه فإنه حينئذ لا بأس به وفي القهستاني عن المنية الأفضل أن لا يدخل الخلاء وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر ونرجو أن لا يأثم بلا اضطرار.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۵۱ : الجواب—حمائل شریف کو اپنے سے الگ کر کے ادب و احترام کے ساتھ کہیں رکھدے پھر فراغت حاصل کرلے کہیں جگہ نہ ہو اور حمائل شریف جیب میں ہو اور جنگل میں صاف جگہ بیٹھ کر ضرورت پوری کرلے تب بھی گناہ نہ ہوگا۔

Scanned by CamScanner

কোরআন শরীফ ত্রিশ পারায় বিভক্ত হওয়ার কারণ

প্রশ্ন : কোরআন শরীফ পারা হিসেবে বিভক্ত হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তত এক মাসে এক খতম কোরআন পাক তেলাওয়াত করার যে নির্দেশ সাহাবাদেরকে দিয়েছেন সাধারণ লোকের সে নির্দেশ পালনের সুবিধার্থে এবং কোরআন শরীফের শিক্ষা সহজ করার নিমিত্তে পূর্ণ কোরআন শরীফকে ৩০ পারায় ভাগ করা হয়েছে। (৯/১৯০/২৫৪২)

📖 صحيح البخارى (دارالحديث) ٢/ ٥٢ (١٩٧٨) : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صم من الشهر ثلاثة أيام»، قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: «صم يوما وأفطر يوما» فقال: «اقرإ القرآن في كل شهر»، قال: إني أطيق أكثر فما زال، حتى قال: «في ثلاث».

কোরআনের চেয়ে উঁচু স্থানে বসা

প্রশ্ন : কোনো কোনো মাদ্রাসায় দেখা যায়, ছাত্ররা নিচে কোরআন তেলাওয়াত করা অবস্থায় শিক্ষক একই রুমের কোণে অবস্থিত চৌকি বা অন্য কোনো জিনিসের ওপর উপবেশন করেন, যা কোরআন রাখার স্থান থেকে উঁচু। জানার বিষয় হলো, একই রুমে কোরআন শরীফ থেকে উঁচু স্থানে বসার হুকুম কী? এ ক্ষেত্রে চাটাই দিয়ে বেড়া বা কাপড় দিয়ে পর্দা দেওয়া হলে ভেতরের চৌকি বা উঁচু স্থানে বসার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : নিচে নিকট স্থানে কোরআনে পাক থাকাবস্থায় উঁচু স্থানে বসা কোরআনে পাকের সাথে বেআদবীর শামিল হওয়ায় এভাবে বসা থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে যদি মাঝখানে এমন পর্দা দেওয়া হয়, যার দ্বারা স্থান ভিন্ন বোঝায় তাহলে বেআদবী হবে না। (৮/৪৯০/২২০৩)

📖 امداد الاحكام (مكتبۂ دار العلوم کراچی) ١/ ٢٤٤ : فيكره الجلوس فى المكان الاعلى اذا كان القرآن اسفل منه فى مجلس واحد، وإذا اختلف المجلس وتبدل فلا بأس به لانعدام العلة.

Scanned by CamScanner

অনৈসলামিক অনুষ্ঠানে তেলাওয়াতে কোরআন

প্রশ্ন : নাচ, গান, খেলাধুলা ও বাদ্যযন্ত্র বাজানোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ করা এবং কোরআনের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রাখা ও তাতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি না?

উত্তর : সাধারণত অনুষ্ঠান কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ করা হয় বরকত হাসিলের জন্য। আর গান-বাদ্যের মতো হারাম কাজে বরকত হাসিল তো দূরের কথা, এই নিয়্যাত করাও কুফরী। সুতরাং নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি বাজানোর অনুষ্ঠান কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আরম্ভ করা কিংবা সেই অনুষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াতের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা কোরআনের সাথে উপহাস করার নামান্তর, যা নিঃসন্দেহে মারাত্মক গোনাহ। (১৯/৮৫০)

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (مكتبةزكريا) ٦/ ٣٣٨ : وادب القرآن ان لا يقرأ فى مثل هذه المجالس والمجلس الذى اجتمعوا فيه للغناء والرقص -

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ٥ / ٣٨٩ : الكلام منه ما يوجب أجرا كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والأحاديث النبوية وعلم الفقه، وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعلمه لما فيه من الاستهزاء والمخالفة لموجبه، وإن سبح فيه للاعتبار والإنكار وليشتغلوا عما هم فيه من الفسق فحسن.

📖 ردالمحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٤٦ : إلا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج.

Scanned by CamScanner

প্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে অবতীর্ণ সূরা কোনটি?

প্রশ্ন : আল কোরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে অবতীর্ণ সূরা কোনটি?

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুসারে সূরা মুদ্দাস্‌সিরই আল কোরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে অবতীর্ণ সূরা। তবে কোনো কোনো মুফাস্‌সীরগণ সূরা ফাতেহাকে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে অবতীর্ণ সূরা বলেছেন। (৩/২/৪৩৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٧٥ (١٦١) : سمعت يحي، يقول: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر، فقلت: أو اقرأ؟ فقال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر، فقلت: أو اقرأ؟ قال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي، وعن يميني، وعن شمالي، فلم أر أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي، فإذا هو على العرش في الهواء - يعني جبريل عليه السلام - فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة، فقلت: دثروني، فدثروني، فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: «يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر» -

📖 الإتقان فى علوم القرآن (دارالكتاب العربى) ص ٧٥ : أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأ، فإنها أول ما نزل منها صدرها. ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضا عن أبي سلمة عن جابر ... ...

القول الثالث: سورة الفاتحة قال في الكشاف: ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن أول سورة نزلت "اقرأ " وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب. قال ابن حجر: والذي ذهب إليه أكثر

Scanned by CamScanner

الأئمة هو الأول. وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد
أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول.

হুদহুদের পরিচয়

প্রশ্ন : কোরআনে আলোচিত 'হুদহুদ'-এর পরিচয় কী?

উত্তর : কবুতরসাদৃশ্য মাথায় উঁচু খোঁপা, বিভিন্ন রেখাবিশিষ্ট ও তীক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন এক প্রকার সুন্দর পাখিকে হুদহুদ বলা হয়। (৩/২/৪৩৪)

📖 تاج العروس (دار الهداية) ٩/ ٣٣٨ : وقال أبو حنيفة: الهُدْهُد والهُدَاهِد: الكثير الهدير من الحمام، وقال الليث: الهُدَاهِدُ: طائر يشبه الحمام.

📖 المنجد صـ ٨٥٧ : الهدهد طائر ذو خطوط وألوان كثيرة، يقولون ابصر من هدهد، لأنهم يزعمون انه يرى الماء تحت الارض.

কোরআনের চেয়ে উঁচু স্থানে বিশ্রাম করা

প্রশ্ন : হেফজখানার ছাত্ররা কোরআন শরীফ পাঠ করার সময় শ্রেণীশিক্ষক চৌকির ওপর শুয়ে বিশ্রাম করেন বা ঘুমান। এতে কোরআন শরীফের অবমাননা হবে কি না?

উত্তর : একই কক্ষে নিচে কোরআন শরীফ থাকাবস্থায় উঁচু জায়গায় বা চৌকিতে বসা বা বিশ্রাম করা কোরআন শরীফের আদব ও মর্যাদা পরিপন্থী। তবে মাঝে কোনো আড়াল থাকলে অসুবিধা নেই। (৩/১১৭)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ٢٠ : سوال—اگر نیچے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو اور کوئی شخص کرسی پر یا چارپائی پر بیٹھنا چاہے تو کتنی دور ہو کر بیٹھنا ضروری ہے؟
الجواب—حامدا ومصلیا جتنی دور سے دوسرا مکان شروع ہوا اور قرآن شریف کی بے ادبی نہ ہو۔

Scanned by CamScanner

পায়ে কোরআন শরীফ রেখে তেলাওয়াত করা

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব অন্য আরেকজন ইমাম সাহেবকে চারজানু হয়ে বসে পায়ের ওপর কোরআন শরীফ রেখে তেলাওয়াত করতে দেখে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, হুজুর, এভাবে পায়ের ওপর কোরআন রেখে তেলাওয়াত করা তো আদবের খেলাফ। প্রতি উত্তরে ওই ইমাম রাগান্বিত হয়ে বললেন, যে যে অবস্থার তার সাথে সে মর্যাদার কথা বলবেন। জবাবে ইমাম সাহেব বললেন, আপনি এভাবে কোরআন শরীফ পড়লে মুক্তাদিরা কী করবে? পুনরায় তিনি ওই কথাই বললেন। প্রশ্ন হলো, এভাবে পায়ের ওপর কোরআন শরীফ রেখে তেলাওয়াত করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : পবিত্র কোরআনের সম্মান ও আদব রক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য একান্ত অপরিহার্য। কোরআন শরীফ পায়ের ওপর রেখে তেলাওয়াত করা এবং সাধারণ বই-পুস্তকের মতো ঝুলিয়ে চলাফেরা করা বেআদবীর শামিল। এরূপ করতে দেখে নম্রভাবে বোঝানোর কাজ যিনি করেছেন, তিনি ভালো কাজ করেছেন। এর জন্য তাঁর ওপর রাগ করা অন্যায় ও অপরাধ। (১০/৭৯৪/৩৩১০)

📖 شعب الإيمان (دارالكتب العلمية) ٢/ ٣٥٠ (٢٠٠٧) : عن عبيدة المليكي، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا أهل القرآن، لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وأفشوه، وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون، ولا تعجلوا تلاوته فإن له ثوابا ".

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٦٦ : كل من ارتكب منكرا أو آذى مسلما بغير حق بقول أو فعل أو إشارة يلزمه التعزير.

📖 صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ٢/ ٢١ (٤٩) : عن طارق بن شهاب - وهذا حديث أبي بكر - قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

Scanned by CamScanner

পত্রপত্রিকা, লিফলেট ও দাওয়াতনামায় আয়াত ছাপানোর হুকুম

প্রশ্ন : সংবাদপত্র, পাঁচমিশালী পত্রিকা, লিফলেট এবং দাওয়াতনামায় কোরআনের আয়াত ছাপানোর হুকুম কী? উল্লেখ্য যে এসব ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কোরআনের আয়াতের অবমাননার সমূহ সম্ভাবনা আছে। যেমন– যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া, পদদলিত করা এবং অপর পৃষ্ঠায় অর্ধনগ্ন ছবি ছাপানো ইত্যাদি।

উত্তর : দ্বীনের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে, পত্রিকায়, লিফলেটে ও দাওয়াতনামায় কোরআনের আয়াত ছাপানো জায়েয। কিন্তু তা খারাপ জায়গায় ফেলে দেওয়া এবং পদদলিত করা কোরআনের আয়াতের সাথে চরম বেয়াদবী হওয়ায় নাজায়েয। যদি এসব জায়গায় কোরআনের আয়াত ছাপানোর দ্বারা আয়াতের অমর্যাদা হওয়ার প্রবল আশংকা হয়, তাহলে কোরআনে কারীমের সম্মান-মর্যাদা সংরক্ষণার্থে তা বর্জনীয়। (১৬/১৭৬/৬৪০০)

📖صحيح البخارى (دارالحديث) ٤ / ٤٦٤ (٧٥٤١) : وقال ابن عباس ؓ: أخبرني أبو سفيان بن حرب ؓ: أن هرقل دعا ترجمانه، ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه: " بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد، عبد الله ورسوله، إلى هرقل، و: «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» (آل عمران: ٦٤) الآية ".

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣ / ١٥ (١٨٦٩) : عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو» ، قال أيوب: «فقد ناله العدو وخاصموكم به».

📖الدر المختارمع الرد (ايج ايم سعيد) ٤/ ١٣٠ : (ونهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة) ولو عجوزا لمداواة هو الأصح ذخيرة وأراد بالنهي ما في مسلم «لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو» (إلا في جيش يؤمن عليه) فلا كراهة.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٥ /٣٢٣ : ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا: يرجى أن يجوز، وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس، كذا فى فتاوى قاضيخان .

📖 فتاوى محموديه (ادارۂ صديق) ٣/ ٥٣٥ : الجواب-دین کی اشاعت کے لئے آیات کالکھنا اور ان کا ترجمہ کرنااور ان کا چھاپ کرنادرست ہے، لیکن ان کا ردی میں استعمال کرنادرست نہیں، احترام کے خلاف ہے، محض ترجمہ کا بھی احترام لازم ہے۔

নামাযরত মুসল্লির পাশে কোরআন তেলাওয়াত ও মুসল্লিদের পেছনে বসে তেলাওয়াতের বিধান

প্রশ্ন : এক জামে মসজিদে জুমু'আর নামাযের সময় অনেক লোক একত্রিত হয় এবং সবাই কিবলামুখী হয়ে কাতার বেঁধে বসে কোরআন শরীফ বা পারা হাতে নিয়ে হালকা-উচ্চ আওয়াজে খুতবার পূর্ব পর্যন্ত সূরায়ে কাহ্ফ তেলাওয়াত করতে থাকে, যদ্দ্বারা দ্বিতীয় কাতারের কোরআন শরীফ প্রথম কাতারের পেছনে পড়ে যায়, তদ্রূপ পেছনের কাতারগুলোর একই অবস্থা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেও এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়। 'কিফায়াতুল মুফতী' ৯ নং খণ্ড ৬০ পৃষ্ঠায় উক্ত পদ্ধতিতে তেলাওয়াত করাকে কোরআন শরীফের সাথে বেয়াদবীর শামিল বলে উল্লেখ রয়েছে। এমতাবস্থায় কিছু মুসল্লি সুন্নাত ও নফল নামায পড়ে থাকেন। তাঁদের মধ্য থেকে অনেকে অভিযোগ করেছেন যে উক্ত তেলাওয়াত দ্বারা তাঁদের নামাযের ক্ষতি হয়। প্রশ্ন হলো, উক্ত অবস্থায় এ পদ্ধতিতে তেলাওয়াত করা শরীয়তসম্মত কি না?

বি:দ্র:. মসজিদ কমিটি তেলাওয়াতকারীদেরকে চুপে চুপে তেলাওয়াত করতে অনুরোধ করলেও দু-এক দিন পর তা আর থাকে না।

উত্তর : কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ফজীলতপূর্ণ ইবাদত। এককভাবে হোক বা সম্মিলিতভাবে হোক, নিম্নস্বরে হোক বা উচ্চস্বরে যেকোনো পন্থায় তেলাওয়াত করার অনুমতি রয়েছে। তবে উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করার দ্বারা যদি নামাযি ও ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ব্যাঘাত ঘটে তাহলে উচ্চস্বরে তেলাওয়াত না করে নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করা উচিত। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে অন্যদের ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটিয়ে তেলাওয়াত করা অনুচিত এবং আশপাশে জায়গা থাকা সত্ত্বেও মসজিদে একজনের পেছনে আরেকজন কালামে পাকের তেলাওয়াত করা আদবের খেলাফ

Scanned by CamScanner

হওয়ায় অনুচিত। আর যদি আশপাশে জায়গা না থাকে তাহলে প্রয়োজনে তেলাওয়াত করতে পারবে। (১৬/২৫৩/৬৪৪৫)

📖رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٦٠ : وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ إلخ

📖المدخل لابن الحاج (دارالفكر) ٢/ ٢٨١ : وقد تقدم النهي عن القراءة جماعة والذكر جماعة. وإذا كان ذلك كذلك فينبغي له أن ينهى الناس عما أحدثوه من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة جماعة في المسجد أو غيره وإن كان قد ورد استحباب قراءتها كاملة في يوم الجمعة خصوصا فذلك محمول على ما كان عليه السلف - رضي الله عنهم - لا على ما نحن عليه فيقرأها سرا في نفسه في المسجد أو جهرا في غيره أو فيه إن كان المسجد مهجورا ما لم يكن فيه من يتشوش بقراءته والسر أفضل، وأما اجتماعهم لذلك فبدعة كما تقدم والله تعالى أعلم.

📖خیر الفتاوی (زکریا) ١/ ٢٤٨ : الجواب-اذان کے بعد قرآن مجید یا کوئی اورذکر اتنی آواز سے پڑھنا جس سے لوگوں کی نماز میں خلل آئے تو درست نہیں ہے پڑھنے والوں کو چاہئے کہ آہستہ پڑھیں۔

দু'আবিশিষ্ট আয়াতে পরিবর্তন

প্রশ্ন : কোরআন শরীফের দু'আর আয়াতে একবচনকে বহুবচন এবং বহুবচনকে একবচনে পরিবর্তন করে দু'আর নিয়্যাতে পড়া কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরাম জায়েয আর কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরাম নাজায়েয বলেন। এ ব্যাপারে দলিলভিত্তিক সঠিক ফায়সালা জানালে খুশি হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে যে সমস্ত দু'আর উল্লেখ রয়েছে সেগুলোকে যেভাবে আছে, ঠিক সেভাবেই পড়া উচিত। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহের একবচনকে বহুবচন বা বহুবচনকে একবচনে রূপান্তরিত করে দু'আ করতে চায় তাহলে তা করতে পারবে। তবে এ রকম না করাই উত্তম হবে। (১৫/১৪৬/৫৮৬৮)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۵۱ : سوال-احادیث میں بعض دعاؤں میں واحد متکلم کا صیغہ ہے اجتماعی دعاؤں میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرنا درست ہے یا نہیں مثلاً 'اهدني' کی جگہ 'اهدنا'؟

الجواب- حامداومصلیا: درست ہے۔

নারীদের হাফেজা হওয়া ও হেফজ ভুলে যাওয়া

প্রশ্ন : বর্তমান সমাজে মাহিলারা হাফেজা হয়; কিন্তু দেখা যায় তারা হেফজ ধরে রাখতে পারে না। এ সমস্ত হাফেজার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? এবং তাদেরকে হাফেজা বানানো যাবে কি না?

উত্তর : কোনো মহিলা কোরআন হেফজ করার পর ভুলে যাওয়ার আশংকা প্রবল হলে ওই মহিলা হেফজ করবে না, পুরুষ হাফেজ যথেষ্ঠ পরিমাণ থাকাবস্থায় মহিলার কোরআনের হাফেজা হওয়া জরুরি নয়। (১৫/৮১১/৬২৮১)

📖 سورة الاحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١ /٨١ (٢٢٤)عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» -

📖 الفتاوى التاتارخانية (مكتبة زكريا) ٢ / ١١٥ : اعلم ان حفظ القران مقدار مايجوز به الصلاة فرض عين على المسلمين، لأن الله تعالى قال «فاقرءوا ما تيسر من القرآن» وحفظ جميع القران فرض

Scanned by CamScanner

على سبيل الكفاية على الامة حتى لو حفظ وافر من المسلمين ما
بين المشرق والمغرب خرج الكل عن العهدة -

কানে হাত রেখে তেলাওয়াত করা

প্রশ্ন : বর্তমানে অনেক ক্বারীদেরকে কানে হাত দিয়ে তেলাওয়াত করতে দেখা যায়। এটা বৈধ কি না?

উত্তর : কোরআন তেলাওয়াত করার সময় কানে হাত দেওয়া ও না দেওয়ার ব্যাপারে কোনো শরয়ী দলিল নেই। তাই কানে হাত দেওয়াকে অবৈধ বলা যাবে না। তবে বিনা প্রয়োজনে এভাবে হাত দেওয়া বেমানান। (১৫/৯৯১/৬৩৪০)

গানের সুরে কোরআন তেলাওয়াত

প্রশ্ন :

১. কোরআন শরীফ গানের সুরে পড়া ঠিক হবে কি না?
২. তাজবীদ সহকারে সুন্দর আওয়াজে কোরআন পড়াকে গানের সুর বলা সঠিক হবে কি না?

উত্তর :

১. কোরআন শরীফ মধুর কণ্ঠে পড়া প্রশংসনীয়। হাদীস শরীফে সুন্দর কণ্ঠে পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু গানের সুরে পড়া কোরআনের অবমাননার শামিল হওয়ায় তা বর্জনীয়। (১৭/১১৬/৬৯৪৮)

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٢ / ٣٨٦ (٢١٤١) : عن البراء بن عازب رض ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا "

Scanned by CamScanner

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٧/ ١٨٣ (٧٢٢٣) : عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين، وأهل الفسق، فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم، وقلوب من يعجبهم شأنهم».

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٥/ ٣٠٨ : وقراءة القرآن بالترجيع قيل: لا تكره، وقال أكثر المشايخ: تكره ولا تحل؛ لأن فيه تشبها بفعل الفسقة حالِ فسقهم.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٢/ ١٤٣ : جواب- قرآن مجيد كو خوش آوازى سے پڑھنا جائز ہے مگر گانے کے لہجہ میں پڑھنا مکروہ ہے۔

২. যে লাহজায় কোরআন পড়লে অক্ষর কমবেশি হয়ে যায় সেভাবে পড়া গোনাহ। তাজবীদের নিয়ম রক্ষা করে গায়কদের গানের সুরে পড়াও বর্জনীয়। সুতরাং তাজবীদ রক্ষা করেও লাহজার দিক থেকে গানের সাদৃশ্য গ্রহণ সম্ভব বিধায় তাও বর্জনীয়।

📖 مستخرج أبي عوانة (دار المعرفة) ٢ / ٤٨٣ : عن أبي عثمان النهدي قال: صليت خلف أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج، ولا بربط، ولا ناي أحسن من صوته ".

📖 اعلاء السنن (إدارة القرآن) ٤/ ١٥٤ : وبطل إنكار من انكر على بعض القراء فى التغنى بالقرآن وتزيين الصوت به ، وقال: ان ذلك دأب مطربين من اهل الغناء ، فقد علمت أن ابا موسى الاشعرى كان يقرأ بصوت لم يسمع صوت صنج، ولا يربط، ولا ناى احسن منه، فهل يسع لأحد يؤمن بالله أن يطعن عليه فى ذلك؟ كلا!

Scanned by CamScanner

فكذلك من حذا حذوه بشرط عدم الخروج عن العربية
والاحتراز عن اللحن فى المدات ونحوها۔

অপবিত্র অবস্থায় হাতমোজা পরে কোরআন স্পর্শ করা

প্রশ্ন : অজু না থাকাবস্থায় হাতমোজা পরে কোরআন শরীফ ধরা বা পাতা উল্টিয়ে পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : অজু না থাকাবস্থায় হাতমোজা ব্যবহার করে কোরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয হবে না। (১৭/৭০২/৭২৬৪)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ١/ ١٤٩ : (قوله وغلافه ما يكون متجافيا عنه) أي منفصلا وهو الخريطة خلافا لمن قال هو الجلد أو الكم لأن الجلد الملصق تابع له حتى يدخل في بيعه بغير شرط فلمسه حكم مسه والكم تابع للماس فالمس به كالمس بيده، والمراد بقوله يكره مسه بالكم كراهة التحريم، ولذا قال في الفتاوى لا يجوز للجنب والحائض أن يمسا المصحف بكمهما أو ببعض ثيابهما لأن الثياب بمنزلة يديهما ۔

📖 رد المحتار(ايچ ايم سعيد) ١ / ١٧٤ : والتقييد بالكم اتفاقي فإنه لايجوز مسه ببعض ثياب البدن غير الكم كما في الفتح عن الفتاوى ۔

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ١ /٤٣ : ولا يجوز لهم مس المصحف بالثياب التي هم لابسوها ۔

Scanned by CamScanner

বাংলা উচ্চারণে কোরআন শরীফ লেখা, পড়া ও ছাপানোর বিধান

প্রশ্ন: বিভিন্ন বই-পুস্তকে দেখা যায় কোরআন শরীফের আয়াত বাংলা উচ্চারণে লেখা হয়। আর কোনো কোনো লাইব্রেরিতে বাংলা উচ্চারণে কোরআন শরীফই ছাপানো হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, কোরআন শরীফের আয়াত বাংলা উচ্চারণে লেখা এবং তা দেখে পড়া জায়েয আছে কি? যারা ছাপাচ্ছে তাদের কী হুকুম? বাংলা উচ্চারণে লেখা আয়াত বা সূরা কোরআন শরীফ বলে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে পবিত্র কোরআন আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় লেখা বা উচ্চারণ করা জায়েয নেই। সুতরাং কোরআন শরীফের আয়াত বাংলা ভাষায় লেখা বা বাংলা উচ্চারণ দেখে পড়া নাজায়েয। যারা ছাপাচ্ছে তারা মারাত্মক গোনাহগার হবে। বাংলা উচ্চারণে আয়াত বা সূরা লিখলে তাকে কোরআন বলা যাবে না, তবে তার সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণও করা যাবে না। (১৭/৭৬৯/৭২৯৩)

📖 سورة يوسف الآية ١ : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾

📖 الإتقان في علوم القرآن (دارالكتاب العربى) ص ٨٣٠ : سئل مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأولى رواه الداني في المقنع، ثم قال ولا مخالف له من علماء الأمة-

📖 وفيه ايضا ص ٨٣١ : وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك-

📖 فتح القدير (دار الكتب العلمية) ١ /٢٩١ : وفيه إن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ١ /٩٨ : سوال- گجراتی حروف میں پورا قرآن اس طرح لکھا جائے کہ زبان اور تلفظ عربی ہی رہے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ ان پڑھ آدمی جو عربی میں قرآن شریف پڑھے ہوئے نہ ہوں وہ کلام پاک کی تلاوت کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، ان کی سہولت اور خیر خواہی کے لئے مذکورہ طریقہ پر پورا قرآن گجراتی حروف میں لکھنا اور اس میں تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ اس کو مع دلائل تفصیل سے سمجھائیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب- قرآن شریف گجراتی حروف میں لکھنے سے قرآنی رسم خط جو قرآن کا ایک رکن ہے، چھوٹ جاتا ہے اور تحریف رسمی لازم آتی ہے، جس سے احتراز ضروری ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱/ ۲۴۰ : الجواب- ناگری ہو یا انگریزی ہر وہ خط جس میں رسم خط مصحف عثانی کی رعایت نہ ہو سکے اس میں قرآن لکھنا کسی طرح جائز نہیں کیونکہ کتابت مصحف میں رعایت رسم خط عثانی واجب ہے۔

নির্দিষ্ট সূরা পড়ে দু'আ করা

প্রশ্ন : নির্দিষ্ট কোনো একটি সূরা প্রায় প্রতিদিন পড়ে দু'আ করা শরীয়তে জায়েয আছে কি?

উত্তর : নির্দিষ্ট একটি সূরা পড়ে প্রতিদিন দু'আ করা জায়েয। (১৪/৭০৩/৫৭৩৩)

📖 المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ١ /٧٥٥ (٢٠٨١) : عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟» قالوا: ومن يستطيع ذلك؟ قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر».

তেলাওয়াত না বুঝে করলে লাভ নেই মনে করা মূর্খতা

প্রশ্ন : অনেকেই বলেন যে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করার বিশেষ তিনটি উপকার। এক. দিলের ময়লা পরিষ্কার হয়। দুই. আল্লাহ তা'আলার মহব্বত বাড়ে ও নৈকট্য লাভ হয়। তিন. প্রতিটি হরফে কমপক্ষে দশটি করে নেকী পাওয়া যায়, না বুঝে পড়লেও পাওয়া যায়। যদি কেউ বলে, না বুঝে পড়লে কোনো ফায়দা নেই, সে বদদ্বীন, জাহেল বা উভয়টি। প্রশ্ন হলো, যদি কেউ অজ্ঞতার কারণে এ কথা বলে যে, কোরআন শরীফ না বুঝে পড়লে কোনো লাভ নেই, তাহলে সে বদদ্বীন হবে কি না? এবং বদদ্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য কী? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোরআন শরীফ বুঝে না পড়লে কোনো লাভ নেই। এ ধরনের উক্তি করার পেছনে তিনটি কারণ হতে পারে। ১. অজ্ঞতা, ২. বদদ্বীনি, ৩. বদদ্বীনি ও অজ্ঞতা উভয়টি। যদি কোনো ব্যক্তি শুধুমাত্র অজ্ঞতা বা অজানার কারণে উপরোক্ত উক্তি করে থাকে তাহলে তাকে জাহেল বা অজ্ঞ বলা যাবে। যদিও এ ধরনের উক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। তাই এ ব্যাপারে জানা না থাকলে জানার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া জরুরি, অন্যথায় চুপ থাকবে। পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি জানা থাকার পরও যদি উপরোক্ত উক্তি করে থাকে তাহলে তাকে বদদ্বীন তথা ফাসেক বলা যাবে। (১৩/১৪৩/৫১৯৫)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٣٦٩ (٨٣٠) : عن جابر بن عبد الله، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال: «اقرءوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه» -

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٥/ ١٧٥ (٢٩١٠) : عن أيوب بن موسى، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: سمعت عبد الله بن مسعود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» -

📖 خیر الفتاوی (زکریابکڈپو) ١ /٢٢٠: بے شمار نصوص قرآنی وحدیث سے مطلق قرآءت پر اجر وثواب ثابت ہے... اوراس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ تصریحات شرعیہ کے علاوہ بہت سے مصالح عقلیہ بھی اس کے مقتضی ہیں کہ قرآن کی تلاوت کو صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رکھا جائے جو فہم مطالب عالیہ کی استعداد رکھتے ہوں اور ایسی استعداد نہ رکھنے والوں پر پابندی لگادی جائے ایسا کرنیوالے لوگ اسلام کے نادان دوست ہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ١۴ /۵٩: الجواب۔ اگر وہ خود آیت کو نہیں پہچان سکا اور عمر کو غیر معتبر سمجھ کر اس نے انکار کردیا تو اس سے اس کا ایمان ختم نہیں ہوا۔ احتیاطا تجدید ... بھی حکم ہے، وہ کرتے رہنا چاہئے۔

Scanned by CamScanner

পরস্পরবিরোধী আয়াত

প্রশ্ন : কোরআন শরীফের আয়াতসমূহের মধ্যে কোনো تعارض (বিরোধ) আছে কি না? বাহ্যিক কোনো বিরোধ থাকলে এমন ৫টি আয়াত উল্লেখ করলে কৃতজ্ঞ হতাম।

উত্তর : পবিত্র কোরআনের মধ্যে বাস্তবে পরস্পরবিরোধী কোনো আয়াত নেই। তবে বাহ্যিক যে সকল বিরোধ (تعارض) দেখা যায় তা কেবলমাত্র আয়াতের ভাবার্থ ও ناسخ ومنسوخ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণেই মনে হয়। কোন কোন আয়াতে বাহ্যিক تعارض দেখা যায় তা তাফসীরের কিতাব অধ্যয়ন করলে পেয়ে যাবেন বা কোনো বিজ্ঞ আলেম থেকে জেনে নেবেন। (১১/৭৩৫/৩৬৮০)

📖 التعارض والترجيح ١/ ١١ : إن ادلة الاحكام متألفة متافرة ليس بينها اختلاف فى المدلولات ولا تباين فى المفهومات فهى كانت قطعية الثبوت والدلالة ينجلى ذلك فى قوله تعالى وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (سورة النساء ٨٢) غير أن بادى النظر قد يجد التعارض بين الدليلين والتنافى بين مفهوم الحجتين وذلك لنقص فى علمه اوالخلل فى فهمه لهذه الاصول والقواعد.

অমুসলিম কর্তৃক অনূদিত কোরআনের অনুবাদ পড়া

প্রশ্ন : জনৈক বাংলা শিক্ষিত একজন ব্যক্তি আরবী পড়তে জানেন না। তাই তিনি কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ পড়েন, যা একজন অমুসলিমের করা। প্রশ্ন হলো, আমি ওই অমুসলিম ব্যক্তির করা অনুবাদ পড়তে পারব কি না? এবং কোনো অভিজ্ঞ মুসলিমের বাংলা অনুবাদ আছে কি না?

উত্তর : অমুসলিম ব্যক্তির অনুবাদ ও তাফসীরের মধ্যে তার ভ্রান্ত আক্বীদার অনুপ্রবেশ ঘটানোর প্রবল সম্ভাবনা থাকায় তাদের অনুবাদ ও তাফসীর পড়া বিজ্ঞ আলেম ব্যতীত অন্য কারো জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমতি নেই। তাই আপনি উক্ত অনুবাদ পড়া থেকে

Scanned by CamScanner

বিরত থাকুন এবং বাংলা মাআরেফুল কোরআনের মতো নির্ভরযোগ্য তাফসীর পড়া আরম্ভ করুন। (১৩/৬৮৯/৫৩৫৫)

📖 الإتقان فى علوم القرآن (دار الكتاب العربي) صـ ٨٥٤ : وقال الإمام أبو طالب الطبري في أوائل تفسيره: القول في أدوات المفسر: اعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد أولا ولزوم سنة الدين فإن من كان مغموصا عليه في دينه لا يؤتمن على الدنيا فكيف على الدين ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن عالم فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله تعالى ولأنه لا يؤمن إن كان متهما بالإلحاد أن يبغي الفتنة ويغر الناس بليه وخداعه كدأب الباطنية وغلاة الرافضة -

📖 التفسير والمفسرون (دار الارقم) ١/ ٢١ : ثانيا- أن يكون المترجم بعيدا عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به القرآن، وهذا شرط فى المفسِّر أيضا؛ فإنه لو مال واحد منهما إلى عقيدة فاسدة لتسلَّطت على تفكيره، فإذا بالمفسِّر وقد فُسِّر طبقا لهواه، وإذا بالمُتَرجَم وقد تُرْجِم وفقا لميوله، وكلاهما يبعد بذلك عن القرآن وهداه .

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ١/ ٢٤٣ : مگر جس کتاب کی عبارات جمہور اہل السنۃ والجماعت کے مسلک کے خلاف ہوں یا عوام کو ان سے ایہام ومغالطہ ہوتا ہو ایسی کتاب کی اشاعت اور مطالعہ کرنا جائز نہیں۔

অনারবী ভাষায় কোরআন পড়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ছোটবেলায় গ্রামের মসজিদে কোরআন শরীফ পড়লেন। বড় হওয়ার পর মনে হলো তার পড়া ঠিক হয় না। তাই তিনি আরবী কোরআন পড়েন না। এটা কি বৈধ হবে?

Scanned by CamScanner

র : অন্য কোনো ভাষায় আরবী বর্ণমালাসমূহের সঠিক শুদ্ধ উচ্চারণ অসম্ভব বিধায় বী বর্ণমালা ব্যতীত কোরআন শরীফ পড়া নাজায়েয। সাধ্যানুযায়ী সঠিকভাবে রআন শরীফ শিখতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ পাক মাফ না করার আশংকা রয়েছে। পক্ষে নামাযের প্রয়োজনে কয়েকটি সূরা শুদ্ধ করে নিতেই হবে। (৪/৫/৫৭৩)

📖 سنن ابن ماجه(دار إحياء الكتب) ١/ ٨١ (٢٢٤) : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».

📖 فضائل القرآن للقاسم بن سلام (دار ابن كثير) ص ٣٦١ : عن علي، رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم» .

📖 إعلاء السنن(ادارة القران) ٤/ ١٤٦ – ١٤٧ : عن زيد بن ثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل -

قوله : عن زيد بن ثابت الخ : دلالته على مطلوبية قراءة القرآن كما انزل ظاهرة ، وقوله : ان الله يحب، لاينافى الوجوب، فإن كثيرا لما يحبه الله فرض او واجب، فلماثبت بالدلائل ان قراءة القرآن كما أنزل واجب يحمل قوله 'ان الله يحب' على الوجوب ولا يخفى أنه أنزل بالعربي المبين فالسعى فى تصحيح المخارج وصفات الحروف وغيرها مما يتوقف عليه كون اللفظ عربيا واجب على كل مسلم ومسلمة.

কোরআন শরীফ হাত থেকে পড়ে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : কোরআন শরীফ হাত থেকে পড়ে গেলে কী করণীয়?

উত্তর : কোরআন শরীফ অসতর্কতার দরুন হাত থেকে পড়ে গেলে তার জন্য ইস্তেগফার করা কর্তব্য। এর কাফ্ফারাস্বরূপ কোনো কিছু সদকা করা জরুরি নয়। (১৭/৪৬/৬৯১৮)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص۲۵۴ : سوال- یہ طریقہ جو اکثر عوام میں مروج ہے کہ اگر کلام اللہ شریف ہاتھ سے گر جاوے تو اس کی برابر وزن کر کے گندم و جو وغیرہ مساکین کو صدقہ کرتے ہیں اور اس خاص طریقے کو ضروری لازم جانتے ہیں اگر چہ قرض کی نوبت ہو، لہذا یہ خاص طور پر بالخصوص کیسا ہے اگرچہ صدقہ دیوے؟
الجواب- یہ امر کہیں ثابت نہیں اختراع عوام کا ہے، البتہ صدقہ دینا ایسی حالت میں اچھا ہے کہ صدقہ سے کفارہ معاصی کا ہوتا ہے مگر واجب نہیں، بشرط قدرت کے صدقہ کردیوے خواہ کچھ ہو خواہ کسی قدر ہو، سوائے اس کے دیگر سب لغو بے اصل ہیں۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۶۰ : سوال- ۱-جب کہ قرآن شریف کسی وجہ سے اونچی جگہ سے گر جاوے تو اس کے گر جانے سے کچھ دینا ہوتا ہے؟
۲-اکثر گھروں میں عورتوں کو دیکھا ہے کہ قرآن شریف کے ہم وزن انداز سے اناج دے دیا کرتی ہے؟
الجواب— ۱-ضروری نہیں
۲-شریعت سے ضروری نہیں، نفس پر جرمانہ ہے اور جائز ہے۔

সিজদার আয়াতের বিধান ও উদ্দেশ্য কী?

প্রশ্ন : আয়াতে সিজদা পড়লে সিজদা দিতে হয় কেন? আয়াতে সিজদা তেলাওয়াত করে সিজদা দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : সিজদার আয়াত তিন প্রকার, ১. যেখানে সিজদা দেওয়ার নির্দেশ আছে, সেখানে সিজদা দিতে হয়, ২. যেখানে কাফেরদের সিজদাকে অবজ্ঞা করা উল্লেখ আছে, সেখানে তাদের বিরোধিতার জন্য সিজদা দিতে হয়, ৩. যেখানে নবীগণের সিজদা দেওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তাঁদের অনুসরণে সিজদা দিতে হয়। (৯/১৯০/২৫৪২)

Scanned by CamScanner

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ١ / ١٨٤ : ثم شرع في بيان السبب فقال "سببه التلاوة على التالي" اتفاقا "و" على "السامع في الصحيح" والسماع شرط عمل التلاوة في حقه فالأصم إذا تلاها ولم يسمع وجب عليه السجدة "وهو" أي سجود التلاوة "واجب" لأنه أمر صريح به أو تضمن استنكاف الكفار عنه أو امتثال الأنبياء وكل منها واجب.

সাকতার রহস্য

প্রশ্ন : আয়াতের মাঝে 'সাকতা' করার রহস্য কী এবং সাকতা দ্বারা কী বোঝানো হয়?

উত্তর : সাকতাহ অর্থ শ্বাস না ফেলে একটু থামা। যেখানে একটু না থামলে অর্থে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে একটু থামার জন্য নিঃশ্বাস ফেলা হয়। আবার হামযাহকে তাহকীকের সাথে তথা স্পষ্টভাবে পড়ার উদ্দেশ্যেও এ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। (৯/১৯০/২৫৪২)

📖 معلم التجويد ١ / ١٣٦ : السكت: هو قطع الصوت عن القراءة زمناً يسيراً، أقل من زمن الوقف المعتاد - الذي هو مقدار حركتين - وذلك من غير تنفس، ثم متابعة القراءة.

এমালার সঠিক উচ্চারণ একারের মতো নয়

প্রশ্ন : এমালার সঠিক উচ্চারণ একারের মতো কেন?

উত্তর : এমালার উচ্চারণ একারের মতো হওয়ার দাবি পুরোপুরি সঠিক নয়। এর উচ্চারণ পদ্ধতি অভিজ্ঞ ক্বারীদের নিকট থেকে সরাসরি শেখা জরুরি। (৯/১৯০/২৫৪২)

Scanned by CamScanner

📖 معارف التجوید ص٨٦ : امالہ کے لغوی معنی جھکانے کے ہیں، امالہ کبری زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یائی کی طرف مائل کر کے پڑھنا کہ تلفظ یائے مجہول کی طرح ہو جائے، امالہ صغری زبر اور الف کو زیر اور یا کی طرف اس طرح مائل کر کے پڑھنا اس میں انخفاض کی نسبت انفتاح غالب رہے اس کو امالہ صغری کہتے ہیں اور یہ صرف ماہر استاذ سے سننے پر موقوف ہے۔

সূরা "স-দ" (ص)-এ সিজদার আয়াত ও শব্দ কোনটি

প্রশ্ন :

১. হানাফী মাযহাব মতে, পবিত্র কোরআনের ২৩তম পারার সূরা 'স-দ' (ص)-এ সিজদার আয়াত কোনটি? ২৪তম আয়াত নাকি ২৫তম আয়াত? বর্তমানে মুদ্রিত কোরআন শরীফসমূহে সাধারণত ২৪তম আয়াতের শেষে সিজদা লেখা থাকে, তা ঠিক কি না?

২. বর্তমানে আমাদের দেশে মুদ্রিত কোরআন মজীদসমূহে সিজদার আয়াতের নির্দিষ্ট কোনো শব্দের ওপর একটি সরলরেখা টেনে প্রকৃত সিজদার শব্দের দিকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। সে মতে সূরায়ে স-দ এ সিজদার আয়াতের কোনো শব্দের ওপর সরলরেখা টেনে প্রকৃত সিজদার স্থানের দিকে ইঙ্গিত করা যেতে পারে?

উত্তর : সূরায়ে 'স-দ' (ص)-এর সিজদার ব্যাপারে দুই ধরনের উক্তি থাকলেও ফিকাহবিদদের মতে ২৫তম আয়াতের وَحُسْنَ مَاٰبٍ এর পর সিজদা করার উক্তিটিই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং ২৪ নং আয়াতের শেষে সিজদা লেখা ঠিক নয়। বরং وَحُسْنَ مَاٰبٍ এর ওপর সরলরেখা টানা যথাযথ হবে। (৯/৮৫৮/২৯০২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ١٠٣ : وفي ص عند – {وحسن مآب} وهو أولى من قول الزيلعي عند – وأناب.

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتب خانه) صـ ٤٨٣ : ولو سجت عند قوله 'وحسن مآب' وقدمها عند قوله 'وأناب' لكان

Scanned by CamScanner

السجود حاصلا قبل وجوبها ووجود سبب وجوبها فيوجب نقصانا في الصلاة لو كانت صلاتية ولا نقص في التأخير .

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳ / ۴۱۵ : حسن مآب پر سجدہ کرنا اولی اور احوط ہے اور یہی قول راجح ہے اور دوسرا قول کہ اناب پر سجدہ ہے مرجوح ہے کذا فی حاشیۃ مراقی الفلاح۔

তেলাওয়াত শুদ্ধ হওয়ার জন্য জিহ্বা বা ঠোঁট নড়া শর্ত

প্রশ্ন : নামাযের বাইরে কোরআন তেলাওয়াত শব্দ করে না পড়ে মনে মনে পড়া বা দেখে দেখে যাওয়া, তেমনি বুখারী খতম মনে মনে পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : তেলাওয়াত বা কেরাতের সংজ্ঞা অনুযায়ী কমপক্ষে ব্যক্তির জিহ্বা বা ঠোঁট নড়া শর্ত। অনেকে নিজ কানে শোনাকেও শর্ত বলেছেন। তাই মনে মনে পড়লে বা দেখে গেলে তেলাওয়াত বা খতম পড়া হবে না। তবে খতম ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে এভাবে অধ্যয়ন করলে কোনো অসুবিধা নেই। (১০/৫৭৯/৩২৩৮)

📖 الهداية (مكتبةالبشرى) ١/ ٢٢٤ : وقال الكرخي: أدنى الجهر أن يسمع نفسه، وأدنى المخافتة تصحيح الحروف لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ.

📖 الفتاوى التاتارخانية (مكتبة زكريا) ٢/ ٥٦ : اما معرفة حدها فنقول: تصحيح الحروف امر لازم لابد منه، ولاتصير قراءة الا بعد تصحيح الحروف، فإن صحح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه عن الكرخى أنه يجزيه، وبه كان يفتى الفقيه ابوبكر الاعمش رحمه الله ، واليه اشار محمد رحمه الله فى الاصل.

Scanned by CamScanner

তেলাওয়াত শেষে صدق الله العظيم বলা

প্রশ্ন : কোরআন তেলাওয়াতের পর صدق الله العظيم পড়া কি বিদ'আত?

উত্তর : কোরআনে পাকের তেলাওয়াত শেষে صدق الله العظيم বলা উত্তম ও তেলাওয়াতের আদবের অন্তর্ভুক্ত। তবে কেউ যদি এরূপ বলাকে জরুরি মনে করে তখন বিদ'আত হবে। (১/৩৭৭/১৮৭)

📖 إحياء علوم الدين (دار المعرفة) ١/ ٢٧٨ : وليقل عند فراغه من القراءة صدق الله تعالى.

📖 مفتاح السعادة ومصباح السيادة ٣/ ١٠٨ : وليقل عند فراغه من سورة صدق الله العظيم وبلغ رسوله.

📖 تفسيرروح البيان (دار الفكر) ١٠/ ٥٥١ : وفى اسئلة عبد الله بن سلام أخبرني يا محمد! ما ابتداء القرآن وما ختمه، قال: ابتداؤه بسم الله الرحمن الرحيم وختمه صدق الله العظيم، قال: صدقت -

রুকুর চিহ্নের প্রবর্তক, উদ্দেশ্য এবং সূরা ওয়াকিআ'র রুকুর রহস্য

প্রশ্ন :

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً۝ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۝ عُرُبًا أَتْرَابًا۝ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۝ ع ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ۝ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۝

উল্লিখিত আয়াতগুলো সূরা ওয়াকি'আর, এখানে لاصحاب اليمين এর পর রুকুর চিহ্ন (ع) রয়েছে। কোরআন শরীফে এভাবেই লেখা আছে। প্রশ্ন হলো, এখানে রুকুর চিহ্ন কেন দেওয়া হলো? অথচ নিয়ম অনুযায়ী আরো দুই আয়াত পরে দেওয়ার কথা। নাউজুবিল্লাহ এতে (আল্লাহ পাকের ওয়াদাকৃত) কোরআন শরীফ হেফাজতের ওপর কোনো প্রভাব পড়তে পারে কি না? তা ছাড়া রুকুর চিহ্নের আসল উদ্দেশ্য কী এবং কখন, কে রুকুর চিহ্ন প্রবর্তন করেছিলেন?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোরআন শরীফ দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং খতমে তারাবীহতে কী পরিমাণ পড়লে সহজে খতম করা যায়, এ দৃষ্টিকোণ থেকে ৫৪০ রুকু, সাত মঞ্জিল ইত্যাদি পন্থায় ত্রিশ পারা কোরআনকে ভাগ করা হয়েছে। বিশেষ করে রুকু নির্ধারণে দুটি দিক লক্ষ করা হয়েছে। এক. আয়াতের সমপরিমাণ সংখ্যা, দুই. অর্থের দিক দিয়ে কোনো বিষয়ের পরিপূর্ণতা। এ হিসেবে সূরা ওয়াকি'আর প্রথম রুকু لاصحاب اليمين এ শেষ হওয়ার অবকাশ আছে। যেমন বর্তমান প্রিন্টিংয়ে চিহ্ন দেওয়া আছে। তেমনিভাবে ثلة من الآخرين এ শেষ হওয়ারও অবকাশ আছে। তাই আপনি তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যেকোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারেন, শরীয়তে কোনো বাধা নাই। কোরআন শরীফে রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে রুকুর চিহ্ন লাগানোর জোরালো কোনো প্রমাণ না থাকলেও পরবর্তী যুগে অভিজ্ঞ ইমামগণ তেলাওয়াতের সুবিধার্থে চিহ্ন লাগিয়েছেন। বিশেষ করে তারাবীহের বিশ রাক'আত নামাযে ২৭ তারিখের তারাবীহতে কোরআন খতম করতে হলে পুরো ত্রিশ পারা কোরআনকে ৫৪০টি রুকুতে ভাগ করে প্রতি রাক'আতে এক রুকু পরিমাণ পড়া হলে তা সহজে সম্ভব হয়। এ বিবেচনায় তা করেছেন বলেও কিতাবে পাওয়া যায়। (১৫/২১৬/৬০০১)

📖 المبسوط للسرخسى(دار المعرفة) ٢ /١٤٦ : وحكى عن القاضي الإمام عماد الدين - رحمه الله تعالى - أن مشايخ بخارى جعلوا القرآن خمسمائة وأربعين ركوعا وعلموا الختم بها ليقع الختم في الليلة السابعة والعشرين رجاء أن ينالوا فضيلة ليلة القدر إذ الأخبار قد كثرت بأنها ليلة السابع والعشرين من رمضان وفي غير هذه البلدة المصاحف معلمة بالآيات، وإنما سموه ركوعا على تقدير أنها تقرأ في كل ركعة.

📖 فتاوى قاضيخان مع الهندية(مكتبة زكريا) ١ /٢٣٩ : وحكى عن المشايخ رحمهم الله تعالى أنهم جعلوا القرآن على خمسمائة وأربعين ركوعا وأعلموا ذلك فى المصاحف حتى يحصل الختم فى ليلة السابع والعشرين لكثرة الاخبار التى تدل على انها ليلة القدر وفى غير هذا البلد كانت المصاحف معلمةبعشر من الآيات وجعلوا ذلك ركوعا ليقرأ فى كل ركعة من التراويح القدر المسنون .

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱ / ۴۹۰ : رکوع اور پاروں کا ثبوت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، مشائخ بخارا نے قرآن کریم میں پانچسو چالیس رکوع لگائے تاکہ تراویح میں ہر رکعت میں ایک رکوع میں ایک رکوع پڑھا جائے تو ستائیس رمضان تک ایک ختم ہو جائے۔

আলাপচারিতার সময় কোরআনের শব্দের অশুদ্ধ উচ্চারণ

প্রশ্ন : কোরআনে উল্লিখিত এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর উচ্চারণ তেলাওয়াতের সময় শতভাগ শুদ্ধভাবে করা হলেও সাধারণ আলাপচারিতার সময় সেগুলোর উচ্চারণে বিভিন্ন ধরনের ভুল পরিলক্ষিত হয়। যেমন– যেখানে হরকত নেই সেখানে হরকতের উচ্চারণ করা হয়, মদের জায়গায় মদ করা হয় না, আবার যেখানে নেই, সেখানে করা হয়। কখনো দেখা যায় শব্দের কোনো একটি অক্ষরই উচ্চারণ হয় না। উদাহরণস্বরূপ الله কে اَلَّا, কালিমাকে কলমা, رحمة-কে رهمة উচ্চারণ করা হয়। আবার বাংলায় কোনো কোনো শব্দের উচ্চারণ লেখার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। যেমন– নাবীকে নবী, মাসজিদকে মসজিদ, হাজ্জকে হজ, মাদীনাহকে মদীনা লেখা হয়। প্রশ্ন হলো, তেলাওয়াত ছাড়া অন্য সময় কোরআনে ব্যবহৃত শব্দে এভাবে বিকৃতি করলে গোনাহ হবে কি?

উত্তর : আরবী ভাষায় শব্দ বা বাক্য উচ্চারণের ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. শব্দের উচ্চারণ যথাযথ হওয়া, ২. বাক্যের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ অনুযায়ী উচ্চারণ করা, ৩. তাজবীদ ও তারতীলের সাথে পাঠ করা। এই দিকগুলোর মধ্য থেকে তাজবীদ বা তারতীলের সাথে পাঠ করা একমাত্র আল্লাহ পাকের কালামের বৈশিষ্ট্য, যা আল্লাহ পাকের কালাম পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়, অন্য ক্ষেত্রে নয়। কোরআনের অন্য ক্ষেত্রে তাজবীদ-তারতীলের লেহাজ করা হলে বৈশিষ্ট্য বাকি থাকে না। তাই তেলাওয়াত ছাড়া সাধারণ কথাবার্তা, ওয়াজ-নসীহত করার সময় তাজবীদের সাথে উচ্চারণ করার বিধান নেই। তবে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও ব্যাকরণের দিক খেয়াল করে উচ্চারণ করাটাই উত্তম। (১৫/৪৪৬/৬০৬৯)

📖 سورة المزمل الآية ٤ : «وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا».

Scanned by CamScanner

📖 المقدمة الجزرية (دار المغني) ١/١٢ :

والأخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرآن آثم

لأنه به الإله أنزلا ... وهكذا منه إلينا وصلا

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ١ /١٠٢: قرآن مجید خالص اور نہایت فصیح وبلیغ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لہذا اس زبان کے اصول اس کے امتیازات اور اس کی ادائیگی کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، فرمان خداوندی ہے 'ورتل القرآن ترتیلا' (ترجمہ) قرآن کو ترتیل سے پڑھو ... جو آدمی قرآن مجید کو صحیح طریقہ سے اس کے اصول کے مطابق نہ پڑھے وہ گنہگار ہے.

ওয়াক্‌ফ করলে নিঃশ্বাস ছাড়া জরুরি কি না

প্রশ্ন : যেখানে ওয়াক্‌ফ বা আয়াত শেষ হওয়ার চিহ্ন রয়েছে, সেখানে ওয়াক্‌ফ করলে নিঃশ্বাস ছাড়া জরুরি কি না? যদি কোনো সময় তাড়াতাড়ি পড়ার কারণে শেষ হরফের হরকত না জানা থাকায় নিঃশ্বাস না ছেড়ে ওয়াক্‌ফের মতো পড়ে তাহলে কোনো সমস্যা বা গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : কেরাত শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ করার সময় নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে। তবে কোনো কারণে যদি নিঃশ্বাস না ছেড়ে ওয়াক্‌ফ করে চলে যায় তাহলে তা জায়েয হলেও তাজবীদের নিয়মের বিপরীত হওয়ায় অনুচিত। (১৭/৪২১/৭০৪৪)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ١/ ٣٠٧ : سوال-وقف قراءۃ قرآن مجید مواضع اوقاف میں بمجرد اسکان حروف موقوف علیہا بلا قطع انفاس گزر جانا جیسے کہ عادت اکثر حفاظ کی ہے جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- شرعا جائز ہے یعنی گناہ نہیں لیکن عربیت وفن قراءت کے خلاف ہے۔

Scanned by CamScanner

রেডিও-টেলিভিশনে তেলাওয়াত ও আয়াতে সিজদা শোনার হুকুম

প্রশ্ন : ক. রেডিও-টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারিত কোরআন তেলাওয়াত শোনার দ্বারা কোনো সাওয়াব হবে কি না? এবং তাতে সিজদার আয়াত শ্রবণে সিজদা ওয়াজিব হবে কি না?

খ. রেডিও, টিভিতে রেকর্ড থেকে প্রচারিত কোরআন তেলাওয়াত শুনলে সাওয়াব হবে কি না? এবং আয়াতে সিজদা শ্রবণে সিজদা দেওয়া ওয়াজিব হবে কি না?

উল্লেখ্য, যদি সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব না হয় তবে রেকর্ড করা গান শ্রবণে গোনাহ হবে কেন? জানালে বাধিত হব।

উত্তর : কোরআন শরীফের আদব-সম্মান বজায় রেখে তেলাওয়াত করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ঈমানী দায়িত্ব। তাই পবিত্র কোরআনের অবমাননা হয়, এমন পন্থা বা জায়গায় কোরআন তেলাওয়াত বা শ্রবণ করলে গোনাহের আশংকা থেকে যায়। এতদসত্ত্বেও রেডিও এবং টিভিতে সরাসরি সম্প্রচারিত বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শুনলে শোনার সাওয়াব পাবে এবং সিজদার আয়াত শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে তাতে রেকর্ডকৃত তেলাওয়াত শুনলে শোনার সাওয়াব পাওয়ার আশা করা যায় না এবং আয়াতে সিজদা শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে না।

আর তেলাওয়াত ও গান শ্রবণকে এক মনে করা মূর্খতার পরিচয়। কেননা সিজদায়ে তেলাওয়াত বিশুদ্ধ তেলাওয়াত তথা মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত তেলাওয়াতের কারণে ওয়াজিব হয়। রেকর্ডকৃত তেলাওয়াত বাস্তব তেলাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সিজদা ওয়াজিব হবে না। আর গানের সম্পর্ক শ্রবণ ও মনের কুতৃপ্তির সাথে। গান রেকর্ডকৃত হোক বা সরাসরি গায়ক থেকে হোক, উভয় অবস্থায় তা শ্রবণ করার মাধ্যমে মনে কুতৃপ্তি অনুভূত হয়। তাই গান শোনা সর্বাবস্থায়ই গোনাহ। (১২/৯১৫/৪০১১)

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٩١ : لا يقرأ جهرا عند المشتغلين بالاعمال ومن حرمة القرآن ان لا يقرأ فى الاسواق وفى موضع اللغو كذا فى القنية.

📖 بدائع الصنائع (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٨٦ : فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة بخلاف السماع من الببغاء والصدى فإن ذلك ليس

Scanned by CamScanner

بتلاوة وكذا إذا سمع من المجنون؛ لأن ذلك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لانعدام التمييز .

📖 آلات جدیدہ کے شرعی احکام (مکتبہ سیرت النبی) صـ ۱۶۱ : اس لئے صحیح ہے کہ اس کو (ریڈیو) آلات لہو وطرب کے حکم میں داخل نہیں کیا جاسکتا اور ریڈیو کی جس مجلس میں تلاوت ہوتی ہے وہ مجلس بھی لہو ولعب اور لغو چیزوں سے الگ ہوتی ہے اس لئے اس پر تلاوت قرآن فی نفسہ جائز ہے۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۴/ ۶۵ : ٹیپ ریکارڈر سے سننے پر سجدۂ تلاوت واجب نہیں ہے اس لئے ٹی وی اور ریڈیو پر اگر ٹیپ سنایا جارہاہو تو سجدہ واجب نہیں اور اگر براہ راست قاری کی آواز ہو تو واجب ہوگا۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا بکڈپو دیوبند) ۲ / ۶۵۵ :الجواب- ... ... اگر براہ راست پروگرام نشر ہورہاہو تو سجدہ کیا جاوے اور اسپیکر سے آیت سجدہ سننے پر بھی سجدہ واجب ہے۔احتیاط اسی میں ہے کہ ٹیپ اور ٹی وی سے آیت سجدہ سننے پر بھی سجدہ تلاوت کیا جائے۔

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٠٩٩ (٤٩٢٧) : عن شيخ، شهد أبا وائل في وليمة، فجعلوا يلعبون يتلعبون، يغنون، فحل أبو وائل حبوته، وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الغناء ينبت النفاق في القلب» -

সম্প্রচারিত তেলাওয়াত শ্রবণ ও তার হুকুম

প্রশ্ন : রেডিও-টিভিতে সম্প্রচারিত কোরআন তেলাওয়াত করা ও অন্যদের শোনার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? এ ধরনের তেলাওয়াতের বিনিময় নেওয়া-দেওয়া জায়েয হবে কি না? এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হবে কি না? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : যে সকল চ্যানেল টিভি এবং রেডিওতে শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ-অবৈধ সব ধরনের অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়, এমন প্রচারমাধ্যমে তেলাওয়াত করার দ্বারা কোরআনে পাকের মানহানি হয়। এজন্য এসব গণমাধ্যমে তেলাওয়াত করা এবং তা শ্রবণ করা

Scanned by CamScanner

সবই না জায়েয। উপরন্তু তেলাওয়াতের বিনিময় নেওয়া আরো জঘন্যতম অপরাধ। এতদসত্ত্বেও তেলাওয়াত সরাসরি সম্প্রচারিত হলে শ্রোতার ওপর সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হয়, অন্যথায় নয়।

স্মর্তব্য, যে রেডিও স্টেশন শুধুমাত্র কোরআনে পাকের সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে চালু করা হয়েছে তথায় তেলাওয়াত ও তা শ্রবণ করা জায়েয। যেমন : সৌদি আরবের إذاعة القرآن الكريم من مكة المكرمة। (১২/৯০১/৫০৫৯)

📖 خلاصة الفتاوى (مكتبه رشيديه) ١ /١٨٧ : ولا يجب اذا سمعها من طير هو المختار، ومن النائم الصحيح انها يجب ان سمعها منه، وان سمعها من الصدى لا يجب عليه۔

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ٨ / ١٩٩ : سوال—ریڈیو میں قرآن کریم کی تلاوت اور تفسیر کرنا اور اسے سننا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس وقت استماع اور انصات ضروری ہے یا نہیں؟

الجواب— محض تلاوت دو وجہ سے ناجائز ہے، ا- عموما تلاوت کرنیوالا اجرت لیتا ہے اور تلاوت محض پر اجرت لینا حرام ہے، ٢-اسی مجلس میں گانا بجانا بھی ہوتا جس میں قرآن کریم کی توہین ہے لہذا اسکو سننا بھی جائز نہیں۔

📖 آلات جدیدہ کے شرعی احکام (مکتبہ سیرت النبی) ١٦١ : تلاوت قرآن ریڈیو پر ہو یا اس سے علاحدہ پر کسی صورت میں بہر حال محض تلاوت پر معاوضہ لینا حرام ہے اور معاوضہ لیکر پڑھنا بھی ناجائز اور اس کا سننا بھی درست نہیں۔

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ۴/ ٦٥ : الجواب—ٹیپ رکارڈر سے سننے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں اس لئے ٹی وی یا ریڈیو پر اگر ٹیپ سنایا جارہا ہو تو سجدہ واجب نہیں اور اگر براہ راست قاری کی آواز ہو تو واجب ہوگا.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢/ ٢٢ : سوال—اگر قاری نے ریڈیو اسٹیشن پر سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی اور دنیا میں ہزاروں آدمیوں نے ریڈیو پر اس آیت کو سنا تو کیا سارے سامعین پر سجدہ تلاوت ضروری ہوگیا ہے؟ جبکہ وہ ایک مشین کے ذریعہ سے آواز پہونچائی گئی ہے گراموفون اور مشین میں کیا فرق ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب— حامداً ومصلیا: ریڈیو پر آیت سجدہ سننے سے سامعین پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا کیونکہ یہ قاری کی ہی آواز قرار دی گئی ہے، گرافون سے جو آواز نکلتی ہے اس کو نقل اور عکس تلاوت لکھا ہے۔

মোবাইল ফোনে তেলাওয়াত ও আয়াতে সিজদা শোনা

প্রশ্ন : মোবাইল ফোন, টেলিফোন, রেডিও অথবা টেলিভিশনে সরাসরি বা রেকর্ডকৃত তেলাওয়াত সম্প্রচার করা হলে তা শ্রবণে সাওয়াব হবে কি না? সিজদার আয়াত শুনলে সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হবে কি না? এবং এগুলোতে গান শুনলে গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : ছবি ভিডিওহীন মোবাইলে বা টেলিফোনে অথবা রেডিওতে কোরআনের আদব বজায় রেখে সরাসরি সম্প্রচারকৃত তেলাওয়াত শুনলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু রেকর্ডকৃত তেলাওয়াত শুনলে তেলাওয়াতের নির্ধারিত সাওয়াব পাওয়া যাবে না। আর টেলিভিশনে কোরআন তেলাওয়াত এবং গান শোনা সর্বাবস্থায় কবিরা গোনাহ। এর অনেক কারণের মধ্যে এটাও যে এতে প্রাণীর ছবি আসে, আর যেকোনো প্রাণীর ছবি তোলা ছবি দেখা সবই কবীরাহ গোনাহ। এ সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ডকৃত সিজদার আয়াত শুনলে তাতে সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হবে না। সরাসরি সম্প্রচারকৃত তেলাওয়াতে সিজদার আয়াত শুনলে তাতে সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হবে। আর গান শোনা সর্বাবস্থায়ই কবীরাহ গোনাহ। (১৮/৭৫৭/৭৮২২)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ / ٢٠٩٩ (٤٩٢٧) : عن شيخ، شهد أبا وائل في وليمة، فجعلوا يلعبون يتلعبون، يغنون، فحل أبو وائل حبوته، وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الغناء ينبت النفاق في القلب» ـ

📖 بدائع الصنائع (ايج ايم سعيد) ١/ ١٨٦ : فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة بخلاف السماع من الببغاء والصدى فإن ذلك ليس

بتلاوة وكذا إذا سمع من المجنون؛ لأن ذلك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لانعدام التمييز.

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۸ / ۱۹۹ : جواب—ٹی وی دیکھنا بہر حال وجوہ ذیل کی بناء پر حرام ہے:

۱— اس میں عموما اصل کی بجائے فلم آتی ہے جو تصویر ہونے کی وجہ سے حرام ہے ... ...

۲—اناؤنسر عورت ہوتی ہے اور عورت کا عکس دیکھنا بھی حرام ہے... ...

۹— ٹی وی جیسے آلۂ لہو لعب بے دینی فواحش و منکرات کے مرکز پر دینی پروگرام دکھائے جاتے ہیں اور انہیں اشاعت اسلام کا نام دیا جاتا ہے یہ دین کی سخت بے حرمتی ہے۔

মাইকে শবীনা পড়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে কোথাও কোথাও এক দিন এক রাতে বা শুধুমাত্র এক রাতে কোরআন খতম করানো হয়। এ ক্ষেত্রে জানার বিষয় হলো, মাইকে কোরআন খতম করা জায়েয হবে কি না? বিষয়টি কোরআন ও হাদীসের আলোকে সমাধান দিলে উপকৃত হব।

উত্তর : মূলত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা এবং তা শ্রবণ করা বড় সাওয়াবের কাজ। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে অনেক ফজীলতের কথা উল্লেখ আছে। তবে তা শরীয়তের নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী করতে হবে। যেহেতু মাইকে কোরআন তেলাওয়াত করলে শরীয়তবিরোধী অনেক কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন—নামাযীর নামাযের ও ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুমে ব্যাঘাত হওয়া, অসুস্থ ব্যক্তির কষ্ট হওয়া এবং দুনিয়াবী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের কাজে ব্যাঘাত ইত্যাদি। তাই মাইকে কোরআন শরীফ খতম করা চাই তা দিনে হোক বা রাতে, নাজায়েয। (১৬/৪৪১/৬৬০৫)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ١/ ٢٩٨ : قال في الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ، وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرا

Scanned by CamScanner

والناس نيام يأثم، وهذا صريح في إطلاق الوجوب، ولأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.

📖 غنية المتملى (سهيل اكيڈيمى) صـ ٤٩٧ : يجب على القارى احترامه بأن لايقرأه فى الأسواق ومواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيهما كان هو المضيع لحرمته فيكون الاثم عليه دون اهل الاشتغال دفعا للحرج، ... ... والجهر بالقرآن افضل ان لم يكن عند مشغولين ما لم يخالطه رياء.

📖 فتاوى محموديه (ادارهٔ صديق) ۳/ ۵۵۲ :سوال-قرآن شريف كو بازار ميں بلند آواز سے پڑھنا كيسا ہے؟... ...

الجواب- ... ... بازار (مواضع لغو) ميں بلند آواز سے تلاوت كرنا كہ لوگ اپنے اپنے كام ميں مشغول ہوں اور كوئى تلاوت نہ سنتا ہو درست نہيں، منع ہے-

মাইকে তেলাওয়াতে কোরআন

প্রশ্ন : মাইকে কোরআন খতম পড়া কি জায়েয আছে? কোরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : কোরআন খতম পড়া একটি ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ। কিন্তু মাইকে খতম পড়লে বিভিন্নভাবে মানুষের কষ্ট হয়। সুতরাং মাইকে কোরআন খতম পড়ার অনুমতি দেওয়া যায় না। (১২/২৭৭/৩৯০৪)

📖 خلاصة الفتاوى(مكتبه رشيديه) ١/ ١٠٣ : رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارئ، وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهرا والناس نيام يأثم -

Scanned by CamScanner

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ۴/ ۱۶۳ : اور اسی لئے ایسی جگہ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں یا آرام کرتے ہوں کسی کے لئے باآواز بلند قرآن پڑھنے کو جائز نہیں رکھا اور جو شخص ایسے مواقع میں قرآن باآواز بلند پڑھتا ہے اس کو گنہگار فرمایا ہے۔

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (مکتبہ امدادیہ) ۲ / ۲۱۶ : خلاصہ یہ کہ جو لوگ اذان کے علاوہ پنجگانہ نماز میں تراویح میں یا درس و تقریر میں باہر کے اسپیکر کھول دیتے ہیں وہ اپنے خیال میں تو شاید نیکی کا کام کر رہے ہوں لیکن ان کے اس فعل پر چند در چند مفاسد مرتب ہوتے ہیں اور بہت سے محرمات کا وبال ان پر لازم آتا ہے اور یہ سب محرمات گناہ کبیرہ میں داخل ہیں اس لئے لاؤڈ اسپیکر کی آواز حدود مسجد تک محدود رکھنا ضروری ہے اور اذان کے علاوہ دوسری چیزوں کے لئے باہر کے اسپیکر کھولنا ناجائز اور بہت سے کبائر کا مجموعہ ہے۔

রেডিওতে কোরআন তেলাওয়াত ও এর বিনিময় গ্রহণ

প্রশ্ন : রেডিওতে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, শোনা এবং তেলাওয়াত রেকর্ড করে বিনিময় নেওয়া বৈধ কি না?

উত্তর : বর্তমানে রেডিও সাধারণত গান-বাজনা, অবৈধ ও অনর্থক অনুষ্ঠান প্রচারের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদিও কোনো কোনো সময় এতে সংবাদ বা ভালো প্রোগ্রামও প্রচার করা হয়। এ রকম একটি প্রচারযন্ত্রে কোরআনে কারীমের মতো পবিত্র কালামের তেলাওয়াত সম্প্রচার করা ও শ্রবণ করা কোরআনে কারীমের পবিত্রতা ও সম্মানহানির শামিল। তাই রেডিওতে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত ও শ্রবণ করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? তবে যদি কখনো কোরআন তেলাওয়াত, তাফসীর ও হাদীসের বয়ানের জন্য পৃথক স্টেশন খোলা হয়, যাতে শরীয়তবিরোধী কোনো প্রোগ্রাম সম্প্রচার করা না হয় এবং তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী কোরআনের পরিপূর্ণ সম্মান ও আদব রক্ষা করে। তাহলেই বৈধ বলে বিবেচিত হবে।
শুধু তেলাওয়াত করে তার বিনিময় আদান-প্রদান বৈধ হবে না। উল্লেখ্য, যদি কেউ রেডিও-টিভিতে চাকরি নেয় অথবা তেলাওয়াতের সাথে অনুবাদ কিংবা ব্যাখ্যা প্রদান করে তাহলে বিনিময় দেওয়া ও নেওয়া বৈধ বলে বিবেচিত হবে। (৯/৫৪১/২৭১৯)

Scanned by CamScanner

📖 شعب الإيمان (دارالكتب العلمية) ٢/ ٥٣٢ (٢٣٨٤) : عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم ".

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٧٣ : وأن القراءة لشيء من الدنيا لاتجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب؛ وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة وعللوه بالضرورة وهي خوف ضياع القرآن، ولا ضرورة في جواز الاستئجار على التلاوة.

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ سیرت النبی) ج ۵ -آلات جدیدہ کے شرعی احکام- ص۱۶۲-۱۶۱ : البتہ جوآلات ایسے ہیں کہ نہ انکی وضع لہو و طرب کے لئے ہے نہ ان کو عموماآلات لہو و طرب سمجھا جاتا ہے ایسے آلات پر قرآن مجید کی تلاوت کرنااوراس کا سننااس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ آداب تلاوت کی پوری رعایت کی جائے... ...

محض تلاوت پر معاوضہ لینا حرام ہے اور معاوضہ لیکر پڑھنا بھی ناجائزاوراس کا سننا بھی درست نہیں ... یہاں معاوضہ کے جواز کی صرف دو صورتیں ہو سکتی ہیں: اول یہ کہ تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہو تو پھر وہ تلاوت مجرد نہ رہے گی، تعلیم کی حیثیت اختیار کریگی، اس کا معاوضہ لینا جائز ہوگا، دوسرے یہ کہ ریڈیو کی ملازمت اختیار کرے وہاں جانے آنے اور وقت کی پابندی وغیرہ کی تنخواہ لے اور تلاوت کو ثواب سمجھ کر کیا کرے۔

Scanned by CamScanner

যেকোনো ধরনের রেকর্ডকৃত তেলাওয়াত শোনার বিধান

প্রশ্ন : মোবাইল ফোনে, টেপরেকর্ডে বা ক্যাসেটে কোরআন তেলাওয়াত চলাকালীন তা শোনা ওয়াজিব কি না? না শুনলে গোনাহ হবে কি? এবং এতে কোরআন শোনার সাওয়াব পাবে কি না?

উত্তর : যখন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়, তখন আদব হলো চুপ করে মনোযোগ সহকারে শোনা। সুতরাং যখন মোবাইল বা টেপের মাধ্যমে রেকর্ডকৃত কোরআন শরীফ তেলাওয়াত হয়, তখন তেলাওয়াত যদি আদব রক্ষা করে চুপ করে মনোযোগের সহিত শোনা হয় তবে বরকত লাভের আশা করা যায়। পক্ষান্তরে তেলাওয়াত চালু করে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকা বা তেলাওয়াতের অসম্মানী হয়, এমন পরিবেশে তা চালু রাখা গোনাহ। (১৭/৩০১/৭০১৯)

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ۴/ ۱۶۳-۱۶۴ : نماز اور خطبہ کے علاوہ عام حالات میں کوئی شخص بطور خود تلاوت کر رہا ہے تو دوسروں کو خاموش رہ کر اس پر کان لگانا واجب ہے یا نہیں،

اس میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں بعض حضرات نے اس صورت میں بھی کان لگانے اور خاموش رہنے کو واجب اور اس کے خلاف کرنے کو گناہ قرار دیا ہے۔... ... لیکن بعض دوسرے فقہاء نے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ کان لگانا اور سننا صرف ان جگہوں میں واجب ہے جہاں قرآن سننے ہی کیلئے پڑھا جارہا ہو جیسے نماز و خطبہ وغیرہ میں۔ ... ... لیکن اولی اور بہتر سب کے نزدیک یہی ہے کہ خارج نماز میں بھی جب کہیں سے تلاوت قرآن کی آواز آئے تو اس میں کان لگائے اور خاموش رہے۔ اسی لئے ایسے مواقع میں جہاں لوگ سونے میں یا اپنے کاروبار میں مشغول ہوں تلاوت قرآن باآواز بلند کرنا مناسب نہیں۔

📖 آلات جدیدہ کے شرعی احکام (مکتبہ سیرۃ النبی) ص ۲۰۷ : اس مشین پر تلاوت قرآن اور دوسرے مفید مضامین کا پڑھنا اور اس میں محفوظ کرانا جائز ہے۔

یہ بھی ظاہر ہے جب اس میں پڑھنا جائز ہے تو سننا بھی جائز ہے شرط یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں نہ سنا جائے جہاں لوگ اپنے کاروبار یا دوسرے مشاغل میں لگے ہوں سننے کی طرف متوجہ نہ ہوں ورنہ بجائے ثواب کے گناہ ہو گا۔

Scanned by CamScanner

মোবাইল ফোনে ধারণকৃত কোরআন পড়া ও শোনা

প্রশ্ন : মোবাইল ফোনে কোরআন শরীফ লোড করে পড়া বা কোরআনের তেলাওয়াত লোড করে শ্রবণ করা জায়েয কিংবা ফজীলতপূর্ণ কি না?

উত্তর : মোবাইল ফোনে কোরআন শরীফ ধারণ করে কোনো ব্যক্তি ওই মোবাইল থেকে কোরআন তেলাওয়াত করলে সাওয়াব পাবে। আর যারা তার পড়া শুনবে তারাও সাওয়াব পাবে। তবে সরাসরি মোবাইল থেকে রেকর্ড শুনলে সাওয়াব পাবে না। আর এই পদ্ধতি দ্বারা কোরআন শরীফ পড়া ও শ্রবণ করা অনুচিতও বটে। (১৭/৫২৭/৭১২৯)

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٥ /٣٢٣ : لا بأس بكتابة اسم الله تعالى على الدراهم؛ لأن قصد صاحبه العلامة لا التهاون،... ولو كتب على خاتمه اسمه أو اسم الله تعالى أو ما بدا له من أسماء الله تعالى نحو قوله: حسبي الله ونعم الوكيل، أو ربي الله، أو نعم القادر الله، فإنه لا بأس به.

📖 بدائع الصنائع (سعيدى كمپنى) ١ /١٨٦ : بخلاف السماع من الببغاء والصدى فإن ذلك ليس بتلاوة وكذا إذا سمع من المجنون؛ لأن ذلك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لانعدام التمييز .

📖 آلات جدیدہ کے شرعی احکام (مکتبہ سیرۃ النبی) ص۲۰۷ : اس مشین پر تلاوت قرآن اور دوسرے مفید مضامین کا پڑھنا اور اس میں محفوظ کرانا جائز ہے۔
یہ بھی ظاہر ہے جب اس میں پڑھنا جائز ہے تو سننا بھی جائز ہے شرط یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں نہ سنا جائے جہاں لوگ اپنے کاروبار یا دوسرے مشاغل میں لگے ہوں سننے کی طرف متوجہ نہ ہوں ورنہ بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔

একই মেমোরি কার্ডে তেলাওয়াত, অশ্লীল ছবি ও ভিডিও ধারণ করা

প্রশ্ন : একই মেমোরি কার্ডে কোরআন তেলাওয়াত এবং অশ্লীল ছবি, অডিও, ভিডিও, গান লোড করা এবং তা দেখা ও শ্রবণ করার ব্যাপারে শরয়ী বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মেমোরি কার্ড বা অন্য যেকোনো পন্থায় অশ্লীল ছবি, অডিও, ভিডিও, গান দেখা ও শ্রবণ করা সর্বাবস্থায় হারাম। সেই সঙ্গে একই মেমোরি কার্ডে গান এবং তেলাওয়াত লোড করা কোরআনের সম্মানহানির অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের কাজ সম্পূর্ণ নাজায়েয। (১৯/৮৫০)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۴۳ : سوال—آجکل جو باجہ فونو گراف بکثرت ہر قصبہ و دیہات میں پھیل گیاآیایہ مزامیر و معازف میں داخل ہے یانہ ؟اس میں قرآن شریف بھی بھرتے ہیں یہ فعل قرآن مجید کی بے ادبی ہے یانہ ؟

الجواب—یہ جس صورت کی حکایت ہے اس کے محکی عنہ کاسا اس کا حکم ہے مثلاًاگر اس میں معازف و مزامیر یاغناء اجنبیہ کی صوت بند ہے سننا حرام ہے اور اگر کوئی صوت مباح ہے تو سننامباح لیکن قرآن کا بند کرناایک عارض خارجی کی وجہ سے کہ تلہی و تلعب بالقرآن ہے ناجائز ہے۔

বান্দার হক্ব বিনষ্টকারীর জন্য হাফেজের সুপারিশ

প্রশ্ন : হাদীস শরীফে আছে যে যাদের ওপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে, এমন ১০ জন ব্যক্তিকে একজন হাফেজ সাহেব সুপারিশ করে জান্নাতে নিতে পারবেন। জানার বিষয় হলো, একজন ব্যক্তি যদি চারজন হাফেজের পিতা হন, নামাযী ও আমলদার হন, কিন্তু বান্দার হক্ব নষ্ট করে অর্থাৎ মানুষের টাকা আত্মসাৎ করে, আর পাওনাদারগণ তাকে মাফ না করে, এমতাবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে হাফেজ ছেলেরা সুপারিশ করে এমন পিতাকে জান্নাতে নিতে পারবে কি না? যদি নিতে পারে তাহলে পাওনাদার ব্যক্তিদের কাকে কী দিয়ে বুঝ দেওয়া হবে?

উত্তর : বান্দার হক্ব নষ্ট করা মহাপাপ এবং জঘন্যতম অপরাধ। যার হক্ব নষ্ট করা হয়েছে সে মাফ না করা পর্যন্ত তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ স্থগিত থাকবে। তবে আল্লাহ তা'আলা যদি হাফেজদের সুপারিশ কবুল করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করেন, তখন পাওনাদারের প্রাপ্যের বিনিময় নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে সুপারিশকৃত ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করে দেবেন এবং জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ প্রদান করবেন। (৯/৫৭৯/২৭৬০)

Scanned by CamScanner

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٥ / ١٩ (٢٩٠٥) : عن علي بن أبي طالب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ القرآن واستظهره، فأحل حلاله، وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار» .

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٨ / ٨٥٠ : (أخذ من خطاياهم) أي: من سيئات أصحاب الحقوق (فطرحت عليه) : أو وضعت على الظالم (ثم طرح) أي: ألقي ورمي (في النار) : وفيه إشعار بأنه لا عفو ولا شفاعة في حقوق العباد إلا أن يشاء الله يرضى خصمه بما أراد.

ওলী-সংক্রান্ত একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : أَلَاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ○الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ এ আয়াতে ছোট ওলী বোঝানো হয়েছে। কেননা বড় ওলী তাঁরা, যাঁরা সর্বদা যিকির করেন। বক্তব্যটি সঠিক কি না?

উত্তর : মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মতে উল্লিখিত আয়াতে সকল ওলীর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বেলায়েতের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে একে অপরের চেয়ে কম-বেশিও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তর আম্বিয়ায়ে কেরামগণের। তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে। আর সর্বনিম্ন স্তর সূফী সাধকদের তবে তাদের মধ্যেও কমবেশ পার্থক্য হতে পারে। (১৮/১২১/৭৪৭৬)

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ۴/ ۵۴۲ : آیات مذکورہ میں اولیاء اللہ کے مخصوص فضائل اوران کی تعریف اور پہچان پھر دنیا وآخرت میں ان کے لئے بشارت کا ذکر ہے۔

📖 فیہ ایضا ۴/ ۵۴۹—اس ولایت خاصہ کے درجات بے شمار اور غیر متناہی ہیں، اس کا اعلی درجہ انبیاء علیہم السلام کا حصہ ہے کیونکہ ہر نبی کا ولی اللہ ہونا لازمی ہے، اور اس میں سب سے اونچا مقام سید الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ادنی درجہ اس ولایت

Scanned by CamScanner

کا وہ ہے جسکو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں درجۂ فناء کہا جاتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کا قلب اللہ تعالی کی یاد میں ایسے مستغرق ہو کہ دنیا میں کسی کی محبت اس پر غالب نہ آئے۔... جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالی کی رضاجوئی میں مشغول رہتا ہے اور وہ ایسی چیز سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ تعالی کے نزدیک ناپسند ہو، اسی حالت کی علامت ہے کثرت ذکر اور دوام طاعت یعنی اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کرنا اور ہمیشہ ہر حال میں اسکے احکام کی اطاعت کرنا یہ دو وصف جس شخص میں موجود ہو وہ ولی اللہ کہلاتا ہے جس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو وہ اس فہرست میں داخل نہیں، پھر جس میں یہ دونوں موجود ہوں اس کے درجات ادنی واعلی کی کوئی حد نہیں، انہیں درجات کے اعتبار سے اولیاء اللہ کے درجات متفاضل اور کم وبیش ہوتے ہیں۔

কোরআনের চ্যালেঞ্জ এবং আলট্রাস্নোর মাধ্যমে গর্ভে সন্তান নির্ণয়

প্রশ্ন : কোরআন শরীফে সূরা লোকমানের শেষ আয়াতে আছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন, কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্ব বিষয়ে খবরদার।" এই আয়াতে বলা হয়েছে, গর্ভাশয়ে যা থাকে তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কেউ জানে না। কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা জানি যে কোনো মেয়েলোক গর্ভবতী হলে ডাক্তাররা আলট্রাস্নো পরীক্ষার মাধ্যমে তার গর্ভের সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে, তা বলে দিতে পারে। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতের সঠিক তাফসীর বর্ণনা করে বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

উত্তর : গায়েব বলা হয় প্রত্যেক ওই বস্তুকে, যা পঞ্চেন্দ্রীয় দ্বারা সরাসরি উপলব্ধি করা যায় না। আর ইলমে গায়েব বলা হয় কোন মাধ্যম ব্যবহার করা ব্যতিরেকে তাৎক্ষণিকভাবে নির্ভুলভাবে কোনো বিষয় জানা। এ ইলম একমাত্র মহান আল্লাহরই রয়েছে। অন্য কোনো মাখলূক ইলমে গায়েবের অধিকারী নয়। সুতরাং আলট্রাস্নোগ্রামে বা অন্য কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে গর্ভাশয়ে ছেলে না মেয়ে, জেনে নেওয়া গায়েব জানার আওতায় পড়ে না। কেননা তা মাধ্যম ব্যবহার করে জানা হয়েছে। অতএব উক্ত আয়াতে কারীমার অর্থ হলো, মহান আল্লাহ পাক গর্ভাশয়ে কী আছে, কোনো মাধ্যম অবলম্বন করা ছাড়া সরাসরি নির্ভুলভাবে জানেন, যা অন্য কোনো মাখলূকের ক্ষমতায়

Scanned by CamScanner

নেই। এ ছাড়া শুধু গর্ভে ছেলে না মেয়ে তা-ই জানার কথা বলেননি, বরং এতে ছেলে না মেয়ে, ভালো না খারাপ, সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা, জান্নাতী না জাহান্নামী ইত্যাদি সকল অবস্থাই উদ্দেশ্য। (১৪/৮৪২/৫৮৩৮)

📖 صحيح البخاری (دار الحدیث) ۱ / ۸۹ (۳۱۸) : عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا، يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه "-

📖 أحكام القرآن للجصاص (قديمى كتب خانہ) ۳ / ۵۱۷ : "ويعلم ما في الأرحام" مفهوم هذا الخطاب الإخبار بما يعلمه هو دون خلقه وأن أحدا لا يعلمه إلا بإعلامه إياه، وفي ذلك دليل على أن حقيقة وجود الحمل غير معلومة عندنا وإن كانت قد يغلب على الظن وجوده .

📖 أحكام القرآن للتهانوی (ادارة القرآن) ۳ / ۲۷۵ : فإنها اكثرها مبنية على امارات طبعية او نجومية وامثالها فكان علم استدلال لاعلم غيب وبعضها مبنية على الإعلام من الله سبحانه وتعالى بالوحى فى حق الانبياء عليهم السلام وبالإلهام فى حق الاولياء رضى الله عنهم فكان علما بتعلم لا علم غيب والمنفى فى الآية هو علم الغيب من هذه الاشياء لا مطلق العلم.

📖 تفسيرروح المعاني (دار الحديث) ۱۱/ ۱۴۱ : وقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام أي أذكر أم أنثى أتام أم ناقص وكذلك ما سوى ذلك من الأحوال.

📖 مواہب الرحمن (مکتبہ رشیدیہ) ۶/ ۱۰۸ : اس کی پوری کیفیت سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں جانتاہے کیونکہ بسااوقات سب طرح قیاس کرتے ہیں کہ یہ عورت حاملہ ہے مگراس کو حمل نہیں ہوتااور کبھی حمل سے پہنچانتے ہیں کہ لڑکاہے یالڑکی ہے اس طرح کے قیاسات سے تیقن کرتے ہیں مگر یقینی نہیں ہوتابلکہ اس کے خلاف واقع ہوتاہے پھر

Scanned by CamScanner

اس کا کالا یا گورا ہونا یا اس کی شکل وصورت کی کیفیت ہر گز معلوم نہیں ہوتی اور اگر اس میں بھی کوئی اٹکل دوڑائی تو ہر گز یہ نہیں جانتا کہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے عالم ہے کہ جاہل ہے یا جہنمی ہے کہ جنتی ہے پس اللہ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا ہے ہاں جب فرشتہ موکل کو اس کا نامۂ اعمال لکھنے کے واسطے حکم ہوا، تو جہاں تک حکم ہے وہ جان لیتا ہے.

তাফসীর করার অধিকার কার

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেবের তাফসীর করার বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, তিনি তাফসীর করার অধিকার রাখেন না। কারণ তিনি তাফসীর বিভাগে পড়েননি। উল্লেখ্য যে ইমাম সাহেব হাফেজ মাওলানা ১৯৯৯ ইং সালে ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া থেকে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেছেন। অতএব মহোদয়ের সমীপে সবিনয় আবেদন এই যে এ বিষয়টি সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত জানিয়ে চির বাধিত করবেন।

উত্তর : বর্তমানে কোরআনের তাফসীর বলতে যা বোঝানো হয়, তা আসলে তাফসীর নয়। বরং তাফসীরকারকদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে নিজের ভাষায় অন্যকে বুঝিয়ে দেওয়া মাত্র। এ-জাতীয় তাফসীরও যে কেউ চাইলেই করতে পারে না। শুধু বাংলা অনুবাদ পড়ে তাফসীর করার অধিকার শরীয়ত কাউকে দেয়নি। তবে যে ব্যক্তি তাফসীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয়াদির ওপর জ্ঞান রাখে এবং অভিজ্ঞ উলামাদের নিকট হতে আদব, বালাগাত, উসূলে তাফসীর ও হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করে কোরআনের মূল ভাষার ওপর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, সে তাফসীর করার অধিকার রাখে বলা যাবে। মূলত লক্ষণীয় হলো, তাফসীরে কোনো বিষয়ে ভুল করছে কি না, তাই প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব তাফসীর বিভাগে পড়াশোনা না করলেও যেহেতু দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে তাফসীর করার যোগ্যতা সৃষ্টিকারী জরুরি বিষয়াবলি রয়েছে, তাই এ পাঠ্যসূচি সমাপ্তকারী কোনো যোগ্য আলেমকে তাফসীর করতে বাধা দেওয়া বা আপত্তি করা ঠিক হবে না। (৯/৫১৩/২৭০২)

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱/ ۵۰۲ : ماہر اساتذہ کرام کی نگرانی، تحصیل علوم کے بغیر صرف مطالعہ سے کوئی فن حاصل نہیں ہو سکتا، مثلا کوئی شخص دنیا بھر کی کتب طب قدیم وجدید کا مطالعہ کرلے تو بھی اسے حکیم یا ڈاکٹر کی سند نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اس کو

Scanned by CamScanner

علاج معالجہ کرنیکی اجازت دی جاسکتی ہے، جب تک کہ کسی معتبر ادارہ میں ماہر اساتذہ کی نگرانی میں علم حاصل نہ کرے.

আশহুরে হারামের হুকুম রহিত হয়ে গেছে

প্রশ্ন : কোরআন শরীফে বর্ণিত সম্মানিত চার মাস, যা পূর্ববর্তী সকল নবীর শরীয়তসমূহেও সম্মানিত মনে করা হতো এবং এ চার মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। প্রশ্ন হলো, আমাদের শরীয়তেও তা বলবৎ আছে কি না? এবং রমাজান মাসও উক্ত মাসসমূহের মতো সম্মানিত হয়ে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে কি না? আমাদের শরীয়তের ন্যায় পূর্ববর্তী যুগেও রমাজান মাস গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কি না?

উত্তর : আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীয়তে উক্ত চার মাসের সম্মান পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তের মতো অব্যাহত। তবে নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী উক্ত চার মাসে যুদ্ধের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তাই উক্ত মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি আছে। পবিত্র মাহে রমাজানের সম্মান, মর্যাদা, ফজীলত সমস্ত নবীর যুগে বলবৎ ছিল। আল্লাহ তা'আলা উক্ত মাসের বিভিন্ন তারিখে প্রায় সমস্ত আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। মাহে রমাজানকে উক্ত চার মাসের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো যুক্তি নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা মাহে রমাজানকে আগে থেকেই সম্মানিত করেছেন। তাই কোনো নবীর যুগে মাহে রমাজানে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল না। (১০/৬৮৩/৩৬৭৯)

📖 تفسير القرطبي (احياء التراث) ٤ / ١١٧ : والصحيح الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف، وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة .

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحده) ١ / ٥٢٠ : خلاصہ یہ ہوا کہ ابتداء قتال توان مہینوں میں ہمیشہ کے لئے حرام ہے، مگر جب کفار ان مہینوں میں حملہ آور ہوں تو مدافعانہ قتال کی مسلمانوں کو بھی اجازت ہے، جیسا کہ امام جصاصؒ نے بروایت حضرت جابر بن عبد اللہؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شہر حرام میں اس وقت تک قتال نہ کرتے تھے جب تک قتال کی ابتداء کفار کی طرف سے نہ ہو جائے.

Scanned by CamScanner

📖 التفسير الكبير (إحياء التراث) ١٦ / ٤٢ : وميز شهر رمضان عن سائر الشهور بمزيد حرمة وهو وجوب الصوم وميز بعض ساعات اليوم بوجوب الصلاة فيها.

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٢٨ / ١٩١ (١٦٩٨٤) : عن واثلة بن الأسقع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان ".

স্ত্রী সদকার উপযুক্ত প্রিয় বস্তু নয়

প্রশ্ন : সূরা আলে ইমরানের ৯২ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, "কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না করো। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা জানেন।" উল্লিখিত আয়াতের অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এক ব্যক্তি বলেন, আমার কাছে আমার স্ত্রী প্রিয়বস্তু অন্যকে দান না করা পর্যন্ত পূর্ণ মোমেন হতে পারব না। উক্ত ব্যক্তির হুকুম এবং উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : কোরআন-হাদীসের যত জায়গায় দান-সদকা ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার কথা বলা হয়েছে সব জায়গায় ধন-সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্নোল্লিখিত আয়াতেও প্রিয় বস্তু দ্বারা ধন-সম্পদ এবং দান করার উপযুক্ত বস্তুই বোঝানো হয়েছে। নিজের স্ত্রী কোনো মালিকানা সম্পদ নয়, তাই তাকে দান করারও প্রশ্ন আসে না। প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তির উক্তি শরীয়ত নিয়ে উপহাস করার নামান্তর। না বুঝে বলা চরম অজ্ঞতা, আর বুঝেশুনে এ ধরনের উক্তি করলে ঈমান হারানোর প্রবল আশংকা। অনতিবিলম্বে তাওবা করা জরুরি। (১৬/৮৭/৬৪০১)

📖 تفسيرروح المعانى (دارالحديث) ٢ /٢٩٧ : وفي المراد من قوله سبحانه: مِمَّا تُحِبُّونَ أقوال، فقيل المال وكني بذلك عنه لأن جميع الناس يحبون، وقيل: نفائس الأموال وكرائمها، وقيل: ما يعم ذلك

Scanned by CamScanner

وغيره من سائر الأشياء التي يحبها الإنسان ويهواها، والإنفاق على هذا مجاز، وعلى الألين حقيقة وكان السلف رضي الله تعالى عنهم إذا أحبوا شيئا جعلوه لله تعالى -

📖 تفسير الفخر الرازى (إحياء التراث العربي) ٤ /١٤٨ : اختلف المفسرون فى قوله مما تحبون، فمنهم من قال انه نفس المال قال تعالى - وانه لحب الخير لشديد ومنهم من قال - ان تدون الهبة رفيعة جيدة- قال تعالى ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ومنهم من قال - مايكون محتاجا اليه -

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٢ /١٠٨ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے اس سے مراد بعض حضرات مفسرین کے نزدیک صدقات واجبہ زکوۃ وغیرہ ہیں اور بعض کے نزدیک صدقات نافلہ ہیں لیکن جمہور محققین نے اس کے مفہوم کو صدقات واجبہ اور نفلیہ دونوں میں عام قرار دیا ہے اور صحابہ کرام کے واقعات متذکرہ بالا اس پر شاھد ہیں کہ ان کے یہ صدقات صدقات نفلیہ تھے۔

পুরুষ যেমন হবে, স্ত্রীও তেমন হবে

প্রশ্ন : জনৈক আলেম বলেছেন, যে পুরুষের চরিত্র যেমন হবে, সে একই চরিত্রের স্ত্রী পাবে। তিনি এ কথার ব্যাখায় বলেন, পুরুষ যদি ব্যভিচারী হয় সে ব্যভিচারিণী স্ত্রী পাবে। পুরুষ যৌন বিষয়ে যে ধরনের অন্যায় করেছে তার স্ত্রীকেও যৌন বিষয়ে এ ধরনের অন্যায়কারীনী পাবে। তিনি আরো বলেন, এ ধরনের কথা কোরআন-হাদীসে উল্লেখ আছে। প্রশ্ন হলো, তার বক্তব্য কতটুকু সত্য?

উত্তর : কোরআনে কারীমের সূরা আন নূরের বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে, যে ব্যক্তি যেমন চরিত্রের অধিকারী সাধারণত সে অনুরূপ চরিত্রের জোড়ার প্রতি স্বভাবগতভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ সময় এমন মিলেও যায়। তবে নির্দিষ্ট কোনো জোড়ার ব্যাপারে এমন হয়েছে বলে নিশ্চিত দাবি করা যাবে না। (১৮/১৫৩/৭৪৬৫)

Scanned by CamScanner

📖 سورة النور الآية ٣: ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

📖 سورة النور الآية ٢٦ : ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾

📖 تفسيرروح المعاني (دارالحديث) ٩/ ٣٨٠ : حكم مؤسس على الغالب المعتاد جيء به لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا وذلك أن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والتقحب لا يرغب غالبا في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله أو في مشركة والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة والمشركين، ونظير هذا الكلام لا يفعل الخير إلا تقي فإنه جار مجرى الغالب، ومعنى التحريم على المؤمنين على هذا قيل التنزيه وعبر به عنه للتغليظ .

কবরস্থানে পুরাতন কোরআন শরীফ দাফন করা

প্রশ্ন : জনৈক মাওলানা সাহেব কোরআন শরীফের পুরাতন ছেঁড়া-ফাড়া কয়েকটি পাতা কবরস্থানের এক পাশে পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে পুঁতে রাখেন। আরেকজন মাওলানা সাহেব বলেন, কবরস্থানে কোরআন শরীফের ছেঁড়া-ফাড়া পাতা দাফন করা জায়েয নয়। জানার বিষয় হলো, কবরস্থানে ছেঁড়া-ফাড়া কোরআনের পাতা দাফন করা যাবে কি না?

উত্তর : কোরআন শরীফের পুরাতন ছেঁড়া-ফাড়া ও পড়ার অনুপযোগী পাতা এমন পবিত্র স্থানে দাফন করে দেবে, যেখানে মানুষের চলাফেরা নেই অথবা প্রবাহিত পানিতে ছেড়ে দেবে। তবে উত্তম হলো, কবরের মতো একটি গর্ত খনন করে পাক কাপড় পেঁচিয়ে সম্মানের সাথে দাফন করে দেওয়া এবং তা কবরস্থানের এক পাশে হলেও সমস্যা নেই; যদি স্থানটি পবিত্র হয়। (১৫/৮৯৩/৬৩১৩)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٦ /٤٢٢ : الكتب التي لا ينتفع بها يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء.

📖 رد المحتار(ايچ ايم سعيد) ٦ /٤٢٢ : والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا، وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن الانتفاع بها. يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم، لأن أفضل الناس يدفنون.

📖 الفتاوى السراجية (ايچ ايم سعيد) صـ ٧١ : اذا صار المصحف خلقا ينبغى ان يلف فى خرقة طاهرة ويدفن فى مكان طاهر أو يحرق او يغسل.

কবরস্থানের মাটি ও সেখানে কোরআন শরীফ দাফন করার হুকুম

প্রশ্ন : আমরা জানি যে কোরআন শরীফের ছেঁড়া-ফাড়া পড়ার অনুপযোগী পাতা পবিত্র স্থানে দাফন করে দিতে হয় অথবা প্রবাহিত পানির মধ্যে ছেড়ে দিতে হয়। প্রশ্ন হলো, তা না করে এগুলো কবরস্থানে দাফন করা যাবে কি না? এবং কবরস্থানের মাটি পাক কি না?

উত্তর : পবিত্র কোরআনে কারীমের ছেঁড়া-ফাড়া পড়ার অনুপযোগী পাতাগুলো পাক কাপড়ে মুড়িয়ে কবরস্থানে দাফন করা বৈধ হবে। আর কবরস্থানের যে স্থানে কবর নেই, সেখানের মাটি পাক। আর যে স্থানে লাশ দাফন করা হয়েছে সেখানে যদি লাশ মাটিতে পরিণত হয়ে যায় তাহলে উক্ত মাটিও পাক বলে গণ্য হবে। (১৬/১২/৬৩৬৬)

📖 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) ص ٦٧ : والاستحالة تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحا والعذرة ترابا أو رمادا -

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) ص ١٦١ : هو قول محمد ورواية عن الإمام وعليه أكثر المشايخ وهو المختار في الفتوى

Scanned by CamScanner

📖 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) صد ٦٩ : "وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا" أو ترابا أو أطرونا "أو احترقت بالنار" فتصير رمادا طاهرا على الصحيح لتبدل الحقيقة كالعصير يصير خمرا فينجس ثم يصير خلا فيطهر.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱/۸۳ : قرآن کریم (کے اوراق) کو جو بوسیدہ یا دیمک خوردہ، نا قابل انتفاع ہو چکے ہوں ایسے پاک کپڑے میں لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ میں جہاں لوگوں کے آمد و رفت بالکل نہ ہو یا کم ہو دفن کر دیا جائے جیسا کہ مسلمان میت کو دفنایا جاتا ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱/۱۷: الجواب-جو قرآن شریف بوسیدہ ہو کر تلاوت کے قابل نہ رہے تو اس کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر قبر کھود کر اس میں دفن کر دینا چاہئے یہی بہتر ہے۔

পুরাতন কোরআন শরীফ সংরক্ষণের উপায়

প্রশ্ন : কোরআন শরীফের ফাটা পুরনো অংশ কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে? জানালে চির কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : কোরআন শরীফ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম, এর সম্মান রক্ষা করা মুসলিম জাতির ঈমানী দায়িত্ব। তাই যেসব কোরআন মজীদ পুরনো হয়ে তেলাওয়াতের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে, ওই সব কোরআন মজীদ পবিত্র কাপড়ে মুড়িয়ে মানুষের কবরের ন্যায় কবর খনন করে তাতে দাফন করে দেবে। (১৪/৪০২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ /١٧٧ : (قوله: يدفن) أي يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في محل غير ممتهن لا يوطأ. وفي الذخيرة وينبغي أن يلحد له ولا يشق له؛ لأنه يحتاج إلى إهالة التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضا.

Scanned by CamScanner

কোরআন শরীফের ছেঁড়া পাতা জ্বালিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : কোরআনের ছেঁড়া পাতা জ্বালিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোরআনের পাতা কোনো পরিষ্কার ও পবিত্র কাপড়ে মুড়িয়ে পবিত্র স্থানে দাফন করে দিবে। কোনো কারণে জ্বালাতে হলে তা পানির সাথে মিশিয়ে পানিতে ফেলে দেয়া বৈধ হবে। তবে ফেতনার আশংকা হলে এ পথ অবলম্বন না করাই উত্তম। (১৭/৩১৮)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٦ /٤٢٢ : الكتب التي لا ينتفع بها يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ /٤٢٢ : والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا، وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن الانتفاع بها. يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم، لأن أفضل الناس يدفنون.

📖 الفتاوى السراجية (ايچ ايم سعيد) صـ ٧١ : اذا صار المصحف خلقا ينبغى ان يلف فى خرقة طاهرة ويدفن فى مكان طاهر أو يحرق او يغسل.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱ /۸۳ : قرآن کریم (کے اوراق) کو جو بوسیدہ یا دیمک خوردہ، نا قابل انتفاع ہو چکے ہوں ایسے پاک کپڑے میں لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ میں جہاں لوگوں کے آمد و رفت بالکل نہ ہو یا کم ہو دفن کر دیا جائے جیسا کہ مسلمان میت کو دفنایا جاتا ہے۔

পুরাতন গিলাফ ও রেহালের সম্মান

প্রশ্ন :

১. কোরআন শরীফের গিলাফ পুরাতন হলে বা ছিঁড়ে গেলে তার দ্বারা অন্য কোনো কাজ করা জায়েয কি না? যেমন : ঘর, টেবিল, জুতা মোছা ইত্যাদি।

২. কোরআন শরীফ রাখার রেহাল ভেঙে গেলে তা অন্য কাঠের মতো যেকোনো কাজে ব্যবহার করা বা লাকড়ির মতো আগুনে জ্বালানো জায়েয কি না?

উত্তর : ১, ২. কোরআন শরীফের গিলাফ ও রেহাল কোরআন শরীফের কারণে সম্মানী বস্তু। তাই এগুলো পুরাতন হয়ে গেলে, ছিঁড়ে গেলে কিংবা ভেঙে গেলে এগুলোকে সম্মান পরিপন্থী নিম্নমানের কোনো কাজে ব্যবহার করা বা পুড়িয়ে ফেলার অনুমতি

Scanned by CamScanner

নেই। সুতরাং কোরআন শরীফের পুরাতন গিলাফ কোনো ধরনের জিনিস মোছার কাজে ব্যবহার করবে না। অনুরূপ কোরআন শরীফ রাখার রেহাল অকেজো হয়ে গেলে তা খড়ির মতো জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করবে না। বরং সম্মানজনক কোনো কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। (১০/৮২/২৯৮৫)

📖 الدر المختار مع الرد(ايج ايم سعيد) ١ /١٧٨ : تكره إذابة درهم عليه آية إلا إذا كسره. رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به، والاحتراز أفضل. يجوز رمي براية القلم الجديد، ولا ترمى براية القلم المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم.

📖 موجودہ زمانہ کے مسائل کا شرعی حل ص ١٢ : کتاب اللہ کی بناء پر وہ کاغذ، وہ چمڑا اور وہ کپڑا بھی، جیسے کتاب اللہ مظہر بنائے یا اس سے وابستہ ہونے کا شرف حاصل ہوا پوری عزت واحترام کا مستحق ہوگا اب اس کاغذ وغیرہ کی توہین (جس پر قرآن مجید کے نقوش ہیں) کتاب اللہ بلکہ خود اللہ تعالی کی توہین سمجھی جائیگی اور ان چیزوں کی عزت وحرمت اللہ تعالی کی عزت وحرمت پائیگی۔

সূরা হাশর পাঠ করার সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে ইমাম সাহেব প্রত্যেক ফজর নামাযের পর উচ্চ স্বরে সূরা হাশর পাঠ করেন আর তাঁর সাথে সাথে উচ্চস্বরে মুসল্লিগণও পাঠ করেন। আমাদের এলাকার জনৈক মুফতি সাহেব এই পদ্ধতিকে বিদ'আত বলেছেন। প্রশ্ন হলো, উক্ত মুফতি সাহেবের কথা কি ঠিক? তা না হলে সূরা হাশর পড়ার সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর : সূরা হাশরের আখেরি তিন আয়াত পড়ার পদ্ধতি হলো, প্রত্যেকে একাকী শুরুতে তিনবার اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم পড়ে আয়াতগুলো পড়বে। তবে মুসল্লিদেরকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতেও পড়ানোর অবকাশ আছে। কিন্তু লক্ষ রাখতে হবে যেন অন্য কোন ব্যক্তির ইবাদতে ব্যাঘাত না ঘটে। আর সবার শিখা হয়ে যাওয়ার পর উক্ত পদ্ধতি পরিহার করে শুধুমাত্র স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে। (১৫/৯৯১/৬৩৪০)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث القاهرة) ٥ /٢٧ (٢٩٢٢): عن معقل بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك

Scanned by CamScanner

يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة ".

📖 رد المحتار(ايچ ايم سعيد) ٦٦٠/١ : وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار، والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة ولا يعارض ذلك حديث «خير الذكر الخفي» لأنه حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام، فإن خلا مما ذكر؛ فقال بعض أهل العلم: إن الجهر أفضل لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد النشاط.

চকের গুঁড়ো সংরক্ষণ ও অপবিত্র অবস্থায় আয়াত লেখা

প্রশ্ন : মাদ্রাসা বা মক্তবে শিক্ষকগণ চক দিয়ে বোর্ডের মধ্যে আয়াত লিখে আবার মুছে ফেলেন, তখন চকের গুঁড়োগুলো নিচে পড়ে যায়। কখনো কখনো অপবিত্র অবস্থায় এই আয়াতগুলো লেখা হয়। এতে করে কোরআনের সম্মানহানি হবে কি না? সম্মানহানি হয় না, এমন কোনো পন্থা থাকলে দয়া করে জানিয়ে দেবেন।

উত্তর : ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে কোরআন মজীদের আয়াত লেখার সময় এ বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখা জরুরি, যাতে চকের গুঁড়োগুলো মাটিতে পড়ে কোরআন মজীদের অমর্যাদা না হয়। এ ক্ষেত্রে ব্ল্যাকবোর্ড ও চক ব্যবহারের পরিবর্তে বিশেষ ধরনের বোর্ড ও কলম ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়, যা বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায়। তা ছাড়া অপবিত্র অবস্থায় ব্ল্যাকবোর্ডে কোরআনের আয়াত লেখা আদবের খেলাফ। একান্ত প্রয়োজনে লিখতে হলে এমনভাবে লিখতে হবে, যাতে আয়াত বা তার আশপাশে হাতের স্পর্শ না লাগে, অন্যথায় তা গোনাহের কারণ হবে। (১৭/২১/৬৮৯৩)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١٧٥/١ : (و) لا تكره (كتابة قرآن والصحيفة أو اللوح على الأرض عند الثاني) خلافا لمحمد.

Scanned by CamScanner

وينبغي أن يقال إن وضع على الصحيفة ما يحول بينها وبين يده
يؤخذ بقول الثاني وإلا فبقول الثالث .

📖 احسن الفتاوی(ایچ ایم سعید) ۸ /۲۵ :سوال- بلاوضوء کسی ورق پر قرآن کریم کی آیت لکھنا کیسا ہے؟ معلمہ یا متعلمہ کو حالت حیض میں کوئی آیت لکھنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟

الجواب-کاغذ کو ہاتھ لگا کر آیت لکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، بلا مس ورق جواز کتابت میں اختلاف ہے بوقت ضرورت گنجائش ہے۔

তন্দ্রাবস্থায় কোরআন পড়া ও কিছু সূরাকে জরুরি মনে করে প্রত্যহ পড়ার বিধান

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি সরকারি চাকরিজীবী। সারা দিন অফিস করে শারীরিক-মানসিক পরিশ্রম করে বাড়ি এসে রাত পর্যন্ত সাংসারিক ঝামেলা সারার পর কোরআন তেলাওয়াত করতে বসেন। কোরআনে পাকের বিভিন্ন সূরার নানা রকম ফজীলত জানা থাকায় সেগুলো প্রায় সবই পড়তে থাকেন। কিন্তু মুশকিল হলো, এক সূরা শেষ না হতেই ঝিমুতে থাকেন, আর মাঝেমধ্যে জেগে জেগে পড়তে থাকেন। এভাবে প্রায় মাঝ রাত পর্যন্ত চলে। ফলে আশপাশের বা বাড়ির অন্য লোকদের নানা দিক দিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি নাছোড় বান্দা। যে সমস্ত সূরা পড়া অভ্যাস করে নিয়েছেন, সেগুলো শেষ না করে খাবেন না, ঘুমাবেন না। এভাবে পড়তে পড়তে নিত্যপঠিত সূরাগুলো চালু হয়ে গেছে। কিন্তু বাকি কোরআন শরীফ মোটেও চালু হয়নি। এভাবে চলছে বছরের পর বছর। তেলাওয়াত করতে করতে মাঝেমধ্যে লম্বা সময় ঘুমিয়ে থাকেন। এটা কি পবিত্র কোরআন শরীফের ইহতেরামের খেলাফ নয়? তা ছাড়া এভাবে জরুরি মনে করে পড়া কতটুকু শরীয়তসম্মত? উল্লেখ্য, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরও তিনি কিছু সূরা পড়ে থাকেন, যেগুলোর কিছু ফজীলত বুজুর্গদের বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়।

উত্তর : বর্তমান সময়ে কোরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত লোকের খুবই অভাব। এই যুগে তেলাওয়াতের ইহতিমাম করতে পারা সৌভাগ্যের বিষয়, এতে দোষ ধরার কী আছে? হ্যাঁ, তেলাওয়াতকারীর জন্য তেলাওয়াতের আদাব রক্ষা করা আবশ্যক। অন্য লোকের ইবাদতে বা ঘুমে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তেলাওয়াত ছোট আওয়াজে করবে, নিজের ঘুম এলে তেলাওয়াত বন্ধ করে ঘুমিয়ে যাবে। তেলাওয়াতের এসব আদাব রক্ষা করে তেলাওয়াত বেশি পরিমাণে করাই ভালো হবে। (৮/১১১/১৯৭২)

Scanned by CamScanner

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥/ ١٩ (٢٩٠٤) : عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرؤه - قال هشام: وهو شديد عليه. قال شعبة: وهو عليه شاق - فله أجران ".

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦ / ٦٧ (٧٨٧) : حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يدر ما يقول، فليضطجع».

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٦٠ : وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار، والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة ولا يعارض ذلك حديث «خير الذكر الخفي» لأنه حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام .

আয়াতুল কুরসী মশক করলেও পড়ার সাওয়াব পাবে, শুনলে নয়

প্রশ্ন :

১. ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়ার ফজীলত কী? কোনো ইমাম সাহেব যদি ফজর ও মাগরিবের পরে মুসল্লিদেরকে উক্ত সূরা মশক করায়, তাহলে কি সকলেই মশক করার সাওয়াব এবং পড়ার ফজীলত ভিন্ন ভিন্নভাবে পাবে, নাকি শুধু মশক করার সাওয়াব পাবে?

২. যদি শুধু ইমাম সাহেব পড়েন (নামাযের পরে) আর মুক্তাদীগণ শ্রবণ করেন তাহলে কি সকলেই আয়াতুল কুরসী পড়ার পূর্ণ ফজীলত পাবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ১. হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়ার ফজীলত শুধুমাত্র ফজর ও মাগরিবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ ফজীলত প্রত্যেক ফরয নামাযের সাথে সম্পৃক্ত। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের ক্ষেত্রে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো অন্তরায় থাকে না, অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।” ইমাম সাহেবের সাথে মশক করা পড়ারই নামান্তর। এতে ইমাম ও মুসল্লি উভয়ই পড়া ও মশক করার ফজীলত পাবে। (১০/৯২৩)

২. যদি কেবলমাত্র ইমাম সাহেব পড়েন মুক্তাদীগণ শ্রবণ করে তাহলে ইমাম সাহেব পড়ার ফজীলত পাবেন, অন্যরা শোনার ফজীলত পাবে।

📖شعب الايمان(دارا الكتب العلمية) ٢/ ٤٥٨ (٢٣٩٥) : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر يقول: " من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخوله الجنة إلا الموت، ومن قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره ودار جاره والدويرات حوله ".

📖مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ١٤ /١٨٩ (٨٤٩٤): عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل، كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة»

আয়াতুল কুরসী মৃত্যুকে জয় করে!

প্রশ্ন : কথিত আছে যে যদি সফরের প্রাক্কালে মুসাফির ও মুকীম পরস্পরকে আয়াতুল কুরসী শোনায় তবে তাদের মধ্যে পরবর্তীতে সাক্ষাতের পূর্বে কেউ মৃত্যুবরণ করবে না। কতটুকু সঠিক?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত আয়াতুল কুরসীর ফজীলতটি কোনো কিতাবে পাওয়া যায়নি। (১০/৯৫৬/৩৩৯৭)

Scanned by CamScanner

আয়াতুল কুরসী ও সূরা আদিয়াতের ফজীলত

প্রশ্ন : আয়াতুল কুরসী চারবার পড়লে একবার কোরআন শরীফ পড়ার পরিমাণ সাওয়াব হয়। (তাফসীরে মাওয়াহিবুর রহমান) সূরা আদিয়াত দুবার পড়লে একবার কোরআন শরীফ পড়ার পরিমাণ সাওয়াব হয় ইত্যাদি ফজীলতগুলো কতটুকু হাদীসসম্মত? 'তাফসীরে মাওয়াহিবুর রহমান' কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : আয়াতুল কুরসীর ফজীলত সম্পর্কে হাদীসে নির্ভরযোগ্য অনেক ধরনের ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। তবে চারবার আয়াতুল কুরসী পড়লে একবার কোরআন শরীফ পড়ার পরিমাণ সাওয়াব হয় মর্মে কোনো হাদীস পাওয়া যায়নি। (৮/৬১১/২১৯৯)

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ٥/ ٧ (٢٨٧٩) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ حم المؤمن إلى {إليه المصير} [غافر: وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح ".

📖 وفيه ايضا ٥/ ٧ (٢٨٧٨) : عن أبي هريرة رضـ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن، هي آية الكرسي» .

“সূরা আদিয়াত দুবার পড়লে একবার কোরআন শরীফ পড়ার পরিমাণ সাওয়াব হয়।” এ ধরনের কোনো হাদীস প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবে নেই। তবে তাফসীরে দুররে মানসূরে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সনদে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার মর্ম এই “اذا زلزلت” অর্ধ কোরআনের সমান, “والعٰديٰت” অর্ধ কোরআনের সমান, قل هو الله এক-তৃতীয়াংশ কোরআনের সমান এবং قل يا ايها الكٰفرون এক-চতুর্থাংশ কোরআনের সমান। এ ধরনের হাদীসের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য তাফসীরের তালিকায় তাফসীরে মাওয়াহিবুর রহমানের নাম পাওয়া যায় না।

Scanned by CamScanner

সূরা ইয়াসীন ও ওয়াক্বিআহ নামাযে পড়লে ফজীলত পাবে কি না

প্রশ্ন : সূরায়ে ইয়াসীন ও ওয়াক্বিআহ সম্পর্কে যে ফজীলত বর্ণিত আছে, কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত সূরাদ্বয় সকালে ফজর নামায এবং সন্ধ্যায় মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত নামাযে পড়ে নেয়, তাহলে সে বর্ণিত ফজীলত পাবে কি না?

উত্তর : সূরা ইয়াসীন ও ওয়াক্বিআহ হাদীসে বর্ণিত ফজীলত পেতে হলে নামাযের বাইরে পড়বে। কেউ পড়তে না পারলেও ফজীলতের নিয়্যাতে নামাযে যদি পড়ে নেয় সে ফজীলতের আশা করতে পারে। তবে এটিকে নিয়মে পরিণত করা অনুচিত। (১৭/৭০০)

📖 مرقاة المفاتيح (انور بکڈپو) ٤/ ٦٥٨ : (وعنه)، أي عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قرأ حم المؤمن) ... ... (وآية الكرسي) والواو لمطلق الجمع فيجوز تقديمها وتأخيرها، ويدل على ما قلنا تقديم آية الكرسي في الحصن (حين يصبح)، أي قبل صلاة الصبح أو بعدها.

সূরা ইয়াসীন ও ওয়াক্বিআহ-র আমল

প্রশ্ন : মাদ্রাসাসংলগ্ন মসজিদে নিয়মিত ফজরের পর সূরায়ে ইয়াসীন ও এশার পর সূরা ওয়াক্বিয়াহ তেলাওয়াতের মা'মুল রয়েছে। এটা করা হয় সূরাদ্বয়ের ফজীলত লাভ এবং ছাত্রদের মাঝে আমলের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য। তবে কিছুসংখ্যক ছাত্র ও মুসল্লি যেহেতু কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে পারে না, তাই একজন ছাত্র এ দুটি সূরা তেলাওয়াত করে। আর অন্য ছাত্ররা শোনে। যেন যারা পড়তে পারে না, তারা শোনার সাওয়াব পেয়ে যায়। মাদ্রাসা খোলাবস্থায় এই আমল চললেও বন্ধের সময় বন্ধ থাকে। প্রশ্ন হলো, এরূপ (ধারাবাহিকতা বজায় না রেখে) আমল করার শরীয়তের দৃষ্টিতে হুকুম কী?

উত্তর : ফজরের পর সূরায়ে ইয়াসীন এবং রাত্রিবেলায় সূরায়ে ওয়াক্বিআহ পড়ার ফজীলত ও সাওয়াবের কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। তাই ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই উক্ত সূরাগুলো পড়ার অভ্যাস করবে। কেউ পড়তে না জানলে শিখে পড়ার চেষ্টা করবে। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে পড়া ও শোনার মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো

Scanned by CamScanner

অসুবিধা না থাকলেও প্রত্যেকে নিজে নিজে পড়ার যে ফজীলত, বরকত ও সাওয়াব রয়েছে, তা পাওয়া যাবে না। (৬/৪৪৭/১২৭৭)

📖 سنن الدارمي (دار المغني) ٤/ ٢١٥٠ (٣٤٦١) : عن عطاء بن أبي رباح، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ يس في صدر النهار، قضيت حوائجه».

📖 شعب الإيمان(دارالكتب العلمية) ٢/ ٤٩٢ (٢٤٩٩) : عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا " " وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها كل ليلة ".

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ١٤ /١٩١ (٨٤٩٣): عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل، كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة "-

সূরা ইয়াসীন, মুলক ও আলিফ লাম মীম সিজদাহর ফজীলত

প্রশ্ন : (১)'ফাজায়েলে আমাল' (বাংলা) পৃষ্ঠা ৮৫ তে লেখা হয়েছে, যথাক্রমে সূরা ইয়াসীন ও সূরা মুলক সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আমার মন চায়, আমার সমস্ত উম্মতের অন্তরেই সূরা ইয়াসীন ও মুলক থাকুক।" হাদীস দুটি কতটুকু সহীহ?

(২) এবং ৮৭ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে যে ব্যক্তি সূরা মুলক ও সূরা আলিফ লাম মীম সিজদাহ মাগরিব ও এশার মাঝখানে পড়বে সে যেন শবে ক্বদরে উপস্থিত থেকে ইবাদত করল। (অর্থাৎ শবে ক্বদরের সমতুল্য আমলের সাওয়াব লেখা হবে) হাদীসটি কতটুকু সঠিক? উপরোক্ত সূরা দুটির আরো ফজীলত সম্পর্কে সহীহ হাদিস জানতে চাই।

উত্তর : (১) "আমার মন চায়, আমার সমস্ত উম্মতের অন্তরে সূরা ইয়াসীন থাকুক" মর্মের হাদীসটি মুসনাদে বায্যার কিতাবে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সনদে বর্ণিত হয়েছে। (৮/৬১১/২১৯৯)

Scanned by CamScanner

📖 كشف الأستار عن زوائد البزار(مؤسسة الرسالة) ٣ /٨٧ (٢٣٠٥)
:عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي» يعني: يس.
قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن ابن عباس بهذا الإسناد، وإبراهيم لم يتابع على أحاديثه، على أنه قد حدث عنه أهل العلم.

এবং সূরা মুলক সম্পর্কে উল্লিখিত মর্মের হাদীসটি ‘মুসতাদরাক’ কিতাবে ইবনে আব্বাসের সনদে বর্ণিত হয়েছে।

📖 المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ١ /٧٥٣ (٢٠٧٦)
:عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وددت أنها في قلب كل مؤمن» - يعني تبارك الذي بيده الملك -. «هذا إسناد عند اليمانيين صحيح ولم يخرجاه».

হাদীস দুটি গ্রহণযোগ্য।

(২) “যে ব্যক্তি সূরা মুলক ও সূরা আলিফ লাম মীম সিজদাহ মাগরিব ও এশার মাঝখানে পড়বে, সে যেন শবে ক্বদরে জাগ্রত থেকে ইবাদত করল” এ মর্মের হাদীসটি তাফসীরে দুররে মানসূরে ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে উল্লেখ রয়েছে।

📖 الدر المنثور (مكتبة الرحاب) ٦ /٥٣٥ : وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ {تبارك الذي بيده الملك} و{الم تنزيل} السجدة بين المغرب والعشاء الآخرة فكأنما قام ليلة القدر-

সূরা দুটির ফজীলত সম্পর্কে আরো বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যেমন : কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি এ দুটি সূরা পড়বে তার জন্য ৭০টি নেক আমল লেখা হবে, ৭০টি গোনাহ মাফ করা হবে। তার মর্যাদা ৭০ গুণ বৃদ্ধি পাবে –(সুনানে দারেমী)।

Scanned by CamScanner

📖 سنن الداري (دار المغني) ٤ /٢١٤٤ (٣٤٥٢): عن كعب، قال: «من قرأ تنزيل السجدة، و تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، كتب له سبعون حسنة، وحط عنه بها سبعون سيئة، ورفع له بها سبعون درجة» .

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার ফজীলত ও নিয়ম

প্রশ্ন : সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার ফজীলত এবং নিয়ম কী? নামাযের পর শুধুমাত্র ইমাম সাহেব পড়বেন আর বাকিরা শুনবে, নাকি প্রত্যেকেই নিজে নিজে পড়বে? বিষয়গুলো বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফজীলত সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের হাদীসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত "যে ব্যক্তি উক্ত আয়াতসমূহ নিয়মানুযায়ী সকালে পাঠ করবে ৭০ হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমত বা মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকবে এবং যদি ওই ব্যক্তি সেদিন মারা যায় তাহলে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে, সন্ধ্যায় পাঠ করলেও অনুরূপ ফজীলত পাওয়া যাবে।" অন্য হাদীসে আছে, "আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন।" হাদীসের বর্ণনা মতে, উক্ত আয়াতসমূহ পড়ার নিয়ম, সকাল-সন্ধ্যায় اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم তিনবার পড়ে উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করবে। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী উক্ত আয়াতসমূহ ব্যক্তিগতভাবে একাকী তেলাওয়াত করলে উল্লিখিত ফজীলতের অধিকারী হবে। নামাযের পর ইমাম সাহেব মুক্তাদীদেরকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে পড়তে হবে এর কোনো প্রমাণ কিতাবে পাওয়া যায় না। তবে মুসল্লিদেরকে শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে সাময়িক তাদের মুখস্থ হওয়া পর্যন্ত ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে পড়তে পারবেন। (৬/৯১৬/১৫১০)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥/ ٢٧ (٢٩٢٢) : عن معقل بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون

Scanned by CamScanner

عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة".

📖 الجامع لاحكام القرآن(احياءالتراث) ١٨ / ٤٩ : عن ابى امامة ؓ قال : قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم: من قرأ خواتيم سورة الحشر فى ليل او نهار فقبضه الله فى تلك الليلة أو ذلك اليوم فقد أوجب الله له الجنة.

📖 الفقه الاسلامى وادلته (دار الفكر) ١/ ٨٢٣ : يسن ذكر الله والدعاء المأثور عقب الصلاة، إما بعد الفريضة مباشرة إذا لم يكن لها سنة بعدية كصلاة الفجر وصلاة العصر، وإما بعد الانتهاء من السنة البعدية كصلاة الظهر والمغرب والعشاء... ... ويأتي بالأذكار سراً على الترتيب التالي إلا الإمام المريد تعليم الحاضرين فيجهر إلى أن يتعلموا.

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত বিসমিল্লাহসহ পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : কিছু লোক বলে, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তেলাওয়াতে اعوذ بالله পড়ার পরে بسم الله الرحمن الرحيم পড়লে শুধু তেলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়া যায় তবে হাদীসে বর্ণিত ফজীলত পাওয়া যাবে না। উক্ত বক্তব্য কতটুকু সত্য?

উত্তর : সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে যে ফজীলত এবং পড়ার যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে কেউ যদি তার ব্যতিক্রমে বিসমিল্লাহসহ পড়ে তাহলেও সে উক্ত ফজীলত থেকে বঞ্চিত হবে না। সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফজীলত সম্পর্কীয় যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার অধিকাংশ হাদীসেই اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم এর কথা উল্লেখ নেই। সেই হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ করলেই বুঝে আসে যে মূলত এখানে শেষ তিন আয়াতই উদ্দেশ্য। اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم তিনবার পড়াটা এর বিশেষ আদব। অন্যান্য সূরার যে

Scanned by CamScanner

ফজীলত বর্ণিত হয়েছে সেখানেও بسم الله، اعوذ بالله এর কথা উল্লেখ নেই। তবে কোরআন পড়ার আদব হিসেবে بسم الله، اعوذ بالله সহ পড়া হয়, بسم الله، اعوذ بالله পড়া না পড়া ফজীলতের জন্য শর্ত নয়। যদি এমন হতো, তাহলে অবশ্যই হাদীসে বিসমিল্লাহ পড়া থেকে নিষেধ করা হতো। কারণ তা কোরআনে কারীমের তেলাওয়াতের আদব পরিপন্থী আর যেহেতু সূরায়ে হাশরের তিন আয়াত পড়ার এ পদ্ধতি অনেক হাদীসে এসেছে, তাই এই পদ্ধতির বিপরীত بسم الله না পড়াটাই উত্তম। (১৫/২৭৬/৫৯৬৪)

📖 سنن الدارى (دار المغني) ٤ /٢١٥٣ (٣٤٦٦) : عن الحسن، قال: «من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك، طبع بطابع الشهداء، وإن قرأ إذا أمسى فمات من ليلته، طبع بطابع الشهداء».

📖 شعب الايمان (دار الكتب العلمية) ٢ /٤٩٢ (٢٥٠١) :عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ خواتيم الحشر في ليلة أو نهار فمات من يومه أو ليلته فقد أوجب الجنة ".

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٥ /٢٧ (٢٩٢٢):عن معقل بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة ".

اعوذ بالله এর সাথে بسم الله পড়লে কি সূরা হাশরের ফজীলত পাওয়া যাবে না

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে একজন তাবলীগের আমির বয়ানে বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-বিকেল সূরা হাশর তিনবার اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم এর সাথে পড়বে তার

Scanned by CamScanner

জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা দু'আ করবে। তবে উক্ত ফজীলত ওই সময় পাওয়া যাবে, যখন শুধু তিনবার اعوذ بالله এর সাথে পড়বে। আর اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم এর সাথে বিসমিল্লাহ পড়লে উক্ত ফজীলত পাবে না। কারণ হাদীসে اعوذ بالله এর কথা আছে, বিসমিল্লাহর কথা নেই। সুতরাং বিসমিল্লাহ পড়া যাবে না। প্রশ্ন হলো, উক্ত আমির সাহেবের কথা কতটুকু সহীহ?

উত্তর : উল্লিখিত হাদীসের মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সকালে اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم তিনবার পড়ার পর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে আল্লাহ পাক ৭০ হাজার ফেরেশতাকে তার জন্য দু'আয় রত করে দেবেন, বিকেল পর্যন্ত তারা এরূপ করবে। বিকেলে পড়লে সকাল পর্যন্ত এরূপ করবে। সুতরাং হাদীসে যেভাবে যতটুকু পড়তে বলা হয়েছে, সেভাবে বেশি-কম না করে পড়াই সমীচীন। ইচ্ছা করে بسم الله الرحمن الرحيم যোগ করবে না। কেউ যোগ করলে থেকে ফজীলত বঞ্চিত হবে বলা যাবে না। (৮/২৩২/২০৭৬)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥/ ٢٧ (٢٩٢٢): عن معقل بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة ".

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥٣١ : لو زاد على العدد، قيل يكره لأنه سوء أدب، وأيد بأنه كدواء زيد على قانونه أو مفتاح زيد على أسنانه، وقيل لا بل يحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة، بل قيل لا يحل اعتقاد الكراهة، لقوله تعالى - {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} - والأوجه إن زاد لنحو شك عذر أو لتعبد فلا لاستدراكه على الشارع وهو ممنوع. ملخصا من تحفة ابن حجر .

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি সূরায়ে হাশর প্রচলিত পদ্ধতিতে পড়েছেন

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ২৩ বছর ইমামতি করেছিলেন। জানার বিষয় হচ্ছে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিদিন ফজরের নামায শেষে মুনাজাতের পূর্বে উপস্থিত মুসল্লিগণকে নিয়ে সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত পড়তেন কিনা?

উত্তর : সকাল-সন্ধ্যা তথা ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত পড়ার ওপর হাদীস শরীফে ফজীলতের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে উক্ত আয়াতগুলো পড়তেন, তা কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না। তাই বর্তমানেও ইমাম-মুক্তাদী সবাই ব্যক্তিগতভাবে উক্ত আয়াতগুলো পড়বে। তবে মুসল্লিদেরকে শেখানোর লক্ষ্যে তাদেরকে নিয়ে ইমাম সাহেব সাময়িকভাবে উচ্চস্বরে পড়লে কোনো আপত্তি নেই। (৬/৯০৯/১৪৯৯)

📖 جامع الترمذی (دار الحدیث) ٥/ ٢٧ (٢٩٢٢) : عن معقل بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة ".

📖 الفقه الاسلامی وادلته (دار الفکر) ١/ ٨٢٣ : يسن ذكر الله والدعاء المأثور عقب الصلاة، إما بعد الفريضة مباشرة إذا لم يكن لها سنة بعدية كصلاة الفجر وصلاة العصر، وإما بعد الانتهاء من السنة البعدية كصلاة الظهر والمغرب والعشاء؛ لأن الاستغفار يعوض نقص الصلاة، والدعاء سبيل الحظوة بالثوا ب والأجر بعد التقرب إلى الله بالصلاة. ويأتي بالأذكار سراً على الترتيب التالي إلا الإمام المريد تعليم الحاضرين فيجهر إلى أن يتعلموا، ويقبل الإمام على الحاضرين، جاعلاً يساره إلى المحراب ،قال سمرة: «كان النبي صلّى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه» .

Scanned by CamScanner

اعوذ بالله এবং بسم الله সহ সূরায়ে হাশর পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমরা সূরায়ে হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার সময় اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم পড়ি। অতঃপর বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ি। কিন্তু এক মৌলভী সাহেব বলেন, শুধু اعوذ بالله পড়তে হবে বিসমিল্লাহ পড়া যাবে না। আবার আরেক মৌলভী সাহেব বলেছেন, উভয়টিই পড়া যাবে। এর সঠিক সমাধান চাই।

উত্তর : হাদীস শরীফে যেহেতু শুধু اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم তিনবার পড়ে সূরা হাশরের আখেরী তিন আয়াত পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, তাই ওই রকম পড়াই হচ্ছে আসল। তবে কেউ যদি বিসমিল্লাহ সহকারে পড়তে চায় তাও পারবে। (১/৩১৭)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥/ ٢٧ (٢٩٢٢) : عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة .

সূরা হাশরের তেলাওয়াত শুনলে পড়ার সাওয়াব পাবে না

প্রশ্ন : বর্তমান সমাজে প্রায় অনেক মসজিদে দেখা যায় যে বাদ ফজর ইমাম সাহেব মুক্তাদীদেরকে সূরায়ে হাশরের তালীম দান করেন অথবা ইমাম সাহেব শুধু পাঠ করেন, আর মুক্তাদীগণ চুপ থেকে শ্রবণ করেন। অথচ আলেম-উলামাদের মুখে সূরায়ে হাশরের ফজীলত সম্পর্কে শুনেছি, সূরায়ে হাশর পাঠ করলে নাকি সত্তর হাজার ফেরেশতা পাঠকারীর জন্য দু'আ করতে থাকে। প্রশ্ন হলো, ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে তালীম দিলে অথবা তিনি পাঠ করলে আর মুক্তাদীরা শ্রবণ করলে হাদীসে বর্ণিত ফজীলত পাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব তাঁর মুসল্লিদের তালীম দেওয়ার সময় যদি মুক্তাদীগণ ইমামের সাথে মুখে সূরায়ে হাশর পাঠ করে থাকেন তাহলে ইমামের সাথে মুসল্লিগণও হাদীস শরীফে বর্ণিত সূরায়ে হাশর পাঠ করার বিশেষ ফজীলত ও সাওয়াব পাবেন। যদি মুক্তাদীগণ ইমামের সাথে পাঠ না করে শুধু শ্রবণ করেই ক্ষান্ত হন তাহলে কোরআন শ্রবণের সাওয়াব পেলেও হাদীসে বর্ণিত সূরায়ে হাশর পাঠ করার বিশেষ ফজীলত লাভ করতে পারবেন না। (১৫/১২/৫৮৮৩)

📖 مسند الإمام أحمد (مؤسسة الرسالة)٣٣ /٤٢١(٢٠٣٠٦) : عن معقل بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، إن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة ".

📖 شعب الإيمان(دار الكتب العلمية) ٢ / ٣٤١ (١٩٨١) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة، ومن استمع لآية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة".

📖 مسند الإمام أحمد (مؤسسة الرسالة)١٤ /١٩١ (٨٤٩٣) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من استمع إلى آية من كتاب الله عز وجل، كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة ".

তিনবার সূরা ইখলাস পড়া ও কোরআন খতমের মাঝে পার্থক্য

প্রশ্ন : তিনবার সূরায়ে ইখলাস পড়লে এক খতম কোরআনের সাওয়াব হয়। তাহলে সমস্ত কোরআন খতম করা আর তিনবার সূরায়ে ইখলাস পড়ার মধ্যে পার্থক্য কী?

Scanned by CamScanner

কোরআন শরীফ খতম করা ও কোরআন খতম করার সাওয়াব পাওয়া এক নয়।

উত্তর : কোরআন শরীফ খতম করা ও কোরআন খতম হয় না। বরং খতমে কোরআনের তিনবার সূরায়ে ইখলাস পড়লে কোরআন খতম হয় না। বরং খতমে কোরআনের সাওয়াব পাওয়া যায়। এ হিসেবে কেউ পুরো কোরআন পড়লে কী পরিমাণ সাওয়াব পাবে, তা চিন্তা করে দেখুন। (১৯/৯৪৭/৮৫৪৩)

📖 عمدة القارى (دار احياء التراث) ٢٠ / ٣٣ : قال ابن راهويه : ليس معناه ان لو قرء القرآن كله كانت قراءة قل هو الله احد تعدل ذلك، اذا قرأها ثلاث مرات لا ولو قرأها اكثر من مأة مرة .

📖 شرح النووى على صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ٨٤ : قال القاضى: قال المأرزى: قيل معناه ان القرآن على ثلاثة انحاء، قصص واحكام وصفات لله تعالى، وقل هو الله احد متمحضة للصفات فهى ثلث وجزء من ثلاثة اجزاء، وقيل: معناه ان ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف-

📖 المعجم الصغير للطبرانى(المكتب الإسلامي) ٢/ ١٥٣(٩٤٨) : عن عبد الله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب بحديث الضب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي... ...وإذا قرأت قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأت ثلث القرآن، وإذا قرأت قل هو الله أحد مرتين فكأنما قرأت ثلثي القرآن، وإذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأت القرآن كله»، فقال الأعرابي: نعم الإله إلهنا، يقبل اليسير ويعطي الجزيل ... ...

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٩/ ١٣-١٤ : سب سے بہتر مطلب وہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے بیان کیا ہے کہ اجر وثواب کی انواع مختلف ہیں سورۂ اخلاص پڑھنے سے ایک نوع کا ثواب ملے گا، جو اگرچہ ثلث قرآن کے برابر ہوگا مگر بقیہ قرآن کی تلاوت نہ کی جائے تو دوسری انواع اجر اور منافع سے محرومی رہے گی جبکہ بندہ سب انواع اجر کا محتاج ہے ... ... ثانیا ثواب کا حصول اگر یقینی تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس ثلث قرآن کا اجر حقیقی ملے گا، اجر اضافی سے محروم رہے گا یا اجر کی

Scanned by CamScanner

ایک نوع حاصل ہوگی خواہ سینکڑوں بار سورہ اخلاص پڑھ لے دوسری انواع اجر
تلاوت کی برکات اوراس میں غور وتدبر کے منافع سے محروم رہے گا۔

সকাল-সন্ধ্যা তিন কুল পড়ার ফজীলত

প্রশ্ন : আমরা জানি, সকাল-সন্ধ্যা তিন কুল পাঠ করে শরীরে দম করলে শয়তানের অনিষ্ট হতে রক্ষা পাওয়া যায়। বহু দিন যাবৎ সুন্নাত মনে করে এই আমল করে আসছি। কিন্তু ইদানীং নির্ভরযোগ্য এক আলেম থেকে শুনতে পেলাম যে সকাল-সন্ধ্যা তিন কুল পড়ে দম করার কোনো ভিত্তি নেই। তবে রাতে শয়নের সময় তিন কুল পড়ে দম করার কথা মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮৬-তে বর্ণিত আছে। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে, ওই আলেমের কথাই সঠিক, না আমাদের করে আসা আমল সঠিক? অনুগ্রহপূর্বক সঠিক দিকনির্দেশনা দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : সকাল-সন্ধ্যা তিন কুল পড়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন সাহাবীকে নির্দেশ দিলেন, তুমি সকাল-বিকেল তিনবার তিন কুল পড়বে, এ সূরাগুলো সকল বিপদ থেকে সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট হবে। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, সকাল-বিকেল এ সূরাগুলো পড়া মুস্তাহাব, পড়ার দ্বারাই উপকার হবে, দম করতে হবে না। কেউ দম করলেও ক্ষতি নেই, তবে দম করা সুন্নাত বলা যাবে না। (৮/৬৯৫/২৩১৬)

📖 سنن ابی داود(دار الحديث) ٤ / ٢١٦٤ (٥٠٨٢) : عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن أبيه، أنه قال: خرجنا في ليلة مطر، وظلمة شديدة، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه، فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا، فقال: «قل» فلم أقل شيئا، ثم قال: «قل» فلم أقل شيئا، ثم قال: «قل» فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: «قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي، وحين تصبح، ثلاث مرات تكفيك من كل شيء».

📖 سنن الترمذی (٣٥٧٥) 📖 سنن النسائی (٥٤٢٨)

Scanned by CamScanner

باب مايتعلق بالحديث

পরিচ্ছেদ : হাদীস সম্পর্কীয়

যঈফ হাদীসের ওপর আমল করার শর্ত

প্রশ্ন : যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যাবে কি না? এবং এতে কোনো বিধিবিধান বা শর্ত আছে কি না? অনেক সময় দেখা যায়, সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা হয় না অথচ যঈফ হাদীসের ওপর আমলের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়, এটা সমীচীন হবে কি না?

উত্তর : বেশ কিছু শর্ত সাপেক্ষে যঈফ হাদীসের ওপর আমল করা যায়। যেমন :

১. হাদীসটি ফজীলত সম্পর্কীয় হতে হবে।
২. সূত্রের দিক দিয়ে অধিক দুর্বল না হতে হবে।
৩. কোরআন-হাদীসের মূলনীতি পরিপন্থী না হতে হবে।
৪. এর ওপর আমল করার সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হাদীস বলে নিশ্চিত আক্বীদা না রাখতে হবে।
৫. হাদীসটির মর্মার্থ কোনো সহীহ হাদীসের সরাসরি বিপরীত না হতে হবে।

উল্লেখ্য, যেসব ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের পরিবর্তে যঈফ হাদীসের ওপর আমল করতে দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে হাদীস ও ফিকহের অভিজ্ঞ ইমামগণের মূলনীতি অনুকরণীয়। অর্থাৎ বাহ্যিকরূপে বহু সহীহ হাদীস সূক্ষ্ম ত্রুটি ও অভ্যন্তরীণ সমস্যাজনিত কারণে আমলের ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত হয়। আবার সনদের বিচারে যঈফ, এমন অনেক হাদীসও যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহ কর্তৃক এর ওপর আমল প্রতিষ্ঠার কারণে শক্তিশালী হয়ে আমলের উপযোগী হয়ে যায়। এ ধরনের বেশ কিছু উদাহরণ তিরমিযী শরীফেও বিদ্যমান। সুতরাং সনদের বিচারে সহীহ হলেও কোনো কোনো হাদীস আমলযোগ্য হয় না, আবার অনেক হাদীস যঈফ হলেও আমলযোগ্য হয়। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলো, ইমাম ও মুজতাহিদের অনুকরণ ও তাকলীদ করে মাযহাব মেনে চলা। অন্যথায় এসব বিষয়ে পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। (১৫/৪৪৪/৬০৯৯)

📖 تدريب الراوى (دار طيبة) ١ / ٣٥٠ : (ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد) الضعيفة (ورواية ما سوى الموضوع

Scanned by CamScanner

من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى) ، وما يجوز ويستحيل عليه، وتفسير كلامه، (والأحكام كالحلال والحرام، و) غيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ، وغيرها (مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام) .

ومن نقل عنه ذلك: ابن حنبل، وابن مهدي، وابن المبارك، قالوا: إذا روينافي الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. تنبيه لم يذكر ابن الصلاح والمصنف هنا، وفي سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط، وهو كونه في الفضائل ونحوها، وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائي الاتفاق عليه.

الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد

وقيل: لا يجوز العمل به مطلقا، قاله أبو بكر بن العربي.

وقيل: يعمل به مطلقا، وتقدم عزو ذلك إلى أبي داود وأحمد، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال.

وعبارة الزركشي: والضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبا، أو ترهيبا، أو تتعدد طرقه، ولم يكن المتابع منحطا عنه

وقيل لا يقبل مطلقا.

وقيل: يقبل إن شهد له أصل، واندرج تحت عموم. انتهى.

ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام، إذا كان فيه احتياط.

Scanned by CamScanner

সবচেয়ে কম ও বেশি বয়সের সাহাবা এবং তাঁদের বর্ণিত হাদীসের হুকুম

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের সময় সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.)-এর বয়স ছিল মাত্র ১৩ (তের) বছর। অথচ কোরআন শরীফের তাফসীর সম্পর্কীয় অধিকাংশ হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। এত অল্প বয়সে তিনি কিভাবে তাফসীর সম্পর্কীয় এত অধিকসংখ্যক হাদীস বয়ান করলেন?

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবাগণের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী কে ছিলেন? এবং তিনি মোট কতটি হাদীস বর্ণনা করেছেন? আর হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবাগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়সের কে ছিলেন? এবং মোট কয়টি হাদীস বর্ণনা করেছেন?

বয়স কম বা বেশি হওয়ার দরুন স্মরণশক্তি বা বোধশক্তির ত্রুটি অথবা অন্য কোনো ত্রুটির কারণে তাঁদের বর্ণিত হাদীসসমূহ সহীহ বা নির্ভরযোগ্য ও আমলযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রভাব পড়তে পারে কি না?

উত্তর : সাধারণত মানুষের মনে দুই ধরনের প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয়। প্রথমত, আক্বায়েদ বা আমলের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয়ত, অনর্থক প্রশ্ন, যার সাথে ঈমান ও আমলের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের অনর্থক প্রশ্ন করা ও তার উত্তর দেওয়া প্রশ্নকারী ও উত্তরদাতা উভয়েরই সময় নষ্ট করা। তা সত্ত্বেও আপনার প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ :

ক. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনে আব্বাসের জন্য দু'আ করেছিলেন : اللهم فقهه فى الدين وعلمه التاويل অন্য বর্ণনায় اللهم علمه الكتاب والحكمة আরেক বর্ণনায় আছে اللهم علمه الحكمة وتاويل الكتاب

খ. ইবনে আব্বাস (রা.) বুদ্ধির বয়স থেকেই নবী পরিবারে লালিত-পালিত হয়েছেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সার্বক্ষণিক সঙ্গ লাভ করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গ লাভের মাধ্যমে অনেক হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং শিখেছেন। (১৫/৫৯/৫৮৯২)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٢٨ (٣٧٥٦) : عن ابن عباس، قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وقال: «اللَّهُمَّ علمه الحكمة». حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، وقال: «علمه الكتاب».

Scanned by CamScanner

📖 المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ١ / ١٨٨ (٣٦٣) :
عن ابن عباس، قال: " لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير "، فقال: واعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم، قال: «فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟، فأقول: «لا، أنا أحق أن آتيك» ، قال: فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: «هذا الفتى كان أعقل مني» .

📖 التفسير والمفسرون (دار الفكر) ١ / ٧٢ : ونستطيع أن نُرجِع هذه الشهرة العلمية، وهذا النبوغ الواسع الفيَّاض، إلى أسباب نجملها فيما يلي:

أولاً: دعاء النبى صلى الله عليه وسلم له بقوله: "اللَّهم علِّمه الكتاب والحكمة"، وفى رواية أخرى: "اللَّهم فقِّهه فى الدين، وعلِّمه التأويل"، والذى يرجع إلى كتب التفسير بالمأثور، يرى أثر هذه الدعوة النبوية، يتجلى واضحاً فيما صح عن ابن عباس رضى الله عنه.

ثانياً: نشأته فى بيت النبوة، وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد التميز، فكان يسمع منه الشئ الكثير، ويشهد كثيراً من الحوادث والظروف التى نزلت فيها آيات القرآن.

Scanned by CamScanner

ثالثاً: ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم، يأخذ عنهم ويروى لهم، ويعرف منهم مواطن نزول القرآن، وتواريخ التشريع، وأسباب النزول .

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ছোট ছেলে বুদ্ধির বয়সের পর হাদীস শ্রবণ করলে তা শুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য। ইবনে আব্বাস (রা.) যেহেতু বুদ্ধি বয়সের ছিলেন, তাই তাঁর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٣٣٩ (٤٩٧٠) : عن ابن عباس، قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر: إنه من قد علمتم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: {إذا جاء نصر الله والفتح} ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا، وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا، قال: فما تقول؟ قلت: «هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له» ، قال: {إذا جاء نصر الله والفتح} «وذلك علامة أجلك» ، {فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا} ، فقال عمر: «ما أعلم منها إلا ما تقول».

📖 مقدمة ابن الصلاح (دار الفكر) صـ ١٣٠ : عن القاضي الحافظ عياض بن موسى السبتي اليحصبي قال: " قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع "، وذكر رواية البخاري في صحيحه بعد أن ترجم: " متى يصح سماع الصغير؟ " بإسناده عن محمود بن الربيع قال: " عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو "، وفي رواية أخرى: أنه كان ابن أربع سنين، (والله أعلم) .

Scanned by CamScanner

قلت: التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس فصاعدا (سمع) ، ولمن لم يبلغ خمسا (حضر) ، أو (أحضر) .
والذي ينبغي في ذلك أن تعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه، وإن كان دون خمس، وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه.

হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবাগণের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ছিলেন হযরত মাহমুদ বিন রবী (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৫ বছর। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীস মাত্র একটি।

📖 مقدمة ابن الصلاح (دار الفكر) صـ ١٣٠ : عن القاضي الحافظ عياض بن موسى السبتي اليحصبي قال: " قد حدد أهل الصنعة في ذلك أن أقله سن محمود بن الربيع ".

📖 الإصابة فى تميز الصحابة (دار الكتب العلمية) ٦ / ٣٣ : وكذا قال ابن حبان في سنة وفاته، لكن قال: وهو ابن أربع وتسعين، وكأنه مأخوذ من حديث أخرجه الطبراني من طريق محمود بن الربيع، قال: توفي النبيّ صلى الله عليه وسلّم وأنا ابن خمس سنين.

আর সবচেয়ে বেশি বয়সী ছিলেন সালমান ফারসী (রা.)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ২২৭ বছর; মতান্তরে ৩২৭। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ৬০টি।

📖 الإصابة فى تمييز الصحابة (دار الكتب العلمية) ٣/ ١١٩ : وروى البخاريّ في صحيحه، عن سلمان، أنه تداوله بضعة عشر سيّدا.... ... من طريق العباس بن يزيد، قال: أهل العلم يقولون: عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنة، فأما مائتان وخمسون فلا يشكون فيها.

Scanned by CamScanner

📖 تهذيب التهذيب (دار الحديث) ٣/ ١٤٤ (٢٨٤٢) : قال الواقدي وغير واحد: مات بالمدائن في خلافة عثمان وقال أبو عبيد وغيره مات سنة "٣٦" وقال خليفة في موضع آخر مات سنة "٣٧" وقيل مات سنة "٣٣" وهو أشبه لما روى عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل ابن مسعود على سلمان عند الموت وقد مات ابن مسعود قبل سنة "٣٤" باتفاق.

হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর বয়স বেশি হওয়ার কারণে স্মরণশক্তি হ্রাস পাওয়া বা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ না থাকায় তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ শুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রভাব পড়বে না।

হাদীস পড়ার ফজীলত

প্রশ্ন : কোরআন শরীফের এক হরফ পড়লে ১০টি নেকি পাওয়া যায়, হাদীস শরীফ পড়লে সে পরিমাণ নেকি পাওয়া যাবে কি?

উত্তর : কোরআন শরীফ পড়লে প্রতি হরফে ১০টি নেকি পাওয়া যায়, এ কথা হাদীস শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু হাদীস শরীফ পড়লে প্রতি হরফে ১০ নেকি পাওয়া যাবে, এ কথা কোথাও উল্লেখ নেই। তবে হাদীস শরীফ পড়ার দ্বারা উক্ত সাওয়াব পাওয়া না গেলেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত ভাষা হওয়ায় বরকত অবশ্যই পাবে। (৮/৯২১/২৮২৩)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٢٢ (٢٩١٠) : عبد الله بن مسعود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف».

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٤٥٨ (٢٦٥٧) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، يحدث عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله

Scanned by CamScanner

عليه وسلم يقول: «نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع».

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ١/ ٤٨٧ : وهذا يدل على شرف الحديث وفضله ودرجة طلابه حيث خصهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بدعاء لم يشرك فيه أحد من الأمة، ولو لم يكن في طلب الحديث وحفظه وتبليغه - فائدة سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة المباركة لكفى ذلك فائدة وإنما وجد في الدارين حظا وقسما.

জেনেশুনে জাল হাদীস বর্ণনা করা

প্রশ্ন : একজন অভিজ্ঞ আলেম মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে জাল (মওযু) হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি হাদীসে উল্লিখিত ধমকীর আওতায় পড়বেন কি না? উল্লেখ্য যে, তিনি জাল হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তা উল্লেখ করেননি এবং যাঁরা তাঁর হাদীস শ্রবণ করেছেন, তাঁরা উক্ত হাদীস জাল হওয়ার ব্যাপারে অবগত হওয়া সত্ত্বেও যদি তাঁর বিরোধিতা না করেন তবে তাঁরা গোনাহগার হবেন কি না?

উত্তর : জেনেশুনে জাল হাদীস বর্ণনা করা মারাত্মক গোনাহ। এর জন্য হাদীস শরীফে মারাত্মক পরিণতির কথা উল্লেখ আছে। তাই জাল হাদীসকে জাল প্রমাণ করার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো অবস্থাতেই জাল হাদীস বর্ণনা করা যাবে না। কেননা সাধারণ লোক তা দ্বীনের অংশ মনে করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ সম্পর্কে অবগত হওয়া মাত্রই শক্তভাবে তা দমন ও প্রতিহত করা জরুরি। অন্যথায় সকলেই গোনাহগার হবে। (১৫/৪৪৪/৬০৯৯)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤ / ٤٦١ (٢٦٦٢) : عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين».

📖 مقدمة ابن الصلاح (دار الفكر) ١ / ٩٨ : ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز

Scanned by CamScanner

روايتها في الترغيب والترهيب، على ما نبينه قريبا إن شاء الله تعالى.

কিয়ামতের দিন সূর্যের দূরত্ব কতটুকু হবে?

প্রশ্ন : কিয়ামতের দিন সূর্য এক হাত ওপরে থাকবে এরূপ কোনো প্রমাণ কোরআন ও হাদীসে আছে কি?

উত্তর : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে কিয়ামতের দিন সূর্য অতি সন্নিকটে হবে। তবে তার দূরত্ব কত? এর সঠিক পরিমাণ নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। এক মাইলও হতে পারে বা এক হাতের চেয়ে কমও হতে পারে। (২/১৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧/ ١٧١ (٢٨٦٤) : عن المقداد بن الأسود ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق، حتى تكون منهم كمقدار ميل» - قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض، أم الميل الذي تكتحل به العين .

রাসূল (সা.) ফুল ভালোবাসতেন কি

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফুল ভালোবাসতেন–এমন কোনো প্রমাণ আছে কি?

উত্তর : হাদীসে বর্ণিত আছে যে সুগন্ধি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসতেন এবং এক ধরনের রায়হান নামক সুগন্ধিযুক্ত তৃণকে পছন্দ করেছেন। (২/১৬)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤/ ٥٢٣ (٢٧٩١) : عن أبي عثمان النهدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة» -

Scanned by CamScanner

📖 فيض القدير(مكتبة نزار) ٩/ ٤٥٩٧ : (كان أحب الرياحين) جمع ريحان نبت طيب الريح أو كل نبت طيب الريح كذا في القاموس وفي المصباح الريحان كل نبت طيب الريح لكن إذا أطلق عند العامة انصرف إلى نبات مخصوص -

পিতা-মাতার কথায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর ঘটনা এবং আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস থেকে যা মেশকাত শরীফে আছে বোঝা যায়, স্ত্রীর ওপর পিতা-মাতা নারাজ হলে স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। বর্তমানে মা-বাবার কথা অনুযায়ী তালাক দেওয়া যাবে কি না? তা না হলে হাদীসের উত্তর কী হবে?

উত্তর : মা-বাবা যদি শরীয়ত কর্তৃক বাধ্যতামূলক আহকাম পরিহার করার কথা ছেলে-সন্তানকে বলে তাহলে তা মানা ছেলে-সন্তানের জন্য জরুরি নয় বরং না মানা জরুরি। তদ্রূপ শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ করার নির্দেশ মা-বাবা দিলে তা মানাও ছেলে-সন্তানের জন্য নাজায়েয। উপরোক্ত নীতিমালার আলোকে পুত্রবধূ যদি শ্বশুর-শাশুড়িকে বাস্তবে কষ্ট দিতে থাকে এবং তারা পুত্রবধূর অযথা কষ্টে অতিষ্ঠ হয়ে পুত্রবধূকে তালাক দেওয়ার জন্য ছেলেকে নির্দেশ দেয় তাহলে মানা ছেলের জন্য জরুরি। অন্যথায় মা-বাবার নির্দেশ মানা ছেলের জন্য জরুরি নয়, বরং অহেতুক তালাক দেওয়ার হুকুম পালন করলে গোনাহ হবে। (১১/৪১২/৩৫৭৮)

📖 صحيح البخاري(دار الحديث) ٤/ ٣٩٣ (٧٢٥٧) : عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا، وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة» ، وقال للآخرين: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف» -

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٨ / ٦٧٧ : «وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: كانت تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها،

Scanned by CamScanner

فقال لي: طلقها، فأبيت) ، أي: امتنعت لأجل محبتي فيها (فأتى عمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فذكر ذلك له، فقال لي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – طلقها») أمر ندب أو وجوب إن كان هناك باعث آخر.

📖 امدادالفتاوی(زکریا) ۴ /۴۸۴ :سوم: جوامر شرعانہ واجب ہو اور نہ ممنوع ہو بلکہ مباح ہو بلکہ خواہ مستحب ہی ہو اور ماں باپ اس کے کرنے اور نہ کرنے کو کہیں تو اس میں تفصیل ہے... مثلا وہ کہیں کہ اپنی بیوی کو بلا وجہ معتدبہ طلاق دیدے تو اطاعت واجب نہیں و حدیث ابن عمر یحمل علی الا ستحباب او علی امر عمر رضـ کان عن سبب صحیح۔

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل(امدادیہ) ۵ /۴۰۳ :اگر والدین حق پر ہوں تو والدین کی اطاعت واجب ہے اور اگر بیوی حق پر ہو تو والدین کی اطاعت ظلم ہے اور اسلام جس طرح والدین کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر سکتا اسی طرح ان کے حکم سے کسی پر ظلم کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔

চতুর্থবার মদ্যপায়ীর তাওবা কবুল না হওয়ার ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : হাদীস : 'যে ব্যক্তি একবার মদ পান করে আল্লাহ তা'আলা ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল করবেন না। অবশ্য যদি সে তাওবা করে তবে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। যদি সে দ্বিতীয়বার মদ পান করে, আল্লাহ তা'আলা ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল করবেন না। আবার যদি সে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। যদি সে তৃতীয়বার মদ পান করে আল্লাহ তা'আলা ৪০ দিন নাগাদ তার নামায কবুল করবেন না। পুনরায় যদি সে তাওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করবেন। যদি সে চতুর্থবারের মতো মদ পানের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে 'তীনাতুল খাবাল' হতে অর্থাৎ জাহান্নামীদের রক্ত ও পুঁজের নহর হতে পান করাবেন।'

উপরোক্ত হাদীসটি কতটুকু সহীহ? মদ পানকারী তাওবা ব্যতীত মারা গেলে জান্নাতে যেতে পারবে কি? কিয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় এবং মৃত্যুর কষ্ট আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাওবা কবুলের কথা হাদীসে আছে। (মুসলিম শরীফ, নাসাঈ শরীফ)

Scanned by CamScanner

তাহলে মদ পানকারীর চতুর্থবারের তাওবা কেন কবুল হবে না? মদ পানের শাস্তি সহীহ হাদীসের আলোকে জানতে চাই। (হাওয়ালাসহ)

উত্তর : উক্ত হাদীসটি সঠিক। যেহেতু প্রত্যেক ঈমানদার জান্নাতে যাবে, তাই মদ পানকারী তাওবা ব্যতীত যদি ঈমান নিয়ে মারা যায় তাহলে গোনাহের সাজা ভোগ করার পর অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

মদপানকারীর চতুর্থবারের তাওবা কবুল হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীসে কিছু উল্লেখ নেই। বরং চতুর্থবার মদ পান করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তিমূলক কিয়ামতের দিবসে জাহান্নামীদের পুঁজ পান করাবেন। তাই কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাওবা কবুল হওয়ার হাদীসের সাথে এ হাদীসের কোনো বিরোধ নেই। (৯/১৩৪/২৫০৭)

📖 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (مؤسسة الرسالة) ١٢ /١٨٠(٥٣٥٧) :عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر، فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة" قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: "عصارة أهل النار" .

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الله بن الديلمي وهو عبد الله بن فيروز الديلمي، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو شامي ثقة من كبار التابعين.

📖 سنن النسائى (مكتب المطبوعات الإسلامية)٨ /٣١٧ (٥٦٧٠) :عبد الله بن عمرو فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة أربعين صباحا، فإن تاب

Scanned by CamScanner

تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحا، فإن تاب
تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة
الخبال يوم القيامة» اللفظ لعمرو"-

মদ পান করার শাস্তি সম্পর্কীয় আরো হাদীস নিম্নে দেওয়া হলো :

📖 صحيح البخارى (دار الحديث القاهرة) ٤ /١٢ (٥٥٧٥) : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة»

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ /١٥ (٥٥٩٠) : أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة "-

দাজ্জাল সম্পর্কীয় হাদীসের অপব্যাখ্যা

প্রশ্ন : দাজ্জালের গতি হবে অতি দ্রুত, সে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো আকাশ দিয়ে উড়ে চলবে। (নাউওয়াস বিন সামআন (রা.) থেকে মুসলিম, তিরমিযী) দাজ্জালের গরু, মহিষ, বকরি, ভেড়া, মেষ ইত্যাদি বড় বড় আকারের হবে এবং সেগুলোর স্তনের বোঁটা বড় বড় হবে, যা থেকে প্রচুর পরিমাণে দুধ হবে। (নাউওয়াস বিন সামআন (রা.) থেকে মুসলিম, তিরমিযী)।

কিছু লোক দাবি করছে, ১ নং হাদীস দ্বারা বোঝায় বিমান। ২ নং হাদীস দ্বারা বোঝায় হাইব্রিড গরু, ছাগল ইত্যাদি। যেগুলো বর্তমান ইহুদী-খ্রিস্টান সভ্যতার আবিষ্কার। এ রকম আরো বিভিন্ন হাদীস দিয়ে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে বর্তমান ইহুদী-খ্রিস্টান ও বস্তুবাদী সভ্যতাই 'দাজ্জাল'। যেমনটি দাবি করা হয়েছে বায়েজীদ খান পন্নী

Scanned by CamScanner

রচিত "দাজ্জাল? ইহুদী খ্রিস্টান সভ্যতা" বইয়ে। প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের এই দাবি ঠিক কি না? উপযুক্ত দলিল-প্রমাণ সহকারে জানতে চাই।

উত্তর : বিশুদ্ধ হাদীসের ভাষ্য মতে, দাজ্জাল একজন বিশেষ ব্যক্তি, যার আবির্ভাব কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন, তার বিশেষ আকার-আকৃতির কথা ও হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। হযরত মাহদী (রা.)-এর খেলাফতকালে তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে এবং তাকে হত্যা করবেন হযরত ঈসা (আ.)। সুতরাং তার আবির্ভাবের আগে আধুনিক প্রযুক্তিকে দাজ্জাল বলা ভিত্তিহীন ও হাদীসের স্পষ্ট অপব্যাখ্যা। (১৯/৪৬৬/৮২৬৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٨/ ٥٢ (٢٩٣٦) : حدثني محمد بن رافع. قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسـول الله صـلى الله عليـه وسلم "ألا أخبركم عن الدجال حديثا مـا حدثـه نـبي قومـه؟ إنـه أعور. وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار. فالتي يقول إنها الجنـة، هي النار. وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه".

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٤/ ١٨٣٧ (٤٢٩٦) : عن عبد الله بن بسر ؓ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين، ويخرج المسيح الدجال في السابعة» -

📖 عون الترمذی (تھانوی لائبریری) ۲/ ۳۰۱ : دجال بد شکل بھی ہوگا وہ اولا نبوت کا ثانیا خدائی کا دعوی کرے گا اور اس کے ساتھ ایسے خارق عادت افعال بھی دکھلائے گا جو بظاہر اس کے دعوے کے مؤید نظر آئیں گے اور اس وجہ سے بہت سے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو جائیں گے اور حضرت عیسی علیہ السلام آسمان سے اتر کر اسے قتل کریں گے ہمارے زمانہ میں مادی ترقیات خواہ کتنی بھی ہو جائیں وہ سب مادی قوانین کے تحت ہیں، ان کو دجالی فتنہ سمجھنا بالکل بے محل بلکہ خلاف واقعہ ہے۔

Scanned by CamScanner

পাগড়ি সম্পর্কীয় হাদীসের হুকুম

প্রশ্ন : কতিপয় আলেম পাগড়ি সম্পর্কীয় সমস্ত হাদীসকে মওজূ বানোয়াট বলেন। তাঁদের এ দাবি সঠিক কি না?

উত্তর : একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে পাগড়ি পরিধান করা ও সাহাবায়ে কেরামকে পরিধান করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা প্রমাণিত। যারা বলে পাগড়ির সব হাদীস মওজূ তাদের এ দাবি মনগড়া ও ভিত্তিহীন। তবে পাগড়ি পরিধান করার নির্দিষ্ট ফজীলত সম্পর্কীয় হাদীসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের বিরূপ মতামত পাওয়া যায়। (১৮/১১৮/৭৪৯৫)

📖 صحيح مسلم(دار الغد الجديد) ٩ / ١١٦ (١٣٥٨) : عن جابر بن عبد الله الأنصاري، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة - وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة - وعليه عمامة سوداء بغير إحرام ".

📖 صحيح مسلم (دار الغ الجديد) ٩/ ١١٧ (١٣٥٩) : عن عمرو بن حريث، عن أبيه رض، قال: «كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه» .

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٤ / ١٧٤٨ (٤٠٧٨) : عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم " قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «فرق ما بيننا وبين المشركين، العمائم على القلانس».

📖 مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ٢ / ٤٧٧ (٢٥٢٤٧) : عن رجل من ولد الزبير، يقال له عباد بن حمزة: «أن الزبير بن العوام كانت عليه عمامة صفراء معتجرا بها، فنزلت الملائكة وعليهم عمائم صفر».

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹ / ۱۵۹ : سوال—صافہ باندھنا سنت ہے یا عادت نبوی؟

الجواب—عمامہ سنت ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷ / ۱۴۸ : جواب—پگڑی باندھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو برا سمجھنا بہت ہی غلط بات ہے، باندھے تو ثواب ہے نہ باندھے تو گناہ نہیں۔

হযরত আলী (রা.) ও পিপীলিকার ঘটনা

প্রশ্ন : লোক মুখে শোনা যায় যে হযরত আলী (রা.)-এর পায়ে লেগে একটি পিপীলিকা ব্যথা পেয়েছিল। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী (রা.)-কে বললেন, হে আলী! পিপীলিকা তোমার পায়ে লেগে ব্যথা পেয়েছে, সে কারণে আসমান-জমিন কাঁদছে। এ ঘটনার প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর : উক্ত ঘটনা কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে পাওয়া যায়নি। (১৮/১২১/৭৪৭৬)

'ان الجنة تشتاق الى خمسة نفر' হাদীসটির সূত্র

প্রশ্ন : ان الجنة تشتاق الى خمسة نفر হাদীসটি বুখারীর কত স্থানে আছে এবং পূর্ণ হাদীসটি কী?

উত্তর : হাদীসটি বুখারী শরীফে পাওয়া যায়নি। এ ধরনের হাদীস তিরমিযীসহ অন্যান্য কিতাবে রয়েছে, তবে তাতে ثلاثة ও أربعة শব্দ রয়েছে, خمسة শব্দ নেই। (১৮/১৫৩/৭৪৬৫)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٥/ ٤٨٥ (٣٧٩٧) : عن أنس بن مالك رضـ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي، وعمار، وسلمان.

Scanned by CamScanner

📖 المعجم الكبير(مكتبة ابن تيمية) ٦/ ٢١٥ (٦٠٤٥) : عن أنس بن مالك، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الجنة تشتاق إلى أربعة: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وسلمان الفارسي، والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم".

শবে বরাত সম্পর্কিত একটি হাদীসের তাহকীক

প্রশ্ন : মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠায় শবে বরাত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস :

عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت، فإذا هو بالبقيع، فقال: «أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله» ، قلت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: «إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب».

হাদীসটি সহীহ নাকি যঈফ? যঈফ হলে শাদীদ না ইয়াসীর?

উত্তর : মেশকাত শরীফ ১/১১৪ পৃষ্ঠায় শবে বরাতের ফজীলত সম্পর্কীয় হাদীসটি সহীহ নয়, তবে যঈফে ইয়াসীর বিধায় তা আমলযোগ্য। এ বিষয়ে আরো বহু হাদীস বিদ্যমান থাকায় শবে বরাত যে প্রমাণিত তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ইমাম তিরমিযী (রহ.) উক্ত হাদীসকে যঈফ বলেছেন। তবে ইয়াসীর না শাদীদ-এ ব্যাপারে মন্তব্য না করলেও নিম্নে প্রদত্ত আইম্মায়ে জরাহ্ ওয়া তা'দীলের পরিভাষা থেকে প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসটি যঈফে ইয়াসীর হওয়াই বোঝা যায়। (১২/৪৮৩/৩৯৭২)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣ / ٧٣ : «حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج»، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث، وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير"-

📖 الرفع والتكميل (مكتب المطبوعات الإسلامية) صـ ١٥٤ :المرتبة الخامسة: فلان فيه مقال فلان ضعيف، او فيه ضعف او في حديثه ضعف، وفلان يعرف وينكر، وليس بذاك، او بذاك القوي، وليس بالمتين، وليس بالقوي، وليس بحجة، وليس

Scanned by CamScanner

بعمدة، وليس بالمرضي، وفلان للضعف ما هو، وفيه خلف، وطعنوا فيه، ومطعون، وسيء الحفظ، ولين، او لين الحديث، او فيه لين، وتكلموا فيه، وكل من ذكر من بعدقولي لا يساوي شيئا فإنه يخرج حديثه للاعتبار-

📖 قواعد فى علوم الحديث صـ ٢٥١ — ٢٥٣

'كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة' এর অনুবাদ

প্রশ্ন : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الفكرة রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা মোরাকাবায় থাকতেন। এই অনুবাদ সহীহ কি না?

উত্তর : উক্ত হাদীসের অর্থ হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলির ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। কেউ যদি এই অর্থ করে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা মোরাকাবায় থাকতেন, তাও সহীহ হবে। (১৮/১৯০/৭৪৭৫)

📖 شمائل الترمذى مع سننه (مكتبة الاتحاد) صـ ١٤ : عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال:«سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت ... الحديث.

📖 اقرب الوسائل الى شرح الشمائل (المكتبة الاشرفية) ٢ /٣٢٨ : (دائم الفكرة) ولا شك أن تواصل أحزانه إنما كان لمزيد تفكره، واستغراقه في شهود جلال الله تعالى، وكبريائه، وعظمته، وذلك يستدعي دوام الصمت -

📖 شرح الشفاللقاري (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٢٤ : (كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان) أي متتابعها لعلمه

Scanned by CamScanner

بشدائد الأحوال وموارد الأهوال حالا ومآلا ولكونه في سجنه سبحانه المقتضي أحزانه.

"আল্লাহর নূরে রাসূল পয়দা রাসূলের নূরে তামাম পয়দা" এটি ভিত্তিহীন উক্তি

প্রশ্ন : "আল্লাহর নূরে রাসূল পয়দা রাসূলের নূরে তামাম পয়দা" এটি কোনো হাদীসে আছে কি না? এই নূর কী এবং কত প্রকার?

উত্তর : "আল্লাহর নূরে রাসূল পয়দা, রাসূলের নূরে তামাম পয়দা" একটি ভিত্তিহীন উক্তি। তথাকথিত একটি হাদীসের সূত্রে এমনটি বলা হয়ে থাকে, যার কোনো ভিত্তি নেই। (১১/৬৯৩/৩৬৩৬)

📖 الموضوعات الكبرى(مؤسسة الرسالة)صـ ١١٩ : حديث أنا من الله والمؤمنون مني.

قال العسقلاني: إنه كذب مختلق، وقال الزركشي لا يعرف وقال ابن تيمية موضوع.

📖 تذكرة الموضوعات (ادارة الطباعة المنيرية) صـ ٧٦ : وفي الذيل «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وكنت نبيا ولا آدم ولا ماء ولا طين» قال ابن تيمية موضوع وهو كما قال، وكذا حديث «أنا من نور الله والمؤمنون مني الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة» قال ابن حجر لا أعرفه".

Scanned by CamScanner

দু'আয়ে কুনুত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

প্রশ্ন : প্রসিদ্ধ দু'আয়ে কুনুত সম্পর্কে জনৈক আলেম বলেন যে এই দু'আটির রাবী কে? তার কোনো প্রমাণ নেই। হাজার বছর যাবৎ এই দু'আটি আল্লাহর নবী হতে বর্ণিত হওয়া বিগতদের কেউ প্রমাণ করতে পারেননি। প্রশ্ন হলো, উক্ত আলেমের কথা সঠিক কি না? যদি সঠিক হয় তাহলে আমরা কোন ভিত্তিতে তা পাঠ করে থাকি?

উত্তর : বিতির নামাযের তৃতীয় রাক'আতে ফাতেহার সঙ্গে সূরা মেলানোর পর তাকবীর বলে দু'আ পাঠ করা ওয়াজিব। আর এতে কোনো সুনির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করা শর্ত নয়। তবে উল্লিখিত প্রসিদ্ধ দু'আটি পড়া সুন্নাত, ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে এ কথা বলা যে "এ দু'আটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়" ভুল কথা। বরং হাদীস শরীফের দোহাই দিয়ে হাদীস শরীফ থেকে উম্মতকে বিমুখ করার ষড়যন্ত্র বলে মনে হয়। কেননা নির্ভরযোগ্য বহু হাদীস গ্রন্থে শব্দের সামান্য পার্থক্যসহ দু'আটি পাওয়া যায়। যেমন : মারাসীলে আবী দাউদ, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, আস্‌সুনানুল কুবরা (বায়হাক্বী)সহ অসংখ্য হাদীস গ্রন্থে রয়েছে। (১৬/৭০৭/৬৭৫৭)

📖 مصنف ابن ابی شیبة (ادارة القرآن) ٤/ ٥١٨ (٦٩٦٥) : عن أبي عبد الرحمن، قال: علمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت: «اللّٰهُمَّ إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك ونثني عليك الخير، ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللّٰهُمَّ إياك نعبد، ولك نصلي، ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق» -

📖 السنن الكبرى للبيهقى (دار الحديث) ٢ / ٤٣٠ (٣١٤٢) : عن خالد بن أبي عمران قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر ... ... ثم علمه هذا القنوت: اللّٰهُمَّ إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللّٰهُمَّ إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ".

📖 المراسيل لابى داود (مؤسسة الرسالة) صـ ١١٨ (٨٩)

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক নবীগণের হজে গমনের দৃশ্যের বর্ণনা ও তার ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন যে আমরা একদিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এক স্থানে সফর করছিলাম। পথিমধ্যে একটি উপত্যকা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন উপত্যকা? উত্তরে আমরা বললাম, এটা 'আযরাক' উপত্যকা। শুনে তিনি বললেন, আমি যেন এখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দেখতে পাচ্ছি। এ কথা বলে তিনি তাঁর গায়ের রং ও মাথার চুলের বিবরণ দিয়ে বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি এখন দুই কানে দুই অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে আল্লাহর নামে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে এই উপত্যকা অতিক্রম করছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তারপর আমরা আরেকটু সামনে অগ্রসর হয়ে আরেকটি উপত্যকা দেখতে পেলাম। আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন উপত্যকা? বললাম, এটা হাবশা উপত্যকা। শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি যেন হযরত ইউনুস (আ.)-কে দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি একটি লাল উটের ওপর আরোহিত অবস্থায় তালবিয়া পড়তে পড়তে এই উপত্যকা অতিক্রম করছেন, তাঁর গায়ে পশমের জুব্বা, হাতে গাছের ছাল দ্বারা তৈরি উটের লাগাম। (মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত মূসা ও ইউনুস (আ.)-কে জাগ্রতাবস্থায় তালবিয়া পাঠ করতে দেখেছেন। এতে বোঝা যায়, আম্বিয়া (আ.)-এর বরযখী জীবন এতই পূর্ণাঙ্গ যে, দুনিয়াতে আগমন করে তাঁরা হজ পালন করতে পারেন এবং তাঁদের দেখা পাওয়া সম্ভব।

উপরোক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল (সা.) হযরত মূসা হযরত ইউনুস (আ.)-কে জাগ্রত অবস্থায় উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী উপত্যকা অতিক্রম করতে দেখেছিলেন। তাঁদের তালবিয়া পাঠ করার দৃশ্য ও শব্দ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)সহ উপস্থিত সাহাবারা দেখতে ও শুনতে পাননি। তাহলে এই দৃশ্য ও শব্দ আল্লাহ তা'আলা তখন বিশেষভাবে শুধু রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখানোর ও শোনানোর ব্যবস্থা করেছিলেন কি?

তা ছাড়া সে সময় কি হজের মৌসুম ছিল? এবং হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ইউনুস (আ.) স্বশরীরে তখন হজ করতে যাচ্ছিলেন নাকি অতীতকালে হযরত মূসা ও ইউনুস (আ.)-এর যুগে তাঁদের হজে গমনের সময় উল্লিখিত উপত্যকা দুটি অতিক্রমকালে তাঁদের তালবিয়া পাঠ করার দৃশ্য ও শব্দ আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে শুধু রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখিয়ে ছিলেন ও শুনিয়ে ছিলেন? ইত্যাদি বিষয়ে উপরোক্ত হাদীসটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

Scanned by CamScanner

উত্তর : হাদীস বিশারদগণ প্রশ্নে বর্ণিত হাদীস শরীফের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। অধিকাংশ হাদীস বিশারদদের মতে বর্ণনানুযায়ী হাদীসে বর্ণিত ঘটনা মিরাজের রাত্রিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখেছেন। যেহেতু নবী-রাসূলের বরযখী হায়াত শহীদগণের বরযখী হায়াত থেকে উচ্চ। তাই তাঁদের জন্য হজ ও তালবিয়া ইত্যাদির ন্যায় আমল করা আশ্চর্যের বিষয় নয়। অথবা উক্ত হাদীস হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ইউনূস (আ.)-এর যুগে তাঁদের হজে গমনের সময় উল্লিখিত উপত্যকা দুটি অতিক্রমকালে তাঁদের তালবিয়া পাঠ করার দৃশ্য ও শব্দ আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখিয়েছিলেন। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন ব্যাখ্যা মুহাদ্দীসগণ থেকে পাওয়া যায়। (১৫/২৫/৫৮৯৪)

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٢ / ١٩١ – ١٩٢ : فإن قيل كيف يحجون ويلبون وهم أموات وهم في الدار الآخرة وليست دار عمل فاعلم أن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة:

أحدها: أنهم كالشهداء بل هم أفضل منهم والشهداء أحياء عند ربهم فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما ورد في الحديث الآخر وأن يتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيتمدتها وتعقبتها الآخرة التي هي دار الجزاء انقطع العمل.

الوجه الثاني: أن عمل الآخرة ذكر ودعاء قال الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللَّهُمَّ وتحيتهم فيها سلام .

الوجه الثالث: أن تكون هذه رؤية منام في غير ليلة الإسراء أو في بعض ليلة الاسراء كما قال فى رواية بن عمر رضي الله عنهما بينا أنا نائم رأيتنى أطوف بالكعبة وذكر الحديث في قصة عيسى صلى الله عليه وسلم الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم أري أحوالهم التي كانت في حياتهم ومثلوا له في حال حياتهم كيف كانوا وكيف حجهم وتلبيتهم كما قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى موسى وكأني أنظر إلى عيسى وكأني أنظر إلى يونس عليهم

Scanned by CamScanner

السلام الوجه الخامس أن يكون أخبر عما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم وإن لم يرهم رؤية عين.

📖 فتح الملهم(مكتبةدارالعلوم كراتشى) ٢ / ٣٨٧ : قوله : ويلبي الخ :

فإن قيل: كيف يحجون ويلبون وهم أموات والدار الاخرة ليست بدار عمل ؟

قلنا : اجيب عن ذلك بوجه :

احدها: أن الانبياء افضل من الشهداء ، والشهداء احياء عند ربهم فكذلك الانبياء ، فلا يبعد ان يصلوا ويحجوا ويتقربوا الى الله بما استطاعوا مادامت الدنيا وهى دار تكليف باقية.

ثانيها: أن صلى الله عليه وسلم أرى حالتهم التى كانوا فى حياتهم عليها، فمثلوا له كيف كانوا، وكيف كان حجهم وتلبيتهم؟

ولهذا قال ايضا فى رواية ابى العالية عن ابن عباس رضـ عند مسلم (كأنى انظر الى موسى وكأنى انظر الى يونس).

ثالثها: ان يكون اخبر عما اوحى اليه صلى الله عليه وسلم من امرهم وماكان منهم، فلهذا ادخل حرف التشبيه فى الرواية وحيث اطلقها فى مجموعة على ذلك. والله اعلم

তালেবে ইলম হেঁটে গেলে কবরের আজাব মাফ হয়!

প্রশ্ন : একজন তালেবুল ইলম যদি কবরস্থানের পাশ দিয়ে হেঁটে যায় তাহলে উক্ত কবরস্থানের সকল কবরবাসীর ৪০ দিনের আজাব মাফ হয়ে যায়। এ কথাটি কি সঠিক?

উত্তর : হাদীস বিশারদগণের মতে এটি হাদীস নয়। (১৫/৭০/৫৯০৯)

📖 اللؤلؤ المرصوع (دار البشائر الإسلامية) صـ ٥٣ : حديث: إن العالم والمتعلم إذا مرا على قرية، فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوما. لا أصل له.

Scanned by CamScanner

লোকমুখে শ্রুত আলেম, দানশীল ও সীনা পাহাড় সম্পর্কীয় তিনটি হাদীসের মান নির্ণয়

প্রশ্ন : নিম্নে বর্ণিত হাদীসগুলোর মান কী? বা হাদীসগুলো বাস্তবে হাদীস কি না?

- من وقر عالما فكانما وقر سبعين نبيا ومن وقر طالب العلم فكانما وقر سبعين شهيدا
- السخي حبيب الله ولوكان فاسقا
- سافر النبي صلى الله عليه وسلم مع العشرة المبشرة من اصحابه الى طورسينا.

উত্তর : হাদীস বিশারদগণের মতে, প্রথম দুটি ভিত্তিহীন ও জাল, আর তৃতীয়টিও কোনো কিতাবে পাওয়া যায়নি। (১৫/৭০/৫৯০৯)

📖 تنزيه الشريعة المرفوعة (المكتبة التوفيقية) ١ / ٢٦٨ : " من أكرم عالما فقد أكرم سبعين نبيا، ومن أكرم متعلما فقد أكرم سبعين شهيدا، ومن أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته ... ... (قلت) : قال الذهبي في تلخيص الواهيات هذا من وضع عبد الرحمن بن محمد البلخي شيخ لابن رزقويه والله أعلم.

📖 الموضوعات الكبرى (مؤسسة الرسالة) ص٢٦٦ : الكريم حبيب الله ولو كان فاسقا والبخيل عدو الله ولو كان راهبا،

لا أصل له بل الفقرة الأولى موضوعة لمعارضتها لنص قوله تعالى {إن الله يحب التوابين} {والله لا يحب الظالمين} والفاسق إما من الظالمين أو الكافرين -

📖 اللؤلؤ المرصوع (دار البشائر) ص ١٣٩ : حديث: الكريم حبيب الله ولو كان فاسقا، والبخيل عدو الله ولو كان راهبا. لا أصل له.

Scanned by CamScanner

মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত নামায

প্রশ্ন : নিম্নোক্ত মাসআলাটির সঠিক সিদ্ধান্ত জানানোর অনুরোধ রইল।
মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত সালাত :

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا يفوته صلاة، كتب الله له براءة من النار، ونجاة من العذاب».

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত সালাত এমনভাবে আদায় করে যে, এক ওয়াক্ত সালাতও ছুটবে না তার জন্য তিনটি পুরস্কার লেখা হবে। ১. জাহান্নাম থেকে মুক্তি ২. আজাব থেকে নাজাত।

অত্র হাদীসের বিশুদ্ধতা নিয়ে হাদীস বিশারদগণ দুই ভাবে বিভক্ত। আল্লামা হাইসামী (রহ.) বলেন, অত্র হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। নাসিরউদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেন, হাদীসটি মুনকার। হাদীস বিশারদদের নিকট মুনকার হাদীস খুবই দুর্বল হিসেবে গণ্য। এর দ্বারা কোনো বিষয়ে দলিল দেওয়া যায় না।

হাজী সাহেবগণ হজের সফরে মদীনা যাওয়ার সময় মুয়াল্লিম বা ট্রাভেলস এজেন্সির সাথে আগেই চুক্তি করে নেয় যে, মদীনায় চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত পড়াতে হবে। এজেন্সির লোকেরাও হিসাব করে আট দিনের জন্য মদীনার বাড়ি ভাড়া করেন। আল্লামা নাসিরউদ্দীন আলবানী (রহ.) সে হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। ফলে সৌদি আরবের কোথাও এ হাদীস কার্যকর থাকে না। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ৪০ ওয়াক্ত সালাতের হাদীসকে আলবানী খুবই দুর্বল আখ্যায়িত করার পরও এ হাদীসটিকে কতিপয় সৌদি মুয়াল্লিম লুফে নিয়েছেন। অত্র হাদীসের দুর্বলতার স্বীকৃতি তখন অকপটে স্বীকার করে নেয়, যখন কারো সালাতের ওয়াক্ত কম হয় এবং এ নিয়ে ভয়াবহ ঝগড়াঝাটি হয়। অনেক হাজী ৪০-এর দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ মুয়াল্লিমকে মারতে পর্যন্ত উদ্যত হয়। সব মিলিয়ে এ যেন এক অঘোষিত আইনে পরিণত হয়েছে। অনেকে চল্লিশ পূর্ণ হয়ে গেলে মসজিদে নববীতে জামা'আতের সাথে নামায পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আমি হজের সফরে মসজিদে নববীর পাশে একটি বাসে কতিপয় হাজীকে অপেক্ষমাণ দেখে বড়ই আশ্চর্যান্বিত হলাম। বাসের ড্রাইভার ও কিছু যাত্রী মসজিদে নববীতে জামা'আতে শরীক হতে গিয়েছেন আর কিছু হাজী বসে অপেক্ষা করছেন। বাসে অপেক্ষমাণ হাজী সাহেবদেরকে সালাতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরা বললেন, আমাদের চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা হয়েছে। তাঁদের ধারণা মতে, চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে নববীতে আদায় করার পর ওই মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন নেই!

Scanned by CamScanner

মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত নির্দিষ্ট করা মাকরূহে তাহরিমী :

জগতের সকল উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে কোনো মোস্তাহাব কাজকে যদি ফরয বা ওয়াজিব গণ্য করা হয়, তা আদায়ে শর্তারোপ করা হয়, বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেওয়া হয়, তখন ওই মোস্তাহাব কাজটি মাকরূহে তাহরিমীতে রূপান্তরিত হয়। হাইসামী (রহ.)-এর মত অনুযায়ী চল্লিশের হাদীসটি সহীহ হলেও এর দ্বারা আমলটি মোস্তাহাবের মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু বর্তমানে চল্লিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতেই হবে এরূপ শর্তারোপ করা হচ্ছে, এর বেশি পড়তে দেওয়া হবে না শর্তারোপ করা হচ্ছে। এটাকে অঘোষিত আইনে পরিণত করা হয়েছে, এ নিয়ে ঝগড়াঝাটি হচ্ছে। অনেকে একে ফরযের মতোই গুরুত্ব দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত সালাতকে নির্দিষ্ট করা মাকরূহে তাহরিমী হিসেবে গণ্য হবে।

আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী (রহ.) বলেন,

فكم من مباح يصير مكروها بالالتزام من غير لزوم والتخصيص من غير مخصص مكروها كما صرح به على القارى فى شرح المشكاة والحصكفى فى الدر المختار وغيرهما -

অনেক মোস্তাহাব (বৈধ) কাজ অত্যাবশ্যক করার দলিল না থাকা সত্ত্বেও অত্যাবশ্যক করার দ্বারা, নির্দিষ্ট করার প্রমাণ ছাড়াই নির্দিষ্ট করার দ্বারা মাকরূহে পরিণত হয়। যেমনটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মিশকাতের ব্যাখ্যাকার মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) ও আল্লামা ইমাম হাসকাফী আদ্‌দুররুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাবে। সুতরাং মসজিদে নববীতে সালাতের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে যত বেশি পারা যায় মদীনায় থেকে জামা'আতে সালাত আদায় করবে, দরূদ পাঠ করবে, রওজা পাকে সালাম দেবে, মুহাজির-আনসারদের ত্যাগ ও কুরবানীর কথা স্মরণ করবে, তাদের জন্য দু'আ করবে। মসজিদে নববী ও রওজায়ে আতহারের মুহাব্বতকে চল্লিশে বন্দি করবে না। মনে রাখবে, মদীনায় অস্থিরতা প্রকাশ করা মুনাফিকের লক্ষণ। মদীনার পবিত্র মাটিতে শায়িত আছেন বিশ্বনবী সাইয়িদুল মুরসালীন শফিউল মুযনিবীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

উত্তর : মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পড়ার ফজীলত সম্পর্কীয় প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসটিকে কোনো কোনো মুহাদ্দিসগণ সহীহ বলেছেন, কেউ যঈফও বলেছেন। যঈফ হলেও ফাজায়েলের ক্ষেত্রে এ ধরনের হাদীসের ওপর আমল করা যায়। কিন্তু মুস্তাহাব কাজকে ফরযের পর্যায়ভুক্ত মনে করা বা এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা এবং চল্লিশ ওয়াক্তের বেশি না পড়া একেবারেই উচিত নয়।

Scanned by CamScanner

সারকথা : বিষয়টি উলামাদের নিকট সুস্পষ্ট হলেও জনসাধারণকে এ ব্যাপারে অবগত করার জন্য সম্মিলিত চেষ্টা চালানো জরুরি। এটাই আলেম সমাজের দায়িত্ব। (১৫/৫৪১/৬১২৯)

📖 فتح البارى(دار الريان) ٢ / ٣٩٤ : قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها لأن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته والله أعلم .

📖 تدريب الراوي(دار طيبة) ١/ ٣٥١ : وذكر شيخ الإسلام له ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائي الاتفاق عليه.

الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

وقال: هذان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد .

📖 فتاوی شیخ الاسلام صـ٦٢ : مدینہ منورہ میں کم از کم آٹھ دن ضرور قیام فرمائیں، بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے میری مسجد میں چالیس نمازیں اسطرح پڑھیں کہ کوئی نماز فوت نہ ہوئی ہو اس کے لئے نفاق اور نار سے براءت کی جاتی ہے، لہذا آٹھ دن اس التزام کے ساتھ قیام فرمائیں کہ مستقل طریقہ پر چالیس نمازیں باجماعت تکبیر اولی کے ساتھ مسجد نبوی میں ادا ہو جائیں اور حتی الوسع کوشش کیجئے کہ اس حصہ میں یہ فرائض ادا ہوں جو کہ زمانہ نبوت میں مسجد تھا اس کی علامت ستون پر بنی ہوئی ہے.

Scanned by CamScanner

রওজা মুবারক যিয়ারতের ফজীলতসংক্রান্ত হাদীসের হুকুম

প্রশ্ন : "من زار قبری وجبت له شفاعتی أو كما قال عليه السلام" উক্ত হাদীসের সনদ সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : কিছু মুহাদ্দীস উক্ত হাদীসকে যঈফ বললেও অনেকেই হাসান বলেছেন। এমনকি কেউ কেউ সহীহও বলেছেন। কেননা এর সনদগুলো যঈফ হলেও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় সব মিলিয়ে দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে গেছে। (১/৪১/৩১)

📖 وفاء الوفاء (دار الكتب العلمية) ٤ / ١٦٨ : وأقل درجات هذا الحديث الحسن إن نوزع في صحته لما سيأتي من شواهده، وتضافر الأحاديث يزيدها قوة، حتى إن الحسن قد يترق بذلك إلى درجة الصحيح.

وقال الذهبي: طرق هذا الحديث كلها لينة يقوى بعضها بعضا؛ لأنه ما في رواتها متهم بالكذب.

📖 شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (دار المعرفة) ٨/ ٢٩٨ : وروى الدارقطني من حديث ابن عمر -رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: "من زار قبري وجبت له شفاعتي"، ورواه عبد الحق في أحكامه الوسطى، وفي الصغرى، وسكت عنه، وسكوته عن الحديث فيهما دليل على صحته. وفي المعجم الكبير للطبراني: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من جاءني زائرًا لا تعمله حاجة إلا زيارتي، كان حقًا علي أن أكون شفيعًا له يوم القيامة". وصحَّحه ابن السكن .

আসরের পর অধ্যয়ন করা

প্রশ্ন : আসর নামাযের পর থেকে মাগরিব নামায পর্যন্ত পড়াশোনা সম্পর্কে হাদীসে নিষেধ বা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আসর নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত পড়াশোনা সম্পর্কে শরয়ী নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম দৃষ্টিশক্তির ক্ষতির আশংকায় এ সময়ে কিতাবপত্র না দেখার পরামর্শ দিতেন বলে কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। (৬/২৩৩/১১৬৬)

📖 المقاصد الحسنة (دار الكتاب العربي) ص ٦٢٦ : حديث: من أكرم حبيبتيه فلا يكتب بعد العصر، ليس في المرفوع، ولكن قد أوصى الإمام أحمد بعض أصحابه أن لا ينظر بعد العصر في كتاب، أخرجه الخطيب أو غيره، وقال الشافعي فيما رواه حرملة بن يحيي كما أخرجه البيهقي في مناقبه: الوراق إنما يأكل دية عينيه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١/ ٧٥ : سوال - کیا کوئی ایسی حدیث جس میں عصر کے بعد مطالعہ کی ممانعت کی گئی ہو موجود ہے؟

الجواب: من أكرم حبيبتيه فلا يكتب بعد العصر، ليس في المرفوع، ولكن قد أوصى الإمام أحمد بعض أصحابه أن لا ينظر بعد العصر في كتاب، أخرجه الخطيب وغيره-

ফাজায়েলে আমালের তিনটি হাদীসের তাখরীজ

প্রশ্ন : আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত তিনটি হাদীস হযরত মাও. জাকারিয়া (রহ.) ফাজায়েলে আমল নামক কিতাবে লিখেছেন। হাদীস তিনটি মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ এবং আবু দাউদ শরীফ গ্রন্থে উল্লেখ আছে বলে তিনি উদ্ধৃত করেছেন। আরজ এই যে উল্লিখিত হাদীস তিনটি বর্ণিত হাদীসের গ্রন্থগুলোতে আছে কি? যদি থাকে তবে হাদীস তিনটি কোন গ্রন্থের কত নম্বর খণ্ডের কত পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, তা মেহেরবানি করে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। আর যদি হাদীস তিনটি উল্লিখিত হাদীস গ্রন্থ ছাড়াও সিহাহ সিত্তার অন্য কোনো গ্রন্থে উল্লেখ থাকে তবে তাও মেহেরবানি করে জানাবেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদীস তিনটি যথাক্রমে মুসনাদে আহমদ ইবনে মাজাহ এবং আবু দাউদ শরীফ গ্রন্থ বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে তার উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

প্রথম : হাদীসটি মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড ২, পৃ. ৩৩৩, হাদীস নং ৮৪২০)

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় : হাদীসটি ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে (ইবনে মাজাহ শরীফ, খণ্ড ৪, পৃ. ৩১৩, হাদীস নং-৩৯২৫)

তৃতীয় : হাদীসটি আবু দাউদ ও নাসাঈ শরীফে হযরত উবায়দুল্লাহ বিন খালেদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

(আবু দাউদ শরীফ, খণ্ড-৩, পৃ. ৩৫, হা. নং-২৫২৪)

(নাসাঈ শরীফ, খণ্ড-৪, পৃ. ৭৫, হা. নং-১৯৮৪)

বিস্তারিত বিবরণ

প্রথম হাদীস, যা মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে

📖 مسند احمد(مؤسسة الرسالة)١٤ / ١٢٦ (٨٣٩٩) : حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما، وأخر الآخر سنة، قال طلحة بن عبيد الله: فأريت الجنة، فرأيت المؤخر منهما، أدخل قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أليس قد صام بعده رمضان، وصلى ستة آلاف ركعة، أو كذا وكذا ركعة صلاة السنة؟» .

দ্বিতীয় হাদীস, যা ইবনে মাজাহ শরীফ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে

📖 سنن ابن ماجة(دار إحياء الكتب) ٢/ ١٢٩٣ (٣٩٢٥) : حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن طلحة بن عبيد الله، أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من

Scanned by CamScanner

الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة، ثم توفي، قال طلحة: فرأيت في المنام: بينا أنا عند باب الجنة، إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة، فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج، فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي، فقال: ارجع، فإنك لم يأن لك بعد، فأصبح طلحة يحدث به الناس، فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثوه الحديث، فقال: «من أي ذلك تعجبون؟» فقالوا: يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا، ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أليس قد مكث هذا بعده سنة؟» قالوا: بلى، قال: «وأدرك رمضان فصام، وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟» قالوا: بلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض».

তৃতীয় হাদীস, যা আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে

📖سنن ابى داود (دار الحديث) ٣ / ١٠٩٣ (٢٥٢٤) : حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن ربيعة، عن عبيد بن خالد السلمي قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين، فقتل أحدهما، ومات الآخر بعده بجمعة، أو نحوها، فصلينا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما قلتم؟» فقلنا: دعونا له، وقلنا: اللَّهُمَّ اغفر له وألحقه بصاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأين صلاته بعد صلاته، وصومه بعد صومه؟ - شك شعبة - في صومه، وعمله بعد عمله، إن بينهما كما بين السماء والأرض».

এ ছাড়া অন্য এক হাদীসে হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত রয়েছে যে, দুই ভাই ৪০ দিনের ব্যবধানে ইন্তেকাল করেন...। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীসগুলো বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হলেও মূলত হাদীস একটিই, যা একই অর্থবোধক, ভাষ্য বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। (১৫/৬৪৩/৬১৯২)

Scanned by CamScanner

📖مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٣ / ١١٥ (١٥٣٤) : عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعت سعدا، وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة، ثم توفي، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر، فقال: " ألم يكن يصلي؟ " فقالوا: بلى يا رسول الله فكان لا بأس به. فقال: " ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته؟ " ثم قال عند ذلك: " إنما مثل الصلاة كمثل نهر جار بباب رجل، غمر عذب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فماذا ترون يبقي ذلك من درنه؟ "

পায়ে হেঁটে মসজিদে গমনের ফজীলত

প্রশ্ন : হযরত উকবা বিন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি নিজ গৃহ থেকে মসজিদের উদ্দেশে বের হয়, তখন আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ তার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে দশ-দশটি সাওয়াব লিখে থাকেন। (মুনতাখাবুল কান্‌য) প্রশ্ন হচ্ছে, মসজিদে যাওয়ার সময় পায়ে হেঁটে না গিয়ে কোনো কিছুতে আরোহণ করে (যেমন–রিকশা, গাড়ি ইত্যাদি) গেলে উক্ত সাওয়াব পাওয়া যাবে কি?

উত্তর : বর্ণিত হাদীসের শব্দ ও হাদীস বিশারদগণের ব্যাখ্যা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত পরিমাণ সাওয়াব পায়ে হেঁটে গেলেই পাওয়া যাবে। ফেরার সময়ও ওই রূপ সাওয়াব হবে। বিনা ওজরে যানবাহনে আরোহণ করে গেলে উল্লিখিত সাওয়াব পাওয়া যাবে না। (৮/১৬৬/২০৩৬)

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢ /١٤٦ (٦٦٣) عن أبي بن كعب ، قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، قال: فقيل له: أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء، وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب

Scanned by CamScanner

المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد جمع الله لك ذلك كله» -

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ١٤٦: قوله إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله فيه إثبات الثواب في الخطا في الرجوع من الصلاة كما يثبت في الذهاب قوله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم أي ما أحب أنه مشدود بالأطناب وهي الحبال إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكثير ثوابي وخطاي إليه قوله مطنب بفتح النون قوله فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم هو بكسر الحاء قال القاضي معناه أنه عظم علي وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهمني ذلك وليس المراد به الحمل على الظهر قوله يرجو في أثره الأجر أي في ممشاه -

আজাবের ফেরেস্তার সংখ্যা ও বিসমিল্লাহর ফজীলত

প্রশ্ন : ওয়াজে বেনজীরে (বঙ্গানুবাদ-১০ পৃ.) উল্লেখ রয়েছে, হাদীস শরীফে আছে, বিসমিল্লাহতে ১৯ হরফ আর দোযখে আযাব প্রদানকারী ফেরেস্তাও ১৯ জন। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফজর এবং মাগরিবের নামাযের পর ১৯ বার করে বিসমিল্লাহ শরীফ পাঠ করবে, সে ওই ১৯ জন ফেরেস্তার আজাব হতে মুক্তি পাবে। হাদীসটি কতটুকু সহীহ?

উত্তর : বিসমিল্লাহ শরীফ পড়া সম্পর্কে অনেক ফজীলতের কথা হাদীসে আছে, প্রশ্নোক্ত ফজীলত হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারা প্রমাণিত নয়, এটি কোনো সাহাবী বা বুজুর্গের উক্তি হবে। (৬/৮৭২/১৪৭২)

Scanned by CamScanner

📖 التفسير الكبير(إحياء التراث) ١ / ١٥٦ : قيل «بسم الله الرحمن الرحيم» تسعة عشر حرفا، وفيه فائدتان: إحداهما: أن الزبانية تسعة عشر، فالله تعالى يدفع بأسهم بهذه الحروف التسعة عشر.

📖 مظاہر حق ٢/ ٤٣٠ : حضرت عبداللہ بن مسعود نے (بقول ابو وائل) فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دوزخ کے انیس فرشتوں سے اللہ تعالی نے اس کو بچالے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے انیس حروف ہیں۔ اللہ تعالی نے ہر حرف کو عذاب کے فرشتے سے بچنے کیلئے سپر ابنادے گا۔

মৃত ব্যক্তির চোখ-মুখ বন্ধ করার সময় পঠিত দু'আর প্রমাণ

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় ও মুখ খোলা থাকলে বন্ধ করে দেবে এবং প্রয়োজনে মাথার ওপর ও থুতনির নিচ দিয়ে কাপড় বেঁধে দেবে, বাঁধার সময় এই দু'আ পড়বে :

بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه امره وسهل عليه ما بعده واسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه .

উপরোক্ত আমল ও দু'আটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির সাথে প্রশ্নে উল্লিখিত কাজগুলো অর্থাৎ চোখ-মুখ খোলা থাকলে বন্ধ করে দেওয়া এবং কাপড় বেঁধে দেওয়া ও দু'আ পড়ার কথা হাদীস এবং ফেকাহগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। (৬/৮৮৯/১৪৯৪)

📖 المعجم الأوسط(دار الحرمين) ٨/ ٢٠٥ (٨٤١١) : عن أبي بكرة قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وهو بالموت، فلما شق بصره أهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمضه، وصوت أهله فسكنهم، ثم قال: «إن النفس إذا خرجت اتبعها البصر، وإن الملائكة تحضر الميت يؤمنون على ما يقول أهل الميت» ، ثم قال: «اللَّهُمَّ ارفع درجة أبي سلمة في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله رب العالمين» -

Scanned by CamScanner

📖 السنن الكبرى (دار الكتب العلمية) ٣/ ٥٤٠ (٦٦٠٩) : عن بكر بن عبد الله قال: " إذا غمضت الميت فقل: بسم الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حملته فقل: بسم الله، ثم سبح ما دمت تحمله "-

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٩٩ : وإذا قضى نحبه تغمض عيناه، ويشد لحياه؛ لأنه لو ترك كذلك لصار كريه المنظر في نظر الناس كالمثلة، وقد روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «أنه دخل على أبي سلمة، وقد شق بصره فغمضه»-

📖 البناية (دار الفكر) ٣/ ١٧٨ : «ويقول مغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله، وروي وعلى وفاة رسول الله، اللَّهُمَّ يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه».

বিশ লাখ নেকিবিশিষ্ট একটি দু'আ!

প্রশ্ন: নিম্নেলিখিত দু'আটি পড়লে ২০ লক্ষ নেকি পাওয়া যাবে দু'আটি হচ্ছে,

له الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

উক্ত দু'আটি কতটুকু সহীহ? হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত নির্দিষ্ট এ শব্দের দু'আটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (৬/৮৮৯/১৪৯৪)

📖 مجمع الزوائد(مكتبة القدسي) ١٠/ ٨٥ (١٦٨٢٧) : عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " «من قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، كتب الله له ألفي ألف حسنة» ".

رواه الطبراني، وفيه فائد أبو الورقاء، وهو متروك.

Scanned by CamScanner

দু'আয়ে আবিদ্দারদা

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি ফজরের সময় নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওপর কোনো বালা-মুসিবত নাজিল হবে না। দু'আটি হচ্ছে–

اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت و انت رب العرش الكريم ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم اعلم أن الله على كل شئ قدير وان الله قداحاط بكل شئ علما اللهم انى اعوذبك من شر نفسى و من شر كل دابة انت آخذ بنا صيتها ان ربي على صراط مستقيم .

উক্ত দু'আটি ফজীলতসহ কতটুকু সহীহ? জানতে চাই।

উত্তর : এ দু'আটি দু'আয়ে আবিদ্দারদা নামে খ্যাত। হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে এর উল্লেখ রয়েছে। এ দু'আটি দিন ও রাতের শুরুতে পড়লে পরবর্তী সময়ে বিপদ, মুসিবত থেকে রক্ষা পাবে বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। (৬/৮৮৯/১৪৯৪)

📖 عمل اليوم والليلة لابن السنى(دار القبلة) ١ /٤٥ (٥٧) :عن طلق بن حبيب، قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. قال: ما احترق، الله عز وجل لم يكن ليفعل ذلك؛ لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالهن أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح «اللَّهُمَّ أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم» -

Scanned by CamScanner

ইমামের শুধুমাত্র নিজের জন্য দু'আ করা

প্রশ্ন : ১. لا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইমাম সাহেব শুধু নিজের জন্য দু'আ করতে পারবেন না, বরং মুসল্লিদেরকে দু'আয় শামিল করবেন। কিন্তু নামাযের শেষ বৈঠকে পঠিত اللهم إني ظلمت الخ দু'আয় ظلمت، واحد متكلم এর صيغه , সুতরাং নিজের জন্যই দু'আ করা হলো? এর সমাধান জানতে চাই।

২. যে সমস্ত দু'আয় واحد متكلم এর صيغه ব্যবহার করা হয়েছে ওই সমস্ত দু'আ ইজতেমায়ী দু'আর মজলিসে শুধু ইমাম পড়তে পারবেন কিনা? যদি পারেন তাহলে দু'আ কার জন্য করা হবে?

৩. ইমাম সাহেব নামাযের পরে رب ارحمهما كما الخ দু'আটি মুসল্লিদের নিয়ে পড়তে পারবেন কি না? যেহেতু এখানে শুধু ইমামের মা-বাবার জন্যই দু'আ করা হয়।

উত্তর : ১. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) বলেন যে, নামাযের ভেতর কোনো স্থানে ইমাম একা দু'আয় ব্যস্ত হবে না। শেষ বৈঠকের দু'আ যেহেতু মুক্তাদীগণও করেন। তাই এ অবস্থায় যেকোনো صيغه দ্বারা দু'আ করা যায়, এর সাথে নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক নেই।

কোনো কোনো মুহাদ্দিস উক্ত হাদীসের মর্মার্থে বলেন যে, ইমাম এভাবে দু'আ করবেন না যে, হে আল্লাহ শুধু আমাকে দান করো, অন্যদের নয়। দু'আয়ে মা'সূরাতে যেহেতু অন্যদের না দেওয়ার কথা নেই। তাই হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

২, ৩. এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতামত এই যে, ইমাম দু'আ করার সময় মুক্তাদীরা আমীন বলার মাধ্যমে ইমামের সাথে শরীক হয়ে থাকেন বিধায় ইমাম সাহেব সকল দু'আই পড়তে পারবেন। (৫/১৯/৮১২)

📖 مجموع فتاوى ابن تيمية (عالم الكتب) ٢٣/ ١١٩ : ثم لفظه {فيخص نفسه بدعوة دونهم} يراد بمثل هذا إذا لم يحصل لهم دعاء وهذا لا يكون مع تأمينهم. وأما مع كونهم مؤمنين على الدعاء كلما دعا فيحصل لهم كما حصل له بفعلهم ولهذا جاء دعاء القنوت بصيغة

Scanned by CamScanner

الجمع: {اللّٰهُمَّ إنا نستعينك ونستهديك} إلى آخره. ففي مثل هذا يأتي بصيغة الجمع ويتبع السنة على وجهها والله أعلم.

📖 الكوكب الدرى ١ /١٦٤ : والصحيح ان المراد بالتخصيص الحصر والقصر كما ورد فى حديث الاعرابى، اللهم ارحمنى محمدا ولا ترحم معنا احدا، ولا ما فهم من ظاهر العبارة ، اذ الوكيل والساعى عن قوم وان اسناد مسئلة الى نفسه فالمشاركة له فيه كل من خلفه -

📖 معارف السنن (ايچ ايم سعيد) ٣/ ٤٠٨ : وقد فتح الله على بالجواب، وهو أنه ليس المراد به صورة الصيغة بأن يأتى بصيغة المتكلم مع الغير لاالواحدالمتكلم، بل المرادبه أن ينتهز فرصة فى أثناء صلاته للدعاء بأى صيغةشاء، ولا ينتبهون له فيدعوا لأنفسهم وهذا إنما يكون فى غير المواضع التى شرع الدعاء فيها من الصلاة فالمراد بالتخصيص الاختصاص بوجود الدعاء منه ، ولا ينتبهون له كى يدعوا لأنفسهم أى الاختصاص بأصل وجوده منه، لامن حيث الصيغة.

৭০০ বছরের উমরী কাজা মাফ হওয়ার আমল! কতটুকু সঠিক

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বলেন, যদি কেউ এ আমল করে তাহলে তার ৭০০ বছরের উমরী কাজা মাফ হয়ে যাবে। আমলের নিয়্যাত : "নাওয়াইতুআন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তালা আরবাআ রাকাতাই ছালাতিন্নাফলি মা ফাতাত মিন্নী ফী জামীই উমরী মোতাওয়াজ্জিহান ইলাল ক্বিবলাতি আল্লাহু আকবার" এই নিয়্যাতে যেকোনো শুক্রবার জুমু'আর পর নিম্নের নিয়মে পড়বে, প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতেহার পর আয়াতুল কুরসী ৭ বার ও সূরায়ে কাওসার ১৫ বার পড়তে হবে। এ হাদীসটি 'যা-দুল আখেরাত' কিতাবে আছে । আমলটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বালেগ হওয়ার পর জীবনে যত নামায কাজা হয় তা আদায় করা জরুরি। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে নামায পড়লে ৭০০ বছরের উমরী কাজা মাফ হওয়ার কথাটি সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। (৫/৪১৬/১০১৪)

📖المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (مؤسسة الرسالة) ص ١٩١ : حديث من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة باطل قطعا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات ثم لا عبرة بنقل النهاية ولا شراح الهداية فإنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين -

📖الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (مكتبة الشرق) ص ٨٥ : حديث من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة من عمره إلى سبعين سنة قال علي القاري في موضوعاته الصغري والكبري باطل قطعيا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات ثم لا عبرة بنقل صاحب النهاية ولا بقية شراح الهداية لأنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلي أحد من المخرجين انتهى.
وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة بلفظ من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس صلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنة.وقال هذا موضوع بلا شك -

📖الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ١ /١٢١ :كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاؤها سواء ترك عمدا أو سهوا أو بسبب نوم وسواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة.

Scanned by CamScanner

ডিম খেলে কি সন্তান হয়

প্রশ্ন : বর্ণিত আছে, জনৈক সাহাবী (রা.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে সন্তান হওয়ার কথা আরজ করেন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ডিম খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তা কতটুকু সঠিক?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীসটি হাদীস বিশারদগণ বানোয়াট বলে মন্তব্য করেছেন। (৩/২২৫/৫৫৪)

📖تذكرة الحفاظ لابن القيسراني (دار الصميعي) ١/ ١٧٧ : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه قلة الولد، فأمره بأكل البيض والبصل...الحديث، لا شك أنه موضوع، لا يحل ذكر مثل هذا في الكتب.

📖اللؤلؤ المرصوع (دار البشائر) ص ٤٥ : والذي شكا إلى النبي قلة الولد فأمره بأكل البيض والبصل ... ... كلها موضوعة.

মুমিনের দাড়িতে ৭০ হাজার ফেরেশতা রয়েছেন

প্রশ্ন : মুমিনের দাড়িতে ৭০ হাজার ফেরেশতা রয়েছেন। তাঁরা দাড়িওয়ালার জন্য দু'আ করেন, 'আহলান সাহলান মারহাবান' বলেন, তা সঠিক কি না?

উত্তর : উল্লিখিত কথাটি বহু হাদীসগ্রন্থে তালাশ করেও পাওয়া যায়নি। (১/৬/৫)

মিশকাত ও সিহাহ সিত্তার হাদীসের মান নির্ণয়

প্রশ্ন : ১. মিশকাত শরীফের সব হাদীস সহীহ। অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য কি না? তালিকাসহ জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

২. সিহাহ সিত্তা ছাড়া আর কোন কোন হাদীস গ্রন্থের হাদীস সম্পূর্ণ সহীহ অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য করা যায় কিনা? অনুগ্রহপূর্বক সেই হাদীস গ্রন্থগুলোর সম্পূর্ণ তালিকা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

Scanned by CamScanner

উত্তর : আপনি একজন জেনারেল শিক্ষিত বিজ্ঞ প্রকৌশলী হয়ে ইসলামী উচ্চশিক্ষার সূক্ষ্ম প্রশ্ন করতে দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলাম। আমি মনে করি, একজন হাদীস বিশারদই এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন। কারণ একটি উপমা দিয়ে বলি, কোনো ব্যক্তি দালান বানাতে গিয়ে প্রকৌশলীর নিকট প্রশ্ন করে যে, দালান বানানোর সরঞ্জাম খাঁটি কি না কিভাবে জানা যাবে? এখন বলুনতো, তার এ প্রশ্নটি কি সঠিক বা তার উপযোগী প্রশ্ন হলো? হ্যাঁ, এ ধরনের প্রশ্ন অন্য এক প্রকৌশলীর জন্যই শ্রেয়। আর যে ব্যক্তি দালান বানাবে সে জিজ্ঞেস করতে পারে যে ভাই, আমি এই সরঞ্জাম দিয়ে দালান বানাতে পারব কি না? তখন প্রকৌশলী উত্তরে হ্যাঁ বা না বলবেন। তদ্রূপ একজন হাদীস বিশারদ বা হাদীস প্রকৌশলী আরেক হাদীস বিশারদকে প্রশ্ন করতে পারবেন যে ভাই, এ হাদীসটি সহীহ কি না? যিনি হাদীস বিশারদ বা প্রকৌশলী নন, তিনি জিজ্ঞাসা করবেন যে অমুক কিতাবের হাদীসসমূহের ওপর আমল করা যাবে কি না? তখন হাদীস বিশারদের উত্তরের অনুসরণ করে আমল করবেন। অতএব আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো, সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ থেকে সংকলিত মিশকাত শরীফের হাদীসগুলোর ওপর আমল বা ধর্মীয় ঘর বানাতে পারবেন। সাধারণত এসব বিষয় সম্পর্কে জানা হাদীস বিশারদদের প্রয়োজন হয়, সর্বসাধারণের নয়। (১৪/৮৩৮/৫৮৩৯)

সূরা ইখলাসের ফজীলত

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি ১০ বার قل هو الله সূরা পাঠ করে তাহলে তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। এই হাদীসের সত্যতা কতটুকু?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বহু হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তার মধ্যে মুসনাদে আহমাদ, সুনানে দারেমী, আল মু'জামুল কাবীর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং হাদীসটি আমলযোগ্য। নিম্নে হাদীসটির বিবরণ তুলে ধরা হলো। (১৪/৯৩০/৫৮৮২)

🕮 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٣ /٤٢٧ (١٥٦١٠) : عن معاذ بن أنس الجهني رضـ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قرأ: قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات، بنى الله له قصرا في الجنة " -

🕮 المعجم الكبيرللطبراني(مكتبة ابن تيمية) ٢ /١٨٣ (٣٩٧) : عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: " من قرأ: قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة "، فقال عمر بن الخطاب: إذا نستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الله أكثر وأطيب» -

📖 سنن الدارمي (دار المغني) ٤/ ٢١٥٦ (٣٤٧٢)

সালাম দিলে ৯০ আর উত্তরে ১০ নেকি

প্রশ্ন : সালাম দিলে ৯০ নেকি, উত্তর দিলে ১০ নেকি–এটা হাদীস নাকি কারো বাণী? প্রমাণসহ জানাবেন।

উত্তর : সালাম দিলে ৯০ নেকি আর উত্তর দিলে ১০ নেকি। এই কথাটির প্রমাণ কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে পাওয়া যায়নি। বরং হাদীস শরীফে এতটুকু পাওয়া যায় যে যদি কোনো ব্যক্তি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' এতটুকু পর্যন্ত বলে, তাহলে তার জন্য ১০ নেকি। আর যদি 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ' পর্যন্ত বলে, তাহলে তার জন্য ২০ নেকি। আর যদি 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' পর্যন্ত বলে তাহলে তার জন্য ৩০ নেকি। (১২/৩৮/৩৭৯৪)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٤٧٧ (٢٦٨٩) : عن عمران بن حصين رضـ، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عشرون» . ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثون» -

নামায ছাড়ার আজাব ৮০ হুকবা, কোনো হাদীসে আছে কি

প্রশ্ন : আমাদের মাঝে প্রচলিত একটি কথা আছে যে যদি কেউ এক ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে ৮০ হুকবা আজাব দেওয়া হয়, আর ১ ওয়াক্ত কাজা আদায় করলে ৭৯ হুকবা মাফ হয়। উল্লিখিত বর্ণনাটি সহীহ কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : উল্লিখিত বর্ণনাটি হাদীসের কোনো কিতাবে পাওয়া যায়নি। তবে তার একাংশের সমার্থবোধক একটি বর্ণনা শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) রচিত "ফাজায়েলে আমাল" গ্রন্থের ফাজায়েলে নামায অধ্যায়ে 'মাজালিসুল আবরার'-এর উদ্ধৃতিতে পাওয়া যায়। সেখানে কোনো কিতাব বা সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। হযরত যাকারিয়া (রহ.) বর্ণনাটি কোনো হাদীসের কিতাবে পাননি বলেও উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাটি হলো,

مجالس الابرار (مكتبه حقانيه) صـ ٣٠١ : روى انه عليه الصلاة والسلام قال من ترك الصلوة حتى مضى وقتها ثم قضى عذب فى النار حقبا والحقب ثمانون سنة والسنة ثلث مأة وستون يوما كل يوم كان مقداره الف سنة.

قال الشيخ زكريا رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث فى كتابه "فضائل الاعمال" : كذا فى مجالس الابرار، قلت: لم اجده فيما عندى من كتب الحديث إلا أن "مجالس الابرار" مدحه شيخ مشايخنا الشاه عبد العزيز الدهلوى".

এসব বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে প্রশ্নোল্লিখিত প্রচলিত কথাগুলোর সপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো ভিত্তি বা প্রমাণ নেই। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়। (১৫/৯৭১)

৮০ হুকবা শাস্তির কথা হাদীসে নেই

প্রশ্ন : সাধারণ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে এক ওয়াক্ত নামায কাজা করলে ৮০ হুকবা জাহান্নামে থাকতে হবে। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের কথার কোনো ভিত্তি বা দলিল শরীয়তে আছে কি না? থাকলে প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব। আর একদম আদায় না করলে তার পরিণাম কী হবে? তার কোনো দলিল শরীয়তে বর্ণনা করা হয়েছে কি না?

উত্তর : ইসলামে নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং পাঁচ স্তম্ভের একটি। আর নামাযের মধ্যে অলসতা করা মারাত্মক গোনাহ। যদি কেউ নামায ছেড়ে দেয় তাহলে তার কঠিন পরিণামের কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। যেমন–এক হাদীসে আছে, তার নাম জাহান্নামের দরজায় লেখা হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে, তার দিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক দৃষ্টিপাত করবেন না, আর তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। কিন্তু "এক ওয়াক্ত নামায কাজা করলে ৮০ হুকবা জাহান্নামে থাকবে"–এ ধরনের কথা কোনো কিতাবে পাওয়া যায়নি। তবে এক হুকবার কথা 'মাজালিসুল আবরার' নামক কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে 'ফাজায়েলে আমাল' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (১১/৯৫৬/৩৭৮৩)

Scanned by CamScanner

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤ / ٤٤٠ (٢٦٢١) : عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر-

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ١١ /١٤١ (٦٥٧٦) : عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: ذكر الصلاة يوما فقال: «من حافظ عليها؟ كانت له نورا، وبرهانا، ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور، ولا برهان، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأبي بن خلف» -

📖 المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ١/ ٤٠٩ (١٠٢٠) : عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر» -

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ١١/ ٢٩٤ (١١٧٨٢) : عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك صلاة لقي الله وهو عليه غضبان» -

📖 مجالس الابرار (مكتبه رحمانيه) ص ٣٠١ : روى انه ﷺ قال: من ترك الصلاة حتى مضى وقتها ثم قضى عذب فى النار حقبا والحقب ثمانون سنة والسنة ثلاث مأة وستون يوما كل يوم مقدارالف سنة -

মসজিদে কথা বললে ৪০ বছরের ইবাদত নষ্ট হয় কিনা

প্রশ্ন : "মসজিদে কথা বললে ৪০ বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে"–এ ব্যাপারে কোনো হাদীস বা ফতওয়া কিতাবে আছে কি?

উত্তর : "যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে, আল্লাহ তা'আলা তার ৪০ বছরের নেক আমল বরবাদ করে দেবেন"–এটি লোক মুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও হাদীস বিশারদগণ এটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। (১০/১৭৭/৩০৫৭)

Scanned by CamScanner

📖 الموضوعات الكبرى (مؤسسة الرسالة) ص ٣٣٨ : حديث من تكلم بكلام الدنيا في المسجد أحبط الله أعماله أربعين سنة - قال الصغاني: موضوع، وهو كذلك لأنه باطل مبنى ومعنى -

📖 اللؤلؤ المرصوع (دار البشائر) ص ١٨٧: من تكلم بكلام الدنيا في المسجد أحبط الله عمله أربعين سنة. موضوع -

মসজিদে দুনিয়াবী কথা পূণ্য নষ্ট করে দেয় কথাটি কি সঠিক

প্রশ্ন : মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তার কারণে অর্জিত পূণ্যসমূহ এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, যেমনিভাবে আগুন কাষ্ঠখড়িকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দেয়, আল-হাদীস। হাদীসটি কতটুকু সহীহ জানতে ইচ্ছুক। মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা ও খোশালাপ করা কেমন?

উত্তর : মসজিদে অতি প্রয়োজন ছাড়া দুনিয়াবী কথা বলা উচিত নয়। তবে হাদীস বিশারদগণ প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসটি ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেছেন। (৮/২৪২/২০৭৭)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ /٦٦٢: ويكره ... ... والكلام المباح؛ وقيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله لكن في النهر الإطلاق أوجه -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٦٢ : (قوله بأن يجلس لأجله) فإنه حينئذ لا يباح بالاتفاق لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا. وفي صلاة الجلابي: الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى، كذا في التمرتاشي هندية وقال البيري ما نصه: وفي المدارك - {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} المراد بالحديث الحديث المنكر كما جاء «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش» ، انتهى. فقد أفاد أن المنع خاص بالمنكر من القول، أما المباح فلا. قال في المصفى: الجلوس في المسجد للحديث مأذون شرعا لأن

Scanned by CamScanner

أهل الصفة كانوا يلازمون المسجد وكانوا ينامون، ويتحدثون، ولهذا لا يحل لأحد منعه، كذا في الجامع البرهاني.

أقول: يؤخذ من هذا أن الأمر الممنوع منه إذا وجد بعد الدخول بقصد العبادة لا يتناوله اهـ(قوله الإطلاق أوجه) بحث مخالف للمنقول مع ما فيه من شدة الحرج ط

📖الموضوعات الكبرى (مؤسسة الرسالة) ص ١٨٦ : حديث: الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش، لم يوجد كذا في المختصر-

📖المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (دارابن حزم) ١/ ١٨٠ : حديث «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش»، لم أقف له على أصل .

'চীনে গিয়ে হলেও জ্ঞানার্জন করো'

প্রশ্ন : শোনা যায় হাদীসে আছে, "জ্ঞান অর্জন করো যদি চীন দেশেও যেতে হয়"–এ হাদীসটি সহীহ বা নির্ভরযোগ্য কি না? উল্লিখিত হাদীস দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? অনুগ্রহপূর্বক বিষয়টি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে ভালো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমরা জানি, চীনারা নানা রকম অখাদ্য-কুখাদ্য খায়। কিছুদিন আগে একটি খবরের কাগজে দেখেছি, চীন দেশের লোকেরা বছরে ১০ হাজার টন সাপ খায়।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসটি হাদীস বিশারদদের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে সূত্রের দিক দিয়ে একেবারেই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। তদুপরি এর অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, যে ইলম অর্জন করার কথা বলা হয়েছে, তা শুধুমাত্র দ্বীনি ইলম, দুনিয়াবী জ্ঞান তথা জাগতিক ও পার্থিব জ্ঞান উদ্দেশ্য নয় এবং চীন বলতে শুধু চীন দেশই উদ্দেশ্য নয়, বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য দ্বীনি ইলম অর্জন করার জন্য প্রয়োজনে দূর দেশে সফর করা। তাই নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদাহরণস্বরূপ ইরশাদ করেন যে কোরআন-হাদীস তথা শরীয়ত ও দ্বীনের ইলম অর্জন করার জন্য চীনের মতো দূরবর্তী দেশেও যদি সফর করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সেখানে দ্বীনি ইলম অর্জনের

Scanned by CamScanner

ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সেখানে সফর করে হলেও দ্বীনি ইলম অর্জন করতে হবে। (১০/৫৯৬/৩২৭৫)

📖 فيض القدير (مكتبة نزار) ٢ / ١٠٦٩ : (اطلبوا العلم) الآتي بيانه (ولو بالصين) أي ولو كان إنما يمكن تحصيله بالرحلة إلى مكان بعيد جدا كمدينة الصين -

📖 تنزيه الشريعة المرفوعة (المكتبة التوفيقية) ١/ ٢٤٦ : قال وهو مشهور من حديث أنس، رويناه من رواية عشرين رجلا من التابعين عنه، قال وقد ضعف جماعة من الأئمة طرقه كلها، فقال أحمد لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء، وكذا قال أبو علي النيسابوري الشافعي والبيهقي وابن عبد البر، وذكره ابن الصلاح في علوم الحديث مثلا للحديث المشهور غير الصحيح انتهى. وفي تلخيص الواهيات للذهبي: روى عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد وبعض طرقه أوهى من بعض وبعضها صالح والله أعلم.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (مکتبہ امدادیہ) ٨ /٢١٢ : یہ حدیث علامہ سیوطی نے جامع صغیر ص ٤ /٤٤ میں ابن عبد البر کے حوالے سے نقل کی ہے بعض حضرات نے اس کو من گھڑت (موضوع) کہاہے، بہر حال یہ حدیث کسی درجہ میں بھی لائق اعتبار ہو تو علم سے مراد دینی علم ہے اور چین کا لفظ انتہائی سفر کے لئے ہے کیونکہ چین اس وقت عربوں کے لئے بعید ترین ملک تھا۔

কোন কোন মৃত্যু শহীদি মৃত্যু বলে গণ্য

প্রশ্ন : (ক) যে ব্যক্তি মহামারি অথবা কোনো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, এতে যদি সে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং সাওয়াবের আশা করে তবে সে শহীদি মৃত্যু পাবে।

(খ) যে ব্যক্তি পেটের রোগে মারা যায় সে শহীদ।

Scanned by CamScanner

উপরোক্ত হাদীস দুটি কতটুকু সহীহ? হাদীস বিশারদগণের নিকট উপরোক্ত হাদীসের মান কেমন? শহীদি মৃত্যুর অন্য কোনো হাদীস থাকলে লিখে পাঠালে ভালো হবে (হাওয়ালাসহ), ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে শহীদি মৃত্যু বলে সাব্যস্ত হবে কি?

উত্তর : বর্ণিত হাদীস দুটি সঠিক। হাদীস বিশারদগণের নিকট উক্ত হাদীসগুলোর মানও উন্নত। এ ছাড়া শহীদি মৃত্যুর আরোও অনেক হাদীস পাওয়া যায়। জ্বরাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুকে শহীদি মৃত্যু বলেও কিছু হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হাদীসগুলো খুব উন্নতমানের না হলেও ফজীলতের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় ডেঙ্গু জ্বরের মৃতকেও শহীদ বলা যাবে। অন্যান্য শহীদের ব্যাপারে কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হলো। (৯/১৩৪/২৫০৭)

📖صحيح البخارى (دار الحديث القاهرة) ٢ /٤٥٧ (٣٤٧٣) : عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني «أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد».

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ /٢٨٦ (٢٨٢٩) : عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله ".

📖سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٣٥٩ (٣١١١) :... ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟» قالوا: القتل في سبيل الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد ".

Scanned by CamScanner

📖 الكامل لابن عدي (دارالكتب العلمية) ٨/ ٢٤٨ : عن أنس ؓ، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحموم شهيد.
قال: وهذا حديث لا يرويه، عن الزهري إلا الموقري ومنهم من
يغير لفظه عن الموقري فيقول من مات مريضا مات شهيدا .

📖 ذخيرة الحفاظ (دار السلف) ٤/ ٢٤٥٤ (٥٦٨٦) : حديث: المحموم
شهيد. رواه الوليد بن محمد الموقري: عن الزهري، عن أنس.
والموقري هذا يرويه، وهو متروك الحديث .

অজু অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শহীদের মর্যাদা পাবে

প্রশ্ন : হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি সর্বদা অজুর সাথে থাকবে এবং অজু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার কবরের সাওয়াল-জবাব লাগবে না। কবরে যাওয়ার পর সে ব্যক্তি এক সিজদা দেবে কিয়ামত হওয়ার আগ পর্যন্ত সিজদা অবস্থায়ই থাকবে (এই সময়টুকু তার নিকট খুবই নগণ্য সময় মনে হবে), সে ব্যক্তি শহীদি মৃত্যুর মর্যাদা লাভ করবে। (আবু ইয়ালা)

উপরোক্ত হাদীসটি কি সহীহ? সর্বদা অজুর সাথে থাকার ফায়দাসংবলিত কোনো হাদীস থাকলে উল্লেখ করলে ভালো হবে (হাওয়ালাসহ)।

উত্তর : হাদীসটি হুবহু এভাবে পাওয়া যায়নি। তবে আবু ইয়ালার উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এতটুকু পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি সর্বদা অজুর সাথে থাকবে এবং অজু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাকে শহীদের মর্যাদা দেওয়া হবে। (৯/১৩৪/২৫০৭)

📖 مسند أبي يعلى (دار الكتب العلمية) ٦/ ٣٠٦ (٣٦٢٤) :عن أنس بن
مالك قال: ... ... «ويا بني إن استطعت أن لا تزال أبدا على
وضوء فإنه من يأته الموت وهو على وضوء يعط الشهادة» .

Scanned by CamScanner

জুমু'আর দিন কবর যিয়ারতের ফজীলত

প্রশ্ন : শুক্রবার কবর যিয়ারত করার ফজীলত সম্পর্কিত হাদীসটি মানসহ জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : হাদীসটি নিম্নে পেশ করা হলো। হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। (৯/১৩৪/২৫০৭)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين)٦ /١٧٥ (٦١١٤) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له، وكتب برا».

📖 مجمع الزوائد (مكتبة القدسي) ٣/ ٥٩ : رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف .

বুধবারের ফজীলত

প্রশ্ন : বুধবারের ফজীলত কোনো সহীহ হাদীসে আছে? ফজীলত মনে করেই তো বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি এ দিনে করা হয়ে থাকে।

উত্তর : বুধবারের ফজীলত সম্পর্কে বিশেষ কোনো হাদীস পাওয়া যায়নি। তবে উলামায়ে কেরাম এতটুকু বলেছেন যে যেকোনো কাজ বুধবারে আরম্ভ করা হলে তা অবশ্যই পরিপূর্ণতা লাভ করবে। (৯/৫৪৬/২৭৩৫)

📖 المقاصد الحسنة (دار الكتاب العربي) ١/ ٥٧٥ : ما بدئ بشيء يوم الأربعاء إلا تم، لم أقف له على أصل، ولكن ذكر برهان الإسلام في كتابه تعليم المتعلم عن شيخه المرغيناني صاحب الهداية في فقه الحنفية، أنه كان يوقف بداية السبق على يوم الأربعاء، وكان يروي في ذلك بحفظه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء بدئ به يوم الأربعاء إلا وقد تم، قال: وهكذا كان يفعل أبي فيروي هذا الحديث بإسناده عن القوام أحمد بن عبد الرشيد.

Scanned by CamScanner

ويعارضه حديث جابر مرفوعا: يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، أخرجه الطبراني في الأوسط-

المصنوع (مؤسسة الرسالة) ص ١٥٩ : حديث ما بدئ بشيء يوم الأربعاء إلا تم، قال السخاوي لم أقف له على أصل -

মহিলাদের মাথা খোলা থাকলে ঘরে ফেরেশতা আসে না–হাদীস নয়

প্রশ্ন : যে গৃহে মহিলারা উলঙ্গ মাথায় অবস্থান করে সে গৃহে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আল হাদীস।

হাদিসটি কতটুকু সহীহ? মা-বোনদের ঘরের কাজের সময় মাথা খোলা রাখতে হয়। এমতাবস্থায় মা-বোনদের মাথা খোলা রাখা কেমন?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মাহরাম অর্থাৎ মেয়ে লোকের যেসব নিকটাত্মীয়ের সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম তাদের সামনে খোলা মাথায় যাওয়ার অনুমতি থাকলেও অভ্যাসে পরিণত করা নিষেধ। কারণ এতে পর্দার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলার প্রবল আশংকা রয়েছে। তবে এ কারণে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ না করা সম্পর্কীয় কোনো হাদীস দীর্ঘ তালাশের পরও পাওয়া যায়নি। (৮/২৪২/২০৭৭)

الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٦ /٣٦٧ : (ومن محرمه) هي من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بزنا (إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته) -

احسن الفتاوی (ايچ ايم سعيد) ٨ /٥٢ : سوال- عورت کا گھر میں محارم کے سامنے ننگے سر رہنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- اس کو شریف اور دیندار گھرانوں میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور عورتوں میں بے پردگی وآزادی کے شیوع کا ذریعہ ہے-

Scanned by CamScanner

বিনা হিসাবে জান্নাতী কারা

প্রশ্ন : কয়েক প্রকার লোককে আল্লাহ তা'আলা বিনা হিসাবে জান্নাতে দেবেন। তন্মধ্যে একজন যে ব্যক্তি মসজিদে যাওয়ার সময় অধিক কদম ব্যয় করেছে। আল হাদীস।

হাদীসটি কতটুকু সহীহ? এ ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবেন কি?

উত্তর : আমাদের জানা মতে, যে হাদীসসমূহে কয়েক প্রকার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাত দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে মসজিদে যাওয়ার সময় অধিক কদম ব্যয়কারীর কথা ওই হাদীসগুলোতে উল্লেখ নেই। তবে মসজিদে গমনকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তা'আল নিজ দায়িত্বে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। (৮/২৪২/২০৭৭)

📖 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان(مؤسسة الرسالة) ٢/ ٢٥٢

(٤٩٩) : عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله".

যাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দেওয়া হবে

১. যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে।
২. আল্লাহর ইবাদতের জন্য যারা শয্যা ত্যাগ করে।
৩. ব্যবসা-বাণিজ্য যাদেরকে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ, নামায ক্বায়েম এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না।
৪. আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গকারী।
৫. যারা কুলক্ষণে বিশ্বাসী নয় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ /٢١١ (٦٤٧٢) : عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب، هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون».

Scanned by CamScanner

📖 المستدرك على الصحيحين(دار الكتب العلمية) ٢/ ٨١ (٢٣٩٣) : عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون، الذين تتقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان، لم تقض له حتى يموت وهي في صدره، وإن الله تعالى يدعو يوم القيامة الجنة، فتأتي بزخرفها وريها فيقول: «أين عبادي الذين قاتلوا في سبيل الله، وقتلوا في سبيلي، وأوذوا في سبيلي، وجاهدوا في سبيلي، ادخلوا الجنة» فيدخلونها بغير حساب -

📖 شعب الإيمان(دار الكتب العلمية) ٣ / ١٦٩ (٣٢٤٤) : عن أسماء بنت يزيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة، فينادي مناد فيقول: أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون وهم قليل، يدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب ".

📖 المنتخب من مسند عبد بن حميد(مكتبة السنة) ص ٤٥٧ : عن أسماء بنت يزيد، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي، سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم، أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فيقومون فيدخلون الجنة، ثم يرجع المنادي فيقول: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيدخلون الجنة، ثم يرجع المنادي فيقول: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم فيقول: أين الحمادون الله على كل شيء وهم أكثر من الصنفين الأولين فيدخلون الجنة " -

Scanned by CamScanner

গোনাহ করে তাওবা করাকে আল্লাহ পছন্দ করেন

প্রশ্ন : আল্লামা তকী উসমানী দা. বা.-এর 'এসলাহী খুতুবাত'-এর অনুবাদ 'গোনাহ ও তাওবা অভিশাপ ও রহমত' গ্রন্থের ভূমিকায় নিম্নলিখিত হাদীস ও কথাগুলো সঠিক কি না জানতে ইচ্ছুক। "গোনাহ করার পর অনুতপ্ত হওয়া ভালো; কিন্তু নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই জানেন যে মানুষ শুধু ইবাদতই করবে না, মাঝেমধ্যে গোনাহের কাজেও জড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ পাকের যদি শুধু ইবাদতই উদ্দেশ্য হতো, তবে মানুষ সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এর জন্য ফেরেশতাগণই যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তা'আলা চান যে, তাঁর বান্দা গোনাহও করবে, আবার তাঁর নিকট ক্ষমাও চাইবে। তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন। যেমন–এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা যদি গোনাহকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করো তাহলে আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়া থেকে তোমাদের অস্তিত্বকে মিটিয়ে দিয়ে এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গোনাহও করবে এবং স্বীয় প্রভুর নিকট ক্ষমাও চাইবে। প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ থেকে এ দুনিয়ায় গোনাহের প্রকাশ ঘটবেই, এতে নিরাশ ও দিশেহারা হওয়া উচিত নয়, তবে অনুতপ্ত হতে হবে। গোনাহের এ কালিমা থেকে পাক-সাফ হওয়ার পথটির নাম হচ্ছে তাওবা।

উত্তর : অনুবাদক যা লিখেছেন তা হযরত মুফতী তাকী উসমানী সাহেব দা. বা. খুতবাতেও বলেছেন। এটি বিশুদ্ধ হাদীসেরই অনুবাদ, যে হাদীসটি মুসলিম শরীফের ২৭৪৯ নং হাদীসে আছে। (৮/৪২৯/২১৬০)

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧ / ٦٢ (٢٧٤٩) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم».

তবে কোনো ব্যক্তি যদি গোনাহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে মনে করে, তাহলে ভুল হবে। বরং হাদীসের মর্ম হলো, তাওবার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা, যাতে মানুষ গোনাহ হতে বাঁচার চেষ্টা করে, যদি গোনাহ হয়ে যায়, তবে নিরাশ না হওয়া। কারণ আল্লাহর নিকট তাওবা একটি অতি পছন্দনীয় ইবাদত, যা মানুষ আর জিন ছাড়া কেউ করতে পারে না।

Scanned by CamScanner

নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ লজ্জা, পুরুষের দাড়ি

প্রশ্ন : মুফতি সাহেব হুজুর! কোনো এক বইয়ে লেখা রয়েছে, মেয়েদের প্রধান সম্পদ লজ্জা। তবে জনৈক আলেম বলেন, পুরুষের প্রধান সম্পদ দাড়ি, জমিনের প্রধান সম্পদ গাছ, আসমানের প্রধান সম্পদ তারকা। হাদীসে নাকি আছে যে, ان الله قد زين الرجال باللحى وزين النساء بالحياء وزين الارض بالاشجار وزين السماء بالكواكب. আসলে এটা কি কোনো হাদীস?

উত্তর : মহিলাদের জন্য লজ্জা প্রধান সম্পদ কথাটি কোরআন-হাদীসের আলোকে নিঃসন্দেহে সত্য। তবে উল্লিখিত হাদীস নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে মেলেনি। সুতরাং উক্ত আলেম থেকে হাদীসটির উদ্ধৃতি ও সত্যতা জেনে নেওয়া সমীচীন। (৮/৪৮৬/২২২২)

📖 تنزيه الشريعة المرفوعة (المكتبة التوفيقية) ١ /٢٣٤ (٢٦٦)[أثر] " أبي هريرة إن يمين ملائكة السماء: والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب " (كر) وقال منكرا لا أصل له.
[حديث] " ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال يقولون سبحان الذي زين الرجل باللحى والنساء بالذوائب " (حا) من حديث عائشة وفيه الحسين بن داود بن معاذ البلخي.

📖 تذكرة الموضوعات (إدارة الطباعة المنيرية) ١ /١٦٠ : عن عائشة رفعته «ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال يقولون سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب» فيه ابن داود ليس بثقة.

যারা সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে

প্রশ্ন : কোন কোন ধরনের ব্যক্তি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে? এ সম্পর্কে নিম্নে একটি হাদীস শরীফ লেখা হলো। হাদীসটি কতটুকু সহীহ? এবং এ বিষয় সম্পর্কে সহীহ হাদীস জানতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তিন ব্যক্তি প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ১. জিহাদে নিহত ব্যক্তি (শহীদ), ২. ভিক্ষাবৃত্তি থেকে আত্মসংযমী লোক (অভাবী হওয়া সত্ত্বেও কারও কাছে কিছু চায় না), ৩.

Scanned by CamScanner

উত্তমরূপে যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্দেগী করবে (এখলাসওয়ালা আবেদ)। (মিশকাত শরীফ, গুনয়াতুত্ত্বালিবীন, হেদায়া)

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। তবে উক্ত ফজীলতের ব্যাপারে উল্লিখিত তিন প্রকারের লোক সীমাবদ্ধ নয়। অন্য হাদীস দ্বারা অন্য লোকের ব্যাপারেও এ ধরনের সুসংবাদ এসেছে। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসব হাদীস ইরশাদ করেছেন বলে হাদীস বিশারদগণ মত প্রকাশ করেছেন। (৮/৮২৮/২৩৬৪)

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ٤ /١٦٤ (١٦٤٢): عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد، وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه ": هذا حديث حسن.

📖 السنن الكبرى للبيهقى (دار الكتب العلمية) ٤ /١٣٨ (٧٢٢٧) :عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد أدى حق الله ونصح لسيده، وفقير متعفف ذو عيال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار فسلطان مسلط وذو ثروة من المال لم يعط حق ماله وفقير فجور ".

অবিবাহিতের তুলনায় বিবাহিতের নামাযের ফজীলত

প্রশ্ন : "বিবাহিতদের এক রাক'আত নামায অবিবাহিতদের ৮২ রাক'আত হতে উত্তম" হাদীসটি কতটুকু সহীহ? এবং এ বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস থাকলে জানালে ভালো হবে।

উত্তর : বিবাহিত ব্যক্তির সাধারণ ফজীলত সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস আছে। তবে বিবাহিত ব্যক্তির নামায অবিবাহিত ব্যক্তির নামায অপেক্ষা উত্তম-এ ধরনের কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায়নি। প্রশ্নে বর্ণিত ফজীলত সম্পর্কে হাদীসটিকে হাদীস বিশারদগণ ভিত্তিহীন বলে মত প্রকাশ করেছেন। (৮/৮২৮/২৩৬৪)

Scanned by CamScanner

📖 ميزان الاعتدال (دار المعرفة) ٤ /١٠٠ : مسعود بن عمرو البكري، لاأعرفه، وخبره باطل.

روى سليمان ابن بنت شرحبيل، حدثنا مسعود بن عمرو، حدثنا حميد الطويل، عن أنس، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان من المتأهل خير من اثنين وثمانين ركعة من العزب .

📖 لسان الميزان (مؤسسة الأعلمي) ٦ /٢٧ : "مسعود" بن عمر البكري لا أعرفه وخبره باطل روى سليم أن ابن بنت شرحبيل ثنا مسعود بن عمرو ثنا حميد الطويل عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان من المتأهل خير من اثنين وثمانين ركعة من العزب من فوائد تمام انتهى وقد تقدم نحو هذا المتن من حديث أنس من وجه آخر في ترجمة مجاشع بن عمرو وهو معروف به.

مجاشع بن عمرو حديثه منكر غير محفوظ. حدثنا محمد بن عثمان قال: حدثنا يحي بن معين، يقول مجاشع بن عمرو قد رأيته أحد الكذابين ومن حديثه ما حدثناه محمد بن حنيفة القصبي الواسطي قال: حدثنا الحسن بن جبلة قال: حدثنا مجاشع بن عمرو قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الأعزب» -

Scanned by CamScanner

সফলতার দাওয়াতসংক্রান্ত একটি হাদীস

প্রশ্ন : ياايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا দাওয়াতসংক্রান্ত এ হাদীস কোন কিতাবে আছে? হাদীসটি বিশুদ্ধ কি না? জানালে ভালো হবে।

উত্তর : উল্লিখিত হাদীস (ياايها الناس قولوا لا اله الا الله تفحلوا) নিম্নের কিতাবগুলোতে রয়েছে। (৭/৬৬১/১৮২৭)

📖المعجم الكبيرللطبرانى (مكتبة ابن تيمية) ٨ /٢٧٦ (٨٠٦) : عن مدركة بن الحارث، قال: حججت مع أبي فلما كنا بمنى إذا جماعة، فقلت لأبي: ما هذه الجماعة؟ قال: على هذا الصابئ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " يا أيها الناس، قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا "

📖مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٣٨/ ٢٢٤ (٢٣١٥١) : عن الأشعث بن سليم قال: سمعت رجلا في إمرة ابن الزبير قال: سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول: " يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا " -

📖المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ١/ ٦١ (٣٩) : عن ربيعة بن عباد الديلي، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز، وهو يقول: " يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله، تفلحوا".

একটি মু'জেযা, যার কোনো প্রমাণ নেই

প্রশ্ন : নিম্নে বর্ণিত ঘটনাটির হাওয়ালা সহকারে সঠিক জবাবদানে হযরতের মর্জি কামনা করি।

“হযরত জাবের (রা.) একদিন রাসূল (সা.)-কে দাওয়াত দিয়েছিলেন। আর জাবের (রা.)-এর ঘরে মেহমানদারি করার মতো তেমন কিছুই ছিল না। মাত্র একটি ছাগল ছিল, ছাগলটি তাঁর দুই পুত্রের খুব প্রিয় ছিল। হযরত জাবের (রা.) রাসূল (সা.)-এর মেহমানদারির উদ্দেশ্যে ছাগলটি জবাই করে দিলেন। যেখানে হযরত জাবের (রা.)-এর

Scanned by CamScanner

দুই ছেলের বড়জন উপস্থিত ছিল। অতঃপর ছোট ছেলে বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল–ভাইয়া, আমাদের ছাগলটি কোথায়? বড় ভাই জবাবে বলল, আব্বাজান রাসূল (সা.)-এর মেহমানদারির জন্য জবাই করে ফেলেছেন। ছোট ভাই বলল, কিভাবে জবাই করেছেন? তখন বড় ভাই ঘর থেকে একটি ছুরি এনে ছোট ভাইকে জবাই দেখানোর জন্য ছোট ভাইকে শোয়াইয়া জবাই করে দিল। মাতা ছেলের শোকে কান্নায় বিভোর, বড় ভাই ভয়ে গাছে উঠে ছিল। এদিকে রাসূল (সা.) জাবের (রা.)-এর ঘরে এসে গেলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূল (সা.)-কে বললেন যে আল্লাহ পাক আপনাকে হুকুম দিয়েছেন জাবের (রা.)-এর দুই ছেলের সাথে খানা খাওয়ার জন্য। রাসূল (সা.) হযরত জাবের (রা.)-কে বললেন, তোমার দুই ছেলেকে নিয়ে আসো। বড় ছেলে ভয়ে গাছে উঠেছিল। পিতা তাকে ডাকছিল। সে ভয়ে গাছ থেকে নিচে পড়ে পাথরের সাথে আঘাত লেগে মারা যায়। মাতা দুই ছেলেকে কম্বল দিয়ে শুইয়ে রাখেন। রাসূল (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বললেন দুই ছেলেকে নিয়ে আসো খাওয়ার জন্য, তখন তার মাতা ছেলেদের কাছে গিয়ে দেখেন দুই ছেলে আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে গিয়েছে।" এ ঘটনা কতটুকু সত্য?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হযরত জাবের (রা.)-এর পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু ও নবীজি (সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের পুনর্জীবিত করার বর্ণনা হাদীস, সীরাত ও নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে পাওয়া যায়নি। (৬/২৩৪/১১৪৩)

বুখারী শরীফ সম্পর্কে কটূক্তি

প্রশ্ন : একটি মহল বুখারী শরীফ সম্পর্কে অপপ্রচার করে যাচ্ছে যে,

১. বুখারী শরীফ জেএমবি ও ইসলামী ছাত্রশিবির কর্তৃক রচিত। তারাই এ সমস্ত গ্রন্থ পড়ে। এরা কোরআনে কারীম পড়ে না।
২. বুখারী শরীফ মানে বোকা শরীফ।

এর বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাদেরকে অপমান-নির্যাতন করার জন্য তারা সর্বদা প্রস্তুত থাকে। প্রশ্ন হলো, তাদের ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক সিদ্ধান্ত কী?

উত্তর : যারা এ ধরনের কথা বলে তাদের ঈমান আছে কি না সন্দেহ। (১৭/৪৯৯/৭১৩৫)

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٢ / ٢٦٥ : من أنكر التواتر فقد كفر ومن أنكر المشهود يكفر عند البعض، وقال عيسى بن

Scanned by CamScanner

ابان يضل ولا يكفر وهو الصحيح، ومن أنكر خبر الواحد لا يكفر غير انه يأثم بترك القبول هكذا فى الظهيرية.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ص۷ : الجواب- صحاح کتب میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے جمع کرنے والے صحابہ اور بعد کو علماء عاملین اور مقبولین رہے اور باتفاق جمیع اہل اسلام مقبول اللہ تعالی کے ہیں، جو شخص ان کتابوں کو برا کہتا ہے اور توہین کرتا ہے گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، وہ شخص فاسق و مرتد بلکہ کافر وملعون حق تعالی کا ہے.

কবরের সাথে কথোপকথন

প্রশ্ন : হযরত আবু যর (রা.) কবরের সাথে নাকি কথা বলেছিলেন? এর কোনো ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : হযরত আবু যর (রা.) কবরের সাথে কথা বলেছিলেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তবে হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। (১১/৯৯২/৩৮০৩)

📖 حیاۃ الصحابہ ۳ /۲۶۷ : حضرت عمرؓ اور جو حضرات آپ کے ساتھ تھے قبر پر آئے، حضرت عمرؓ نے فرمایا اے فلاں! ولمن خاف مقام ربه جنتان ... تو اس جوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر! میرے رب نے مجھے وہ دونوں باغ جنت میں دے دیے ہیں۔

Scanned by CamScanner

المصطلحات الشرعية

শরয়ী পরিভাষাসমূহ

খোলাফায়ে রাশেদীনের কোন আমল সুন্নাত

প্রশ্ন : খোলাফায়ে রাশেদীনের সব ধরনের আমল সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত না নির্দিষ্ট কোন আমল?

উত্তর : যেসব বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল বা আদেশ ছিল বলে প্রমাণিত ওই সব বিষয়কে সুন্নাত বলা হবে, যদি কোরআনে কারীম বা প্রসিদ্ধ হাদীসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক না হয়। (১৯/১৪০/৮০৫৩)

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٤/ ١٩٧٣ (٤٦٠٧) : عن عبد الرحمن بن عمرو السّلمي وحجر بن حُجْر قالا: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: {ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه} فسلّمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال العرباض: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يارسول الله، كأن هذه موعظة مودعٍ، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبداحبشيّا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنّواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنّ كل محدثة بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة".

📖 تحفة الاخيار بإحياء سنة سيد الابرار صد ١٣٤ : مبنى هذا على ان سنة الخلفاء ايضا سنة مؤكدة كالسنة النبوية الا ان الاثم فى تركها دون الاثم، وان الاهتداء بفعل الصحابة عموما مندوب وبفعل الخلفاء خصوصا لازم لا سيما الشيخان النيران منهم وان تارك

Scanned by CamScanner

السنة المؤكدة يأثم سواء كان سنة الخلفاء او سنة النبى صلى الله عليه وسلم -

মাকরূহে তানযীহীতে লিপ্ত হওয়ার গোনাহ

প্রশ্ন :

১. মাকরূহে তানযীহী করলে কোনো গোনাহ হবে কি না?
২. ইচ্ছাকৃত মাকরূহে তানযীহী বারবার করলে কোনো গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : মাকরূহে তানযীহী করলে সগীরা গোনাহ হয়, সগীরা গোনাহ ভালো কাজের দ্বারা মাফ হতে থাকে মাফ। হওয়ার ব্যবস্থা না হলে বারবার করার দ্বারা তা বড় হয়ে যায়। (১১/৪৪৬/৩৫৯২)

📖 رد المحتار(سعيد) ١ /١٣٢ : ثانيهما المكروه تنزيها، ومرجعه إلى ما تركه أولى، وكثيرا ما يطلقونه كما في شرح المنية، ... ... فإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ... ... (قوله: تنزيها) لما قدمنا عن الفتح من أن تركه أدب .

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ١/ ٦٣ : المكروه تنزيهاً: وهو عند الحنفية: ماطلب الشرع تركه، طلباً غير جازم،... وحكمه: ثواب تاركه، ولوم فاعله دون عقاب.

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٤/ ٦٧٧ : تفسیر بحر محیط میں محققین علماء اصول کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی نیک کام کرنے سے جبھی معاف ہوتے ہیں جبکہ آدمی ان کے کرنے پر نادم ہو اور آئندہ کیلئے نہ کرنے کا ارادہ کرے، ان پر اصرار نہ کرے.

Scanned by CamScanner

নাজায়েয ও হারামের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন : শরীয়তের মধ্যে নাজায়েয ও হারাম উভয়টার হুকুম কি এক?

উত্তর : শরীয়তের পরিভাষায় নাজায়েয এবং হারাম উভয়টা অবৈধ ও নিষিদ্ধ বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, আর ক্ষেত্রবিশেষ উভয়টার হুকুম ভিন্ন হয়। প্রত্যেক হারাম নাজায়েয হয়; কিন্তু প্রত্যেক নাজায়েয হারাম নয়। যদিও নাজায়েয শব্দ দ্বারা অধিকাংশ সময় হারাম ও মাকরূহে তাহরীমি বোঝানো হয়, কিন্তু কখনো মাকরূহে তানযীহীর জন্যও নাজায়েয শব্দ ব্যবহার করা হয়। (৮/৭৫৮/২৩৮৫)

📖 رد المحتار(سعيد) ١ /١٣١-١٣٢ : (قوله: ومكروهه) هو ضد المحبوب؛ قد يطلق على الحرام... ... وفي البحر: من مكروهات الصلاة المكروه في هذا الباب نوعان: أحدهما ما كره تحريما، وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة كما في زكاة فتح القدير، وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب يعني بالظني الثبوت. ثانيهما المكروه تنزيها، ومرجعه إلى ما تركه أولى، وكثيرا ما يطلقونه كما في شرح المنية، فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله، فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب، فإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية.

📖 فيه أيضا ٦/ ٣٣٧ : بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة، الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي، الثاني: قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة، الثالث: عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي، الرابع: ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني، فبالأول يثبت الافتراض والتحريم، وبالثاني والثالث الإيجاب وكراهة التحريم؛ وبالرابع تثبت السنية والاستحباب.

Scanned by CamScanner

التزكية والإحسان

আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধির পরিচয় প্রয়োজনীয়তা ও এর জন্য করণীয়

প্রশ্ন : ক. আত্মশুদ্ধি কী? এর প্রয়োজনীয়তাই বা কতটুকু? খ. আত্মশুদ্ধির জন্য কী করা প্রয়োজন? আত্মশুদ্ধির জন্য কোথায় যেতে হবে, কার কাছে যেতে হবে? গ. বসুন্ধরা মারকাযে সাধারণ মুসলমানদের জন্য আত্মশুদ্ধির কোনো ব্যবস্থা আছে কি? ঘ. আমজনতার আত্মশুদ্ধি কিভাবে সম্ভব?

উত্তর : ক. অন্তরকে সংশোধন করে উত্তম গুণে গুণান্বিত করার নামই তাসাওউফ বা আত্মশুদ্ধি। তাসাওউফের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা কোরআন ও হাদীসের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আত্মশুদ্ধির নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এর প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

খ, ঘ. একজন মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশিত পথে নিজের জীবন পরিচালনা করা। কিন্তু জনসাধারণ যেহেতু সহীহ পথ এবং তাতে চলার তরীকা সম্পর্কে অবগত নয়, তাই তাদের জন্য সহজতর পন্থা হলো কোন হক্কানী আলেম আল্লাহওয়ালার সান্নিধ্যে গিয়ে তাঁর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

গ. হ্যাঁ, আমাদের এখানেও সাধারণ মুসলমানদের জন্য আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে আসা-যাওয়া করলে তার বাস্তবতা অনুধাবন করা যাবে। (১৪/৮২৪/৫৮০৮)

📖 سورة الشمس الآية ٩ ، ١٠ : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾

📖 رد المحتار(ايچ ايم سعيد) ١ /٤٣ : أن علم الإخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين، ومثلها غيرها من آفات النفوس: كالكبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلاء والخيانة والمداهنة والاستكبار

Scanned by CamScanner

عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الأمل ونحوها مما هو مبين في ربع المهلكات من الإحياء.

📖 إحياء علوم الدين (دار المعرفة) ٣/ ٣٦٨ : وكل ذلك من أمراض القلب وعلله المهلكة له إن لم تتدارك وقد أهمل الناس طب القلوب واشتغلوا بطب الأجساد مع أن الأجساد قد كتب عليها الموت لا محالة والقلوب لا تدرك السعادة إلا بسلامتها إذ قال تعالى {إلا من أتى الله بقلب سليم} -

📖 بصائر حکیم الامت ص ۱۰۳: شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا ہے ان حکموں میں بعض متعلق ظاہر کے ہیں جیسے نماز روزہ حج زکوۃ وغیرہ اور جیسے نکاح وطلاق ادائے حقوق زوجین قسم، کفارہ قسم وغیرہ ان مسائل کو فقہ کہتے ہے اور بعض متعلق باطن کے ہیں جیسے دنیا سے محبت کم ہونا، خدا کی مشیت پر راضی رہنا، حرص نہ کرنا، عبادت میں دل کا حاضر رکھنا دین کی کاموں کو اخلاص سے کرنا کسی کو حقیر نہ سمجھنا خود پسندی نہ ہونا غصہ کو ضبط کرنا وغیرہ ان اخلاق کو سلوک کہتے ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۲ /۱۰۶ : پیر کی حیثیت ایک استاد کی ہے اگر استاد کی ہر شخص کو ضرورت ہے تو پیر کی بھی ہر شخص کو ضرورت ہے پیر اخلاق رذیلہ کو دور کرنے اور اخلاق حسنہ کو حاصل کرنے کے طریقے تعلیم کرتا ہے اور ان طریقوں پر عمل کرنے کے راستے بتاتا ہے تمام ان لوگوں کو پیر کی ضرورت ہے جو مذکورہ بالا باتیں خود نہ کر سکیں اور اس لئے کہ استاد کے ذریعے سے تحصیل معارف آسان ہوتی ہے.

বাইআতের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ ও হক্কানী পীরের পরিচয়

প্রশ্ন : পীরের হাতে বাইআত হওয়া জরুরি কি না? বাইআত হতে হলে কেমন লোকের নিকট হতে হবে? কোরআন-হাদীসে বাইআতের প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর : বাইআতের মর্মার্থ হলো, আত্মশুদ্ধি ও অন্তরকে বাতেনী রোগব্যাধি হতে পবিত্র করা। আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কোরআনে করীমের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যে সমস্ত হক্কানী পীর ও বুজুর্গ নিজের

Scanned by CamScanner

আত্মশুদ্ধি করেছেন এবং কোরআন ও সুন্নাহের জরুরি এলেম অর্জনকরত সে মোতাবেক নিজের জীবন যাপন করেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত ও আদর্শ অনুসরণ করেন, যার সোহবতে দুনিয়াদারদের তুলনায় উলামায়ে কেরামের আনাগোনা বেশি এবং যার সোহবতে বসলে আল্লাহ ও আখিরাতের কথা স্মরণ হতে থাকে আর দুনিয়ার মায়া-মোহাব্বত হ্রাস পেতে থাকে–এ ধরনের হক্কানী পীর-বুজুর্গদের হাতে হাত দিয়ে বাইআত হওয়া মুস্তাহাব হলেও আত্মশুদ্ধি জরুরি হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। (১৬/৯৪৫/৬৮৬৮)

📖 سورة الفتح الآية ١٠ : إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

📖 سورة الفتح الاية ١٨ : لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

📖 صحيح البخارى(دار الحديث) ١ /١٣ (١٨) : أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك -

📖 احسن الفتاوى (ايچ ايم سعيد) ١ /٥٤٨ : شيخ كامل كى علامات يہ ہيں:

(۱) وہ زندگی کے ہر شعبہ میں پورے طور پر متبع سنت ہو اور اپنے متعلقین و مریدین کو بھی ہر معاملہ میں اتباع سنت کی تلقین و تاکید کرتا ہو۔

(۲) امراء واغنیاء کی بجائے صلحاء و علماء حق اسکی طرف زیادہ متوجہ ہوں اور اس سے عقیدت رکھتے ہوں۔

Scanned by CamScanner

(۳)اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالی کی یاد، آخرت کی فکر اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔
(۴)اس کے پاس اصلاحی تعلق رکھنے والوں کی اکثریت ظاہرا و باطنا شریعت کی پابند ہو۔
اتباع شریعت کے سوا تزکیۂ نفس و اصلاح باطن کی ہر گز ہر گز کوئی صورت ممکن نہیں
... ...

📖 التکشف عن مہمات التصوف ص۲۶۱ : حضرت صوفیاء کرام میں جو بیعت معمول ہے جس کا حاصل معاہدہ ہے التزام احکام و اہتمام اعمال ظاہری و باطنی جس کو ان کے عرف میں بیعت طریقت کہتے ہیں بعض اھل ظاہر اس کو اس بنا پر بدعت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں صرف کافروں کو بیعت اسلام اور مسلمانوں کو جہاد کرنا معمول تھا مگر اس حدیث میں اس کا صریح اثبات موجود ہے کہ یہ مبایعین چونکہ صحابہ ہیں اس لئے یہ بیعت اسلام یقینا نہیں کہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے اور مضمون بیعت سے ظاہر ہے کہ بیعت جہاد بھی نہیں بلکہ بدلالت الفاظ معلوم ہے کہ التزام واہتمام کیلئے ہے پس مقصود ثابت ہو گیا۔

চার তরীকার গোড়াপত্তন ও পীর ধরে জান্নাতে গমন

প্রশ্ন : চার তরীকার গোড়াপত্তন কখন-কার নিকট হতে শুরু হয়? বর্তমান যুগে পীর ধরার হুকুম কী? যারা বলে হক্কানী পীরের হাতে বাইআত হও নইলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। তাদের কথা কতটুকু সত্য? হক্কানী পীরের কোনো বিশেষ নিদর্শন থাকলে জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

উত্তর : ইসলামের শুরুলগ্নে ইলমে হাদীস ইলমে ফিক্বাহ ইত্যাদি পৃথকভাবে ছিল না। পরবর্তীতে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম প্রয়োজনের ভিত্তিতে কোরআন-হাদীস থেকে মাসআলা বের করেছেন, যাদের থেকে চারজনকে সকলেই শরীয়তের দিশারি হিসেবে ইমাম মেনে নেয়। তদ্রূপ আধ্যাত্মিক জগতেও মানুষ চারজন সুফী দরবেশকে পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নেয়, এই চারজনের দিকে নিসবত করে চার তরীকা বলা হয়। আর তাঁদের থেকেই চার তরীকার গোড়াপত্তন হয়। হযরত মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.) থেকে চিশতীয়া তরীকা শুরু হয়। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) থেকে কাদেরিয়া তরীকা শুরু হয়। হযরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রহ.) থেকে নকশবন্দিয়া তরীকা শুরু হয়। হযরত শিহাব উদ্দীন সহরাওয়ারদী (রহ.) থেকে সহরাওয়ারদিয়া তরীকা শুরু হয়।

Scanned by CamScanner

আত্মশুদ্ধি প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জরুরি। বর্তমানে আত্মশুদ্ধির জন্য হক্কানী পীর ধরার বহু গুরুত্ব রয়েছে। আত্মশুদ্ধির জন্য হক্কানী পীরের শরণাপন্ন হওয়া ঈমান-আমল ঠিক করে জান্নাতে যাওয়ার একটি সহজ রাস্তা। কিন্তু আত্মশুদ্ধির জন্য বাইআত হওয়া জরুরি নয়, উলামায়ে কেরাম বাইআত হওয়াকে সুন্নাত বলেছেন। যারা বলে, হক্কানী পীরের হাতে বাইআত না হলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। তাদের কথা ভুল ও ভিত্তিহীন।

হক্কানী পীরের আলামত বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্নভাবে উল্লেখ আছে। 'আহসানুল ফাতাওয়া' কিতাবে নিম্নের কয়েকটি আলামত উল্লেখ আছে। যথা :

১. যিনি শরীয়তের পরিপূর্ণ পাবন্দি করেন, সুন্নাতের ওপর চলেন, নিজের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও মুরীদদেরকেও জীবনের সব ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সুন্নাতের বাস্তবায়ন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।
২. প্রভাবশালী ও ধনীদের তুলনায় নেককার ও সত্যিকার উলামায়ে কেরাম তাঁর দিকে নিবিষ্ট হন ও তাঁর ওপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখেন।
৩. যাঁর কাছে বসলে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ, আখিরাতের ফিকির এবং দুনিয়ার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়।
৪. যাঁরা তাঁর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখেন তাঁরা অধিকাংশ যাহেরী ও বাতেনীভাবে শরীয়তের অনুসারী হন। (১২/৪৭৪/৩৯৯৮)

📖 شریعت وطریقت (ادارۂ تبلیغ) ۱۴ : تصوف کی ضرورت اوراس کا رواج: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں علم حدیث واصول فقہ وغیرہ جدا جدا تمیز نہ تھے (بلکہ) پچھلے زمانہ میں قرآن وحدیث سے استنباط کر کے بہت سے علوم نکالے گئے اور ہر ایک کا جداگانہ نام تجویز ہوا اور ان کے واضعین (بنانے والوں) کو سب نے امام مانا حتی کہ امام شافعیؒ جیسے حضرات کو امام اعظم ابو حنیفہؒ اور انکے تفقہ فی الدین (دین کی سمجھ) کو دیکھ کر الناس فی الفقه عيال لابی حنيفة (لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں) کہنا پڑا، امام بخاری حدیث میں ایسے امام مانے گئے کہ آج تک ان کے تبحر فی الحدیث (حدیث میں کامل ہونے) کا شہرہ ہے اسی طرح تزکیہ باطن کی تعلیم دینے والے ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ ان کو سب نے پیشوا مانا ہے جیسے پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، خواجہ بہاءالدین نقشبندیؒ، خواجہ معین الدین چشتیؒ، اور شیخ شہاب الدین سہروردیؒ اور ان سے پیشتر حضرت جنید بغدادیؒ وغیرہ.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱/ ۵۴۸ : شیخ کامل کی علامات یہ ہیں:

Scanned by CamScanner

۱ — وہ زندگی کے ہر شعبہ میں پورے طور پر متبع سنت ہو اور اپنے متعلقین و مریدین کو
بھی ہر معاملہ میں اتباع سنت کی تلقین و تاکید کرتا ہو،
۲— امراء و اغنیاء کی بجائے صلحاء و علماء حق اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو اور اس سے
عقیدت رکھتے ہو،
۳— اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالی کی یاد آخرت کی فکر اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو
۴ — اس کے ساتھ اصلاحی تعلق رکھنے والوں کی اکثریت ظاہرا و باطنا شریعت کی پابند
ہو

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কার হাতে বাইআত হয়েছেন

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কার নিকট বাইআত হয়েছেন?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই সাহেবে শরীয়ত হওয়ায় কারো হাতে বাইআত গ্রহণ করার প্রশ্নই আসে না। (১২/৪৭৪/৩৯৯৮)

তাসাওউফের ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের হুকুম

প্রশ্ন : তাসাওউফ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং হক্কানী পীরের কাছে বাইআত হওয়া ফরয নাকি ওয়াজিব?

উত্তর : তাসাওউফ বলতে ইলমে তরীকতকে বোঝায়। তরীকত অন্তর সম্পর্কিত খোদায়ী বিধিবিধানের নাম। এ বিষয়ে যে সমস্ত বিধান ফরযের পর্যায়ের, তা জানা ফরয। আর যা সুন্নাত ও মুস্তাহাবের পর্যায়ের, তা জানা সুন্নাত ও মুস্তাহাব।

ইসলাহে নফস/আত্মশুদ্ধি প্রত্যেকের ওপর ফরয। হক্কানী পীর সাহেবের কাছে বাইআত হওয়া ওই ফরয আদায়ের জন্য বড় মাধ্যম। কিন্তু শরয়ী পরিভাষায় বাইআত হওয়া মুস্তাহাব, ফরয বলার অবকাশ নেই। (১১/৬৩১)

📖 نوادر الفقہ (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱/ ۵۵ : جس طرح ہر مرد و عورت پر اپنے اپنے
حالات و مشاغل کی حد تک انکے فقہی مسائل جاننا فرض ہے اور پورے فقہ کی مسائل

Scanned by CamScanner

میں بصیرت ومہارت پیدا کرنااور مفتی بنناسب پر فرض نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے اسی

طرح جو اخلاق حمیدہ کسی میں موجود نہیں انہیں حاصل کرنااور جو رذائل اس کے نفس

میں چھپے ہوئے ہیں ان سے بچنا تصوف کے جتنے علم پر موقوف ہے اس کا علم حاصل کرنا

فرض عین ہے اور پورے علم تصوف میں بصیرت ومہارت پیدا کرنا کہ دوسروں کی

تربیت بھی کر سکے یہ فرض کفایہ ہے۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص۲۲۲ :سوال- عالم یا فقیر سے مرید ہونا کوئی ضروری بات ہے

یا مستحب ہے؟

جواب—مرید ہونا مستحب ہے واجب نہیں۔

আত্মশুদ্ধি ফরয, মুরীদ হওয়া নয়

প্রশ্ন : কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে পীরের নিকট মুরীদ হওয়া ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত নাকি মুস্তাহাব? কেউ কেউ বলেন যে প্রচলিত চার তরীকার কোনো এক তরীকার হক্কানী পীরের নিকট মুরীদ হওয়া ফরয। মুরীদ না হলে ফরয ছেড়ে দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হয়ে জাহান্নামে যেতে হবে।

উত্তর : ইসলাহে নফস তথা আত্মশুদ্ধি ফরয, যেকোনো উপায়ে তা অবশ্যই অর্জন করতে হবে এবং এর জন্য হক্কানী উলামা-মাশায়েখের শরণাপন্ন হতে হবে। বাইআত হওয়া তার জন্য উত্তম পন্থা, বাইআত না হয়ে শুধু উলামা-মাশায়েখের দিকনির্দেশনা মেনে চলে আত্মশুদ্ধি সম্ভব হলে বাইআত হওয়া জরুরি নয়। (১৮/৮৬৮/৭৯০৭)

📖 سورة التوبة الآية ١١٩ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ٥٦ (٣٨٩٢): إن عبادة بن الصامت، من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه: (تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان، تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا

Scanned by CamScanner

تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه). قال فبايعته على ذلك.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ۲۲۶: سوال- عالم یا فقیر سے مرید ہونا کوئی ضروری بات ہے یا مستحب ہے؟

جواب—مرید ہونا مستحب ہے واجب نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/۱۳۵: الجواب- کسی ولی کامل سے رابطہ کے بغیر اول تو عامۃ پوری احکام شریعت پر عمل ہوتا ہی نہیں دوسرے اس میں اخلاص نہیں پیدا ہوتا اسی وجہ سے صحابہ کرامؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ سے پھر حضرت عمرؓ سے وھلم جرا رابطہ قائم کیا اور بیعت ہوئے اور یہ بیعت صرف امر خلافت میں اطاعت کے لئے نہیں تھی بلکہ تزکیۂ باطن کے استحکام کے لئے بھی ہوتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہر زمانہ کے اکابر علماء نے باوجود مہارت علمیہ کے بیعت کی ضرورت محسوس کی.

পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ করার হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে সঠিক পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ করা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত নাকি মুস্তাহাব?

উত্তর : সুখ ও শান্তিময় জীবন ব্যাধিমুক্ত সুস্থ-সবল শরীর ছাড়া লাভ হয় না। তাই মানুষ নিজেকে ব্যাধিমুক্ত সুস্থ-সবল রাখতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। অনুরূপভাবে শরীয়তের বাহ্যিক আমলের পাশাপাশি আত্মা ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা ও শান্তি অর্জন সম্ভব নয়। তাই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তথা হক্কানী পীরের শরণাপন্ন হতে হয়। জাহেরী আমলকে সুন্নাতের মাপকাঠির ওপর পুরোপুরি নিয়ে আসা, ইবাদতে ইখলাস ও ইহসানের দরজা হাসিল করা, নিজেকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হক্কানী পীরের সান্নিধ্য ছাড়া সাধারণত সম্ভব নয়। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে এই বাইআত ফরয-ওয়াজিব না হলেও এর আবশ্যকীয়তা অস্বীকার করার অবকাশ নেই। (১২/৬১০/৪০৮১)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۸۹ : سوال— پیر بنانا کیسا ہے؟ فرض ہے یا واجب یا سنت؟ اگر کوئی شخص پیر نہ بنائے اور راہ سنت پر احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارے تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیگا؟

جواب— پیر اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی صحبت اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے سے راہ سنت پر چلنا اور احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے اگر کسی کو اللہ پاک نے یہ دولت عطا فرمادی اور اس نے کسی کو پیر نہیں بنایا تو جنت کا مستحق کیوں نہیں ہوگا۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۳۷۱ : شیخ سے بیعت بایں معنی تو واجب نہیں کہ اس کے بغیر کوئی عمل ہی معتبر نہ ہو لیکن بایں معنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر نفس کے اصلاح نہیں ہوتی روحانی و قلبی امراض (نماز روزہ ذکر اذکار کے باوجود) باقی رہتے شیخ کی جوتیوں سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔

তরীকত-মা'রেফতের পরিচয় ও তিন তাসবীহের আমল

প্রশ্ন : আপনার উত্তরপত্রে জানতে পারলাম, তরীকত তথা আত্মশুদ্ধি অর্জন প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য জরুরি। হুজুর! এখন আমার জানার বিষয় তরীকত কী? বা কিভাবে কোন তরীকত নিলে ভালো হবে। কোনো একক ব্যক্তি হতে পাগড়ি ধরে বা অন্য কোনো উপায়ে? আশা করি, সহজভাবে বুঝিয়ে দেবেন। জানতে পারলাম, শুধু শরীয়ত দিয়ে কাজ হবে না, মা'রেফাতও হাসিল করতে হবে, শরীয়ত খালি ঘরের সমতুল্য। হুজুর! মা'রেফত কী? তা কিভাবে হাসিল করা যাবে? তাবলীগের মুরব্বিগণ যে সকল কথা, কাজ ও সকাল-বিকেল তিন তাসবীহ আদায় করতে বলেন, একে কি একটি সঠিক ও নির্ভুল তরীকা বলা যায়?

উত্তর : শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী কোনো হক্কানী পীর সাহেবের হাতে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার করে আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁর দিকনির্দেশনা মোতাবেক আমল করার নাম বাইআত বা তরীকত, যা সুন্নাত। তবে আত্মশুদ্ধি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি। আর মা'রেফত শরীয়ত থেকে ভিন্ন কোনো জিনিস নয়, বরং শরীয়তেরই মগজ, যা শরীয়তের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত বিধিবিধান পালনের দ্বারা অর্জন হয়। তাবলীগের মুরব্বিগণ যে সমস্ত কথা বলেন এবং যে সমস্ত কাজ করেন, তা যদি

Scanned by CamScanner

শরীয়ত মোতাবেক হয় তাহলে সঠিক, আর সকাল-বিকেল তিন তাসবীহের আমল সঠিক ও নির্ভুল আমল।

বিঃ দ্রঃ. 'ফাজায়েলে তাবলীগ' নামক গ্রন্থে তাবলীগের সাথীদেরকে আত্মশুদ্ধির জন্য হক্কানী পীর-মাশায়েখদের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপনে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। (১২/৬৪৮/৪০৫৬)

📖 تکملة فتح الملهم (مكتبة دارالعلوم كراتشى) ٣ /٣٧١ :
والحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ابى أن يبايعه على الهجرة لأن وجوب الهجرة قد انقطع بعد فتح مكة ولكن عرض عليه ان يبايعه على الاسلام والجهاد والخير، قوله: 'والخير' فيه مشروعية البيعة على الخير والاعمال الحسنة وترك المعاصى وفيه دليل لمشروعية بيعة السلوك المتعارفة عند الصوفية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البيعة على الخير مستقلة عن البيعة على الإسلام والجهاد، والله سبحانه اعلم.

📖 احسن الفتاوى(ایچ ایم سعید) ١ / ٥٤٩ : سوال- تصوف کی اصطلاحات شریعت ،طریقت، حقیقت اور معرفت کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ چیزیں شریعت سے الگ ہیں؟
الجواب- شریعت احکام ظاہرہ وباطنہ کا مجموعہ ہے اور طریقت صرف احکام باطنہ کو کہا جاتا ہے اس لئے طریقت شریعت سے الگ نہیں بلکہ شریعت ہی کا ایک شعبہ ہے شریعت کے تمام احکام ظاہرہ وباطنہ کے کامل اتباع کی بدولت بعض حقائق تکوینیہ وتشریعیہ کا انکشاف ہوتا ہے یہ حقیقت ہے، شریعت کے اتباع اور علوم کے انکشافات کی وجہ سے اللہ تعالی کی معرفت ومحبت میں اضافہ ہوتا ہے اسے معرفت کہتے ہیں۔

এক পীর ছেড়ে অন্য পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ

প্রশ্ন : একজন লোক জনৈক পীর সাহেবের নিকট বাইআত গ্রহণ করেছে। কিছুদিন পর ওই পীর সাহেবের প্রতি তার আস্থা ও অনুরাগে ভাটা পড়ে যায়। বহু দিন যাবৎ এ অবস্থায় চলার পর ওই পীর সাহেবের কোনো ওযীফাও আদায় করে না এবং এতে তার মনও বসে না। এ অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত করার পর সে অন্য এক পীর

Scanned by CamScanner

সাহেবের নিকট থেকে ওযীফা নিয়ে আমল করতে থাকে। এভাবেই বহু দিন কাটিয়ে দেয় এবং দ্বিতীয় পীরের প্রতি সে আস্থাশীল ও আমলের প্রতি মনোযোগী হয়। প্রশ্ন হলো, সে ব্যক্তি দ্বিতীয় পীরের নিকট বাইআত গ্রহণ করতে পারবে কি না? এবং সে মনে মনে এটাও ইচ্ছা করেছে যে যদি দ্বিতীয় মুরশিদের নিকট বাইআত না হয় তাহলে সে প্রথম মুরশিদসহ অন্য কোনো পীরের নিকট বাইআত গ্রহণ না করে মুরশিদবিহীন থাকবে। এতে তার কোনো ক্ষতি হবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যেকোনো পীর সাহেবের নিকট বাইআত গ্রহণ করার পূর্বে তার হক্কানীয়াত খোদাভীরুতা এবং তাকওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া জরুরি। এতদসত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি তাহকীক ব্যতীত কোনো পীর সাহেবের নিকট বাইআত হয়, আর পরবর্তীতে ওই পীর সাহেবের কোনো ওযীফা বা আমল ভালো না লাগে এবং তার প্রতি অনাস্থা এসে যায়। তাহলে উক্ত পীরের মনে কষ্ট না আসার ব্যবস্থা করে আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করে অন্য কোনো হক্বপন্থী পীরের হাতে বাইআত হওয়া বৈধ হবে। তবে মনের চাহিদা মেটানোর জন্য শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া পীরকে বাদ দেওয়া আমল ও ইসলাহের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর। সর্বাবস্থায় হক্কানী পীর না ধরে মনমতো আমল করে যেকোনো মানুষের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা কঠিন। (১২/৮৪/৩৮৩৫)

📖 صحيح البخارى (دارالحديث) ٣/ ٥٦ (٣٨٩٢) : إن عبادة بن الصامت، من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه: (تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان، تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه). قال فبايعته على ذلك-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٥/ ٢١٨ : سوال—ایک پیر متبع سنت وصاحب فیض سے بیعت کرنے کے بعد بحالت حیات اسی متبع شریعت صاحب فیض کے دوسرے سے بیعت کرنا کیسا ہے؟

Scanned by CamScanner

جواب—معصیت تو نہیں لیکن موجب بے برکتی اور احیانا سبب تاذی شیخ اول ہے اور اس تاذی کا افضاء الی المعصیۃ بواسطہ اسباب اختیاریہ کے ممکن ہے گو لازم نہیں، بہر حال محل خطر ہوا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲۰ /۱۳ : سوال—اگر کوئی شخص ایک بزرگ سے بیعت ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد اپنی کم فہمی یا کسی دوست کے کہنے سے دوسرے بزرگ سے بیعت ہو گیا بعد بیعت ہونے کے معلوم ہوا کہ ایک بزرگ سے بیعت ہونے کے بعد دوسرے بزرگ سے بیعت نہیں ہونا چاہئے اب اس کو کیا کرنا چاہئے؟ جبکہ وہ دوسرے بزرگ سے بیعت ہو گیا ہو۔

جواب—ایسا شخص استخارہ کرے کہ یااللہ مجھ سے غلطی ہوگئی اب جس سے نفع پہونچنا میرے لئے مقدر ہے میرے دل میں اس کو ڈال دے اور اس سے نفع پہونچا اور دوسرے کی طرف سے میرے دل کو اس مقصد سے خالی فرما، پھر دل کا رجحان جس کی طرف ہو اس کی خدمت میں جاتا رہے اور ہدایات پر عمل کرتا رہے، دوسرے سے بھی بد ظن نہ ہو، نہ بد گوئی کرے۔

পীর না ধরলেও মুসলমান থাকবে এবং ইবাদত কবুল হবে

প্রশ্ন : পীর ধরা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু জরুরি? যদি কেউ না ধরে তাহলে তার ইবাদত কবুল হবে কি না? কেউ কেউ বলে, পীর না ধরলে মুসলমানের মধ্যে গণ্য হবে না।

উত্তর : পীর ধরা জরুরি নয়; তবে আত্মশুদ্ধি জরুরি। রোগীর চিকিৎসা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। তবে বাইআত বরকতপূর্ণ। কেউ পীর না ধরলে সে মুসলমানের মধ্যে গণ্য হবে না, কথাটি ভিত্তিহীন। (১০/৫৩৫/৩১৯১)

📖 إعلاء السنن(ادارةالقرآن) ١٨ /٤٤٣ : ولا يتيسر ذلك إلا بالمجاهدة على يد شيخ كامل قد جاهد نفسه وخالف هواه وتخلى عن الاخلاق الذميمة وتحلى بالأخلاق الحميدة، ومن ظن من

Scanned by CamScanner

نفسه أنه يظفر ذلك بمجرد العلم و درس الكتب فقد ضل ضلالا بعيدا ،كماأن العلم بالتعلم من العلماء كذلك الخلق بالتخلق على يد العرفاء-

📖 نوادر الفقہ (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۱ /۵۷ : بیعت سنت ہے فرض وواجب نہیں:
بیعت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مرشد اور اس کے شاگرد (مرید) کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، مرشد یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا سکھائے گا،اور مرید وعدہ کرتا ہے کہ مرشد جو بتلائے گا اس پر عمل ضرور کرے گا، یہ بیعت فرض وواجب تو نہیں اس کے بغیر بھی مرشد کی رہنمائی میں اصلاح نفس کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، لیکن بیعت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت ہے اور معاہدہ کی وجہ سے فریقین کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی قوی رہتا ہے، اس لئے بیعت سے اس مقصد کے حصول میں بہت برکت اور آسانی ہو جاتی ہے۔

বাইআত গ্রহণ ভিত্তিহীন নয়

প্রশ্ন : বর্তমান যুগের তথাকথিত আহলে হাদীসরা বলে থাকে যে শরীয়তে বর্তমান সমাজে প্রচলিত বাইআতের কোনো ভিত্তি নেই। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে বাইআত সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়েছিলেন, তা ছিল বাইআত আলাল জিহাদ বা যুদ্ধের জন্য বাইআত। তাদের উক্ত বক্তব্য কতটুকু সঠিক?

উত্তর : ঈমান-আক্বীদা দুরস্ত এবং চরিত্র গঠন করার জন্য দুনিয়ার মায়া পরিত্যাগ করে সঠিক দ্বীনের ওপর অটল থাকার জন্য হক্কানী মুহাক্কিক আলেম সাচ্চা নায়েবে রাসূল ও বুজুর্গানে দ্বীনের হাতে হাত দিয়ে বাইআত হওয়ার যে প্রচলন আছে, তা কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং খাইরুল কুরূন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রচলিত। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে রকম জিহাদের ওপরে বাইআত নিয়েছিলেন, তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরাম থেকে ঈমান-আক্বীদা দুরস্ত, নেক আমলের ওপর পাবন্দি ও শরীয়ত গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার ওপরও বাইআত নিয়েছিলেন। (১৯/৬০৯/৮৩৪০)

Scanned by CamScanner

📖سورة الممتحنة الآية ١٢ : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

📖صحيح البخارى(دارالحديث) ٣/ ٥٦ (٣٨٩٢) : إن عبادة بن الصامت، من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحوله عصابة من أصحابه: (تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان، تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه). قال فبايعته على ذل-

📖صحيح مسلم(دارالغداالجديد) ٧/ ١١٨ (١٠٤٣) : عن عوف بن مالك الأشجعي. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال: "ألا تبايعون رسول الله ؟" وكنا حديث عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ! ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله ؟" فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ! ثم قال "ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟" قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ! فعلام نبايعك ؟ قال: "على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والصلوات الخمس. وتطيعوا (وأسر كلمة خفية) ولا تسألوا الناس شيئا" فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم. فما يسأل أحدا يناوله إياه.

Scanned by CamScanner

📖 مسائل تصوف ۵۸ : حضرات صوفیاء کرام میں جو بیعت معمول ہے جس کا حاصل معاہدہ ہے التزام احکام واہتمام اعمال ظاہری و باطنی کا جس کو ان کے عرف میں بیعت طریقت کہتے ہیں بعض اہل ظاہر اس کو اس بناء پر بدعت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں صرف کافروں کو بیعت اسلام اور مسلمانوں کو بیعت جہاد کرنا معمول تھا مگر اس حدیث (حدیث عوف بن مالک الاشجعی المذکور فی السابق) میں اسکا صریح اثبات موجود ہے کہ یہ مخاطبین چونکہ صحابی ہیں اس لئے بیعت اسلام نہیں کہ تحصیل حاصل لازم آتا ہے اور مضمون بیعت سے ظاہر ہے کہ بیعت جہاد بھی نہیں بلکہ بدلالت الفاظ معلوم ہے کہ التزام واہتمام اعمال کے لئے... پس مقصود ثابت ہو گیا۔

লিসানী ই'তিকাফ

প্রশ্ন : কোনো কোনো হক্কানী পীর সাহেব তাঁর মুরীদকে ইসলাহ করতে 'লিসানী ই'তিকাফ' দিয়ে কথা বলা বন্ধ করে রাখেন এবং ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলতে নির্দেশ দেন। এ ধরনের পদ্ধতিতে ইসলাহ শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : শরীয়তে জবানের হেফাজত এবং অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকার অনেক ফজীলত বর্ণিত আছে। তাই কোনো পীর সাহেব চিকিৎসাস্বরূপ নিজ মুরীদের ইসলাহের জন্য প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করলে তা নাজায়েয বলা যাবে না। (১৯/৩২৮/৮১৪৮)

📖 جامع الترمذی (دارالحدیث) ٤/ ٣٣٣ (٢٤١١) : عن ابن عمر رضـ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي».

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ٢/ ٢٧٤ : جواب - شیخ اپنے مریدین کی اصلاح نفس کے لئے اس کے مزاج کے موافق جو چاہے تربیت کا حکم دیتا ہے مگر یہ حکم علاجا ہوتا ہے شرعا نہیں، اس لئے بلا اعتقاد حرام کے حلال چیزیں مریدین کے لئے استعمال نہ

Scanned by CamScanner

کرنا درست ہے، اس حکم کی تعمیل میں کوئی گناہ نہیں بلکہ مرید کے لئے اپنے شیخ کی اس
حکم کی بطور علاج تعمیل کرنا ضروری ہے۔

পাগড়ি বা রুমাল ধরে বাইআত গ্রহণ করা

প্রশ্ন : বাইআতে রিদ্‌ওয়ানের মধ্যে হযরত রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দস্তে মোবারকের ওপর হাত রেখে সাহাবায়ে কেরামগণ অঙ্গীকার করেছিলেন যে দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন। এ ঘটনা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে বাইআতের যে পদ্ধতি রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায়, তা হলো হাতে হাত রেখে বাইআত গ্রহণ করা। প্রশ্ন হলো, বর্তমানে যারা বুজুর্গানে দ্বীনের নিকট পাগড়ি বা রুমাল ধরে বাইআত গ্রহণ করে তা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : বাইআতের অর্থ হলো অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। আর শরীয়ত কর্তৃক বাইআত করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতির বাধ্যবাধকতা নেই। যেকোনোভাবে বাইআত করা যেতে পারে, যদিও হাতে হাত রেখে বাইআত করা ভালো। তদুপরি মৌখিকভাবে অথবা পাগড়ি বা রুমাল ধরার মাধ্যমে বাইআত করার পদ্ধতিও শরীয়তবহির্ভূত কিছু নয়। বরং মহিলাদের বাইআতের ব্যাপারে হাতে হাত দেওয়ার নিয়ম শরীয়তবিরোধী হওয়ায় রুমাল, পাগড়ি বা কাপড় দেওয়া হয়। আর বর্তমানে পীর সাহেবগণ মুরীদানের অন্তরের স্বস্তির লক্ষ্যে পাগড়ি, কাপড় ব্যবহার করে থাকেন। তাই উক্ত পদ্ধতিতে পাগড়ি বা রুমাল ধরার মাধ্যমে বাইআত করাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয বলা যাবে না। (১৫/৩৮৮/৬০২৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٠٩ (٥٢٨٨) : أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن}إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انطلقن فقد بايعتكن» لا والله ما مست يد رسول الله

Scanned by CamScanner

صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن» كلاما۔

📖 تفسير روح المعاني (دار الحديث) ١٤/ ٣٦٨ : عن الشعبي قال: كان رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم إذا بايع النساء وضع على يده ثوبا.

وفي بعض الروايات أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم يبايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطوي.

📖 القول الجميل ص ٣٥ : سمعت سيدى الوالد يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مبشرة فبايعته فأخذ عليه السلام يدى ببطن يديه، فانا اصافح عند البيعة على هذه الصفة، اما بيعة النساء فيأخذ الشيخ طرف ثوب والتى تبايع طرفه الآخر .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۱ /۳۶ : مرد کاہاتھ پیر اپنے ہاتھ میں لے کر توبہ کرادے جس کے الفاظ سورۂ ممتحنہ میں مذکور ہیں اور عورت کاہاتھ پیر اپنے ہاتھ میں نہ لے بلکہ پردہ کے پیچھے سے اسے کوئی کپڑارومال، عمامہ وغیرہ پکڑا کر توبہ کرادے۔

ওলী হওয়ার উপায়

প্রশ্ন : কী আমল করলে আল্লাহর ওলী হওয়া যায়?

উত্তর : আল্লাহর ওলী হতে হলে আল্লাহ পাকের সমস্ত নির্দেশনা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত মোতাবেক জীবন পরিচালনা করতে হবে। (১১/৬৯৩/৩৬৩৬)

📖 شرح السنة (المكتب الإسلامي) ١/ ٢١٣ (١٠٤) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» .

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴ /۸ : جو کوئی پابند شرع اور متبع سنت نہ ہو وہ کبھی خدا کا دوست اور ولی نہیں بن سکتا ... گجرات بالخصوص شہر سورت کے ہزارہا مسلمانوں کے پیر و مرشد حضرت مولانا الحاج شاہ ہدایت علی نقشبندی مجددی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں : جو متبع سنت ظاہر و باطن میں ہو وہی متقی ہے اور خدا کا ولی ہے۔ اور جو باوجود ہوش و تمیز ہونے کے پیروی چھوڑے ہوئے ہے ہر گز خدا کا ولی نہیں ہو سکتا۔

মানুষ বড় ওলী আর জীবজন্তু ছোট ওলী কথাটি ঠিক নয়

প্রশ্ন : ওলী হওয়ার জন্য দুটি জিনিস জরুরি। তা হলো তাকওয়া ও জিকির। এই দুটি জিনিস কুকুর ও পিপীলিকার মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথমত, তাদের কোনো গোনাহ নেই। দ্বিতীয়ত, তারা আল্লাহর জিকির করে। দলিল وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ব্যবধান এটুকু যে মানুষ বড় ওলী আর এগুলো ছোট ওলী, তা সঠিক কি না?

উত্তর : ওলীর শাব্দিক অর্থে পৃথিবীর সকল মানুষ ও জীবজন্তু ইত্যাদি সব কিছুই শামিল। পারিভাষিক ও প্রকৃত অর্থে ওলী ওই মুসলিম ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করেন ও তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকেন এবং ছোট-বড় সব ধরনের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। সুতরাং শাব্দিক অর্থে কুকুর ও পিপীলিকাকে ওলী বলা গেলেও প্রকৃত ও পারিভাষিক অর্থে এসব মাখলুকাতকে ওলী বলার সুযোগ নেই। (১৮/১২১/৭৪৭৬)

📖 التعريفات(دار الكتب العلمية)صـ ٢٥٤ : الولي: فعيل بمعنى الفاعل، وهو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان، أو بمعنى: المفعول، فهو من يتوالى عليه إحسان الله وأفضاله، والولي، هو العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات.

📖 معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۴/ ۵۴۸ : اولیاء ولی کی جمع ہے لفظ ولی عربی زبان میں قریب کے معنی میں بھی آتا ہے اور دوست اور محب کے معنی میں بھی، اللہ تعالی کے قرب و محبت کا ایک عام درجہ تو ایسا ہے کہ اس سے دنیا کی کوئی انسان اور حیوان بلکہ کوئی

Scanned by CamScanner

چیز بھی مستثنی نہیں اگر یہ قرب نہ ہو تو سارے عالم میں کوئی چیز وجود ہی میں نہیں آسکتی
... ... مگر لفظ اولیاء اللہ میں یہ درجہ ولایت کا مراد نہیں، بلکہ ولایت و محبت اور قرب کا
ایک دوسرا درجہ بھی ہے جو اللہ تعالی کے مخصوص بندوں کے ساتھ خاص ہے یہ قرب و
محبت کہلاتا ہے جن لوگوں کو یہ قرب خاص حاصل ہو وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔

নারীরা মুরীদ হতে পারবে কি না এবং কিভাবে

প্রশ্ন : মহিলাদের স্বামী থাকা সত্ত্বেও তারা মুরীদ হতে পারবে কি না? এবং যাদের স্বামী নেই তারাও মুরীদ হতে পারবে কি না? মহিলাদের মুরীদ হওয়ার নিয়ম কী?

উত্তর : শরীয়তের মূলনীতি হলো, যদি কোনো মুস্তাহাব বা সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে ফরয-ওয়াজিব বিধান লঙ্ঘন করতে হয়, তাহলে সে মুস্তাহাব পরিহার করা আবশ্যক। তদ্রূপ কোনো জায়েয কাজ করতে গিয়ে নাজায়েয কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা হলেও সেই জায়েয কাজ থেকে দূরে থাকা শরীয়তের বিধান। হক্কানী পীরের হাতে বাইআত গ্রহণ করা বা মুরীদ হওয়া মুস্তাহাব, তবে তা করতে গিয়ে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। অতএব মহিলাদের জন্য হক্কানী পীরের নিকট শরয়ী পর্দা রক্ষা করে সম্ভব হলে মুরীদ হওয়ার অনুমতি আছে। তবে কোনো অবস্থাতেই শরয়ী বিধান লঙ্ঘন করা এবং ফাসেক ও ভণ্ড পীরের নিকট মুরীদ হওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। স্বামী থাকা না থাকা অবস্থায় একই হুকুম। (১৮/৬৮০/৭৭৮৭)

📖صحيح البخارى (دارالحديث) ٢/ ٢٤٩ (٢٧١٣-٢٧١٢):- قال عروة:
فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى {غفور رحيم} ، قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد بايعتك» كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله-

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رشیدیہ(زکریا) ص۲۲۶ : سوال—اکثر عورتیں جو بعض صوفیوں سے بیعت ہوتی ہیں بلا حجاب بے پردہ سامنے آتی ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ دیکر بیعت ہوتی ہیں اور کچھ عیب نہیں سمجھا جاتا ہے.... لہذا ایسا بیعت ہونا حرام ہے یا نہیں؟
جواب—ایسے پیر سے بیعت ہونا حرام ہے اور ایسی بیعت بھی حرام ہے اور پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا غیر محرم عورتوں کو حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت بیعت عورتوں کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے۔

তাবলীগের চিল্লা ও পীরের দরবারের চিল্লার মধ্যে কোনটি শ্রেয়

প্রশ্ন : তাবলীগ জামাতে চিল্লা দেওয়া ও পীর সাহেবের দরবারে চিল্লা দেওয়া–এ দুটির মধ্যে কোনটি ইসলাহের জন্য বেশি উপকারী? উল্লেখ্য, আমি একজন মক্তবের শিক্ষক।

উত্তর : ইসলাহে নফস ফরয। এর জন্য হক্কানী পীরের শরণাপন্ন হওয়া উপকারী ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত। তাবলীগে যাওয়াও একটি জরুরি বিষয়, এর দ্বারাও ফায়দা হয়। আপনার ইসলাহের জন্য কোনটি বেশি উপকারী হবে, তা আপনার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত বিজ্ঞজনই কেবল নির্ধারণ করতে পারেন। (১১/৯৬৫/৩৭৯৬)

📖 المجموع شرح المهذب (دار الفكر) ١/ ٢٦ : أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما فقال الغزالي معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين.

📖 ردالمحتار (سعيد كمپنى) ١ /٤٣ : أن علم الإخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين، ومثلها غيرها من آفات النفوس: كالكبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلاء والخيانة والمداهنة والاستكبار عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الأمل ونحوها مما هو مبين في ربع المهلكات من الإحياء .

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۵/ ۸۸ : عقائد حسنہ، اخلاق فاضلہ، اعمال صالحہ کی تحصیل ہر شخص پر واجب ہے خواہ اساتذہ سے خواہ کتابوں سے پڑھ کر یا بزرگان دین کی صحبت میں رہکر ہو۔

ইজাযতপ্রাপ্ত না হয়ে অন্যকে বাইআত করা

প্রশ্ন : কোনো কামেল পীরের অনুমতি ব্যতীত অন্যকে মুরীদ করা জায়েয কি না? উল্লেখ্য, যে এলাকায় বিদ'আতী লোক বেশি এবং দু-একজন আলেম ছাড়া কোনো আলেম নেই, এমতাবস্থায় সেখানে কোনো আলেম তাদেরকে মুরীদ করতে পারবেন কি না?

উত্তর : কোনো কামেল পীরের হতে বাইআত হয়ে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে তাঁর অনুমতিপ্রাপ্ত না হয়ে অন্যকে মুরীদ করার অনুমতি নেই। কেননা পীর মুরীদের ধারাবাহিকতা বাকি থাকার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি। (১১/৯৯২/৩৮০৩)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۱ /۳۶ : ... ... پیر کیلئے ضروری ہے کہ صحیح العقیدہ، صالح الاعمال، صادق الاقوال ہو۔ بقدر ضرورت علم دین سے واقف متبع شریعت، پابند سنت ہو، بدعت سے متنفر ہو، کسی بزرگ کی خدمت میں اپنے نفس کی اصلاح کر چکا ہو۔ اور ان بزرگ نے اس پر اعتماد فرمایا ہو۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبۂ امدادیہ) ۷ /۳۷۳ : جواب- بغیر اجازت وخلافت کے سلسلہ نہیں چلتا۔

একসঙ্গে কয়েকজনের কাছে মুরীদ হওয়া

প্রশ্ন : একজন মানুষ একসঙ্গে ২, ৩, ৪ জন পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হতে পারবে কি? ৩-৪ জনের কাছে মুরীদ হলে তো প্রত্যেকেই তাকে খেলাফত দিতে পারেন, এমতাবস্থায় সে কার সবক ও ওযীফা আদায় করবে?

উত্তর : শরীয়তের কিছু আদেশ-নিষেধের সম্পর্ক যেমন শরীরের বাহ্যিক অঙ্গের সাথে জড়িত, তেমনি কিছু আদেশ-নিষেধের সম্পর্ক আত্মার সঙ্গে। বাহ্যিক অঙ্গের সাথে

Scanned by CamScanner

জড়িত বিষয়গুলোর যেমন শিক্ষা লাভ করতে হয়, তেমনি আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোরও শিক্ষা লাভ করতে হয়। তবে এই বিষয়গুলো শিক্ষার জন্য সাধারণত এমন এক ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করতে হয়, যিনি এ সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং পূর্বে এ পথ অতিক্রম করেছেন। ওই পথের পথিককে মুরীদ বলা হয়। কোনো পথিকের কয়েকজনের পথনির্দেশনা নেওয়া যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ নয়, তবুও বিভ্রান্তির আশংকামুক্ত নয় বলে উলামায়ে কেরামগণ উচিত মনে করেন না। (১/৩৭/২৮)

📖 مجموعۃ الفتاوی 'اردو' (سعید کمپنی) ۳/ ۹۸ : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ قول جمیل میں تحریر فرماتے ہیں: إن تكرر البيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثور ، وكذلك عن الصوفية، أما من الشخصين فإن كان لظهور خلل من بايعه فلاباس، وكذلك بعد موته او غيبته المنقطعة، واما بلا عذر فإنه يشبه المتلاعب ويذهب بالبركة ويصرف قلوب الشيوخ عن تعهده -

📖 امداد الفتاوی(زکریا) ۵ /۲۱۸ : جواب—معصیت تو نہیں، لیکن موجب بے برکتی اور احیانا سبب تاذی شیخ اول ہے اور اس کا تاذی کا افضاء الی المعصیۃ بواسطۂ اسباب اختیاریہ کے ممکن ہے، گولازم نہیں، بہر حال محل خطر ہوا، "ونظير نفى المعصية واثبات الأذية وإفضائها إلى بعض المضار الدينية احيانا" رواه مسلم فى قصة خطبته على بنت أبى جهل على فاطمة رضى الله تعالى عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، وقوله عليه السلام: إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها -

মুরীদ না হয়েও জান্নাতে যাওয়া যাবে

প্রশ্ন : পীরের কাছে মুরীদ না হয়ে নিজে নিজে নামায, রোযা, হজ, যাকাত–সব কিছু পালন করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের হুকুম-আহকাম সঠিকভাবে আদায় করা জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। পীরের কাছে মুরীদ হওয়া জরুরি নয়। তবে রোগী ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত নিজের চিকিৎসা নিজেই করলে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তেমনিভাবে আত্মশুদ্ধির জন্য কোনো হক্কানী পীরের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত নিজের দোষ-ত্রুটির চিকিৎসা নিজেই করলে অনেক ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রবল আশংকা। তাই নফসের প্রবৃত্তির চিকিৎসার জন্য কোনো হক্কানী পীরের কাছে আত্মশুদ্ধি করতে হয়, আর এতে বরকতও পাওয়া যায়। (১১/৭৮২/৩৭১৪)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٤٣ : ومندوبا، وهو التبحر في الفقه وعلم القلب.

📖 رد المحتار(ايچ ايم سعيد) ١/ ٤٣ : (قوله: وعلم القلب) أي علم الأخلاق، وهو علم يعرف به أنواع الفضائل وكيفية اكتسابها وأنواع الرذائل وكيفية اجتنابها.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا بکڈپو) ص٢٢٦ : سوال-عالم یا فقیر سے مرید ہونا کوئی ضروری بات ہے یا مستحب ہے؟
جواب-مرید ہونا مستحب ہے واجب نہیں۔

পীর বাবা, পীর আম্মা, হুজুর কেবলা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা

প্রশ্ন : অনেককে দেখা যায়, স্বীয় পীরকে পীর কেবলা, পীরের স্ত্রীকে পীর আম্মা বলে থাকে। হক্কানী সিলসিলার মধ্যেও এটা দেখা যায় এবং তারা পুরোপুরি শরীয়তের পাবন্দও। প্রশ্ন হলো, এভাবে পীর বাবা, পীর আম্মা, কেবলা আব্বাজান, হুজুর কেবলা বলার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : পীর কেবলা, পীর বাবা, পীর আম্মা শব্দগুলো প্রকৃত অর্থে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা মাকরূহ। তবে এ-জাতীয় শব্দ রূপক অর্থে নিছক সম্মানার্থে মহব্বতের বহিঃপ্রকাশের লক্ষ্যে ব্যবহার করা জায়েয হলেও বাহ্যিকভাবে তা প্রকৃত অর্থে ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে। তাই এগুলো ব্যবহার না করাই উচিত। বিশেষ করে ভণ্ড পীরের বেলায় বর্তমানে এগুলো বেশি প্রচলন ঘটছে, তাই হক্কপন্থীরা এগুলো বর্জন করাই উত্তম। (১৭/২৩৩)

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۴ /۲۷۴ : سوال: بہشتی زیور میں القاب بزرگاں میں قبلہ کعبہ لکھا گیا اور تذکرۃ الرشید میں مکروہ تحریمی لکھا ہے بدلیل قولہ علیہ السلام ' لاتطروا' فی الحدیث، اس کی تاویل کیا ہے؟

الجواب- بلا تاویل مکروہ تحریمی ہے، اور بتاویل معنی مجازی کے جائز ہے، گو خلاف اولی ہے۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا بکڈپو) ص ۵۶۷ : سوال- خط میں القاب قبلہ وکعبہ لکھنا درست ہے یا نہیں؟

جواب: قبلہ وکعبہ کسی کو لکھنا درست نہیں۔

নফস কত প্রকার ও কী কী

প্রশ্ন : আমরা জানি, নফস তিন প্রকার। ১. নফসে আম্মারাহ্ ২. নফসে লাওয়ামাহ্ ৩. নফসে মুতমাইন্নাহ্। বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে এমনটাই পেয়েছি। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি বলেছে নফস পাঁচ প্রকার। প্রশ্ন হলো, বাকি দুই প্রকার কী কী? তার থেকে জানার সুযোগ হয়নি। তাই মুফতি সাহেবের কাছে বাকি দুই প্রকার জানতে আগ্রহী।

উত্তর : নফস মূলত একটি; কিন্তু তার সিফাত বা গুণাবলি অনেক। তাই সিফাত বা গুণাবলির পরিবর্তনের কারণে নফসের নামকরণেও পরিবর্তন হয়। প্রশ্নে উল্লিখিত তিন প্রকার যদিও প্রসিদ্ধ তবে এ ছাড়া নফসের আরো অনেক প্রকার রয়েছে। যেমন : নফসে কুদসিয়াহ্, নফসে রহমানী ইত্যাদি। (১২/৪৪০/৩৯৮৫)

📖 التفسير الكبير (إحياء التراث العربي) ١٨/ ٤٧١ : اختلف الحكماء في أن النفس الأمارة بالسوء ما هي؟ والمحققون قالوا إن النفس الإنسانية شيء واحد، ولها صفات كثيرة فإذا مالت إلى العالم الإلهي كانت نفسا مطمئنة، وإذا مالت إلى الشهوة والغضب كانت أمارة بالسوء-

📖 كتاب الروح (دار الكتب العلمية) صد ٢٢٠ : والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات فتسمى بإعتبار كل صفة باسم، فتسمى

Scanned by CamScanner

مطمئنة بإعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه -

📖 كتاب التعريفات(دار الكتب العلمية) صـ ٢٤٤ : النفس الأمَّارة : هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية، وتأمر باللذات والشهوات الحسية، وتجذب القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور، ومنبع الأخلاق الذميمة.

النفس اللوامة: هي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة، كلما صدرت عنها سيئة، بحكم جبلتها الظلمانية، أخذت تلوم نفسها وتتوب عنها.

النفس المطمئنة: هي التي تم تنورها بنور القلب حتى انخلعت عن صفاتها الذميمة، وتخلقت بالأخلاق الحميدة.

النفس النباتي: هو كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتولد ويزيد ويغتذي، والمراد بالكمال: ما يكمل به النوع في ذاته، ويسمى: كمالًا أول، كهيئة السيف للحديدة، أو في صفاته، ويسمى كمالًا ثانيًا، كسائر ما يتبع النوع من العوارض، مثل القطع للسيف، والحركة للجسم، والعلم للإنسان.

النفس الحيواني: هو كمال أول لجسم طبيعي، آلي من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالإرادة.

النفس الإنساني: هو كمال أول لجسم طبيعي، آلي من جهة ما يدرك الأمور الكليات ويفعل الأفعال الفكرية.

النفس الناطقة: هي الجوهر المجرد عن المادة في ذواتها مقارنة لها في أفعالها، وكذا النفوس الفلكية، فإذا سكنت النفس تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت مطمئنة، وإذا لم يتم سكونها ولكنها صارت موافقة للنفس الشهوانية ومعترضة لها، سميت: لوامة؛ لأنها تلوم صاحبها عن

Scanned by CamScanner

تقصيرها في عبادة مولاها، وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان، سميت: أمارة.

النفس القدسية: هي التي لها ملكة استحضار جميع ما يمكن للنوع أو قريبًا من ذلك، على وجه يقيني، وهذا نهاية الحدس.

النفس الرحماني: عبارة عن الوجود العام المنبسط على الأعيان عينًا، وعن الهيولي الحاملة لصور الموجودات -

কাশফের হাকীকত ও পরিচিতি

প্রশ্ন : কাশফ কাকে বলে? এবং তার হাকীকত কী?

উত্তর : বাস্তব জগতে অনিদ্রাবস্থায় অনুপস্থিত বা অদৃশ্য বস্তুর আসল বা রূপক আকৃতি কারো দৃষ্টিগোচর হয়ে গেলে তাকেই কাশফ বলা হয়, যা কোনো মানুষের এখতিয়ারভুক্ত হতে পারে না। বরং আল্লাহ পাক তাঁর কোনো প্রিয় বান্দাকে যখন ইচ্ছা দেখিয়ে থাকেন। এটি কোনো গায়েবের জ্ঞান নয়, বরং কিছুটা স্বপ্ন দেখার মতো। (১৫/৫২৮/৬১৪৪)

📖 قواعد الفقه (مكتبہ اشرفيہ) ص ٤٤٣ :الكشف في اللغة رفع الحجاب وعند الصوفية هو الإطلاع على وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا أو شهودا-

কাশফ শরীয়তের দলিল নয়

প্রশ্ন : যদি কোনো পীর সাহেবের কাশফ হয় তাহলে তাঁর জন্য শরীয়তের বিধিবিধানে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে?

উত্তর : কাশফ দ্বারা অর্জিত বস্তু শরীয়তের কোনো প্রমাণিত বিষয় নয়, নিশ্চিত কোনো বাস্তবতাও নয়, অনুমানমাত্র। কাশফের বিষয়টি শরীয়তবিরোধী না হওয়ার শর্তে নিজের ব্যাপারে আমল বা গ্রহণ করার যোগ্য হলেও অন্যের ব্যাপারে তা গ্রহণীয় নয়। (১৫/৫২৮/৬১৪৪)

Scanned by CamScanner

📖مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٩ /٣٥٨ : ولذا لم يعتبر أحد من الفقهاء جواز العمل في الفروع الفقهية بما يظهر للصوفية من الأمور الكشفية، أو من الحالات المنامية -

📖فتاوی حقانیہ (جامعہ دار العلوم حقانیہ) ٢ /٢٧٣ : کشف کی دو قسمیں ہیں ا۔ مخالف شریعت ٢۔ موافق شریعت ۔ پس موافق شریعت کشف پر تو صاحب کشف عمل کر سکتا ہے اور مخالف شریعت کشف مردود ہے اس پر عمل نہیں کیا جائیگا، تاہم کسی غیر صاحب کشف کیلئے کشف دلیل نہیں بن سکتا۔

কাশফ হলে পর্দা লাগে না বলা ভ্রষ্টতা

প্রশ্ন : যদি কোনো লোক বলে যে কোনো পীর সাহেবের যদি কাশফ হয় তাহলে তাঁর জন্য মহিলাদের সঙ্গে পর্দা করার প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় ওই লোকটির ব্যাপারে করণীয় কী? এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত পীরের হুকুম কী?

উত্তর : যে পীরের কাশফ হয় তার জন্য মহিলাদের সঙ্গে পর্দা করার প্রয়োজন নেই, এমন কথা যে বলে বা বিশ্বাস করে, সে নিশ্চিত পথভ্রষ্ট। আর পীর সাহেব স্বয়ং এ দাবি করলে তার এ দাবি ভ্রান্ত ও বাতিল। কারণ পর্দার বিধান আবশ্যকীয় ও কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। যে তা অমান্য করবে (কাশ্‌ফওয়ালা পীরের ক্ষেত্রেই হোক না কেন) সে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট। আর এমন ব্যক্তির পীর হওয়ার দাবি যে বানোয়াট, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। (১৫/৫২৮/৬১৪৪)

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٠٩ (٥٢٨٨) : أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن}إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انطلقن فقد بايعتكن» لا والله ما مست يد رسول الله

Scanned by CamScanner

صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن» كلاما۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱/۱۴۴ : سوال- جس پیر کے سامنے غیر محرم عورتیں بے پردہ آتی ہوں اور ہاتھ میں ہاتھ دیکر بیعت ہوتی ہوں ایسا پیر عند الشرع پیر کہلانے کا مستحق ہے یا شیطان ہے ایسا پیر کی عزت کرنی جائز ہے یا نہیں؟

جواب- پیر اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی سعادت نصیب ہو جاوے جو شخص خود خلاف سنت کام کرتا ہو یہاں تک کہ بیعت بھی خلاف سنت کرتا ہو اس سے بیعت ہو کر تو سارے ہی کام خلاف سنت ہوں گے اور کبھی بھی اتباع سنت کی توفیق نہ ہو گی ایسے شخص کو پیر نہ بنایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نامحرم عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ لیکر بیعت نہیں فرمایا اور پردہ کی بہت سخت تاکید فرمائی ہے۔

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে স্বপ্নে দেখার আমল

প্রশ্ন : কোন আমলে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে স্বপ্নে দেখা যায়? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে স্বপ্নে দেখতে হলে তাঁর প্রতি অন্তরে অধিক মহাব্বত থাকতে হবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূলের প্রতিফলন ঘটাতে হবে, অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। (১১/৬৯৩/৩৬৩৬)

'মীম' বর্ণের বানোয়াট তাৎপর্য ও কোরআনের যাহেরী বাতেনী অর্থ (!)

প্রশ্ন : এক পীর বলেন,

১. মা বলতে মীম লাগে আর মীম বললে ১০ নেকি হয়। মা বললে সব গোনাহ মাফ হয়।

Scanned by CamScanner

২. এই সভায় যারা এসেছেন, তাদের সব গোনাহ মাফ হয়ে গেছে; কিন্তু গীবত মাফ হবে না।

৩. সকালবেলা মায়ের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখবেন মায়ের চেহারায় কাবা শরীফ ভেসে উঠবে।

৪. মা ফাতেমাকে আল্লাহ তা'আলা মা বলে ডেকেছেন।

ওই পীর সাহেব মহিলাদেরকে সামনাসামনি মুরীদ করেন এবং তাদেরকে মা বলে ডাকেন। মায়ের সাথে দেখা করার মতো মনে করেন। তিনি কোরআন শরীফ মারাত্মক ভুল পড়েন। তার জনৈক মুরীদ বলে, কোরআন শরীফের প্রতিটি আয়াতের ১৪টি করে অর্থ রয়েছে। ৭টি যাহেরী আর ৭টি বাতেনী। উপরোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : পীর নামের ওই ব্যক্তির প্রশ্নে উল্লিখিত সব কথাই ভিত্তিহীন। কোরআন-হাদীসের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আর বেগানা মহিলাদের সামনাসামনি দেখা-সাক্ষাৎ নাজায়েয ও বড় গোনাহ। এ ধরনের কাজ যে করে সে পীর হতে পারে না। অনুরূপ কোরআনে পাক যে সহীহ-শুদ্ধভাবে পড়তে পারে না, তার পীর বলে দাবি করা ভণ্ডামী ছাড়া কিছু নয়। (১১/৯০১/৩৭৬৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٠٩ (٥٢٨٨) : أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انطلقن فقد بايعتكن» لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن» كلاما.

Scanned by CamScanner

📖 شعب الإيمان (دارالكتب العلمية) ١٠ /٢٦٦ (٧٤٧٥) : عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من ولد بار ينظر إلى والدته نظرة رحمة إلا كان له بكل نظرة حجة مبرورة "، قالوا: وإن نظر إليها كل يوم مائة مرة؟ قال: "نعم، الله أكبر وأطيب .

📖 شرح السنة (المكتب الإسلامي) ١٣ /٢٢ (٣٤٣٣) : عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن، والأمانة، والرحم تنادي: ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله".

মুজাদ্দিদগণের তালিকা

প্রশ্ন : কতজন মুজাদ্দিদ দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন ও তাঁরা কে কে? ক্রমানুসারে জানাবেন এবং দুনিয়াতে আর কোনো মুজাদ্দিদ আসবেন কি না?

উত্তর : প্রাধান্যযোগ্য মতানুযায়ী পৃথিবীতে মুজাদ্দিদগণের নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই, বরং প্রতি যুগেই একটি দল তাজদীদ ও সংস্কারের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। কোনো কোনো আলেমগণ নির্দিষ্ট সংখ্যা যথা ১৪ জন, ১৫ জন বা তার চেয়েও বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। 'ফয়যুল ক্বদীর' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৮১ পৃষ্ঠায়, 'ঈযাহুল মিশকাত' প্রথম খণ্ডের ২৬৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক যুগের মুজাদ্দিদগণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবীতে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মুজাদ্দিদের আগমন অব্যাহত থাকা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত (১৪/১০৮/৫৪৯৪)

📖 مرقاة المفاتيح (دار الفكر) ١ /٣٢١ : (من يجدد) : مفعول يبعث (لها) أي: لهذه الأمة (دينها) أي: يبين السنة من البدعة ويكثر العلم ويعز أهله ويقمع البدعة ويكسر أهلها. قال صاحب جامع الأصول: وقد تكلم العلماء في تأويله، وكل واحد أشار إلى العالم الذي هو في مذهبه، وحمل الحديث عليه، والأولى الحمل على العموم فإن لفظة " من " تقع على الواحد والجمع، ولا يختص أيضا بالفقهاء فإن انتفاع الأمة بهم، وإن كان كثيرا فانتفاعهم بأولي

Scanned by CamScanner

الأمر وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ والزهاد أيضا كثير، إذ حفظ الدين وقوانين السياسة وبث العدل وظيفة أولي الأمر، وكذا القراء وأصحاب الحديث ينفعون بضبط التنزيل والأحاديث التي هي أصول الشرع وأدلته، والوعاظ ينفعون بالوعظ والحث على لزوم التقوى لكن المبعوث بشرط أن يكون مشارا إليه في كل فن من هذه الفنون. نقله السيد، وأغرب ابن حجر وحمل المجددين محصورين على الفقهاء الشافعية، وختمهم بشيخه الشيخ زكريا مع أنه غير معروف بتجديد فن من العلوم الشرعية، وشيخ مشايخنا السيوطي هو الذي أحيا علم التفسير المأثور في الدر المنثور، وجمع جميع الأحاديث المتفرقة في جامعه المشهور، وما ترك فنا إلا وله فيه متن أو شرح مسطور، بل وله زيادات ومخترعات يستحق أن يكون هو المجدد في القرآن المذكور كما ادعاه وهو في دعواه مقبول ومشكور، هذا والأظهر عندي والله أعلم أن المراد بمن يجدد ليس شخصا واحدا، بل المراد به جماعة يجدد كل أحد في بلد في فن أو فنون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية.

📖 فيض القدير (مكتبة نزار) ٢ / ٢٨١؟ (١٨٤٨) : قال ابن كثير: قد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث والظاهر أنه يعم جملة من العلماء من كل طائفة وكل صنف من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم ومر تعيين المبعوث على كل قرن وأن المؤلف ذكر أنه المجدد التاسع وصرح به في قصيدة بقوله:

الحمد لله العظيم المنه. . . المانح الفضل لأهل السنة. . . ثم الصلاة والسلام نلتمس

على نبي دينه لا يندرس. . . لقد أتى في خبر مشتهر. . . رواه كل عالم معتبر

بأنه في رأس كل مئة. . . يبعث ربنا لهذه الأمة. . . منا عليها عالما يجدد

دين الهدى لأنه مجتهد. . . فكان عند المئة الأولى عمر. . . خليفة العدل بإجماع وقر

Scanned by CamScanner

والشافعي كان عند الثانية. . . لما له من العلوم السامية. . . وابن سريج ثالث الأئمة

والأشعري عده من أمه. . . والباقلاني رابع أو سهل أو. . . الاسفرايني خلف قد حكوا

والخامس الحبر هو الغزالي. . . وعده ما فيه من جدال. . . والسادس الفخر الإمام الرازي

والرافعي مثله يوازي. . . والسابع الراقي إلى المراقي. . . ابن دقيق العيد بإتفاق

والثامن الحبر هو البلقيني. . . أو حافظ الأنام زين الدين. . . والشرط في ذلك أن تمضي المئة

وهو على حياته بين الفئة. . . يشار بالعلم إلى مقامه. . . وينصر السنة في كلامه

وأن يكون جامعا لكل فن. . . أن يعم علمه أهل الزمن. . . وأن يكون في حديث قد ورى

من أهل بيت المصطفى وقد قوى. . . وكونه فردا هو المشهور. . . قد نطق الحديث والجمهور

وهذه تاسعة المئين قد. . . أتت ولا يخلف ما الهادي وعد. . . وقد رجوت أنني المجدد

فيها بفضل الله ليس يجحد. . . وآخر المئين فيما يأتي. . . عيسى نبي الله ذو الآيات

يجدد الدين لهذي الأمة. . . وفي الصلاة بعضنا قد أمه. . . مقرر لشرعنا ويحكم

بحكمنا إذ في السماء يعلم. . . وبعده لم يبق من مجدد. . . ويرفع القرآن مثل ما بدى.

ذكره السيوطى فى تحفة المهتدين باسماء المجتهدين للسيوطى.

Scanned by CamScanner

التوبة

তাওবা

তাওবা কিভাবে করতে হয়

প্রশ্ন : কিভাবে তাওবা করতে হয়?

উত্তর : কৃত গোনাহের ওপর আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে গোনাহ আর না করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাই প্রকৃত তাওবা। এর জন্য দুই রাক'আত নামায তাওবার নিয়্যাতে পড়াও উত্তম। অবশ্য কোনো মানুষের সাথে কৃত অন্যায়ের গোনাহ তার হক্ব আদায় না করলে মাফ হবে না। তার হক্ব আদায় ও তার নিকট মাফ চাওয়া তাওবার পূর্বশর্ত। (৬/২৮/১০৬১)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ۲/ ۲۰۰ (٤٠٦) : عن ابى بكر رض...قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يذنب ذنبا، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له».

📖 شرح النووى على صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ۱۷/ ۵۷ : أن لها ثلاثة أركان الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم على أن لايعود إليها أبدا فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم.

তাওবার শর্তসমূহ

প্রশ্ন : তাওবার শর্ত কী কী?

উত্তর : তাওবার শর্ত ৪টি।

১. কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হওয়া।

Scanned by CamScanner

২. অপকর্ম পরিহার করা।
৩. ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় সংকল্প করা।
৪. একমাত্র আল্লাহর ভয়েই তাওবা করা, কোনো মানুষের হক্ব নষ্ট করে থাকলে তা আদায় করা। (৩/২/৪৩৪)

📖 شرح النووى على صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧/ ٥٧ : أن لها ثلاثة أركان الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم على أن لايعود إليها أبدا فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم .

📖 شرح الطيبى على المشكاة (ادارةالقرآن) ٥/ ٩١ : ثم التوبة فى الشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعادة، وتدارك ماأمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة، فمتى اجتمع هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة ، وتاب إلى الله -

📖 مجالس ابرار ۴۶۸ : مومن کیلئے توبہ کرنی ضرورت ہے لیکن توبہ کے واسطے چار شرطیں ہیں اگران میں سے ایک بھی کم ہوگئی تو توبہ ٹھیک نہ ہوگی، اول زمانہ گذشتہ کے گناہوں پر دل سے نادم ہونااور دوسری شرط معصیت کافی الفور ترک کردینااور تیسری شرط اس کا پختہ قصد کرنا کہ پھر آئندہ کبھی ایسانہ کرونگااور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی خوف سے ہو کسی اور وجہ سے نہ ہو۔

ফাঁসির আগের তাওবা গ্রহণযোগ্য

প্রশ্ন : আমাদের দেশে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রেও দেখা যায় অনেক মুসলমানকে বিভিন্ন অপরাধের কারণে ফাঁসি দেওয়া হয়। তবে ফাঁসি কার্যকর করার পূর্বে তাকে তাওবা করানো হয়। আমার প্রশ্ন হলো, ফাঁসি দেয়ার পূর্বে যে তাওবা করানো হয় তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এ সময় যেহেতু তার মৃত্যু একেবারে নিশ্চিত তাই এ সময়কে সাকরাতুল মাউতের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে কি না? দলিলসহ বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ফাঁসির হুকুম নিশ্চিত হওয়ার পরও যে তাওবা করা হয় তা কবুল হয়, ওই সময়কে সাকরাতুল মাউতের অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাবে না। (১০/৫১৫/৩০৮৭)

📖 سورةالنساء الآية ١٧ : إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا -

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ١ / ٤٧٤ : يقول سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة، ثم يتوب ولو بعد معاينة الملك لقبض روحه قبل الغرغرة. ... ... {ثم يتوبون من قريب} قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت، وقال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدي: ما دام في صحته. وهو مروي عن ابن عباس. وقال الحسن البصري: {ثم يتوبون من قريب} ما لم يغرغر. وقال عكرمة: الدنيا كلها قريب.

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٥ / ٣٦٨ (٣٥٣٧) : عن ابن عمر رضـ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر».

তাওবা শিরক গোনাহকে মুছে দেয়

প্রশ্ন : কেউ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে শিরক গোনাহ করার পর তাওবা করলে এবং নতুনভাবে ঈমান আনলে তার গোনাহ মাফ হবে কি? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : শিরক গোনাহ ইচ্ছায় করা হোক বা অনিচ্ছায় খালেস তাওবা ও নতুনভাবে ঈমান আনার দ্বারা মাফ হয়ে যায়। (৬/৪৫৬/১২৭৮)

📖 التفسير المظهرى (احياء التراث) ٨ / ١٧١ : فالمعنى لا تتركوا الإيمان إياسا من رحمة الله بناء على ما أسرفتم من قبل "إن الله يغفر الذنوب جميعا"، صغيرها وكبيرها إذا تبتم عن الشرك وآمنتم بالله وحده "فإن الإسلام يهدم ما كان قبله"- رواه مسلم -

Scanned by CamScanner

📖 فيه ايضا ٢ / ٣٥٢ : إن الله لا يغفر أن يشرك به تعالى فى وجوب الوجود او العبادة إذا مات وهو مشرك وأما إذا تاب عن الشرك وآمن فيغفر له ما قد سلف منه من الشرك وغيره اجماعا.

তাওবা দ্বারা শিরক গোনাহও মাফ হয়ে যায়

প্রশ্ন : কেউ শিরক গোনাহ করে আল্লাহর কাছে তাওবা করলে তার গোনাহ মাফ হবে কি না?

উত্তর : শিরক ও যেকোনো প্রকার গোনাহ হয়ে গেলে সঠিকভাবে তাওবা করলে তার তাওবা আল্লাহর নিকট কবুল হবে। তাওবা কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

১. চিরতরের জন্য কৃত গোনাহ ছেড়ে দিতে হবে।
২. কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হতে হবে।
৩. ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। (১/১০১/৮১)

📖 التفسير المظهرى (احياء التراث) ٨ / ١٧١ : فالمعنى لا تتركوا الإيمان إياسا من رحمة الله بناء على ما أسرفتم من قبل "إن الله يغفر الذنوب جميعا"، صغيرها وكبيرها إذا تبتم عن الشرك وآمنتم بالله وحده "فإن الإسلام يهدم ما كان قبله"- رواه مسلم -

📖 رياض الصالحين (المكتب الاسلامى) صـ ٤٦ : قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب, فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي, فلها ثلاثة شروط:

أحدها: أن يقلع عن المعصية.

والثاني: أن يندم على فعلها.

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة: هذه الثلاثة, وأن يبرأ من حق صاحبها.

Scanned by CamScanner

যে গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা রহমানুর রহীম এর পরও এমন কোন কোন গোনাহ আছে, যা তিনি মাফ করবেন না? সেগুলো কী কী?

উত্তর : তাওবা করলে সব ধরনের গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে তাওবা ব্যতীত মারা গেলে সত্তাগত শিরক ও গুণগত শিরক গোনাহ ছাড়া অন্য গোনাহসমূহ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। (৪/৫/৫৭৩)

📖 التفسير المظهرى (احياء التراث) ٢/ ٣٥٢ : إن الله لا يغفر أن يشرك به تعالى فى وجوب الوجود او العبادة إذا مات وهو مشرك وأما إذا تاب عن الشرك وآمن فيغفر له ما قد سلف منه من الشرك وغيره اجماعا-

নেক আমলের দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যায়

প্রশ্ন : শরীয়তের ভাষ্য মতে, কবীরা গোনাহের ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য তাওবা করা শর্ত এবং বিভিন্ন ইবাদত জারি থাকাবস্থায় সগীরা গোনাহ মাফ করা হয়। প্রশ্ন হলো, কারো জিম্মায় কবীরা গোনাহ থাকাবস্থায় বিভিন্ন ইবাদতের দ্বারা তার সগীরা গোনাহ মাফ করা হবে কি না? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : কারো জিম্মায় কবীরা গোনাহ থাকাবস্থায়ও নেক আমলের উসিলায় তার সগীরা গোনাহ মাফ হয় বলে উলামায়ে কেরাম মত পোষণ করেছেন। (১৩/২৩৫/৫২০১)

📖 روح المعانى (دار الحديث) ٦/ ٤٧٥ : اختلف العلماء في أمر تكفير الصغائر بالعبادات هل هو مشروط باجتناب الكبائر؟ على قولين: أحدهما نعم وهو ظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما اجتنبت الكبائر»، فإن ظاهره الشرطية كما يقتضيه «إذا اجتنبت»، الآتي في بعض الروايات، فإذا اجتنبت الكبائر كانت مكفرة لها وإلّا فلا، وإليه ذهب الجمهور على ما ذكره ابن عطية،

Scanned by CamScanner

وقال بعضهم: لا يشترط، والشرط في الحديث بمعنى الاستثناء والتقدير مكفرات لما بينها إلّا الكبائر وهو الأظهر.

📖 شرح الأبى على صحيح مسلم ٢ / ٢٢ : (قوله مالم تؤت كبيرة) لان الكبيرة لا يكفرها الا التوبة او فضل الله عزوجل، قلت: يريد عندنا والمعتزلة لا يكفرها الا التوبة وليس المعنى على ما تقتضيه الظاهر من ان ترك الكبيرة شرط فى محو الصغائر بالوضوء وإنما المعنى أن الوضوء يغفر ماتقدم الا ان يكون فيما تقدم كبيرة، فإن تلك الكبيرة لا يكفرها الا التوبة او فضل الله تعالى-

📖 درس ترمذی (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱ / ۴۷۹ : "مالم یغش الکبائر" اس کی تشریح دو طرح کی جاسکتی ہے ایک یہ کہ اس کو معنئ استثناء قرار دیا جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ اعمال صرف صغائر کے لئے کفارہ بنتے ہیں کبائر کے لئے نہیں، دوسرا امکان یہ ہے کہ اسکو بمنزلہ شرط قرار دیا جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مذکورہ اعمال صغائر کے لئے بھی صرف اس وقت کفارہ ہو سکتے ہیں جب کہ انسان نے کبائر کا ارتکاب نہ کیا ہو اور اگر کوئی شخص مرتکب کبیرہ ہے تو ان اعمال سے اسکے صغائر بھی معاف نہیں ہونگے بعض علماء نے پہلا مفہوم مراد لیا ہے اور بعض نے دوسرا مفہوم، دوسرے مفہوم کی تائید اس آیت کے ظاہر سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ حنفیہ کے نزدیک چونکہ مفہوم شرط معتبر نہیں ہوتا اس لئے حنفیہ کے نزدیک اس آیت اور حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، کہ اگر کبائر سے اجتناب نہ کیا جائے تو صغائر معاف نہیں ہونگے، واللہ اعلم

ইবাদতের দ্বারা কবীরা গোনাহ মাফ হয় না

প্রশ্ন : হজ বা যেকোনো বড় বড় ইবাদত দ্বারা কি কবীরা গোনাহ মাফ হয়? না হলে করণীয় কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হজ ইত্যাদি নেক আমল দ্বারা সগীরা গোনাহ মাফ হয়, কবীরা গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তাওবা করতে হবে। (১৩/৬১৪/৫৩৬৬)

📖 سورة النساء الآية ٣١ : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٥ (١٧٧٣) : عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٢ /٣٨٣ : آیت سے معلوم ہوا کہ وضو نماز وغیرہ اعمال صالحہ کے ذریعہ گناہوں کا کفارہ ہونا جو روایات حدیث میں مذکور ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں اور کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے اور صغیرہ کی یہ شرط ہے کہ آدمی ہمت اور کوشش کر کے کبیرہ گناہوں سے بچ گیا ہو۔

অন্যের জন্য ইস্তেগফার করা

প্রশ্ন : স্ত্রী, ছেলেমেয়ে বা অপরের গোনাহ মাফ চাওয়া যায় কি না?

উত্তর : স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও যেকোনো মুসলমানের গোনাহ মাফ চাওয়া যায়। ছেলেমেয়ে ও অন্যদের জন্য দু'আ করা আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাতও বটে। (৬/৩৯/১০৭৪)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢/ ٢٨٥ : سوال- استغفار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اپنے بھائیوں کیلئے استغفار کرو! یہ سمجھائیں کہ زندہ بھائی یا مردہ بھائی کیلئے استغفار کا کیا طریقہ ہے؟ اور پھر یہ استغفار ان بھائیوں کے لئے کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟

جواب— استغفار زندوں اور مردوں سب کے لئے کیا جاسکتا ہے، مثلاً عربی میں یہ الفاظ بہت جامع ہیں، "اللهم اغفرلي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات"۔

Scanned by CamScanner

الأذكار والأدعية

জিকির ও দু'আসমূহ

কালেমা তাইয়্যিবার প্রমাণ ও এর যিকির

প্রশ্ন : কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কী? এবং তার প্রমাণ কোরআন-হাদীস বা আসলাফ থেকে আছে কি না? বিস্তারিত জানাবেন এবং لااله الا الله محمد رسـول الله এর যিকির কোথা থেকে শুরু হলো?

উত্তর : لااله الا الله محمـد رسـول الله কালেমায়ে তাইয়্যিবাহ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এখানে দুটি বাক্য রয়েছে, একটি لااله الا الله আরেকটি محمد رسـول الله উভয়টি কোরআন ও অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যার অর্থ "আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল।" অন্তরে এই কালেমার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন এবং মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁর প্রতি স্বীকারোক্তি প্রদান ঈমানদার হওয়ার পূর্বশর্ত। আর হাদীস শরীফে যেহেতু لااله الا الله محمـد رسـول الله কে উত্তম যিকির বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তাই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকেই যুগে যুগে এটাকে যিকির হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। (৯/৮৬/২৪৯১)

📖 سورة محمد الآية ١٩ : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّـهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْـتَغْفِرْ لِذَنْبِـكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾

📖 صحيح البخارى (دارالحديث) ١/ ٦ (٨) : عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بني الإسـلام على خمـس: شـهادة أن لا إله إلا الله وأن محمـدا رسـول الله، وإقـام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان".

📖 الإصابة فى تمييز الصحابة (دار الكتب العلمية) ٦/ ٣٦٥ : وأخرجه الحاكم، من طريق يونس، عن يوسف بن صهيب،

Scanned by CamScanner

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: انطلق أبو ذر ونعيم ابن عم أبي ذر، وأنا معهم يطلب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو مستتر بالجبل، فقال له أبو ذر: يا محمد، أتيناك لنسمع ما تقول، قال: أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فآمن به أبو ذر وصاحبه.

📖سنن الترمذي (دارالحديث) ٥/ ٢٩١ (٣٣٨٣) : عن جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله»-

📖 مسند الإمام أحمد بن حنبل (مؤسسة الرسالة) ١٤/ ٣٢٨ (٨٧١٠) : عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " جددوا إيمانكم "، قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: " أكثروا من قول لا إله إلا الله " -

সর্বাবস্থায় কালেমা জপা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি সর্বক্ষণ তাওবার হালতে পুরো কালেমা শরীফ لااله الا الله محمد رسول الله পাঠ করে তাহলে কি শিরক, বিদ'আত বা কুফুরী হবে?

উত্তর : তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ইত্যাদি সর্বদা করার প্রতি হাদীস শরীফে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তবে পবিত্রতার সহিত করাটা ভালো। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে, সর্বক্ষণ তাওবার হালতে থেকে কালেমা শরীফ পাঠ করা বা অন্যান্য যিকির-আযকার করা জায়েয। বরং সর্বদা যিকিরের মধ্যে ব্যস্ত থাকা খুবই সাওয়াবের কাজ, বিদ'আত, শিরক বা কুফুরী কোনো কিছুই নয়। বস্তুত এ রকম প্রশ্ন মনে আসাটাও অনুচিত। হ্যাঁ, প্রস্রাব-পায়খানা ও স্ত্রী সহবাসরত অবস্থায় যেকোনো মৌখিক যিকির নিষেধ। তবে যিকির কিভাবে আদায় করা শ্রেয়—এ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা কোনো হক্কানী পীর-বুজুর্গের কাছ থেকে গ্রহণ করা উচিত। (৬/১৬৪/১১২৬)

Scanned by CamScanner

📖سورة آل عمران الآية ١٩١ : ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

📖تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ١/ ٤٤٧ : أي: لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم -

📖العرف الشذي (مكتبة الاتحاد) ١/ ٧ : قرر الشارع الأوراد والأذكار في الأحوال المتواردة، كدخول المسجد، والخروج عنه، والدخول في الخلاء، والخروج عنه، وفي حديث: (كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يذكر الله على كل أحيانه) ، فقيل: المراد به الذكر اللساني، فيرد عليهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتغل بغيره من الأشغال، فكيف يذكر الله على كل أحيانه، وقيل: إن الذكر هو الذكر القلبي، كما في أشغال التصوف، وهذا أيضاً بعيد، فإن اللغة آبية عن هذا المعنى فإن الذكر في اللغة هو اللساني، وأقول: إن المراد من الأحوال هي الأحوال المتواردة لا الأحوال المتشابهة.

📖آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٢/٢٧٩: تسبیح پڑھنا چلتے پھرتے بھی جائز ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر وقت آدمی ذکر الہی میں مصروف رہے اگر کوئی تسبیح کے دوران غلط کام کرتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہئے۔

মসজিদে যিকির ও তা'লীম

প্রশ্ন : জনৈক মুফতী সাহেব বলেন, অন্যের ইবাদত নষ্ট হোক বা না হোক নফলকে ইনফেরাদী আমল ও ইজতেমায়ী আমলে পরিণত করে মসজিদের মধ্যে উচ্চ স্বরে কালেমার যিকির করা জায়েয হবে না। জানার বিষয় হলো, যিকির শব্দের অর্থ কী? কিতাব তা'লীম করাকে বড় বা উত্তম যিকির বলা যাবে? ২-৪ জন মিলে কিতাব তা'লীম করলে তাকে ইজতেমায়ী আমল বলা যাবে?

উত্তর : যিকির শব্দের আভিধানিক অর্থ অনেক রয়েছে। যেমন : ওয়াজ-নসীহত, নামায-দু'আ, স্মরণ-শোকর ইবাদত আলোচনা ইত্যাদি। কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন

Scanned by CamScanner

স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে হাদীসে কালেমা ও তিলাওয়াতে কোরআনকে উত্তম যিকির ও উত্তম আমল বলা হয়েছে। আর কিতাবি তা'লীম যেহেতু ওয়াজ-নসীহতের অন্তর্ভুক্ত, তাই এটাকেও যিকির বলা যায়, যা ইজতেমায়ীভাবেও করা যাবে। তবে মসজিদে যিকির ও তা'লীম করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন অন্যের ইবাদতে ব্যাঘাত না ঘটে। (১২/৬৪৮/৪০৫৬)

📖 لسان العرب (دار الحديث) ٣ /٤١٥ : والذكر: الصلاة لله والدعاء إليه والثناء عليه. وفي الحديث: كانت الأنبياء، عليهم السلام، إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الذكر، أي إلى الصلاة يقومون فيصلون. وذكر الحق: هو الصك، والجمع ذكور حقوق، ويقال: ذكور حق. والذكرى: اسم للتذكرة. قال أبو العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر التسبيح والذكر الدعاء والذكر الشكر والذكر الطاعة.

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٢٩٢ (٣٣٨٣) : جابر بن عبد الله، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله» -

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٢ / ٣٥٤ (٢٠٢٢) : عن النعمان بن بشير رضـ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن "-

ফরযের পর তাসবীহ আদায়

প্রশ্ন : 'ফরযের পর তাসবীহ' এর দ্বারা কী বোঝানো হয়? তাসবীহ ফরয নামাযের পরপরই আদায় করবে, নাকি সুন্নাত-নফল সব নামায শেষ করে?

উত্তর : যে সমস্ত ফরয নামাযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদা আছে ওই সমস্ত ফরযের পর দীর্ঘ কোনো দু'আ বা তাসবীহ পড়া উচিত নয়। বরং তাড়াতাড়ি সুন্নাতে মুআক্কাদা আদায় করে নেওয়া উচিত। হ্যাঁ, সংক্ষিপ্তভাবে কিছু পড়তে আপত্তি নেই। যেমন : اللهم انت

Scanned by CamScanner

السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام পরিমাণ দু'আ বা তাসবীহ পড়তে পারবে। আর যে সমস্ত ফরযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদা নেই, সেসব ফরয নামাযের পরপরই হাদীসে বর্ণিত তাসবীহ, দু'আ-দরূদ ইত্যাদি পড়বে। (৬/৫৩/১০৬৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٣٠ : ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللَّهُمَّ أنت السلام إلخ.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٣٠ : وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها.

📖 فيه ايضًا ٦ / ٤٢٣ : وتقدم في الصلاة أن قراءة آية الكرسي والمعوذات والتسبيحات مستحبة وأنه يكره تأخير السنة إلا بقدر اللَّهُمَّ أنت السلام إلخ.

নামাযের পর মাসনুন দু'আ আদায়ের সময়

প্রশ্ন : যেসব ফরযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদা আছে। (যেমন–যোহর, মাগরিব ও এশার নামায) এসব ফরযের সালাম ফিরিয়ে সাথে সাথে সুন্নাতের আগে আগেই আদইয়ায়ে মাসনুনাহ্ আদায় করতে হবে, নাকি সুন্নাতে মুআক্কাদা শেষ করে আদায় করতে হবে? আদইয়ায়ের মাসনুনাহ যথা : সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, তাসবীহ ইত্যাদি।

উত্তর : যে সমস্ত ফরয নামাযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদা আছে, ওই সমস্ত ফরয নামাযের পর মাসনুন দু'আসমূহ পড়ার পূর্বে সুন্নাত আদায় করা উত্তম। (৫/১৫/৭৯৪)

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٣٠ : (قوله إلا بقدر اللَّهُمَّ إلخ) لما رواه مسلم والترمذي عن عائشة قالت «كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللَّهُمَّ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأما ما ورد من الأحاديث في الأذكار عقيب الصلاة فلا دلالة فيه على الإتيان بها

Scanned by CamScanner

قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعدها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها فلم تكن أجنبية عنها.

চলতে ফিরতে দু'আ-দরূদ পড়া

প্রশ্ন : চলাফেরার সময়, হাঁটার সময় বা সভা-সমিতিতে বসে তাসবীহ, দু'আ-দরূদ পাঠ করা যায় কি না?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় দু'আ-দরূদ পাঠ করা জায়েয, বরং তা প্রশংসনীয়। (৬/৭৯/১০৬৩)

🕮 سورة آل عمران الآية ١٩١ : الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

🕮 احياء علوم الدين (دار المعرفة) ١ / ٢٩٤ : وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم قال ابن عباس رضي الله عنهما أي بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية.

দু'আ-দরূদ ও তাসবীহ পড়তে ওজু লাগে না

প্রশ্ন : বিনা ওজুতে তাসবীহ, দু'আ-দরূদ পাঠ করা যায় কি না?

উত্তর : দু'আ-দরূদ, তাসবীহ ইত্যাদি ওজু অবস্থায় পড়া উত্তম। তবে বিনা ওজুতে পড়লেও সাওয়াব পাওয়া যাবে। (৬/৭৯/১০৬৩)

🕮 مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ٢ / ٢٦ : والمحدث والجنب لا يمنعان من ذكر الله ماخلا قراءة القرآن فى حق الجنب.

Scanned by CamScanner

📖 فتح البارى (دار الريان) ١ / ٣٤٣ : (باب قراءة القرآن بعد الحدث) أي الأصغر (وغيره) أي من مظان الحدث وقال الكرماني الضمير يعود على القرآن والتقدير باب قراءة القرآن وغيره أي الذكر والسلام ونحوهما بعد الحدث ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين ولأنه إن جازت القراءة بعد الحدث فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى.

📖 فتاوى رشیدیہ (زکریا) ص۲۵۳ : سوال—ذکر بلاوضو جائز ہے یا نہیں؟
جواب- ذکر بلاوضو درست ہے.

সম্মিলিত যিকির

প্রশ্ন : জনৈক খতীব বলেন যে সম্মিলিতভাবে একত্রিত হয়ে উচ্চ আওয়াজে যিকির করা বিদ'আত। এতে সমাজের একদল লোক উক্ত খতীবের ওপর খেপে যায়। দয়া করে উক্ত মাস'আলার হুকুম কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানানোর আবেদন রইল এবং ওই খতীব সাহেবের হুকুম কী?

উত্তর : যিকির আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার একটি বড় মাধ্যম এবং যিকির করার দ্বারা ঈমান তাজা হয়। এ জন্য কোরআন-হাদীসে এর প্রতি বেশি বেশি উৎসাহিত করা হয়েছে। চাই যিকির নিম্নস্বরে হোক বা উচ্চস্বরে, একাকী হোক বা সম্মিলিতভাবে, সব ধরনের পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। তবে উচ্চস্বরে যিকিরের সময় বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে, যাতে অন্য ব্যক্তির ইবাদতে ব্যাঘাত না ঘটে, অনুরূপ ঘুমন্ত ব্যক্তির যেন কষ্ট না হয়। আর একত্রিত হয়ে হালকা বেঁধে উচ্চস্বরে যিকির করার ওপর শরীয়তে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে যিকিরে তাল মেলানোর জন্য একজন প্রথমে যিকিরের সুর তোলা এবং বাকিরা তার ইক্তিদা করা বা যিকিরের ধ্বনি তোলা শরীয়তে এর অনুমতি নেই। আর প্রশ্নে বর্ণিত খতীব সাহেবের নিজের কথার জন্য তাওবা করা প্রয়োজন। (১৪/৭৮৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ٤٢٦ (٧٤٠٥) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في

Scanned by CamScanner

نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة " .

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧ / ٢٣ (٢٧٠٠) : عن الأغر أبي مسلم، أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده» .

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٣٥٥ (٣٥١٠) : عن أنس بن مالك رضـ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر».

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ١٩/ ٤٣٧ (١٢٤٥٣) : عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله، لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات " .

📖 رد المحتار(ايج ايم سعيد) ١/ ٦٦٠ : وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ إلخ .

📖 رد المحتار(ايج ايم سعيد) ٦/ ٣٩٨ : وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الأذان والخطبة والجمعة والحج اهـ وقد حرر المسألة في الخيرية وحمل ما في فتاوى القاضي على الجهر المضر وقال: إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر، وأحاديث طلب الإسرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال،

Scanned by CamScanner

فالإسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام والجهر أفضل حيث خلا مما ذكر، لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد النشاط ۔

📖 سباحة الفكر فى الجهر بالذكر ص ٦٤ : فالاجتماع للذكر بانفراد فهو ثابت من حديث متفق عليه، من رواية ابى هريرة مرفوعًا ؛ ان لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون حلق الذكر ۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۱ /۳۴۹ : جواب—ذکر جہر ہر طور سے جائز ہے کسی کو کسی طور سے منع نہیں کرنا چاہئے ، ذکر کسی ہیئت کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ بوجہ اطلاق ادلہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع حلقہ باندھ کر، یا صف باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، غرضیکہ کوئی ہیئت ہو جائز ہے، ... ...

البتہ اس میں اس بات کا خیال ضرور رہے کہ یہ جواز اس شرط کے ساتھ ہے کہ کسی نائم یا نمازی کا اذیت نہ ہو، اور جہر نہایت مفرط نہ ہو، نیز کسی طریقہ کو لازم نہ سمجھا جائے،(امداد الفتاوی)

ذکر جہر ادنی کی حد تو متعین ہے وہ یہ کہ ساتھ والوں کے علاوہ دوسرے بھی سن سکیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۱۰۲ : جواب — حامدا ومصليا، فی نفسہ ذکر اللہ بہت مبارک ہے قرآن کریم اور حدیث شریف میں اس کی کثرت سے ترغیب آئی ہے جو کلمات سوال میں مذکور ہیں ان کی بڑی فضیلت وارد ہے، ان کو آہستہ اور جہر سے پڑھنا ہر طرح ٹھیک ہے، مگر مناسب یہ ہے کہ ان کو آہستہ پڑھا جائے اور انفرادی طور پر پڑھا جائے حلقہ کی صورت سے آواز ملا کر پڑھنے سے پرہیز کیا جائے، بسا اوقات اس میں تان کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اپنا اپنا الگ پڑھیں، اگر ایسے وقت کوئی نماز کے لئے آئے اور وہیں پڑھنا چاہے تو اس کو موقع دیا جائے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ آئے۔

Scanned by CamScanner

তালে তালে যিকির

প্রশ্ন : একজনের নেতৃত্বে উচ্চস্বরে সবাই মিলে যিকির করা সম্পর্কে শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : উচ্চস্বরে যিকিরের দ্বারা যদি নামাযী ও ঘুমন্ত ব্যক্তিদের কোনো ধরনের ব্যাঘাত না হয় বা উচ্চস্বরে যিকির করাকে জরুরি মনে না করা হয়, তাহলে কোনো কামেল পীর সাহেবের ওযীফা অনুযায়ী উচ্চস্বরে যিকির করা জায়েয। এ ধরনের মজলিস আপত্তিকর নয়। তবে সুরে সুরে তাল মিলিয়ে যিকির করা নিষেধ। (১২/৫৮৪/৪০৪৭)

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ١٩/ ٤٣٧ (١٢٤٥٣) : عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله، لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات " -

📖 رد المحتار(ایچ ایم سعید) ١/ ٦٦٠ : وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ إلخ -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥/ ١٠٢ : جواب — حامدا ومصلیا، فی نفسہ ذکر اللہ بہت مبارک ہے قرآن کریم اور حدیث شریف میں اس کی کثرت سے ترغیب آئی ہے جو کلمات سوال میں مذکور ہیں ان کی بڑی فضیلت وارد ہے، ان کو آہستہ اور جہر سے پڑھنا ہر طرح ٹھیک ہے، مگر مناسب یہ ہے کہ ان کو آہستہ پڑھا جائے اور انفرادی طور پر پڑھا جائے حلقہ کی صورت سے آواز ملا کر پڑھنے سے پرہیز کیا جائے، بسا اوقات اس میں تان کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اپنا اپنا الگ پڑھیں۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ١ / ٣٢٠ : الجواب — پس ذکر جہر اس حد تک جائز ہے کہ اس سے سونے والوں اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو اور نہ خود اپنے آپ کو تعب ہو اور نہ ریا کا خوف ہو... خلاصہ یہ کہ ذکر جہر کے لئے حد یہ ہے کہ جس سے نہ اپنے کو ایذا ہو نہ دوسروں کو ایذا ہو۔

Scanned by CamScanner

এশার পর উচ্চ আওয়াজে যিকির

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় বিভিন্ন মসজিদে এশার নামাযের পর মুসল্লিরা একত্রে উচ্চ আওয়াজে যিকির করে থাকে। কেউ কেউ স্বীয় ঘরে মাইক দিয়ে আবার কেউ মাইক ছাড়া উচ্চস্বরে যিকির করে থাকে। কোনো কোনো আলেম এভাবে যিকির করা পছন্দ করেন, আবার কেউ অপছন্দ করেন এবং বলেন যে থানভী (রহ.) বয়ানুল কোরআনের এক জায়গায় লিখেছেন যে মসজিদে উচ্চ আওয়াজে যিকির করা "وارتفعت الاصوات في المساجد" কিয়ামতের আলামতের মধ্যে শামিল। বর্ণিত সূরতগুলোর শরয়ী সমাধান ও যিকিরের উত্তম পদ্ধতিসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : যিকির উচ্চস্বরে-নিম্নস্বরে উভয়ভাবেই প্রমাণিত। কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় নিম্নস্বরে যিকির করাই সমীচীন। হ্যাঁ, কেউ যদি কোনো হক্কানী পীর সাহেবের পরামর্শক্রমে উচ্চ আওয়াজে যিকির করে তাহলে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না। তবে উচ্চ আওয়াজে যিকির করতে গিয়ে যেন কোনো ঘুমন্ত বা নামাযী ব্যক্তির ক্ষতি না হয় এবং নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতিকে আবশ্যকীয় মনে না করা হয়। অন্যথায় জায়েয হবে না। (১২/৩৯৬/৩৯৭৪)

📖 رد المحتار(ایچ ایم سعید) ۱/ ٦٦٠ : وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ۔

📖 رد المحتار(ایچ ایم سعید) ٦/ ٣٩٨ :كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد.

📖 امداد الفتاوی(زکریا) ۵ / ۱۵۴ : ذکر جہر ہر طور سے جائز ہے کسی کو کسی طور سے منع نہ کریں یہی ارجح وواضح ہے، بلکہ اگر عدم مشروعیت کو بھی ترجیح دی جاوے تب بھی عوام کو منع نہ کریں کہ اسی بہانہ سے کچھ خیر کر گذرتے ہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۳۹ : ذکر بالجہر بلا اختلاف جائز بلکہ مستحب ہے البتہ کسی عارض کی وجہ سے ممنوع ہو جائیگا۔ مثلا نمازیوں کی یا تلاوت کرنیوالوں کو اذیت یا ریا کا خوف ہو تو ایسی حالت میں آہستہ ذکر کرنا چاہئے۔

Scanned by CamScanner

গভীর রাতে মাইকে যিকির, মুনাজাত ও তেলাওয়াত করা

প্রশ্ন : রাত ১-২টার দিকে মাইক দ্বারা উচ্চস্বরে ক্বেরাত পড়ে নামায আদায়, চিৎকার করে যিকির এবং মুনাজাত ও রোনাজারি করার বিধান কী?

উত্তর : উল্লিখিত কাজগুলো ইবাদতের মনগড়া পদ্ধতি এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিদের অসুবিধার কারণ। তাই প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য এ ধরনের কাজ হতে বিরত থাকা জরুরি। (১৩/৩৫৮/৫২৫২)

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٥/ ٥٥ (٢٨٦٥) : عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار.

📖 رد المحتار(ايج ايم سعيد) ٦ / ٣٩٨ : وقد حرر المسألة في الخيرية وحمل ما في فتاوى القاضي على الجهر المضر وقال: إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر، وأحاديث طلب الإسرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فالإسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام.

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ١ / ٣٢٠ : ذکر جہر اس حد تک جائز ہے کہ اس سے سونے والوں اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو الخ

যিকিরের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত

প্রশ্ন : ‘হালবী কাবীর’ পৃ . ৫৬৬ ‘ফয়যুল কালাম’ পৃ. ৯৬-এর টিকায় উল্লেখ রয়েছে, ولابى حنيفة رفع الصوت بالذكر بدعة অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নিকট উচ্চস্বরে যিকির করা বিদ'আত। পক্ষান্তরে মাও. ইসহাক (রহ.) (প্রথম পীর, চরমোনাই) তাঁর “যিকিরে জলী ও ওয়াজদ হালের অকাট্য প্রমাণ” (মুজাহিদ প্রকাশনী, সদরঘাট, ঢাকা) নামক কিতাবে তাফসীরের উল্লেখযোগ্য কিতাব ‘তাফসীরে মাযহারী’-এর বরাতে ইমাম সাহেব (রহ.)-এর মত الذكر برفع الصوت مستحب অর্থাৎ উচ্চস্বরে যিকির করা মুস্তাহাব। আর “যিকিরে ইজতিমায়ী যাহেরী শরীয়ত কে আয়েনা মে” নামক কিতাবের ৯৪ পৃষ্ঠায় ‘তাফসীরে রূহুল মা'আনী’ ১৬/১৬২-এর বরাতে ইমাম আবু

Scanned by CamScanner

হানীফা (রহ.)-এর মত استحباب الجهر بالذكر مطلقا অর্থাৎ উচ্চস্বরে যিকির করা মুস্তাহাব বলা হয়েছে। জিজ্ঞাসা হলো, উভয় প্রকার বর্ণনার সঠিক সমাধান কী?

উত্তর : যিকরে জাহরী (উচ্চস্বরে) এবং খফী (নিম্নস্বরে) উভয়টি জায়েয। কিন্তু جهر مفرط অর্থাৎ 'চিল্লানো' নিষেধ। কিন্তু স্থান, কাল, পাত্রভেদে জাহরী এবং খফী উভয়টি মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হয়। এ কারণে যিকরে জাহরী জায়েয, নিষেধ, মুস্তাহাব তিন ধরনের কথাই কিতাবে পাওয়া যায়। কোন অবস্থার বিধান কী হবে, তা একমাত্র বিশেষজ্ঞরাই নির্ধারণ করতে পারেন, সাধারণ লোক নয়। তাই এ ব্যাপারে সাধারণের বাড়াবাড়ি উচিত নয়, বুঝে না আসলে নীরব থাকাই শ্রেয়। (১৯/১৫৪/৭৯৫৮)

📖 رد المحتار(ايج ايم سعيد) ١ / ٦٦٠ : (قوله ورفع صوت بذكر إلخ) أقول: اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلك؛ فتارة قال: إنه حرام، وتارة قال إنه جائز. وفي الفتاوى الخيرية من الكراهية والاستحسان: جاء في الحديث به اقتضى طلب الجهر به نحو " «وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم» رواه الشيخان. وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار، والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة ولا يعارض ذلك حديث «خير الذكر الخفي» لأنه حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام، فإن خلا مما ذكر؛ فقال بعض أهل العلم: إن الجهر أفضل لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد النشاط. اهـ ملخصا، وتمام الكلام هناك فراجعه. وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ إلخ

📖 سباحة الفكر فى الجهر بالذكر صـ ٦٩ : ومن قال انه بدعة اراد به ان ايقاعه على وجه مخصوص والتزام ملتزم لم يعهد فى الشرع

Scanned by CamScanner

بدليل انهم انما اطلقوا البدعة عليه فى بحث التكبير فى طريق صلاة عيد الفطر، وقالوا الجهر به فى الطريق على الوجه المخصوص انما ورد فى عيد الاضحى واما فى عيد الفطر فهو بدعة-

ইমাম বানিয়ে যিকির করা

প্রশ্ন : জামাতবদ্ধ হয়ে একজন ইমাম হয়ে উচ্চস্বরে সম্মিলিতভাবে একই সুরে যিকির করা খাইরুল কুরূন থেকে প্রমাণিত কি না?

উত্তর : খাইরুল কুরূনে যিকিরের জন্য ইমাম ছিল না। (১৯/৩৮৫/৮২৩৬)

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧/ ٢٣ (٢٧٠٠) : عن الأغر أبي مسلم، أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده» -

📖المعجم الصغير(المكتب الإسلامي) ٢/ ٢٢٧ (١٠٧٤) : عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن رواحة الأنصاري وهو يذكر أصحابه , فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما إنكم الملأ الذين أمرني الله أن أصبر نفسي معكم» , ثم تلا هذه الآية {واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى قوله: {وكان أمره فرطا} أما إنه ما جلس عدتكم إلا جلس معهم عدتهم من الملائكة إن سبحوا الله سبحوه، وإن حمدوا الله حمدوه، وإن كبروا الله كبروه، ثم يصعدون إلى الرب وهو أعلم منهم، فيقولون: يا ربنا، عبادك سبحوك فسبحنا وكبروك فكبرنا وحمدوك فحمدنا، فيقول ربنا: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون: فيهم فلان وفلان الخطاء فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم " -

Scanned by CamScanner

খায়রুল কুরূনে হালকায়ে যিকির

প্রশ্ন : খায়রুল কুরূন থেকে প্রচলিত হালকায়ে যিকির ও জলী (উচ্চস্বরে) যিকির প্রমাণিত কি না?

উত্তর : খায়রুল কুরূন থেকে অদ্যাবধি যিকরে জলী এবং খফী উভয়ের প্রচলন ধারাবাহিকভাবে প্রমাণিত। কোরআন-হাদীসেও তার প্রমাণাদি বিদ্যমান। নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হলো। (১৯/৫৫৬/৮২৯১)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ٤٢٦ (٧٤٠٥) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة " -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧ / ٢٣ (٢٧٠٠) : عن الأغر أبي مسلم، أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده» -

যিকিরের উত্তম পদ্ধতি ও নির্দিষ্ট দিনে দলবদ্ধ যিকির

প্রশ্ন :

১. সাপ্তাহিক দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে কোনো বিশেষ মজলিস বা মসজিদে জামাতবদ্ধ হয়ে একজন পরিচালক হয়ে মাঝে মাঝে শের আশআর বলে মাইকে বা মাইক ছাড়া উচ্চ আওয়াজে যিকির করা জায়েয আছে কি না?

২. রূহের রোগ দূর করার জন্য যিকির করার উত্তম পদ্ধতি কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন স্থানে যিকির করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যিকির সম্মিলিতভাবে অথবা একাকী উচ্চস্বরে করা যায় এবং নিম্নস্বরেও করা যায়। তবে উচ্চস্বরে যিকির করার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে যাতে না হয় এবং অন্যদের ইবাদত-বন্দেগী ও ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখা জরুরি। কিন্তু জামাতবদ্ধ হয়ে যিকির করা জায়েয হলেও জামাতবদ্ধভাবে একজন পরিচালক হয়ে মাইকে বা মাইক ছাড়া মাঝে মাঝে শের/আশআর বলে যিকিরের পদ্ধতি শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত নয় বিধায় তা পরিহারযোগ্য। (১৮/৮০/৭৪৮১)

📖 صحيح البخارى(دار الحديث) ٤ / ٤٢٦ (٧٤٠٥) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة " -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧ / ٢٢ (٢٧٠٠) : عن الأغر أبي مسلم، أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده» -

📖 رد المحتار(ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦٠ : (قوله ورفع صوت بذكر إلخ) أقول: اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلك؛ فتارة قال: إنه حرام، وتارة قال إنه جائز. وفي الفتاوى الخيرية من الكراهية والاستحسان: جاء في الحديث به اقتضى طلب الجهر به نحو " «وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم» رواه الشيخان. وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار، والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة ولا يعارض ذلك حديث «خير الذكر الخفي» لأنه حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام، فإن خلا مما ذكر؛

Scanned by CamScanner

فقال بعض أهل العلم: إن الجهر أفضل لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد النشاط. اهـ ملخصا، وتمام الكلام هناك فراجعه. وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۵/ ۲۱۹-۲۱۸ : سوال (۲)- ذکر جہر حنفیہ کے نزدیک جائز ہے یا نہیں اور جہر مفرط کے لئے کیا حکم ہے؟ ... ...

الاجوبۃ- (۲) حنفیہ کے اقوال مختلف منقول ہے امر محقق و منقح یہ ہے کہ اگر کسی کو ایذاء ہو تو بالاختیار ناجائز اور مغلوبیت میں ناجائز نہیں، اور اگر ایذاء نہ ہو تو جہر کو قربت مقصودہ سمجھنا بدعت وھو محمل نصوص الہی، اور اگر قربت مقصودہ نہ سمجھا جاوے کسی باطنی مصلحت سے جس کو شیخ تجویز کر سکتا ہے کیا جاوے تو جائز ہے گو اس میں افراط بھی ہو جاوے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱/ ۳۲۰ : پس ذکر جہر اس حد تک جائز کہ اس سے سونے والوں اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو اور نہ خود اپنے آپ کو تعب ہو اور نہ ریا کا خوف ہو اور اگر قصد ریا نہ ہو محض وسوسہ ریا کا آتا ہو تو وہ ریا نہیں ہے اسکی پرواہ نہ چاہئے، خلاصہ یہ کہ ذکر جہر کے لئے حد یہ ہے کہ جس سے نہ اپنے کو ایذا ہو نہ دوسروں کو ایذا ہو۔ اور اگر کسی نے ذکر جہر شروع کیا حد کے اندر پھر بے اختیار بلا قصد کسی کیفیت یا حالات کے غلبہ سے تجاوز عن الحد ہو گیا تو اس شخص پر ملامت نہیں۔

২. রূহের রোগ দূর করার জন্য যিকির করার অনেক ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। তবে হক্কানী পীর-মাশায়েখ যে পদ্ধতি যার জন্য ভালো মনে করেন, সেটাই তার জন্য উত্তম।

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱ / ۱۳۳ : جواب—بیعت کے مقاصد متعدد ہوتے ہیں، ... ...

Scanned by CamScanner

۴ ۔ سلوک: جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی معرفت ورضامندی حاصل کرنے کے لئے اس کی راہ میں حائل ہونے والے اخلاق رذیلہ واعمال سیئہ کو چھوڑ کر اخلاق فاضلہ واعمال صالحہ کے ساتھ متصف ہونیکی کوشش کرنا اور جس قدر مجاہدہ وریاضت، تزکیۂ نفس واصلاح نفس کے لئے شیخ تجویز کریں اس کو بطیب خاطر اختیار کرنا جس سے نفس کو فانی مالوفات کی بے محل رغبت باقی نہ رہے بلکہ خدائے پاک کی ذات وصفات سے گہرا اور دائمی تعلق واستحضار قائم ہو جائے۔ شیخ اپنے مشائخ کے واسطہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے۔

সম্মিলিত উচ্চস্বরে যিকিরের শর্ত

প্রশ্ন : কোনো এক এলাকায় চরমোনাই পীর সাহেব হুজুরের অনেক ভক্ত আছেন। তাঁরা প্রত্যেক সপ্তাহে এলাকার বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে তালিম-তরবিয়াত এবং জিকিরের ব্যবস্থা করেন। অনুরূপ মাসিক একটি করে ইউনিয়নভিত্তিক আরেকটি করে জেলাভিত্তিক। এলাকায় একটি মহল এটাকে অবৈধ মনে করে। সুতরাং জানার বিষয় হলো, একত্রিত হয়ে জোরে যিকির জায়েয হবে কি না? হলে কী কী শর্তে? দলিল-প্রমাণসহ জানিয়ে সমাজের ফিতনা দূর করুন।

উত্তর : অন্তরে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ সর্বদা জারি রাখার অন্যতম মাধ্যম হলো যিকির। তাই একজন মুমিনের জন্য যিকির এক মহাশক্তি ও রূহানী হাতিয়ার। যিকিরের নির্ধারিত কোনো পদ্ধতি নেই। একাকী, হালকাবন্দি হয়ে চুপে চুপে, উচ্চস্বরে, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় যিকির করা যায়। তবে যিকিরের জন্য একজনকে ইমাম বানিয়ে তার সুরে সুর মিলিয়ে স্লোগানের ধ্বনি তুলে যিকির করার অনুমতি শরীয়তে নেই। সুতরাং এ ধরনের পদ্ধতি পরিহার করে সাধারণভাবে একত্রিত হয়ে যিকির করাতে কোনো আপত্তি নেই। তবে মসজিদে একত্রিত হয়ে যিকির করার ক্ষেত্রে নামাযীদের নামাযের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে, যেন নামাযের কোনো প্রকার ক্ষতি না হয়। (১৫/১০৪/৫৯৬৩)

📖 ردالمحتار (ایچ ایم سعید) ٦ / ٣٩٨ : إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر، وأحاديث طلب الإسرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فالإسرار أفضل حيث

Scanned by CamScanner

خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام والجهر أفضل حيث خلا مما ذكر، لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد النشاط .

📖 امداد الفتاوی(زکریا) ٥ / ١٥٤ : پس بعد ثبوت مشروعیت جہر کسی طور و ہیئت کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ بوجہ اطلاق ادلہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع، حلقہ باندھ کر ہو یا صف باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہر طور سے جائز ہے۔

খায়রুল কুরূনে যিকিরের শব্দ, ধরন ও সময়

প্রশ্ন : খাইরুল কুরূন থেকে মোট কতটি স্থানে একাকী বা সম্মিলিত উচ্চস্বরে যিকির করা প্রমাণিত। উক্ত যিকিরের শব্দাবলি ও ধরন কী ছিল এবং কোন কোন সময় উক্ত যিকির হতো?

উত্তর : ইসলামের সোনালি যুগে একাকী ও সম্মিলিত–দুই ভাবেই বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ও বিভিন্ন সময় যিকির করার কথা উল্লেখ আছে। (১৮/২৯৩)

📖 سورة آل عمران الآية ١٩١ : الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامـاً وَقُعُـوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

📖 المعجم الصغير(المكتب الإسلامي) ٢/ ٢٢٧ (١٠٧٤) : عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن رواحة الأنصاري وهو يذكر أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أما إنكم الملأ الذين أمرني الله أن أصبر نفسي معكم»، ثم تلا هذه الآية {واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى قوله: {وكان أمره فرطا} أما إنه ما جلس عدتكم إلا جلس معهم عدتهم من الملائكة إن سبحوا الله سبحوه، وإن حمدوا الله حمدوه , وإن كبروا الله كبروه، ثم يصعدون إلى الرب وهو أعلم منهم , فيقولون: يا ربنا، عبادك

Scanned by CamScanner

سبحوك فسبحنا وكبروك فكبرنا وحمدوك فحمدنا، فيقول ربنا: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقولون: فيهم فلان وفلان الخطاء فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم " -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۵ /۱۵۴ : پس بعد ثبوت مشروعیت جہر کسی طور و ہیئت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بوجہ اطلاق ادلہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع حلقہ باندھ کر ہو یا صف باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہر طور سے جائز ہے۔

মসজিদে উচ্চস্বরে যিকির

প্রশ্ন : মসজিদে জোরে যিকির করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মসজিদে স্বাভাবিক আওয়াজে যিকির করা যদি মুসল্লিদের নামাযের এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ঘুমের বা অন্য কোনো ইবাদতরত ব্যক্তির ইবাদতের ক্ষতি না হয় জায়েয, তবে অস্বাভাবিক উচ্চস্বরে ও বিকট শব্দে যিকির করার অনুমতি নেই। (১০/৬৫১/৩২৫৫)

📖 رد المحتار(ایچ ایم سعید) ۱ / ٦٦٠ : أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ.

📖 بدائع الصنائع (سعید کمپنی) ۱ / ۳۱۰ : ويكره رفع الصوت بالذكر لما روي عن قيس بن عبادة أنه قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة: عند القتال، وعند الجنازة، والذكر؛ ولأنه تشبه بأهل الكتاب فكان مكروها.

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱/ ۳۲۰ : ذکر جہر اس حد تک جائز ہے کہ اس سونے والوں اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو اور نہ خود اپنے آپ کو تعب ہو اور نہ ریاء کا خوف ہو اور اگر قصد ریاء نہ ہو محض وسوسہ ریاء کا آتا ہو تو وہ ریاء نہیں ہے اس کی پرواہ نہ چاہئے خلاصہ یہ کہ ذکر جہر کے لئے حد یہ ہے کہ جس سے نہ اپنے کو ایذاء ہو نہ دوسروں کو ایذاء

Scanned by CamScanner

জামাতবদ্ধভাবে যিকির করতে বাধ্য করা

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে কিছু কওমী মাদ্রাসায় শেষ রাতে যিকিরের হালকা অনুষ্ঠিত হয়। যিকিরের নিয়ম হিসেবে বলা যায় যে একজনকে হালকার ইমাম বানিয়ে হালকাবাসী সবাই তার সাথে তাল মিলিয়ে যিকির শুরু করবে এবং শেষ করবে। যিকিরে এমন গুরুত্ব দেওয়া হয় যে যদি কেউ কোনো দিন যিকিরে অংশগ্রহণ না করে তাহলে তাকে যিকিরে আসতে বাধ্য করা হয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে যিকিরের হালকা বেঁধে একজনকে ইমাম বানিয়ে তার সাথে তাল মিলিয়ে যিকির করা এবং এর জন্য বাধ্যবাধকতা করার কোনো ভিত্তি শরীয়তে আছে কি না? এবং এই হালকার ইমামের পেছনে ইক্তিদা করে নামায পড়লে নামায সহীহ হবে কি না? শরীয়তের অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে আলোচ্য মাসআলাটির সমাধানদানে মুফতি সাহেবের সুমর্জি কামনা করছি।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলাকে পাওয়ার, আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক করার, ক্বলবে আল্লাহর স্মরণ সর্বদা জারি রাখার এক ও অদ্বিতীয় মাধ্যম হলো যিকির। যিকিরের বদৌলতে আজ আসমান, জমীন, গ্রহ-নক্ষত্র–সবই নিজ নিজ স্থানে বিদ্যমান। যিকির বন্ধ হয়ে গেলে কিয়ামত সংঘটিত হবে। তাই একজন মুমিনের জন্য যিকির মহাশক্তি এবং রূহানী বড় হাতিয়ার। যিকিরের নির্ধারিত কোনো পদ্ধতি নেই। একাকী, হালকাবন্দি হয়ে, চুপে চুপে, স্বশব্দে, বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে–সর্বাবস্থায় যিকির করা যায়। এতে কারো দ্বিমত পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই। ১৪০০ বছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যিকিরের হালকা চলে আসাই তা জায়েয হওয়ার প্রমাণ। তবে হালকায়ে যিকিরে ইমাম বানানো এবং তার সাথে তাল মিলিয়ে যিকির করাকে কেউ জায়েয বলেননি। নামাযে ইমাম বানানোর কথা পাওয়া গেলেও যিকিরে ইমাম বানানোর কথা পাওয়া যায় না বিধায় তা বর্জনীয়। ইচ্ছাকৃত তাল মিলিয়ে যিকির করা থেকে বিরত থাকা জাকিরীনদের জন্য জরুরি।

যেকোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালকবৃন্দ শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয়–এমন কোনো নীতিমালা প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলার্থে নির্ধারণ করলে তা মেনে চলা ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। অন্যথায় অমান্যকারীদের শুধু বাধ্য করাই নয় বরং প্রয়োজনে তরবিয়াতের উদ্দেশ্যে শাস্তির বিধান করার অধিকারও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের রয়েছে, যিকিরের হালকার বিধানও তার পর্যায়ভুক্ত। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৭ বছরের ছেলেকে তরবিয়াতের জন্য নামাযের হুকুম, ১০ বছরের ছেলেকে প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা রাখার কথা হাদীস শরীফের উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ যদি ওজরবিহীন যিকিরের হালকায় শরীক না

Scanned by CamScanner

হওয়াতে শাস্তির বিধানও করে, তা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ মোতাবেক হবে, পরিপন্থী হবে না। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে যিকির করার তাওফীক দান করুন। (১৪/৭৭৫)

📖 رد المحتار(ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٦٠ : جاء في الحديث به اقتضى طلب الجهر به نحو "«وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم» رواه الشيخان. وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار، والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة ولا يعارض ذلك حديث «خير الذكر الخفي» لأنه حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام، فإن خلا مما ذكر؛ فقال بعض أهل العلم: إن الجهر أفضل لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد النشاط. اهـ ملخصا، وتمام الكلام هناك فراجعه. وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ -

📖 امداد الفتاوی(زکریا) ۵ / ۱۵۴ : پس بعد ثبوت مشروعیت جہر کسی طور و ہیئت کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ بوجہ اطلاق ادلہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع حلقہ باندھ کر ہو یا صف باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ہر طور سے جائز ہے۔

📖 خیر الفتاوی(زکریا) ۱ / ۳۴۹ : الجواب—ذکر جہر ہر طور سے جائز ہے کسی کو کسی طور سے منع نہیں کرنا چاہئے ذکر کسی ہیئت کے ساتھ مقید نہیں بلکہ بوجہ اطلاق ادلہ مطلق ہے خواہ منفرد ہو یا مجتمع حلقہ باندھ کر یا صف باندھ کر یا کسی اور صورت سے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر غرضیکہ کوئی ہیئت ہو جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদের বাইরে দলবদ্ধ জলী যিকির

প্রশ্ন : মসজিদের বাইরে সম্মিলিতভাবে হালকাবন্দি হয়ে জলী যিকির করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : যিকির অনেক বরকতময় পুণ্যের কাজ, কোরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান ও ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া এটা আত্মশুদ্ধির বড় মাধ্যম। তবে উচ্চস্বরে যিকিরের ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো ফিকাহবিদ সেটিকে হারাম বা মাকরূহ বলেছেন, আবার কেউ জায়েয বলেছেন। আবার কারো মতে, উভয়টিই জায়েয তবে ক্ষেত্রবিশেষে জলী উত্তম, ক্ষেত্রবিশেষে খফী উত্তম। আর ফতওয়াসিদ্ধ কথা হলো, যদি নিজের বা অন্যের কষ্টের কারণ রিয়া বা লোক দেখানোর ভয় না হয় এবং বিকট আওয়াজও না হয় তাহলে সর্বাবস্থায় তথা একাকী সম্মিলিতভাবে হালকাবন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে, বসে মসজিদের বাইরে, বাড়িতে সর্ব স্থানেই জায়েয। কিন্তু স্থান-কাল নির্ধারণ করে বিশেষ পদ্ধতিতে অর্থাৎ একজনে উচ্চস্বরে বলার সাথে সাথে সবাই তাল মিলিয়ে যিকির করার ভিত্তি শরীয়তে প্রমাণিত নয়, তাই তা পরিহারযোগ্য। (১৪/৯৩৬/৫৮২৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣٩٨ : وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الأذان والخطبة والجمعة والحج، وقد حرر المسألة في الخيرية وحمل ما في فتاوى القاضي على الجهر المضر وقال: إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر، وأحاديث طلب الإسرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فالإسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام والجهر أفضل حيث خلا مما ذكر، لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد النشاط .

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۵ / ۲۱۹-۲۱۸ : سوال (۲)- ذکر جہر حنفیہ کے نزدیک جائز ہے یا نہیں اور جہر مفرط کے لئے کیا حکم ہے؟ ... ...

الاجوبۃ- (۲) حنفیہ کے اقوال مختلف منقول ہے امر محقق و منقح یہ ہے کہ اگر کسی کو ایذاء ہو تو بالاختیار ناجائز اور مغلوبیت میں ناجائز نہیں، اور اگر ایذاء نہ ہو تو جہر کو قربت مقصودہ سمجھنا بدعت وھو محمل نصوص الٰہی، اور اگر قربت مقصودہ نہ سمجھا جاوے

Scanned by CamScanner

کسی باطنی مصلحت سے جس کو شیخ تجویز کر سکتا ہے کیا جاوے تو جائز ہے گو اس میں

افراط بھی ہو جاوے۔

সঙ্গীতের তালে তালে যিকির

প্রশ্ন : যিকির যা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তা হামদ, নাত ও সঙ্গীতের তালে তালে এমনভাবে মিলিয়ে পড়া, শ্রবণকারী শুনলেই মনে করবে যেন সঙ্গীতের তালে তালে বাদ্য বাজানো হচ্ছে, বাস্তবেও তাই। এমন সঙ্গীত বর্তমানে শোনা যায়, যাতে তাল মিলিয়ে যিকির করা হয়, যা শুনতে বাদ্যের আওয়াজের মতোই। প্রশ্ন হলো, সঙ্গীতের তালে তালে এ ধরনের যিকির করা ও এ ধরনের হামদ, নাত ও সঙ্গীত শ্রবণ করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : আল্লাহর যিকির একমাত্র আল্লাহর স্মরণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারী গোনাহগার ও অপরাধী। আর এ ধরনের বাদ্যসদৃশ যিকিরযুক্ত হামদ-নাতের মাঝে বাতিলপন্থীদের গান-বাজনার সাথে সামঞ্জস্য হয়, যা ইসলাম সমর্থন করে না। তাই উল্লিখিত পদ্ধতিতে যিকির করা শরীয়তসম্মত নয় এবং এ-জাতীয় যিকিরযুক্ত হামদ, নাত বা সঙ্গীত গাওয়া ও তার ক্যাসেট ক্রয়-বিক্রয় করা বা শ্রবণ করা নাজায়েয। (১৮/৬৪১/৭৭৯১)

📖 المحيط البرهاني (ادارة القرآن) ٧/ ٥٠٨ : وعن هذا كره بعض مشايخنا التصدق على المكترى الذي يقرأ القرآن في السوق زجراً له من ذلك؛ لأنه يقرأ عند قوم مشاغيل، فيكره التصدق عليه زجراً وتأديباً له، والتسبيح والتحميد نظير القراءة -

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٩٢ : وقراءة القرآن بالترجيع قيل: لا تكره، وقال أكثر المشايخ: تكره ولا تحل؛ لأن فيه تشبها بفعل الفسقة حال فسقهم، ولا يظن أحد أن المراد بالترجيع المختلف المذكور اللحن؛ لأن اللحن حرام بلا خلاف -

📖 ڈیجیٹل تصویر اور سی ڈی کے شرعی احکام صہ ا : سوال— اگر نظموں میں لفظ اللہ یا کسی اور ذکر اللہ کو اس طرح پڑھا جائے کہ وہ ذکر میوزک یعنی ڈھول اور جھنکار کی طرح محسوس ہو

Scanned by CamScanner

... ... اس طرح ذکر اللہ جائز ہے یا نہیں نیز ایسی نظموں کی کسیٹ اور سیڈی کی خرید فروکت اور ایسی نظمیں سننا جائز ہے یا نہیں؟

جواب- درج ذیل وجوہ کی بناء پر مذکورہ انداز میں اللہ جل جلالہ کے اسم گرامی کو پڑھنا ناجائز اور حرام ہے،

۱ -اس میں فساق وفجار اور اور میراثی قوم کے افعال قبیحہ اور اعمال شنیعہ کے ساتھ مشابہت ہے کہ جن کو وہ اپنے فحش گندے اور اخلاق و تہذیب اسلامی سے یکسر گرے ہوئے نغموں اور گانوں میں انجام دیتے ہیں،

۲ -تاتارخانیہ، بحر اور ھندیہ وغیرہ کی عبارات میں صراحۃ آلات موسیقی کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کو کفر کہا گیا ہے اور تسبیح و تحمید اور دوسرے اذکار واوراد قراءۃ قرآن مجید کی نظیر ہے... الحاصل اس قس کی سی ڈی اور کیسیٹیں تیار کرنا خریدنا بیچنا اور سننا ہر گز ہر گز درست نہیں۔

উচ্চস্বরে যিকির করা

প্রশ্ন : অনেক পীর-মাশায়েখের অনুসারীদের সজোরে যিকির করতে দেখা যায়। আবার কেউ কেউ তার বিরোধিতা করে। প্রশ্ন হলো, আওয়াজ করে যিকির করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : যিকরে জেহের নিঃসন্দেহে জায়েয। তবে আওয়াজ বেশি বড় করা ঠিক নয়। (১৮/৯০৩/৭৯১৭)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۵ / ۱۵۵ : سوال—ذکر جلی کی حد کیا ہے؟
الجواب— ادنی کی حد تو معین ہے، اصطلاح اول پر تحریک لسان اور اصطلاح ثانی پر اسماع نفس خود کما صرح بہ الفقہاء، لیکن اکثر کی کوئی حد نہیں، اپنی نشاط پر موقوف ہے مگر اس کے جواز کی یہ شرط ہے کہ کسی مصلی یا نائم کو تشویش وایذا نہ ہو۔

Scanned by CamScanner

যিকিরের সময় যরব লাগানো

প্রশ্ন : লা-ইলাহা বলার সময় মাথা বাম দিকে নিয়ে দম ছাড়া, অতঃপর মাথা বরাবর এনে ইল্লাল্লাহ বলার সময় যরব দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : লা-ইলাহা বলার সময় মাথা বাম দিকে নেওয়া জরুরি নয়। ধ্যানের স্বার্থে এরূপ করতে বলা হয়। এরূপ করতে শরীয়তে আপত্তি নেই। (১৮/৯০৩/৭৯১৭)

📖 بوادر النوادر (ادارہ اسلامیات) ص۴۴۶ : حاصل اس ضرب کا کلام کے ایک جزو کے طرز ادا کا دوسرے اجزاء کے طرز ادا سے مختلف کر دینا اور بدل دینا ہے یعنی خفت وسہولت وسلاست سے قوت شدت وجزالت کی طرف اور یہی تبدیل کلمہ ابینا میں متحقق ہے گو یہ وقت مقیس علیہ میں بہیئت رفع صوت ہے اور مقیس میں بہیئت ضرب اور ظاہر ہے کہ خصوصیت رفع صوت کا جواز کیلئے شرط ہونا یا خصوصیت ضرب کا جواز کیلئے نافع ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں اور اشتراک علت کے بعد ایسی خصوصیات کا تفاوت مقیس مقیس علیہ میں شائع ہے،

اب یہ بات رہ گئی کہ مقیس میں اس تبدیل طرز ادا کی ضرورت ہی کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہی ضرورت ہے جو مقیس علیہ میں ہے یعنی اہتمام اثر خاص جیسا تقریر اول میں مذکور ہوا یہ تو اس وقت ہے جب داعی مقیس میں مصلحت اور حکمت کو کہا جاوے اور اگر مقیس میں داعی جوش طبعی کو کہا جاوے تو سنت میں اس کی بھی نظیر ہے وهو مافى زاد المعاد عن مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، الحديث، اور ان دونوں یعنی مذکورہ روایت بخاری ومسلم کے علاوہ ایک اصل سنت میں اور ہے جو دونوں وجہ کو محتمل ہے یعنی تغییر اضطراری کو بھی جو بوجہ تشابہ مقیس میں تغییر طبعی کا مأخذ ہو سکتا ہے اور اختیاری کو بھی جو بوجہ تشابہ مقیس میں تغییر بمصلحت مأخذ ہو سکتا ہے اور وہ اصل واقعہ ہے قراءة نبویہ بالترجیع کا جس کو بعض علماء نے اختیار سے کہا ہے اور بعض نے اضطرار سے۔

Scanned by CamScanner

الا الله -এর যিকির

প্রশ্ন : আমি চরমোনাই পীর সাহেবের একজন মুরীদ, তিনি আমাকে বিভিন্ন যিকিরের সাথে সাথে الا الله যিকিরেরও সবক দিয়েছেন, সে হিসেবে আমি আমল করে আসছি। কিন্তু আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব বলছেন, الا الله যিকির করলে কাফের হয়ে যাবেন (নাউযুবিল্লাহ্)। অতএব হুজুর সমীপে আকুল আবেদন এই যে উক্ত বিষয়ে ফতওয়া প্রদান করে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তের অকাট্য দলিল-প্রমাণ ছাড়া কাফের ফতওয়া দেওয়া মারাত্মক গোনাহ। এতে নিজের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। হক্কানী পীরের দেওয়া যিকির الا الله শব্দ দ্বারা যিকির করলে ঈমান যাবে না, বরং ঈমান পাকাপোক্ত হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেবের জন্য এ ধরনের ভিত্তিহীন বক্তব্য পরিত্যাগ করে তাওবা করা জরুরি। (১২/১৫৬/৩৮৩৪)

📖 اشرف الجواب (دار الاشاعت) ص۱۴۳ : علماء دین اس مسئلہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص قرآن حفظ کرتے ہوئے اذا السماء انفطرت کے کلمات کو الگ الگ یوں ادا کرتا ہے اذا السماء ن اذا السماء ن یاد کرتا ہے پھر فطرت فطرت یاد کرتا ہے اس کے بعد دونوں کو ملا کر اذا السماء انفطرت کہتا ہے تو اس کو اس طرح یاد کرنا جائز ہے یا نہیں اور شبہ کی وجہ یہ ہے کہ اذا السماء ن لفظ بے معنی ہے اسی طرح فطرت فطرت بے معنی ہے تو میں حلفا کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ اس کو ضرور جائز کہتے اور وجہ یہ بتلاتے کہ یہ تلاوت نہیں ہے، نہ اس شخص کو اس کی تلاوت مقصود ہے بلکہ مقصود ذہن میں جمانا ہے تو اس پر میں کہتا ہوں کہ الا اللہ اور اللہ اللہ کرنا کیوں بدعت ہے اس میں بھی تو ذکر اللہ کا ذہن میں جمانا ہے اور ہم دعوی سے کہتے ہیں کہ بنا بر تجربہ رسوخ ذکر کے لئے یہ ترتیب بے حد نافع ہے۔ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا جس کو شک ہو تجربہ کر کے دیکھ لے اب اگر وہ کہیں کہ جیسا وہ قرآن یاد کرنے والا اس حالت میں تالی نہیں مبتدی للتلاوت ہے اسی طرح یہ شخص اس حالت میں یہ ذاکر تو نہ ہوا مبتدی للذکر ہوا، تو میں کہونگا کہ انتظار صلوۃ بحکم صلوۃ ہے اس لئے وہ حکما ذاکر ہے افسوس یہ ہے کہ کسی نے ان کے سامنے یہ مقدمات ذکر نہیں کئے اس لئے وہ ان کو بدعت کہتے ہیں معذور ہیں،...

خلاصہ یہ کہ ذکر کا ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے نام کو یاد کرو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ بواسطہ نام کے ذات کو یاد کرو، تیسرا درجہ یہ ہے کہ نام کا بھی واسطہ نہ رہے، محض ذات کے ذکر پر قادر ہو جائے۔ (اکبر الاعمال ص۱)

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱/ ۱۴۲ : اور کلمہ لا الہ الا اللہ پورا کہیں فقط الا اللہ نہ کہیں اور کبھی کبھی محمد رسول اللہ بھی ملالیا کریں، اور لا الہ پر دم نکلنے سے میت کافر نہ ہوگا، کافر وہ ہے جو لا الہ پر وقف کرتے ہوئے الا اللہ کا منکر ہو۔

لا اله الا الله -এর পর শুধু الا الله -এর যিকির

প্রশ্নঃ ২০০ বার বা এক শতাধিক বার ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পর শুধু ইল্লাল্লাহর যিকির করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : ২০০ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলার পর ৪০০ বার ইল্লাল্লাহ বলা চিশতী তরীকার যিকিরের অংশ। ইল্লাল্লাহ বলার সময় ‘লা-মাউজুদা ইল্লাল্লাহ’ ধ্যানে রাখা হয়। তাই তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। (১৮/৯০৩/৭৯১৭)

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۱/ ۲۸۴ : الجواب — الا اللہ کا ذکر دوازدہ تسبیح کا ایک جزو ہو کر اس لئے درست ہے کہ اس سے پہلے پورے کلمے 'لا الہ الا اللہ' کی تسبیحات پڑھی جا چکی ہوتی ہیں، اس لئے ہر 'الا اللہ' کے ساتھ 'لا الہ' محذوف اور ملحوظ ہوتا ہے نیز مشائخ یہ بھی بتاتے ہیں کہ 'لا معبود الا اللہ'، 'لا محبوب الا اللہ' وغیرہ کا تصور کریں، البتہ دوازدہ تسبیح کے جزء کے بغیر یا مذکورہ تصور کے بغیر الا اللہ کا ذکر واقعی نہ منقول ہے نہ معقول، فقط۔

‘ইল্লাল্লাহ’-এর যিকির কুফরী নয়

প্রশ্ন : শুধু ‘ইল্লাল্লাহ’-র যিকিরকে কুফুরী যিকির বলে মন্তব্য করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? অথচ হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) “বাওয়াদিরুন নাওয়াদির” কিতাবে তা জায়েয বলেছেন। হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.)-এর

Scanned by CamScanner

"আলকাওলুল জামীল"-এ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে বিশেষ পদ্ধতিতে যরব লাগানোর কথা উল্লেখ করেছেন। এমতাবস্থায় আপনার কাছে উল্লিখিত বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণসহ সমাধান চাই।

উত্তর : বর্ণিত পদ্ধতিতে ইল্লাল্লাহর যিকিরকে কুফরী বলা মূর্খতার পরিচায়ক। (১৮/৯০৩/৭৯১৭)

امداد الفتاوی (زکریا) ۵ /۲۲۳ : سوال- چہ می فرمایند علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کہ ذکر بآواز بلند محض "الا اللہ" کردن یعنی خواندن جائز است یا نہ ....

الجواب - جائز است زیراکہ غایتش حذف مستثنی منہ وعامل است وآں عند القرینہ در کلام افصح العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم مثل حذف مستثنی وارد است، اما حذف المستثنی فما اخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم كذلك لا يجتنى من قربهم الا قال محمد بن الصباح كانه يعنى الخطايا كذا فى المشكوة، وقع كلامه صلى الله عليه وسلّم بلا ذكر المستثنى لكمال ظهوره فألحقه محمد كذا فى المرقاة ، اما حذف المستثنی منہ فما اخرج الشيخان عن ابن عباس رض، فقال العباس يارسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: إلا الإذخر، الحديث. ودر مبحوث فيہ قرينہ ظاہر است گاہی قالاً ہر گاہ قبل ازیں ذکر لا الہ الا اللہ کردہ باشد، گاہی حالاً لدلالۃ حالۃ المسلم علی اعتقاد نفی الوهیۃ الغیر واللہ تعالی اعلم۔

ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহ আল্লাহ যিকির

প্রশ্ন : "ইল্লাল্লাহ" এবং "আল্লাহু আল্লাহু" যিকিরের শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : ইল্লাল্লাহুর যিকির চিশতিয়া তরীকার বিশেষ যিকির বার তাসবীহের অংশমাত্র। চিশতিয়া তরীকায় ওই যিকিরে لا موجود উহ্য থাকে, অর্থাৎ পূর্ণ যিকির لا موجود الا الله এ অবস্থায় তা সহীহ না হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। (১৯/১৫৪/৭৯৫৮)

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی(زکریا) ۵/۲۲۳ : سوال چہ می فرمایند علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کہ ذکر بآواز بلند محض "الا اللہ" کردن اعنی خواندن جائز است یانہ ... ...
؟

الجواب : جائز است زیراکہ غایتش حذف مستثنی منہ وعامل است وآں عند القرینہ در کلام افصح العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم مثل حذف مستثنی وارد است، اماحذف المستثنی فما اخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم كذلك لا يجتنى من قربهم الا قال محمد بن الصباح كانه يعنى الخطايا كذا فى المشكوة، وقع كلامه صلى الله عليه وسلّم بلا ذكر المستثنى لكمال ظهوره فألحقه محمد كذا فى المرقاة ، اما حذف المستثنی منہ فما اخرج الشيخان عن ابن عباس رضؓ، فقال العباس يارسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: إلا الإذخر، الحديث. ودر مبحوث فیہ قرینہ ظاہر است گاہے قالاً ہر گاہ قبل ازیں ذکر لا الہ الا اللہ کردہ باشد، گاہے حالاً لدلالۃ حالۃ المسلم علی اعتقاد نفی الوھیۃ الغیر واللہ تعالی اعلم۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۱/ ۲۸۴ : الجواب — الا اللہ کا ذکر دوازدہ تسبیح کا ایک جزو ہو کر اس لئے درست ہے کہ اس سے پہلے پورے کلمے 'لا الہ الا اللہ' کی تسبیحات پڑھی جاچکی ہوتی ہیں، اس لئے ہر 'الا اللہ' کے ساتھ 'لا الہ' محذوف اور ملحوظ ہوتا ہے نیز مشائخ یہ بھی بتاتے ہیں کہ 'لا معبود الا اللہ'، 'لا محبوب الا اللہ' وغیرہ کا تصور کریں، البتہ دوازدہ تسبیح کے جزء کے بغیر یا مذکورہ تصور کے بغیر الا اللہ کا ذکر واقعی نہ منقول ہے نہ معقول، فقط۔

Scanned by CamScanner

'ইল্লাল্লাহ'-এর যিকিরকে শিরক বলা মূর্খতা

প্রশ্ন : আমাদের অঞ্চলে 'ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির জায়েয আছে কি না, এ ব্যাপারে খুবই বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কেউ কেউ বলছে, এভাবে যিকির করা শিরক। উক্ত বিষয়ে কোরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : সাধারণত চিশতিয়া তরীকায় 'ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির لاالہ الا اللہ যিকিরের পরেই হয়ে থাকে। তাই সে ক্ষেত্রে الا اللہ এর পূর্বে لاالہ বা لا موجود উহ্য থাকে। তা ছাড়া মাশায়েখগণ الا اللہ এর যিকির করার সময় এর পূর্বে لامعبود অথবা لاموجود ইত্যাদি কল্পনা করতে বলেন। সে হিসেবে এই যিকিরে শব্দগত বা অর্থগত কোনো সমস্যা নেই। উপরন্তু مستثنی منه উহ্য থাকা হাদীসে এবং আরবী কালামে বহুল প্রচলিত। তাই এ যিকিরকে শিরক বলা মূর্খতার পরিচায়ক। (১৯/৪৩০)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۵/۲۲۳ : سوال- چہ می فرمایند علماء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کہ ذکر بآواز بلند محض "الااللہ" کردن اعنی خواندن جائز است یانہ ... ...؟

الجواب - جائز است زیراکہ غایتش حذف مستثنی منہ وعامل است وآں عند القرینہ در کلام افصح العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم مثل حذف مستثنی وارد است، اما حذف المستثنی فما اخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم كذلك لا يجتنى من قربهم الا قال محمد بن الصباح كانه يعنى الخطايا كذا فى المشكوة، وقع كلامه صلى الله عليه وسلّم بلا ذكر المستثنى لكمال ظهوره فألحقه محمد كذا فى المرقاة ، اما حذف المستثنى منه فما اخرج الشيخان عن ابن عباس رض، فقال العباس يارسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: إلا الإذخر، الحديث. ودر مبحوث فیہ قرینہ ظاہر است گاہی قالاً ہر گاہ قبل ازیں ذکر لاالہ الااللہ کردہ باشد، گاہی حالاً لدلالۃ حالۃ المسلم علی اعتقاد نفی الوهية الغير والله تعالى اعلم۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۱/ ۲۸۴ : الجواب—الا اللہ کاذکر دوازدہ تسبیح کا ایک جزو ہوکر اس لئے درست ہے کہ اس سے پہلے پورے کلمے 'لا الہ الا اللہ' کی تسبیحات پڑھی جاچکی ہوتی ہیں، اس لئے ہر 'الا اللہ' کے ساتھ 'لاالہ' محذوف اور ملحوظ ہوتا ہے نیز مشائخ یہ بھی بتائے ہیں کہ 'لا معبود الا اللہ'، 'لا محبوب الا اللہ' وغیرہ کا تصور کریں، البتہ دوازدہ تسبیح کے جزء کے بغیر یا مذکورہ تصور کے بغیر الا اللہ کاذکر واقعی نہ منقول ہے نہ معقول، فقط۔

বারো তাসবীহের আমল

প্রশ্ন : আমাদের দেশে হক্কানী পীর-মাশায়েখগণ শাগরিদগণকে ১২ তাসবীহ অর্থাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ২০০ বার, 'ইল্লাল্লাহ' ৪০০ বার, 'আল্লাহু আল্লাহ' ৬০০ বার আদায় করার জন্য বলে থাকেন। এক শ্রেণীর আলেমগণ ফতওয়া দিচ্ছেন যে 'ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আল্লাহ' যিকির করা যাবে না, এরূপ যিকির সম্পূর্ণ বিদ'আত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাগণকে এরূপ যিকির করার আদেশ দেননি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ তিন যুগের এক যুগের কোথাও কারো নিকট হতে বর্ণনা পাওয়া যায় না। এ জন্য তারা উক্ত যিকিরকে বিদ'আত বলে থাকেন। অতএব হযরতের প্রতি আকুল আবেদন এই যে নবী আলাইহিস সালাম এবং সাহাবায়ে কেরাম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ তিন যুগে এরূপ তাসবীহ আদায় করার জন্য কে আদেশ দিয়েছেন? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : কোরআন শরীফের অসংখ্য আয়াত ও বহু হাদীসে আল্লাহ পাকের বেশি বেশি যিকির করার নির্দেশ এবং যিকিরের ফজীলতের কথা বর্ণনা রয়েছে। অধিকসংখ্যক যিকির দ্বারা আল্লাহ পাকের মুহাব্বত আযমত ও ভয়-ভীতি অন্তরে পয়দা হয়, যাতে মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের হুকুম-আহকাম পালন করা ও নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা সহজ হয়ে যায়। ফলে মানুষ আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করে মনজিলে মাকসুদ তথা বেলায়েতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়। অতএব কোরআন-হাদীসের নির্দেশ পালন করে এই মহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য ওসীলা বা প্রশিক্ষণস্বরূপ যুগে যুগে আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাগণ নিজ মুরীদ বা ভক্তদেরকে বারো তাসবীহের সবক দিয়ে আসছেন। বারো তাসবীহ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং লক্ষ্য অর্জন করার জন্য ওসীলা বা প্রশিক্ষণমাত্র। সুতরাং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে যিকির করেছেন ওই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। নচেৎ এটি বিদ'আত হবে–এ কথা বলা ঠিক হবে না। কেননা মূল ইবাদতে আসলাফের তরীকার বিপরীত

Scanned by CamScanner

করাকে বিদ'আত বলা হয়, আর এটা এমন নয়। রয়ে গেল 'আল্লাহু আল্লাহ' এবং 'ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির। তো এ ব্যাপারে কথা হলো, 'আল্লাহু আল্লাহ'-এর যিকির কোরআনের আয়াত ও বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ অথবা قل الله ثم ذرهم এবং হাদীসে আছে لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله অন্য হাদীসে আছে, "لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله "।

অন্যদিকে আরবী ভাষার বাক্যের মধ্যে مستثنى منه ও عامل কে حذف করার ওপর ইঙ্গিত পাওয়া গেলে তখন উক্ত مستثنى منه ও عامل কে حذف করা জায়েয। কাজেই বলা যায় যে, 'ইল্লাল্লাহ' আরবী গ্রামারের নিরিখে অসম্পূর্ণ বাক্য নয় বরং পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বাক্য। কেননা এটার ওপর ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে ঈমানদার সব সময় আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করে এবং যিকিরটি যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপূর্ণ বাক্য বলে ধারণা করা হয়, আসলে তা ঠিক নয়। বরং সংক্ষিপ্ত উচ্চারণের একটি পূর্ণ বাক্য। কারণ আগে-পরের অবস্থাভেদে পূর্ণ বাক্যের স্থলে সংক্ষিপ্ত বাক্য উচ্চারণ করা এবং বক্তা বা উচ্চারণকারীর উদ্দেশ্য মোতাবেক পূর্ণ অর্থ বুঝে নেওয়ার প্রথা প্রত্যেক ভাষার পাশাপাশি আরবী ভাষাতেও পাওয়া যায়। যেমন–সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে পাওয়া যায় যে এক সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন إلا الإذخر! অর্থাৎ হ্যাঁ, আপনার দাবি মোতাবেক 'ইযখির' ঘাস থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিলাম।

মোটকথা, 'আল্লাহু আল্লাহ' এবং 'ইল্লাল্লাহু, ইল্লাল্লাহ'-এর বাক্য দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা বিদ'আত নয়, বরং কোরআন-সুন্নাহের সমর্থিত, যা যুগ যুগ ধরে আসলাফ ও মাশায়েখের নিকট গ্রহণযোগ্য ইসলাহী কর্মপন্থা। যারা এটাকে মানে না তারা তাযকিয়ায়ে নফস ও তাসাউফবিরোধী। আল্লাহ সকলকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। (৭/৩২/১৪৫২)

📖 سورة المزمل الآية ٨ : ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾

📖 سورة الاسراء الآية ١١٠ : ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ﴾

📖 سورة الأنعام الآية ٩١ : ﴿قُلِ اللهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ﴾

Scanned by CamScanner

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢ / ١٥٢ (١٤٨) : عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله، الله "-

📖امدادالفتاوی (زکریا) ۵/ ۲۲۴ : اللہ اللہ ذکر میں کوئی شبہ وسوال نہیں.

নর-নারীর একত্রে যিকির ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার

প্রশ্ন : পুরুষ-মহিলা একত্রে মিলেমিশে হালকায়ে যিকির করা এবং যিকিরের সময় বাদ্যযন্ত্র বাজানো কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : পুরুষ-মহিলা একত্রে মিলেমিশে যিকির করলে পর্দার বিধান লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন ফিতনার কারণে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও অবৈধ। উল্লেখ্য যে যিকির করা একটি মহৎ ইবাদত, আর বাদ্যযন্ত্র বাজানো হারাম। যিকিরের মতো মহৎ ইবাদতের সাথে বাদ্যযন্ত্র বাজানোর মতো হারাম কাজের সংমিশ্রণ মারাত্মক গোনাহ। (১৩/৭৪৪/৫৪৪৭)

📖مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ٢١ / ٢٤٣ (٣٨٧٠٠) : عن ابن سابط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في أمتي خسفا، ومسخا، وقذفا» قالوا: يا رسول الله، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال: «نعم، إذا ظهرت المعازف والخمور ولبس الحرير».

📖عزیزالفتاوی (دارالاشاعت) ۵/ ۷۳۵ : نقارہ وغیرہ بجانا بالعموم ہر جگہ حرام وناجائز ہے اور بجانے والے فعل حرام کے مرتکب ہیں۔

ইসমে আ'যম কী?

প্রশ্ন : ইসমে আ'যম কী?

উত্তর : বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা মতে, ইসমে আ'যম নির্ধারণকরণে ভিন্নতা দেখা যায়, সব হাদীসের তাহকীক শেষে বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "তাফসীরে মাযহারী"তে বলা হয়েছে যে ইসমে আ'যম হলো কালেমা তাইয়্যিবার প্রথমাংশ 'لا اله الا الله' । (১১/৬৯৩/৩৬৩৬)

Scanned by CamScanner

📖سنن أبي داود (دار الحديث) ٢ / ٦٤٧ (١٤٩٦) : عن أسماء بنت يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين {وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم} ، وفاتحة سورة آل عمران: {الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم} "-

📖سنن الترمذي (دار الحديث) ٥ / ٣٣٧ (٣٤٧٥) : عن عبد الله بن بريدة الأسلمي، عن أبيه، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: «اللَّهُمَّ إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» ، قال: فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى» -

📖التفسير المظهري (إحياء التراث العربى) ٢/ ٨ : فهذه الأحاديث كلها يقتضى ان الاسم الأعظم انما هو القدر المشترك بينها وذلك هو التهليل النفي والإثبات- ولا اله الا هو موجود فى السور الثلاث البقرة وال عمران وكذا فى طه الله لا اله الا هو له الأسماء الحسنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله هو أفضل الذكر رواه الترمذي وغيره من حديث جابر مرفوعا وهو مفتاح الجنة رواه احمد عن معاذ مرفوعا وقد تواتر معناه- ((فائدة)) وردت صيغة التهليل فى أحاديث اسم الله الأعظم بلفظ لا اله الا هو او لا اله الا أنت وهذا اللفظ ارفع درجة من لفظ لا اله الا الله لان الضمائر وضعت للذات البحت ففى كلمة لا اله الا هو ينتقل الذهن اولا الى الذات بلا ملاحظة اسم من الأسماء وصفة من الصفات وشأن من الشئونات وكلمة الله وان كان اسما للذات لكن الذهن هناك ينتقل اولا الى الاسم وثانيا الى المسمى وقد ينتقل الذهن من حيث الاشتقاق الى معنى الالوهية فيكون من اسماء الصفات غير ان صفة الالوهية يستدعى الاتصاف بجميع صفات الكمال والتنزه عن جميع شوائب النقص

Scanned by CamScanner

والزوال فيكون أتم وأشمل من سائر اسماء الصفات- والصوفية العلية انما اختاروا كلمة لا اله الا الله لاجل المبتدى فان المبتدى لا سبيل له الى الذات البحت الا بتوسط اسم من الأسماء او صفة من الصفات- قلت ولعل وجه كون النفي والإثبات أعظم الأسماء ان اثبات الالوهية له تعالى يقتضي اثبات جميع صفات الكمال له تعالى باقتضاء ذاته وسلب جميع النقائص عنه كذلك فانه من ليس كذلك لا يستحق العبادة- ونفى الالوهية عما عداه يقتضى حصر تلك الصفات الايجابية والسلبية فيه تعالى فهو أعظم الأسماء وأشملها والله اعلم .

তাসবীহ ছড়ার ব্যবহার বিদ'আত নয়

প্রশ্ন : জনৈক আলেম বলেন, প্রচলিত মালা আকারের তাসবীহ দ্বারা তাসবীহ পড়ার কোনো দলিল কোরআন-হাদীসে নেই, তাই তা বিদ'আত। আপনারা এখন থেকে আঙুল দ্বারা তাসবীহ পাঠ করবেন, এটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর এই তাসবীহ ছড়া আপনারা খাল-বিলে ফেলে দিন, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। জানার বিষয় হলো, উক্ত আলেমের কথা কতটুকু সত্য?

উত্তর : প্রচলিত মালা আকারের তাসবীহ ছড়া দ্বারা যিকির করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, বিদ'আত বলে গণ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না। উক্ত আলেম সাহেবের কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। (১৬/৯৫৩/৬৮৭৯)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٣٨٣ (٣٥٦٨) : عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عن أبيها، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نواة، أو قال: حصاة تسبح بها، فقال: «ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو

Scanned by CamScanner

خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» .

📖 تحفة الاحوذى (دار الكتب العلمية) ١٠ / ١٢ : (وبين يديها) الواو للحال (نواة) بفتح النون وهي عظم التمر وفي بعض النسخ نوى بلفظ الجمع (أو قال حصاة) شك من الراوي (تسبح) أي المرأة (بها) أي بالنواة وفيه دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم.

يا رحمة للعلمين বলে যিকির করা অবৈধ

প্রশ্ন : "ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন" বলে যিকির করা জায়েয কি না?

উত্তর : যিকির কেবল আল্লাহর নামেরই হতে হয়, রাসূলের নামের যিকির নেই। কেবল দরূদ অর্থাৎ দু'আ আছে। তাই যে সমস্ত জায়গায় বা সময়ে শরীয়তে "ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন" বলার নির্দেশ রয়েছে, তা ছাড়া অন্য কোনো সময় বা জায়গায় তা বলা নিষেধ। (৭/৯৩৭/১৯০১)

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ۴/ ۳۸۹ : الجواب - فى ندائه صلى الله عليه وسلم باسمه بعد وفاته جهتان، الاول: نداءه من حيث انه نداء الغائب فهو لإيهامه اعتقاد علم الغيب و اعتقاد حضور الغائب ينهى عنه، سواء كان باسمه او بشيئ من ألقابه العظيمة، والثانى: نداءه من حيث انه نداء بالاسم فهو لكونه سوءالادب ينهى عنه، وينتفى هذا النهى لانتفاء العلة، اذا اقترن به ما يقتضى التعظيم كما ورد فى الحديث من تعليمه صلى الله عليه وسلم ضريرا قوله يا محمد الخ والله اعلم.

Scanned by CamScanner

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

দরূদ শরীফ

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পাঠের পদ্ধতি

প্রশ্ন : কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে নবীজি (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করার পদ্ধতি কী ?

উত্তর : সাহাবায়ে কেরামকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সমস্ত দরূদ শরীফ শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলো পাঠ করার সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম বা পদ্ধতির উল্লেখ নেই। যে সমস্ত দরূদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিক্ষা দিয়েছেন ও তাঁর প্রিয়জনরা অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসারীগণ পাঠ করে আসছেন, ভালো স্থানে পবিত্রতা ও আদবের সাথে সেগুলো যে যত বেশি পাঠ করতে পারবে, তত বেশি লাভবান হবে। (৫/২৪৭/৮৯৭)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٤٢٥ (٣٣٧٠) : عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيني كعب بن عجرة رضـ ، فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي، فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال: " قولوا: اللَّهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللَّهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد " -

📖 سنن ابن ماجه (إحياء الكتب العربية) ١ / ٢٩٣ (٩٠٦) : عن عبد الله بن مسعود رضـ ، قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون، لعل ذلك يعرض عليه، قال: فقالوا له: فعلمنا، قال، قولوا: «اللَّهُمَّ اجعل صلاتك،

Scanned by CamScanner

ورحمتك، وبركاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، محمد عبدك ورسولك، إمام الخير، وقائد الخير، ورسول الرحمة، اللّٰهُمَّ ابعثه مقاما محمودا، يغبطه به الأولون والآخرون، اللّٰهُمَّ صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللّٰهُمَّ بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد»-

সালাত ও সালামের পদ্ধতি

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সালাত ও সালাম পেশ করার নির্দেশ কোরআন ও হাদীসে রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, يا ايها الذين اٰمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما এখানে تسليما শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, উক্ত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা কী? আর সালাত ও সালামের পদ্ধতি কী? কোন সালাম পেশ করার কথা হাদীসে আছে?

উত্তর : "আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্য রহমতের দু'আ করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।" যাতে তোমাদের ওপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্মান করার যে দায়িত্ব রয়েছে, তা আদায় হয়ে যায়। বিস্তারিত জানার জন্য আহকামুল কোরআন, তাফসীরে ইবনে কাসীর দেখা যেতে পারে।

সালাত ও সালামের পদ্ধতি :

নামাযের মধ্যে আত্তাহিয়্যাতু এবং দরূদে ইব্রাহীমের মাধ্যমেই সালাত ও সালাম পাঠ করা সুন্নত। নামাযের বাইরে প্রত্যেক এমন বাক্য দ্বারা সালাত ও সালাম পাঠ করা যায়, যার মধ্যে সালাত ও সালাম এর শব্দ থাকে এবং তাতে কোনো শিরকী ও শরীয়তবিরোধী শব্দ না থাকে। তবে নামাযের বাইরেও হাদীসে বর্ণিত শব্দ দ্বারাই সালাত ও সালাম পাঠ করা উত্তম। যেমন দরূদে ইব্রাহীমী এবং اللهم صل على محمدن النبى الامى وعلى اله وسلم تسليما ইত্যাদি। (১৫/১০০/৫৯৫১)

Scanned by CamScanner

📖احكام القرآن (ادارة القران) ٣ / ٥٠٢: أن الأفضل والأولى والأكثر ثوابا والأجزل جزاء وأرضاها عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هى الصيغ المأثورة ويحصل ثواب الصلوة والتسليم بغيرها أيضا، بشرط أن يكون فيها طلب الصلوة والرحمة عليه صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل -

দরূদ صلاة বা سلام মাদ্দাহ দ্বারা হতে হবে

প্রশ্ন : নামায ছাড়া অন্য সময় صلاة মাদ্দার দ্বারাই দরূদ পড়তে হবে নাকি অন্য শব্দ দ্বারাও দরূদ আদায় হবে? যেমন : جزى الله عنا محمدا ما هو اهله এ বিষয়ে শরীয়তে ইসলামীর বিধান বর্ণনা দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : কোরআন-হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের ভাষ্য মতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে صلاة বা سلام মাদ্দাহ ছাড়া অন্য শব্দ দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য দু'আ করা জায়েয হলেও তা দরূদ হিসেবে গণ্য হবে না। বরং দরূদ হওয়ার জন্য صلاة বা سلام মাদ্দাহ দ্বারা দু'আ করা আবশ্যক। (১৯/৪১৯/৮১৬৭)

📖تفسير روح المعانى (دار الحديث) ١١ / ٣٤٢ : والظاهر انه لا يحصل الامتثال باللهم عظم محمدا التعظيم اللائق ونحوه مما ليس فيه مشتق من الصلاة كصل وصلى ، فإنا لم نسمع احدا عد قائل ذلك مصليا عليه صلى الله عليه وسلم وذلك فى غاية الظهور اذا كان (قولوا اللهم صل على محمد) تفسيرا لقوله تعالى (صلوا عليه) .

📖احكام القرآن للتهانوى (ادارة القران) ٣ / ٥٠٠ : فحاصل هذا كله: أن الأولى والأحرى فى الصلاة وسائر الاذكار والدعوات ان يتبع فيها الالفاظ الواردة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... قال صاحب الروح قبل ذلك مانصبه وفى السوال

Scanned by CamScanner

والجواب المذكورين فى الحديث دلالة على ان الاذكار والادعية يراعا فيها اللفظ ما امكن فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين بعدما علوا صيغة السلام لم يقيسوا عليه صيغة الصلاة من انفسهم بل طلبوا منه صلى الله عليه وسلم تلقين صيغة الصلاة-

📖 فيه أيضا ٣ / ٥٠٢ : نعم المراد من هذا التوقيف ليس هو الوجوب ولزوم الاثم على من اختار صيغة اخرى غير المأثور، بل المراد ان الافضل والاولى والاكثر ثوابا والاجزل جزاء وارضاها عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هى الصيغ المأثورة ويحصل ثواب الصلاة والتسليم بغيرها ايضا بشرط ان يكون فيها طلب الصلاة والرحمة عليه صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل-

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ١/ ٨٢ (٢٣٥) : عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال: جزى الله عنا محمدا بما هو أهله، أتعب سبعين كاتبا ألف صباح»-

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٤/ ١٠٨ : والسلام فى معنى الصلاة فإن الله تعالى قرن بينهما.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٧٥٣ : وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن الإمام الجويني أنه في معنى الصلاة.

নবী ছাড়া অন্যের বেলায় عليه السلام বলা

প্রশ্ন : সমস্ত নবীর নাম নেওয়ার পর আমরা عليه السلام বলে থাকি, কোনো উম্মতের ব্যাপারে বলি না। প্রশ্ন হলো, কোনো উম্মতের নাম নেওয়ার পর عليه السلام বলা যাবে কি না? হযরত ইমাম মাহদী এর ব্যাপারে আক্বায়েদে ইসলামীতে عليه السلام আছে : خلافة المهدى عليه السلام فى آخر الزمان حق

Scanned by CamScanner

অথচ তিনিও তো একজন উম্মত?

উত্তর : সাধারণত عليه السلام নবীগণের নাম নেওয়ার পর বলা হয়ে থাকে, যা তাঁদের জন্য এক ধরনের বিশেষ পরিচায়ক। আর হযরত মাহদী (রহ.) যেহেতু নবী হবেন না, তাই তাঁর নামের শেষে عليه السلام না বলাই উচিত। তবে عليه السلام বলাকে নাজায়েয ও হারাম বলা যাবে না। (১৯/৭৫৬/৮৪০৮)

📖 سورة التوبة الآية ١٠٣ : وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

📖 فتح البارى (دار الريان) ١١ / ١٧٥ : اختلف فى السلام على غير الانبياء بعد الاتفاق على مشروعيته فى تحية الحى ، فقيل : يشرع مطلقا، وقيل: بل تبع ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا للروافض .

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (مکتبہ امدادیہ) ١ / ٢٧٢ : عام طور پر حضرت مہدی کے لئے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو لغوی معنی کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے اور مسلمانوں میں ''السلام علیکم'' ''وعلیکم السلام'' یا ''وعلیکم وعلیہ السلام'' کے الفاظ روز مرہ استعمال ہوتے ہیں مگر کسی کے نام کے ساتھ یہ الفاظ چونکہ انبیاء کرام یا ملائکہ عظام کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس لئے میں نے حضرت مہدیؒ کے لئے کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کئے کیونکہ حضرت مہدی نبی نہیں ہونگے۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বোঝানো হয়- এমন গুণবাচক শব্দের উচ্চারণে দরূদ পাঠ করা

প্রশ্ন : ১. আমরা জানি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ শরীফ পড়তে হয়। তো এ হুকুমটা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আসল নামের সাথেই প্রযোজ্য, নাকি তাঁর অন্যান্য গুণবাচক নামের সাথেও সমানভাবে প্রযোজ্য? যেমন অনেক আলেমকে বলতে শোনা যায়, নবী আলাইহিস্ সালাম। এখানে নবী শব্দটা রাসূল (সা.)-এর একটি গুণবাচক নাম।

Scanned by CamScanner

২. আমাদের এক হুজুর বুখারী শরীফের দরসের মধ্যে বলেছিলেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' তথা রাসূল (সা.)-কে সম্বোধন করে ডাকলে বা কিতাবের মতন পড়ার সময় সম্বোধনকৃত 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' পড়লে দরূদ শরীফ তথা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা জরুরি নয়। এটা কি আসলে এমনই?

৩. কালেমা তাইয়্যিবা পড়ার পর যেহেতু এখানে রাসূল (সা.)-এর নাম রয়েছে, তাই অনেকে দরূদ শরীফ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শোনা যায়, আর অনেকে পড়ে না। আর কেউ কেউ একাধিকবার কালেমা তাইয়্যিবা পড়ার সময় একবার দরূদ শরীফ সহকারে পড়ে থাকে। এ ব্যাপারে শরীয়তের বাস্তব নির্দেশনা কী?

উত্তর : ১. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আলোচনা হলে দরূদ পড়ার কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। ফুক্বাহা ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম নবী করীম (সা.)-এর আসল বা গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে কোনো পার্থক্য বর্ণনা করেননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ধরনের নাম উচ্চারণ করলে কিংবা অন্যকে উচ্চারণ করতে শুনলে দরূদ পড়া ওয়াজিব হবে। (১৭/৫৩/৬৯২০)

📖 سنن الترمذی (دارالحدیث)٥ /٥٥١ (٣٥٤٦) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» -

📖 وفیه ایضا(دارالحدیث)٥ /٥٥١ (٣٥٤٦) : عن حسين بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي» -

২. রওজা মুবারকে হাজির হওয়া ব্যতীত অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে সম্বোধন করার অনুমতি নেই। হাদীসের মতন পড়ার সময় সম্বোধনকৃত 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়া প্রমাণিত নয়।

📖 خیر الفتاوی (زکریابکڈپو) ۱/ ۱۷۹- ۱۸۰: سوال: روضۂ اطہر پر جاکر الصلوۃ والسلام علیک یارسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- ... ... الحاصل زائر کے لئے بلفظ یارسول اللہ سلام پیش کرنا جائز ہے- ایک خاص واقعہ کی توجیہ میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں ندا کا شبہ یہاں بھی نہ کیا جاوے

Scanned by CamScanner

(تفصیل کے لئے دیکھئے نشر الطیب ص ۲۳۱) اسی طرح شفاعت کی درخواست کرنا بھی جائز ہے۔ غائبانہ طور پر یہ عقیدۂ حاضر وناظر ندا بصیغہ 'یا' ممنوع اور حرام ہے۔

৩. কালেমায়ে তাইয়্যিবায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম মুবারক থাকায় তা পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়া উচিত। একই মজলিসে একাধিকবার রাসূল (সা.)-এর নাম মুবারক উচ্চারিত হলে এ ক্ষেত্রে একবার দরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব, পরবর্তীতে যতবার নাম মুবারক উচ্চারিত হবে, ততবার দরূদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব।

📖 احكام القران للتهانوى (ادارةالقرآن) ٣/ ٤٨٩ : ولو تكرر ذكره الشريف فى المجلس ففى شرح المنية عن الكافى:لم يلزمه إلا مرة واحدة فى الصحيح، لأن تكرار اسمه واجب لحفظ سنته الاتى بها قوام الشرعية، فلو وجبت الصلاة فى كل مرة لأفضى إلى الحرج، غير انه ندب تكرارها۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبہ معارف القرآن) ۳ /۱۳۱ : سوال- دوسری گذارش یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر تو درود شریف پڑھنا واجب ہوتا ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے یا کلمہ طیبہ پڑھے یا کتاب میں بار بار نام نامی پڑھے یا حدیث شریف میں بار بار نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے تو ایسی حالت میں درود پڑھنا کیسا ہے۔

جواب-ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے۔

'আলাইহিস সালাম' দরূদের অন্তর্ভুক্ত

প্রশ্ন : জনৈক আলেম বয়ানে ও হাদীস বর্ণনার সময় আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আলোচনা আসলে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলেন না, 'আলাইহিস সালাম' বলেন। তাঁর ঈমান ও আক্বীদার এবং তাঁর পেছনে ইকতেদার হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নবীয়ে পাক (সা.)-এর নাম মুবারকের সাথে সাথে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' ও 'আলাইহিস সালাম' উভয়টির যেকোনো একটি পড়ার অনুমতি আছে। সুতরাং ইমাম সাহেবের ঈমান-আক্বীদা সবই ঠিক আছে। তার পেছনে ইকতেদা করতে কোনো অসুবিধা নেই। (১৭/৮৪৭/৭৩০৭)

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٤/ ١٠٨ : والسلام فى معنى الصلاة فإن الله تعالى قرن بينهما.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٧٥٣ : وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن الإمام الجويني أنه في معنى الصلاة.

মুহাম্মাদ দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য হলেই দরূদ পড়তে হয়

প্রশ্ন : নবী করীম (সা.)-এর নাম শোনা/উচ্চারণ করামাত্রই দরূদ শরীফ পড়তে হয়। প্রশ্ন হলো, মুসলমানদের নামের শুরুতে যে "মুহাম্মদ" লেখা হয় তার উচ্চারণে দরূদ শরীফ পড়তে হবে কি না?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম মুবারক উচ্চারণ করা ও শোনামাত্র তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করতে হয়। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সে ধ্বংস হোক, যার সামনে আমার আলোচনা হলো অথচ সে আমার ওপর দরূদ পড়ল না। এ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম উল্লেখ করা হবে, সেখানে কমপক্ষে একবার দরূদ পড়া ওয়াজিব। কিন্তু মুসলমানের নামের শুরুতে যে 'মুহাম্মাদ' লেখা হয়, তা দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উদ্দেশ্য নয় বিধায় সে ক্ষেত্রে দরূদ পড়তে হবে না। (১৬/৩৩/৬৩৭২)

📖 سورة الاحزاب ٥٧ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٥ /٥٥١ (٣٥٤٦) : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى

Scanned by CamScanner

الله عليه وسلم: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي»

📖 وفيه ايضا ٥ /٥٥١ (٣٥٤٦) : عن حسين بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي» -

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۹ / ۳۸۰ : الجواب- حامدا ومصليا، جن کانام ''محمد'' ہو یانام کے ساتھ محمد ہو، نہ اس پر درود پڑھا جاتا ہے، اور نہ لکھا جاتا ہے، نہ اسکا حکم ہے، بلکہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے جو لوگ ایسی جگہ لفظ ''محمد'' پر ''ص'' بنادیتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے ان کا مقصد اپنے نام پر درود پڑھنا نہیں بلکہ لفظ محمد سے ذہن منتقل ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی طرف، اس انتقال ذہنی کی وجہ سے ص بنادیتے ہیں، مگر یہ کوئی شرعی حکم نہیں بلکہ اگر اس سے یہ شبہ ہو کہ غیر نبی پر درود پڑھا جارہا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণবাচক নাম উচ্চারণে দরূদ পাঠ করা

প্রশ্ন : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যেসব গুণবাচক নাম আছে তা শোনার/পড়ার পর দরূদ পড়তে হবে কি না?

উত্তর : যেসব গুণবাচক নাম দ্বারা একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই বোঝানো হয় সেসব গুণবাচক নামেও দরূদ পড়া ওয়াজিব। যেমন, رسول الله– نبي كريم– صلى الله عليه وسلم ইত্যাদি, অন্যথায় নয়। (১৬/৩৩/৬৩৭২)

📖 عمدة القارى (إحياء التراث العربي) ١٦ /٩٦ : عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي

Scanned by CamScanner

يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب)... ...ان الصفة قد يطلق عليها الاسم كثيرا"

কোরআনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম তেলাওয়াত করে দরূদ পাঠ করা

প্রশ্ন : কোরআন শরীফের মধ্যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যেসব নাম আছে। যেমন, يس– طه– , محمد رسول الله এগুলো পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়তে হবে কি না?

উত্তর : তেলাওয়াতকালে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম আসলে তখন দরূদ শরীফ না পড়ে তেলাওয়াত অব্যাহত রাখবে, চাইলে তেলাওয়াত শেষে দরূদ পড়তে পারবে। (১৬/৩৩/৬৩৭২)

📖 فتاوى قاضى خان (مكتبه رشيديه) ٤ / ٣٧٧ : رجل يقرأ القرآن فسمع اسم النبى صلى الله وسلم ذكر الناطفى لا يجب عليه الصلاة وان صلى بعد الفراغ كان حسنا، وان لم يصل فلا شئ عليه.

📖 ردالمحتار (سعيد) ١/ ٥١٩: ولو قرأ القرآن فمر على اسم نبي فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت، فإن فرغ ففعل فهو أفضل وإلا فلا شيء عليه۔

Scanned by CamScanner

কালেমা পড়ে দরূদ পড়া

প্রশ্ন : কালেমায়ে তাইয়্যিবার শেষে যে দরূদ শরীফ পড়া হয় তার হুকুম কী? এবং পড়ার নিয়ম কী?

উত্তর : নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পড়া কমপক্ষে জীবনে একবার ফরয। আর যেকোনো মজলিসে তাঁর আলোচনা হলে একবার দরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব। আর বারবার আলোচনা হলে প্রত্যেকবার দরূদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব। তাই কালেমায়ে তাইয়্যিবার শেষে দরূদ শরীফ একবার ওয়জিব, এর চেয়ে বেশি পড়া মুস্তাহাব। তবে এমনভাবে পড়বে, যাতে উভয়টি এক মনে না হয়।
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর সালাত ও সালাম তথা শান্তি ও রহমত বর্ষণের দু'আ করার নামই দরূদ শরীফ। এ-জাতীয় যেকোনো দরূদ শরীফ পড়া যায়। যেমন–'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। (১৬/১৯৮/৬৪৪৩)

📖 البحر الرائق (سعيد كمپنى) ١ /٣٢٨ وبهذا ظهر أن الصلاة تكون فرضا وواجبا وسنة ومستحبة ومكروهة، فالأول في العمر مرة، والثاني كلما ذكر على الصحيح، والثالث في الصلاة، والرابع في جميع أوقات الإمكان والخامس في الصلاة في غير التشهد في القعود الأخير.

📖 تفسير القرطبى (دار احياءالتراث) ١٤ /١٥١ - ١٥٢ : ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة، وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه ... ... ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره، كما قال في آية السجدة وتشميت العاطس. وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره ومنهم من أوجبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه الاحتياط: الصلاة عند كل ذكر، لما ورد من الأخبار في ذلك .

📖 فتاوى عثمانى (مکتبہ معارف القرآن) ٣ /١٣١ : سوال- دوسری گذارش یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر تو درود شریف پڑھنا واجب ہوتا ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لے یا کلمہ طیبہ پڑھے یا کتاب میں بار بار نام

Scanned by CamScanner

نامی پڑھے یا حدیث شریف میں بار بار نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے تو ایسی حالت میں درود پڑھنا کیسا ہے۔

جواب- ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے۔

📖 فیہ ایضا (مکتبہ معارف القرآن) ۱ / ۵۵ : چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی جب بھی لیا جائے تو اس پر درود شریف پڑھنا احادیث سے ثابت ہے اس لئے اگر کلمہ کے بعد ”صلی اللہ علیہ وسلم“ پڑھ دیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، البتہ اس میں یہ احتیاط کرنی چاہئے کہ ”صلی اللہ علیہ وسلم“ کہتے وقت لہجہ کچھ بدل لیا جائے تا کہ کلمہ پر اضافے کا شبہ نہ ہو۔

সালাত ও সালামের যেকোনো একটি দ্বারা দরূদ আদায় হবে

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম শোনামাত্র শ্রোতার ওপর দরূদ শরীফ পড়া ওয়জিব, সুন্নাত বা মুস্তাহাব। জানার বিষয় হলো, দরূদ বলতে সালাত ও সালাম উভয়কে বোঝায়, নাকি যেকোনো দু'আ দ্বারা আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর : দরূদ শরীফ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য সালাত বা সালাম উভয়টি থাকা জরুরি নয়, যেকোনো একটি দ্বারাই দরূদ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে; তবে উভয়টি থাকা উত্তম। (১৭/৮৫/৬৯১৭)

📖 احكام القرآن للتهانوى (ادارةالقرآن) ٣ /٤٩٨ : نقل الحموى من اصحابنا عن منية المفتى: أنه لايكره عندنا إفراد احدهما عن الاخر ثم قال نقلا عن العلامة ميرك: وهذا الخلاف فى حق نبينا صلى الله عليه وسلم واما غيره من الانبياء عليهم السلام، فلا خلاف فى عدم كراهة الإفراد لأحد من العلماء.

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٤/ ١٠٨ : والسلام فى معنى الصلاة فإن الله تعالى قرن بينهما.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٧٥٣ : وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة التوحيد عن الإمام الجويني أنه في معنى الصلاة.

Scanned by CamScanner

নামাযের দরূদ দরূদের সরদার কেন

প্রশ্ন : নামাযের দরূদকে দরূদের সরদার বলা হয়েছে অথচ ওই দরূদে সালাম নেই, সালামবিহীন এ দরূদকে দরূদের সরদার কেন বলা হল?

উত্তর : কোনো আমলের ফজীলত কমবেশি হওয়ার বিষয়টি একমাত্র কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার ওপর নির্ভর করে, যুক্তিনির্ভর নয়। আর দরূদে ইবরাহীমী যেহেতু নামাযে পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে অতি গুরুত্বসহ শিক্ষা দিয়েছেন, যা অন্যান্য দরূদ শরীফে পাওয়া যায় না। এ জন্য মুহাদ্দিসীনে কেরাম এই দরূদকে দরূদের সরদার বলে আখ্যা দিয়েছেন। (১৭/৮৫/৬৯১৯)

📖 رد المحتار(سعيد) ١ /١٣ : (أفضل صيغ الصلاة) وأفضل العبارات على ما قال المرزوقي: اللّٰهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد .

রাসূল (সা.)-কে কী বলে সম্বোধন করলে দরূদ শরীফ পড়তে হবে

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো নাম শুনলে দরূদ শরীফ পড়তে হবে? যদি কেউ শুধু 'রাসূল' বলে তাহলে শ্রোতাদের কি দরূদ পড়তে হবে? উর্দূ ভাষায় যদি কেউ آنحضرت বলে তাহলে দরূদ পড়তে হবে কি না? খাওয়ার সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম এলে দরূদ শরীফ পড়তে হবে কি না? কবিতার মধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম এলে দরূদ শরীফ পড়তে হবে কি না?

উত্তর : হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও ফতওয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির যেসব স্থানে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পড়ার আলোচনা তথা এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, কোথাও তাঁর নির্দিষ্ট নাম বা কোনো ভাষার কথা উল্লেখ নেই। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই বোঝায় এমন শব্দ, বাক্য শুনলে বা বললে কমপক্ষে একবার দরূদ পড়া জরুরি। সুতরাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে 'রাসূল' 'নবী করীম' 'হুজুর' 'آنحضرت' ইত্যাদি বাক্যসমূহ বললেও দরূদ পড়তে হবে।

খানা খাওয়ায় রত ব্যক্তির ওপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম শুনলে দরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব নয়। তবে খানা থেকে ফারেগ হওয়ার পর দরূদ শরীফ

Scanned by CamScanner

পড়তে পারে। কবিতা বা শে'র-এ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম এলে দরূদ শরীফ পড়তে হবে। (১৪/৫৩১/৫৭৩৯)

📖 سنن الترمذى (دارالحديث) ٥ /٥٥١ (٣٥٤٦) : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي .

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٥١٨ : تكره الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في سبعة مواضع: الجماع، وحاجة الإنسان، وشهرة المبيع والعثرة، والتعجب، والذبح، والعطاس على خلاف في الثلاثة الأخيرة شرح الدلائل، ونص على الثلاثة عندنا في الشرعة فقال: ولا يذكره عند العطاس، ولا عند ذبح الذبيحة، ولا عند التعجب .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۵ /۱۴۸ : سوال- اگر کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ کا اسم گرامی نہ لے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو سننے والے کو درود پڑھنا چاہئے یا نہیں اور اس طرح کہنا صحیح ہے یا نہیں؟
الجواب- اس طرح کہنا بھی صحیح ہے اور سننے والے کو درود شریف بھی پڑھنا چاہئے۔

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামের সাথে পূর্ণ দরূদ শরীফ লেখা উত্তম

প্রশ্ন : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম লেখার সময় সাথে দরূদ শরীফও লিখতে হবে কি না। যদি লিখতে হয় এমতাবস্থায় সংক্ষিপ্ত করে শুধু (সা.) লিখে দিলে তা আদায় হবে, নাকি পরিপূর্ণ লিখতে হবে?

উত্তর : লেখার ক্ষেত্রে কোথাও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম এলে সংক্ষিপ্তাকারে (সা.) লেখার চেয়ে পূর্ণ "সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" লেখা উত্তম। অন্যথায় আদবের খেলাফ বলে পরিগণিত হবে, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি কম মহব্বতের পরিচায়ক। (১৪/৫৩১/৫৭৪৯)

Scanned by CamScanner

📖 سنن الترمذى (دارالحديث) ٥ /٥٥١ (٣٥٤٦) : عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي -

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٧ / ٢٢٥ :مسئلہ: جس طرح زبان سے ذکر مبارک کے وقت زبانی صلاۃ وسلام واجب ہے اسی طرح قلم سے لکھنے کے وقت صلاۃ وسلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے۔اور اس میں جو لوگ حروف کا اختصار کرکے "صلعم" لکھ دیتے ہیں یہ کافی نہیں پورا صلاۃ وسلام لکھنا چاہئے۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید کمپنی) ٨/ ٢١ : الجواب- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنھم کے اسماء مبارکہ کے ساتھ پورا صلاۃ وسلام اور رضی اللہ تعالی عنھم لکھنا چاہئے صرف "ؐ" لکھنا خلاف ادب ہے۔ جہاں صفحات کے صفحات اور پوری کتاب لکھ رہے ہیں تو صیغہ صلاۃ وسلام اور صیغہ ترضی میں کتنی جگہ صرف ہوتی ہے، در حقیقت یہ محبت کی کمی کی دلیل ہے۔اسی طرح تعالی کی جگہ "تع" اور 'رحمہ اللہ' کی جگہ "ؒ" لکھنے کا دستور صحیح نہیں۔

দরূদে রাসূল (সা.)-এর সাথে অন্যকে শামিল করা

প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অন্য কোনো ওলীর নাম মিলিয়ে দরূদ পড়া যায় কি না?

উত্তর : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর সালাত-সালাম পাঠ করার সময় অন্যদেরকেও প্রাসঙ্গিক শামিল করা যাবে। (৩/৭২/৪৭৮)

📖 التفسير المظهري(احياءالتراث) ٧ /٣٨٠ : (مسئلة) هل يجوز الصلاة والسّلام على غير الأنبياء والصحيح انه يجوز تبعا ويكره استقلالا كما يكره ان يقال محمد عزّ وجلّ مع كونه عزيزا جليلا لاختصاصه بالأنبياء عرفا كاختصاص ذلك بالله تعالى -

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۲ /۷۱ : الجواب- ... ... اور ایک وہ ثواب ہے جو درود میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اللہ تعالی سے طلب کیا جاتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ لفظ صلوۃ اور اس کے مشتقات سے صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کیلئے وہ طلب کرنا چاہئے قصدا و بالذات دوسروں کیلئے اللھم صل علی فلان نہ کہنا چاہئے۔

অপবিত্র অবস্থায় দরূদ পাঠ করা

প্রশ্ন : সহবাসের পর শরীর নাপাক অবস্থায় দরূদ শরীফ পাঠ করা যাবে কি? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : নাপাক শরীর নিয়ে নামায ও তেলাওয়াত করা নিষিদ্ধ, দু'আ-দরূদ পড়া নিষিদ্ধ নয়। (১১/৪৪/৩৪০৯)

📖 البحر الرائق (ایچ ایم سعید) ۱ / ۲۰۰ : وأما الأذكار فالمنقول إباحتها مطلقا ويدخل فيها اللّٰهُمَّ اهدنا إلى آخره .

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۲ /۳۸ : سوال- جنابت کی حالت میں کلمہ طیبہ، درود شریف اور قرآن کریم پڑھنا جائز ہے؟
الجواب- کلمہ طیبہ، درود شریف اور ہر قسم کا ذکر جائز ہے، مگر قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں۔

দরূদে হাজারী ভিত্তিহীন

প্রশ্ন : দরূদে হাজারী কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর : দরূদে হাজারী নামক কোনো দরূদ হাদীসে ও গ্রহণযোগ্য কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না বিধায় এই নামের যে দরূদ পড়া হয়, তার শব্দ ও মর্ম শুদ্ধ হলে তা জায়েয হলেও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দরূদগুলো পড়া বাঞ্ছনীয়। (১৭/৮৫/৬৯১৯)

Scanned by CamScanner

দরূদ-দরূদে ইবরাহীমে সীমাবদ্ধ নয়, দরূদে মুকাদ্দাস ভিত্তিহীন

প্রশ্ন : আমি ইসলামী টিভিতে একজন মাওলানা সাহেবের মুখে শুনেছি, দরূদে ইবরাহীম ছাড়া অন্য কোনো দরূদ নেই। আমরা বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন দরূদ দেখেছি ও পড়েছি। আমার এক বান্ধবী আমার হাতে কিছু কাগজ দেয়, সেগুলোতে লেখা আছে : দরূদে মুকাদ্দাস, দরূদে মুকাদ্দাসের বিভিন্ন ফজীলতের কথাও বলা হয়েছে। টিভিতে মাওলানা সাহেবের কথা ও দরূদে মুকাদ্দাসের ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মাওলানা সাহেবের কথা সঠিক নয়। কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে দরূদে ইবরাহীম ছাড়া অনেক দরূদ শরীফ প্রমাণিত, যা বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করার পরও দরূদে মুকাদ্দাস নামক কোনো দরূদ পাওয়া যায়নি। (১৮/৬৩০/৭৭২৪)

📖 المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ٤/ ١٤٤ (٧١٧٥) :

عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أيما رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله له زكاة»«أيما رجل مسلم لم يكن له صدقة فليقل في دعائه اللَّهُمَّ صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة».

দরূদে নারিয়ার হুকুম

প্রশ্ন : দরূদে নারিয়া বিদ'আতী দরূদের অন্তর্ভুক্ত কি না? তার মধ্যে শিরকী কথা আছে কি না? এবং তা পড়া যাবে কি না? দরূদে নারিয়া নিম্নে লেখা হলো :

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه فى كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك -

Scanned by CamScanner

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর থেকে বর্ণিত দরূদ পড়া উত্তম হলেও অর্থ মর্ম বিশুদ্ধ হলে যেকোনো শব্দেও দরূদ পড়া বৈধ, তাই দরূদে নারিয়া দরূদ শরীফের অন্তর্ভুক্ত। তা পড়লেও দরূদ শরীফের সাওয়াব পাবে, উলামায়ে কেরাম অভিজ্ঞতার আলোকে এর উপকারের কথাও উল্লেখ করেছেন। তাই উক্ত দরূদ শরীফ বিদ'আতী বা শিরকী দরূদ নয়। (৭/৯৩৬/১৯০১)

📖صحيح البخاري (دار الحديث) ١ / ٢٥٥ (١٠٠٨)عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، قال: قال: سمعت ابن عمر رضـ يتمثل بشعر أبي طالب: «وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ... ثمال اليتامى عصمة للأرامل» -

📖مسند الإمام أحمد (مؤسسة الرسالة)١ /٢٠٦ (٢٦) : عن عائشة: أنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر رضي الله عنه يقضي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ... ربيع اليتامى عصمة للأرامل
فقال أبو بكر رضي الله عنه: ذاك والله رسول الله صلى الله عليه وسلم "-

📖القول البديع (مكتبة المؤيد) ص ٨٩ : قال المجد وأختار بعضهم من الكيفيات ... ... إلى غير ذلك من الألفاظ التي فيها دليل على أن الأمر فيه سعة من الزيادة والنقص، وأنها ليست مختصة بالفاظ مخصوصة وزمان مخصوص لكن الافضل الاكمل ما علمناه صلى الله عليه وسلم.

📖احكام القرآن (ادارة القران) ٣/ ٥٠٢: أن الأفضل والأولى والأكثر ثوابا والأجزل جزاء وأرضاها عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هى الصيغ المأثورة ويحصل ثواب الصلوة والتسليم بغيرها أيضا، بشرط أن يكون فيها طلب الصلوة والرحمة عليه صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل-
تنبيه : وأما ماروى عن بعض المشايخ الصوفية من الصيغ الغير المأثورة كبعض صيغ دلائل الخيرات وأمثاله ، وتلقين المشايخ حزبها للمريدين ، فإن ذلك ليس لتكثير الثواب فى نفسه بل له

Scanned by CamScanner

أغراض أخر كتنشيط القارى وتشويقه وتحزين القلب وترقيقه ، وهو أمر مهم للمريد وسبب لتكثير الثواب من جهة أخرى، فلا لوم على المبتدى إن اختارها لهذه الأغراض المفيدة لما اقتضته الحال وان كانت الصيغ المأثورة واتباعها هوالاصل فى التعبد واكثرثوابافى المآل -

ওয়াজ-মাহফিলে দরূদ পাঠ করা

প্রশ্ন : বক্তা যদি খুতবার পর يا ايها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما আয়াতটি তেলাওয়াত করে صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم এই দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে জায়েয হবে কি না? উক্ত দরূদ শরীফটি কোনো হাদীস বা ফিকহের কিতাব দ্বারা প্রমাণিত আছে কি? যেসব বক্তা এসব দরূদ শরীফ পাঠ করে তার দ্বারা ওয়াজ-মাহফিল করানো জায়েয হবে কি?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শানে দরূদ শরীফ পাঠ করা অতি ফজীলতপূর্ণ কাজ, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে এ ফজীলত পেতে হলে দরূদ শরীফ পাঠের আদব রক্ষা করে শরীয়ত কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে দরূদ পাঠ করা জরুরি। প্রশ্নে উল্লিখিত দরূদ শরীফটি যেহেতু শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত। এ দরূদ শরীফ পাঠ করে এমন সঠিক আক্বীদাপন্থী বক্তা দ্বারা ওয়াজ-মাহফিল করতে কোনো অসুবিধা নেই। (১১/২৬১)

📖 مصنف ابن ابى شيبة (مكتبة الرشد) ٣ / ٣٣٧ (٢٦٦٥٤) : عن مجالد، قال: أخبرنا عامر، قال: قال رجل عند المغيرة بن شعبة: صلى الله على محمد خاتم الأنبياء، لا نبي بعده، قال المغيرة: " حسبك إذا قلت: خاتم الأنبياء، فإنا كنا نحدث أن عيسى خارج، فإن هو خرج فقد كان قبله وبعده ".

📖 أحكام القرآن (ادارة القران) ٣ / ٥٠٢ : أن الأفضل والأولى والأكثر ثوابا والأجزل جزاء وأرضاها عند الله تعالى ورسوله صلى

Scanned by CamScanner

الله عليه وسلم هى الصيغ المأثورة ويحصل ثواب الصلوة والتسليم بغيرها أيضا، بشرط أن يكون فيها طلب الصلوة والرحمة عليه صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل -

দু'আ-দরূদ, গজল ইত্যাদির মাধ্যমে ঘুম থেকে উঠানো

প্রশ্ন : আযানের পূর্বে ঘুম থেকে উঠে ওজু করার পর মসজিদের মাইক দ্বারা জনৈক মুয়াজ্জিন সাহেব الحمد لله الذى احيانا الخ দু'আ পড়েন। এ ছাড়া আযানের পূর্বেই দরূদ শরীফ ও গজল এবং ঘুম থেকে জাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ছন্দ ইত্যাদি দ্বারা জনগণকে আহ্বান করেন। এ সমস্ত কাজ জায়েয আছে কি না?

উত্তর : আযানের পূর্বে ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে নামাযের প্রস্তুতির লক্ষ্যে জাগ্রত করার জন্য আপত্তিহীন পন্থা অবলম্বন করা ভালো। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে দু'আ ও দরূদ শরীফকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। (৩/১১৩/৪৮৫)

📖 المدخل لابن الحاج (دار الفكر) ٢ /٢٥١ :فالصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - متأكدة في جميع الحالات لكن اتخاذها عادة من المؤذنين على المنار عند طلوع الفجر وغيره مما تقدم ذكره لم يكن ذلك مشروعا ولا فعله أحد من السلف الماضين - رضي الله عنهم.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴/ ۲۹۱ : بلاشبہ صبح کا وقت غفلت کا وقت ہے غافلوں کو بیدار کرنے اور نماز باجماعت کا عادی بنانے کیلئے باہمت لوگ جگانے کیلئے نکلتے ہوں تو انکو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ضرورت ہو یہ عمل جاری رکھا جاسکتا ہے، مگر کام سلیقہ سے ہونا چاہئے تماشہ نہ بنالیا جائے اور باعث ایذاء مسلمین نہ ہو مستورات اور معذورین مکانوں میں نماز اور ذکر اللہ میں مشغول ہوں تو ان کا لحاظ رکھا جائے، لوگوں کو چاہئے کہ غافلین میں اپنا شمار نہ کرائیں، اور لوگوں کو اٹھانے کی زحمت سے بچائیں۔

Scanned by CamScanner

বয়ান ও দু'আর মজলিসে সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করা

প্রশ্ন : হক্কানী উলামা ও পীর-মাশায়েখগণকে অনেক সময় দেখা যায়, কোনো বয়ানের মজলিস, দু'আর মজলিস বা শুক্রবারে জুমু'আর বয়ানের শুরুতে মুরীদান/মুসল্লিদের নিয়ে উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করে থাকেন, এভাবে দরূদ পাঠ করার হুকুম কী?

উত্তর : যেকোনো সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পাঠ করা কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেও এমন পদ্ধতিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পাঠ করা, যা ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত নয়, তা পরিহার করা সকলের জন্য অপরিহার্য। যেমন : উচ্চস্বরে সকলে তাল মিলিয়ে দরূদ পাঠ করা ইত্যাদি। উপরন্তু উচ্চ স্বরে দরূদ পাঠ করার দরুন নামাযী বা অন্য কোনো ব্যক্তির ইবাদতে সমস্যা সৃষ্টি হলে অথবা দরূদ শরীফকে মজলিসের সৌন্দর্য আনয়নের ও দুনিয়াবী কোনো কিছুর মাধ্যম বানানো হলে নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে। তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম উচ্চারণের পর শ্রোতাগণ একাকী দরূদ পড়তে গিয়ে একসাথে দরূদ পাঠ হয়ে গেলে কোনো দোষণীয় বিষয় নয়। (১৭/২৪১/৭০০০)

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ١٤٤ (٢٦٩٧) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

📖الاعتصام (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٩ : ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وما أشبه ذلك.

ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته.

Scanned by CamScanner

আযানের পূর্বে দরূদ পড়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার কিছু লোক আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله পাঠ করে, প্রমাণস্বরূপ তারা বলে, কোরআনে কারীমে صلوا عليه দ্বারা দরূদ পড়ার কথা বলেছেন। আর দরূদ পড়া একটি ভালো কাজ, তাই আমরা এই ভালো কাজ যেকোনো সময় করতে পারি। এভাবে তারা আরও অনেক দলিল পেশ করে থাকে। অতএব জানার বিষয় হলো, এভাবে আযানের পূর্বে সালাত ও সালাম পাঠ করার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : দরূদ শরীফ পড়া অত্যন্ত ভালো কাজ। তবে তা অবশ্যই শরয়ী পদ্ধতিতে উপযুক্ত স্থানে হতে হবে। শরীয়তে আযানের পূর্বে সালাত ও সালামের কোনো বিধান নেই। তবে আযানের পরে সালাত ও সালামের বিধান রয়েছে। তাই সালাত ও সালাম ভালো কাজ হলেও তা আযানের পূর্বে পড়া যাবে না। (১৬/৪৩৯/৬৬০৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٤/ ٧٤ (٣٨٤) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضـ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذاسمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» ـ

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ١/ ٣٦٩ : الجواب-درود شریف کا موقع شریعت مطہرہ نے اذان کے بعد بتایا ہے نہ کہ اذان سے پہلے لہذا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا خواہ بلند آواز سے یاآہستہ بہر کیف ناجائز اور بدعت ہے اور دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نماز کے آخر کی بجائے نماز شروع کرتے ہی سبحانك اللهم الخ کی بجائے درود پڑھنے لگے اور روکنے والے کو درود شریف کا منکر بتائے۔

Scanned by CamScanner

আযানের পূর্বে দরূদ ইস্তেগফারকে সুন্নাত মনে করা

প্রশ্ন : বিশেষ একটি দল আযান দেওয়ার পূর্বে দরূদ শরীফ ও ইস্তেগফার পড়ে অতঃপর আযান দেয় এবং বলে এ কাজটি সুন্নাত। জানার বিষয় হলো, এ কথাটি শরয়ী বিধান অনুযায়ী কতটুকু বৈধ এবং এর বাস্তবতা কোনো হাদীসে উল্লেখ আছে কিনা? থাকলে দয়া করে হাদীসগুলো উত্তর সহকারে অবগত করলে উপকৃত হব।

উত্তর : দরূদ ও ইস্তেগফার পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তবে আযানের পূর্বে দরূদ ইস্তেগফার পড়া বা তা সুন্নাত মনে করা কোনোটিই সঠিক নয়। বরং ইসলামী শরীয়তে এর কোনো প্রমাণ না থাকায় বর্জনীয়। তবে আযানের পর দরূদ পাঠ করা সুন্নাত। (১৭/২৭৮/৭০২৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٤/ ٧٤ (٣٨٤) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذاسمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» -

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ١/ ٣٦٩ : الجواب-درود شریف کا موقع شریعت مطہرہ نے اذان کے بعد بتایا ہے نہ کہ اذان سے پہلے لہذا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا خواہ بلند آواز سے یا آہستہ بہر کیف ناجائز اور بدعت ہے اور دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نماز کے آخر کی بجائے نماز شروع کرتے ہی سبحانك اللهم الخ کی بجائے درود پڑھنے لگے اور روکنے والے کو درود شریف کا منکر بتائے .

দরূদ ও যিকিরে লাগিয়ে দিয়ে চা পান

প্রশ্ন : বর্তমান সমাজে ধর্মীয় সভা-অনুষ্ঠান ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের সভা-অনুষ্ঠানে এমন কিছু বক্তা আসেন, যাঁরা ওয়াজ করার ফাঁকে ফাঁকে চা পান ইত্যাদি খাওয়ার সময় বা ওয়াজের মধ্যে শ্রোতাদের জোশে আনার জন্য তাদেরকে নিয়ে

Scanned by CamScanner

সম্মিলিতভাবে দরূদ শরীফ যেমন "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ" পাঠ করে থাকেন। ঠিক এভাবেই কেউ কেউ যিকিরও করে থাকেন। জানার বিষয় হলো, বক্তাদের জন্য শ্রোতাদের নিয়ে উপরোক্ত আমল করাটা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : দরূদ শরীফ একটি মূল্যবান দু'আ ও ইবাদত, যা একমাত্র ইবাদত ও দু'আর উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পড়া যেমন জায়েয নেই, তেমনি অতি উচ্চস্বরে সুর মিলিয়ে ইচ্ছামতো তাল মিলিয়ে পড়াও বৈধ নয়। তাই বক্তার চা-পান খাওয়ার সুবিধার্থে মানুষের মধ্যে জোশ জযবা আনার মানসে উল্লিখিত পদ্ধতিতে দরূদ শরীফ পড়া ও যিকির করা শরীয়তসম্মত না হওয়ায় তা বর্জনীয়। (১৪/৬৩১/৫৭৬২)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٣١:

وقد كرهوا "والله اعلم" ونحوه * لإعلام ختم الدرس حين يقرر .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٤٣١ : وإذا قال الحارس: لا إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه، فلم يكن المقصود الذكر أما إذا اجتمع القصدان يعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره .

Scanned by CamScanner

الدعاء

দু'আ ও মুনাজাত

খাইরুল কুরূনে দু'আর শব্দ, স্থান ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : খাইরুল কুরূন থেকে মোট কয়টি স্থানে একাকী বা সম্মিলিত হাত তুলে দু'আ করা প্রমাণিত আছে। উক্ত দু'আ বা মুনাজাতের শব্দাবলি, পদ্ধতি ও ধরন কী ছিল এবং কোন কোন সময়ে করা হয়েছে?

উত্তর : সোনালি যুগে একাকী, সম্মিলিত–দুই ভাবেই ফরয নামায ও এস্তেসকার নামাযের পর এবং হজের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বাক্যে হাত তুলে দু'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুনাজাতের পদ্ধতি হলো, দুই হাতের মাঝে সামান্য পরিমাণ ফাঁকা রেখে সিনা বরাবর হাত উঠিয়ে আগে-পরে হামদ, সানা, দরূদ শরীফ পড়ে দু'আ কবুলের একীন নিয়ে মুনাজাত করা। (১৮/৮২/৭৪৯১)

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ٤ / ٢١ (٣٥٣٦) : عن حبيب بن مسلمة الفهري وكان مستجابا أنه أمر على جيش فدرب الدروب، فلما لقي العدو قال للناس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله» ، ثم إنه حمد الله وأثنى عليه فقال: اللّٰهُمَّ احقن دماءنا واجعل أجورنا أجور الشهداء.

📖 البداية والنهاية (دار إحياء التراث) ٦/ ٣٦١ : وبعث الصديق رضي الله عنه كما قدمنا إليهم العلاء بن الحضرمي، فلما دنا من البحرين جاء إليه ثمامة بن أثال في محفل كبير، وجاء كل أمراء تلك النواحي فانضافوا إلى جيش العلاء بن الحضرمي، فأكرمهم العلاء وترحب بهم وأحسن إليهم، وقد كان العلاء من سادات الصحابة العلماء العباد مجابي الدعوة، اتفق له في هذه الغزوة أنه نزل منزلا فلم يستقر الناس على الأرض حتى نفرت الإبل بما

Scanned by CamScanner

عليها من زاد الجيش وخيامهم وشرابهم، وبقوا على الأرض ليس معهم شئ سوى ثيابهم - وذلك ليلا - ولم يقدروا منها على بعير واحد، فركب الناس من الهم والغم مالا يحد ولا يوصف، وجعل بعضهم يوصي إلى بعض، فنادى منادي العلاء فاجتمع الناس إليه، فقال: أيها الناس ألستم المسلمين؟ ألستم في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ قالوا: بلى، قال: فأبشروا فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم، ونودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة جثا على ركبتيه وجثا الناس، ونصب في الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس، وجعل الناس ينظرون إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى وهو يجتهد في الدعاء.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١/ ٥٠٧ : (قوله فيبسط يديه حذاء صدره) كذا روي عن ابن عباس من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قنية عن تفسير السمان: ولا ينافيه ما في المستخلص للإمام أبي القاسم السمرقندي أن من آداب الدعاء أن يدعو مستقبلا ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه لإمكان حمله على حالة المبالغة والجهد، وزيادة الاهتمام كما في الاستسقاء لعود النفع إلى العامة.

وهذا على ما عداها، ولذا قال في حديث الصحيحين «وكان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه» أي لا يرفع كل الرفع، كذا في شرح المنية، ومثله في شرح الشرعة (قوله لأنها قبلة الدعاء) أي كالقبلة للصلاة فلا يتوهم أن المدعو جل وعلا في جهة العلو ط (قوله ويكون بينهما فرجة) أي وإن قلت قنية.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٧/ ٢٥٠ : ... صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعاء میں شرکت فرمائی لہذا یہ تسلیم کرنا ہی .

Scanned by CamScanner

پڑے گا کہ جب نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے تو صحابہؓ بھی ضرور شرکت فرماتے تھے یہی اجتماعی دعا ہے اور اجتماعی دعا کے ثبوت کے لئے انشاء اللہ یہی کافی ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ کے بعد تابعین پھر ان کے بعد تبع تابعین پھر ان کے بعد اسلاف عظام اور علماء اور صلحاء امت کا اسی پر عمل رہا ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴ / ۳۰۴ : جواب—دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سینہ تک اٹھا کر دعا کرے اور دونوں کے درمیان قدرے فیصلہ ہو ملا کر رکھنا خلاف اولی ہے۔

দু'আ করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : কোনো ভালো মজলিসের শেষে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়। প্রশ্ন হলো, দু'আ করার তরীকা কী? হাত উঠিয়ে দু'আ করা, নাকি হাত না উঠিয়ে?

উত্তর : ভালো মজলিসের শেষে বিভিন্ন প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য নিয়ে দু'আ করা হলে হাত উঠিয়ে দু'আ করা সুন্নাত। আর মজলিসের কাফ্ফারা হিসেবে হাদীসে বর্ণিত বিশেষ দু'আটি পড়ার সময় হাত উঠানো সুন্নাত নয়। (৬/৬৬৬/১৩৬৮)

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٥/ ٣١٨ (٣٤٣٣) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك ".

দু'আময় জীবন

প্রশ্ন : দিন-রাত কোন কোন তাসবীহ-তাহলীল, দু'আ-দরূদ পাঠ করা ভালো ও অশেষ সাওয়াবের?

Scanned by CamScanner

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত তাসবীহ-তাহলীল, দু'আ-দরূদ পড়তেন, সেগুলোই আমাদের পড়া উচিত। যেমন :

- سبحان الله والحمد لله ولااله الا الله والله اكبر
- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
- لااله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير
- بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم
- رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا

এসব তাসবীহ-তাহলীল ও দু'আ পড়লে অশেষ সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। এ ছাড়া হাদীসের সমস্ত কিতাবে অসংখ্য তাসবীহ-তাহলীল, দু'আ-দরূদ বর্ণিত আছে। যেগুলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা পড়তেন। এর জন্য বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড ৯৩২-৯৪৮ তিরমিযী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড, ১৭৫-১৯৯ পৃঃ দেখতে পারেন। (৬/৫৩/১০৬৪)

দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত দু'আর সাওয়াব

প্রশ্ন : দীর্ঘ মুনাজাত ও সংক্ষিপ্ত মুনাজাতে সাওয়াবের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না? এবং কোনটি ভালো?

উত্তর : হাদীস শরীফে দু'আকে ইবাদত বলা হয়েছে। অতএব দু'আ তার সমস্ত আদব ও শর্তের সহিত যত দীর্ঘ হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে। তবে যেসব ফরয নামাযের পর সুন্নাত রয়েছে, সেসব নামাযের পরে দীর্ঘ মুনাজাত করা অনুচিত। (৬/৬২/১০৭১)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٣٣٩ (٣٤٧٩) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادعوا الله وأنتم

Scanned by CamScanner

موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه».

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٢١٤ (٣٢٤٧) : عن النعمان بن بشير، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين}.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٣٠ : ويستحب أن يستغفر ثلاثا ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك.

নামাযের মধ্যে দু'আ করা

প্রশ্ন : আমি একটি মাস'আলার ব্যাপারে সন্দিহান। তা হলো আল্লাহ পাকের ইরশাদ : واستعينوا بالصبر والصلوٰة অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে।" এখন প্রশ্ন হলো, আমি কি নামাযের মধ্যেই আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইব, নাকি নামাযের বাইরে? নামাযের মধ্যে হলে আরবী দু'আগুলোই পাঠ করলে যথেষ্ট হবে, নাকি আমার চাহিদা মোতাবেক ভিন্ন দু'আও করতে পারব? এবং দু'আ নিজ মাতৃভাষায় করলেও হবে, নাকি আরবীতেই করতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ পাক স্বয়ং সবর এবং সালাতকে মুসীবত দূর হওয়া ও প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ থেকে নামাযের ভেতরে বা বাইরে আরবীতে বা অন্য ভাষায় দু'আ করা নিয়ে সংশয়ে পড়ার তো কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, নামাযের ভেতরেও দু'আ করা যায়। তবে দু'আগুলো মা'সূরা তথা কোরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আ এবং আরবীতে হওয়া জরুরি। (১৪/৪২/৫৫০৩)

📖 تفسير ابن كثير (دار طيبة) ١/ ٢٥٢ : وقال أبو العالية في قوله: {واستعينوا بالصبر والصلاة} على مرضاة الله، واعلموا أنها من طاعة الله.

Scanned by CamScanner

📖 ردالمحتار(ایج ایم سعید) ۱/ ۵۲۳ : ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ، وأما في غيرها فينبغي أن يدعو بما يحضره، ولا يستظهر الدعاء لأن حفظه يذهب برقة القلب هندية عن المحيط؛ واستظهاره حفظه عن ظهر قلبه (قوله لا يفسد) أي مطلقا سواء استحال طلبه من العباد كاغفر لي أو لا كارزقني من بقلها وقثائها وعدسها وبصلها. وفيه رد على الفضلي في اختياره الفساد بما ليس في القرآن مطلقا، وعلى ما في الخلاصة من تقييده عدم الفساد بالمستحيل من العباد بما إذا كان مأثورا، وهو مبني على قول الفضلي. قال في النهر: والمذهب الإطلاق.

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) صـ ۲۷۳ : قوله: "ولا يجوز أن يدعو الخ" ولذا قالوا: ينبغي له في الصلاة أن يدعو بدعاء محفوظ إلا بما يحضره لأنه ربما يجري على لسانه ما يشبه كلام الناس فتفسد صلاته وأما في غير الصلاة فبالعكس فلا يستظهر له دعاء لأن حفظ الدعاء يمنع الرقة بحر والمراد بما يشبه كلام الناس ما لا يستحيل طلبه منهم.

📖 ردالمحتار(ایج ایم سعید) ۱/ ۵۲۱ : وقد تقدم أول الفصل أن الإمام رجع إلى قولهما بعدم جواز الصلاة بالقراءة بالفارسية إلا عند العجز عن العربية. وأما صحة الشروع بالفارسية وكذا جميع أذكار الصلاة فهي على الخلاف؛ فعنده تصح الصلاة بها مطلقا خلافا لهما كما حققه الشارح هناك. والظاهر أن الصحة عنده لا تنفي الكراهة، وقد صرحوا بها في الشروع. وأما بقية أذكار الصلاة فلم أر من صرح فيها بالكراهة سوى ما تقدم، ولا يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما في الصلاة وتنزيها خارجها، فليتأمل وليراجع -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبہ امدادیہ) ۲/ ۲۷۲: نماز کے سجدے میں قرآن وحدیث میں وارد شدہ دعاء کرنا جائز ہے، غیر عربی میں درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

নামাযের দু'আ সবার জন্যই হয়ে থাকে

প্রশ্ন : নামাযের মধ্যে কি সবার জন্যই দু'আ করতে হয়? আমি যদি কেবল আমার জন্যই দু'আ করি তাহলে এটা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : নামাযে যথা স্থানে ক্বেরাত, তাসবীহ, দু'আ ও দরূদ ঠিকমতো করলে নিজের জন্য ও সবার জন্য দু'আ হয়ে যায়। দু'আর মধ্যে নিজের সাথে অন্যদের শামিল করা ভালো। (৫/৩৫৬/৯৩৪)

📖 ردالمحتار (ايج ايم سعيد) ١/ ٥٢١ : وكان ينبغي أن يزيد ولجميع المؤمنين والمؤمنات كما فعل في المنية لأن السنة التعميم، لقوله تعالى {واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات} وللحديث «من صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمنين والمؤمنات فهي خداج»، كما في البحر، ولخبر المستغفري «ما من دعاء أحب إلى الله من قول العبد: اللّٰهُمَّ اغفر لأمة محمد مغفرة عامة».

নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত

প্রশ্ন : কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন যে ফরয নামাযের পর হাত উঠিয়ে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা বিদ'আত, হাদীসে কোথাও এর কোনো ভিত্তি নেই। কথাটা কতটুকু সঠিক? প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : হাদীস শরীফ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হয়। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও ফরয নামাযের পর দু'আ পড়তেন, যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। বর্তমানেও এই আমল সুন্নাত হিসেবে প্রচলিত। তবে দু'আর সময় হাত উঠানো দু'আর আদবমাত্র, যার ইচ্ছা হাত উঠিয়ে আদবের সাথে দু'আ করবে, যার ইচ্ছা হাত না উঠিয়ে দু'আ পড়বে। এটাকে বিদ'আত বলা অজ্ঞতার পরিচয়। হ্যাঁ, হাত উঠানোর ব্যাপারে কাউকে চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। কেউ চাপ সৃষ্টি করলে তা বিদ'আত গণ্য হবে। (১৯/৪৭৮/৮২৬৯)

Scanned by CamScanner

📖 سنن الترمذي(دارالحديث) ٥/ ٣٤٩ (٣٤٩٩) : عن أبي أمامة، قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» .

📖 المعجم الكبير(مكتبة ابن تيمية) ٤/ ٢١ (٣٥٣٦) : عن حبيب بن مسلمة الفهري وكان مستجابا أنه أمر على جيش فدرب الدروب، فلما لقي العدو قال للناس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله»، ثم إنه حمد الله وأثنى عليه فقال: اللّٰهُمَّ احقن دماءنا واجعل أجورنا أجور الشهداء -

📖 نور الإيضاح (امداديه) ص ٨٠ : ويستحب للامام بعد سلامه ... ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين رافعى ايديهم ثم يمسحون بها وجوههم فى آخره -

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٣/ ٣٣٠ : سوال- فرض نماز کے بعد امام بلند آواز سے دعاء مانگتا ہے مقتدی آمین کہتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں؟
الجواب—اس طریقہ کو ضروری اور لازمی نہ سمجھا جائے تو مباح ہے۔

নামাযের পর দু'আ করা কি বিদ'আত?

প্রশ্ন : 'মাসিক মুঈনুল ইসলাম' পত্রিকায় ফরয নামাযের পর ইমাম-মুসল্লি মিলে মুনাজাত করাকে বিদ'আত বলে সাব্যস্ত করেছে। প্রশ্নোত্তরসহ তা উদ্ধৃত হলো,

"(প্রশ্ন নং : ২২৩৫ মাসিক মুঈনুল ইসলাম) ফরয নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা বিদ'আত কি না? বিদ'আত না হলে যখন মুনাজাতকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়, তখন করণীয় কী?

সমাধান : হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরাম ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন তাদের স্ব স্ব জীবনে অসংখ্য অগণিত নামায জাম'আতের সাথে আদায় করেছেন। কিন্তু তাঁরা কখনো নামাযান্তে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে প্রচলিত নিয়মে মুনাজাত করেছেন এ ধরনের একটি দুর্বল সনদের হাদীসও পাওয়া যায় না। তারা যে কাজ শরীয়ত মনে করে আমল করেননি তা নিশ্চিত নবাবিষ্কৃত তথা বিদ'আত। সুতরাং

Scanned by CamScanner

ফরয নামাযান্তে ইমাম-মুক্তাদী মিলে মুনাজাত করা বিদ'আত বিধায় তা সর্বোতভাবে বর্জনীয়। "আল ই'তিসাম ১/১৯০-২৮৮" আহকামুদ দাওয়া আল মুরাওয়াজাহ ২৩-৫০ পৃ: (মাসিক মুঈনুল ইসলাম, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮)"

কিন্তু অত্র মাসআলার পুরোপুরি বিপরীত দারুল উলূম দেওবন্দের মুঈনে মুফতী জনাব মাওলানা ইদ্রীস সাহেবের লিখিত কিতাব "ইজতেমায়ী দু'আ কি শরয়ী হাইসিয়াত" নামক কিতাবে ফরয নামাযান্তে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করাকে অনেক হাদীস ও যৌক্তিক দলিল দ্বারা প্রমাণ করেছেন। এখন হাটহাজারী মাদরাসার ফতওয়া মতে ফরয নামাযান্তে মুনাজাত করা বিদ'আত বিধায় ছাড়া প্রয়োজনীয়। আর মাওলানা ইদ্রিস সাহেবের ফতওয়া মতে মুনাজাত করা দরকার, যেহেতু তা হাদীস শরীফে আছে। এখন আমরা মধ্যখানে মহাবিপদে পড়েছি। তাই এর সঠিক দিকটি জানালে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হব।

উত্তর : দু'আ বড় ইবাদত। হাত তোলা দু'আর একটি আদব। ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হওয়ার সময়। এ কথাগুলো সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ ধরনের দু'আতে ইমাম-মুক্তাদীর মিল ও একত্রিত হওয়া আপত্তিকর নয় আবার বাধ্যতামূলকও নয়। কিন্তু বর্তমানে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন নামাযের পর একত্রে মুনাজাত ও দু'আ একটি বাধ্যতামূলক বিষয়। কেউ না করলে তার সমালোচনা করা এরই জ্বলন্ত প্রমাণ। একটি ঐচ্ছিক বিষয়কে অপরিহার্যের রূপ দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কম অপরাধ নয়। এ অপরাধ থেকে মুসলিম সমাজকে বাঁচানোর জন্যই কিছু অভিজ্ঞ মুফতীয়ানে কিরাম নামাযের পরে সম্পূর্ণরূপে সম্মিলিত দু'আ পরিহার করার ফতওয়া প্রদান করেন। তাঁদের এ ফতওয়া শরয়ী প্রমাণের আলোকে ভুল বলা যায় না। বরং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটিকে সহীহ বলা যায়। পক্ষান্তরে কাজে বা কথায় বাধ্যতামূলক মনে না করাবস্থায় যাঁরা মুনাজাত করেন তাঁদের এ কাজ নিশ্চয়ই শরীয়ত সমর্থিত। তাই এটিকে বিদ'আত বলে আখ্যা দেওয়াও ঠিক নয়। সুতরাং একত্রে মুনাজাত যাঁরা করেন তাঁদের উচিত বাস্তব বিষয় সম্পর্কে মুসল্লি সমাজকে অবগত করানো এবং কখনো কখনো মুনাজাত না করে এর সঠিক অবস্থান পরিষ্কার করা। তবে ফিতনা যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। (৬/৮৯২/১৪৫৯)

📖 النفائس المرغوبة فى حكم الدعاء بعد المكتوبة صـ ٣٦ : قال الشاه انور المحدث رحمهم الله : نعم اصل السنة الدعاء يحصل بغير رفع اليدين ولذا قل النقل فى الرفع بعد الصلوٰة وانما الرفع كمال فى السنة تحصل سنته به وبغيره فلا سبيل الى تبديع من رفع ولا الى تجهيل من ترك، واما الامور المحدثة من عقد صورة الجماعة

Scanned by CamScanner

للدعاء كجماعة الصلوٰة والإنكار على تاركها ونصب امام ائتمام به فيه وغير ذلك فكل ذلك من قلة العلم وكثرة الجهل والجاهل اما مفرط او مفرّط، والله الموفق للصواب -

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۱ /۸۰۳ : (رسالة استحباب الدعوات عقيب الصلوات) : وقد اكثر الناس فى هذه المسئلة اعنى دعاء الإمام عقب الصلوٰة وتأمين الحاضرين على دعائه وحاصل ما انفصل عنه الامام ابن عرفة والغبريني ان ذلك ان كان على نية انه من سنن الصلاة وفضائلها فهو غير جائز، وان كان مع السلامة من ذلك فهو باق على حكم اصل الدعاء والدعاء عبادة شرعية فضلها من الشريعة معلوم عظمه -

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱ /۳۱۵ : الجواب– قال فى الحصن فى آداب الدعاء: منها الصلوٰة عہ حب مس وبسط اليدين ت مسا ورفعهما ع اھ ص ۴۳ ،اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد دعاء مستحب ہے،اور بسط ورفع یدین مطلقاً آداب دعاء سے ہے۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳/ ۶۶ : ... ... ۳- دعاء بعد الفرائض میں رفع یدین کے فاعل اور تارک میں سے کسی پر بھی اعتراض اور ملامت جائز نہیں،

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۳/۲۸۰ : اس طریقہ کو ضروری اور لازمی نہ سمجھا جائے تو مباح ہے، مگر سنن ونوافل کے بعد سب کا موجود رہنا اور پھر اس طریقہ سے دعاء مانگنا یہ واجب الترک ہے۔

📖 خیر الفتاوی(زکریا) ۳۵۲/۱ : فرضوں کے بعد دعا مانگنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے احادیث میں صراحت موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے سلام کے بعد کچھ ذکر ودعا میں مشغول رہتے تھے اور آپ کے یہ اذکار اور دعائیں بھی احادیث میں منقول ہیں، بناء بریں ائمہ اربعہ اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ فرائض کے بعد امام مقتدی کا دعا مانگنا سنت ومستحب ہے، متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان

Scanned by CamScanner

کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد دعا مانگنے کی ترغیب دی، اور کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو انکے مناسب حال ادعیہ بھی تلقین فرمائیں۔

📖 اشرف الاحکام (ادارۃ اسلامیات) ص ۱۱۵ : دعا بعد فرائض مستحب ہے، مستحب کام پر دوام تو کیا جائے التزام نہ چاہیۓ دوام اور شئ ہے اور التزام اور شئ ہے، دوام تو جائز ہے اور التزام منع ہے۔

নামাযের পর উচ্চস্বরে দু'আ করা

প্রশ্ন : ফরয নামাযের পর সাথে সাথে ইমাম আরবী ও বাংলা ভাষায় উচ্চস্বরে মুনাজাত করে আর মুসল্লিরা সম্মিলিতভাবে জোরে জোরে আমীন বলতে থাকে, যার কারণে মাসবুকদের নামায আদায় করতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা কী?

উত্তর : যেকোনো সময় দু'আ নিম্নস্বরে করাই উত্তম। ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চস্বরে করাতেও আপত্তি নেই। তবে এর দ্বারা কারো নামাযে যেন ক্ষতি না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা জরুরি। (৭/৪৯০/১৭৪৫)

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص۲۵۷ : بعد فرض نماز کے دعا جہر سے کرنا جائز ہے، اگر کوئی مانع عارض نہ ہو۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/۱۷۳ : الجواب- حامدًا ومصلیاً ، دعا آہستہ مانگنا افضل ہے اگر دعاء کی تعلیم مقصود ہو تو بلند آواز سے بھی مضائقہ نہیں مگر اس بلند آواز سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ہو۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۲۷۷ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سلف صالحین سے جو طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر زیر لب تسبیحات اور اذکار مسنونہ پڑھے جائیں اور آہستہ ہی دعاء کی جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تعلیم کے لئے کوئی کلمہ بلند آواز سے بھی فرما دیتے تھے، بلند آواز سے بھی دعا ہو جائے جبکہ اس سے کسی کی نماز میں خلل نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، جہری دعاء کو معمول بنالینا اور سنت کی طرح پابندی کرنا صحیح نہیں۔

Scanned by CamScanner

ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত

প্রশ্ন : পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে ইমাম-মুক্তাদী মিলে আমীন আমীন বলে হাত তুলে সর্বদা এ পদ্ধতিতে মুনাজাত করা কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে স্পষ্টভাবে আছে কি না?

উত্তর : ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হওয়া এবং ফরয নামাযের পর রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বিভিন্ন দু'আর কথা বিভিন্ন হাদীস শরীফে স্পষ্ট আছে। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাত উঠিয়েও মুনাজাত করার কথা হাদীস শরীফে পাওয়া যায় বিধায় ফরয নামাযের পর দু'আ ও মুনাজাতকে উলামায়ে কেরাম মুস্তাহাব বলেছেন। একাকী হোক বা সম্মিলিত হোক, কোনো আপত্তি নেই। যেহেতু এটা ঐচ্ছিক বিষয়, তাই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অনুচিত। (১৯/৫১৫/৮২৮৯)

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ٥/ ٣٤٩ (٣٤٩٩) : عن أبي أمامة، قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» .

📖 فيه أيضا (٣٥٥٦) : عن سلمان الفارسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» -

📖 فيه أيضا (٣٨٥) : عن الفضل بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع، وتضرع، وتمسكن، وتقنع يديك، يقول: ترفعهما إلى ربك، مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا رب يا رب، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا " -

📖 معارف السنن(ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٢١ - ١٢٢: وردت احاديث قولية وفعلية فى الدعاء دبر الصلوات مطلقا، اى قبل الفراغ عنها وكذا بعد الفراغ عنها، وصحت احاديث عامة فى ادب الدعاء من رفع اليدين ومسح الوجه بهما بعد الدعاء ، وصح

Scanned by CamScanner

حديث فى تكرير الدعاء ثلاثا كل مرة برفع اليدين من حديث عائشة عند مسلم ، وهذا كله واضح معروف فى محله لا مساغ لإنكارها۔

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥٣٠ : ويستحب ان يستغفر ثلاثا ويقرء آية الكرسى والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك ...

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ١/ ٢٣٣ : (قوله ويدعو) لأن الدعاء دبر الصلوات مستجاب -

📖 فتاوی دارالعلوم دیوبند (مکتبہ دارالعلوم) ٢/ ١٩٩ : نماز پنجگانہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنا سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حصن حصین جو معتبر کتاب حدیث کی ہے اسمیں احادیث مرفوعہ دعاء میں ہاتھ اٹھانے اور بعد دعاء کے منہ پر ہاتھ پھرنے کی موجود ہے ان کو دیکھ لیا جاوے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سئلتم الله فاسئلوه ببطون اكفكم الى قوله فاذا فرغتم فامسحوابها وجوهكم -

নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত বিদ'আত নয়

প্রশ্ন : প্রত্যেক ফরয নামাযের পর মুনাজাত করাকে কেউ কেউ বিদ'আত বলে, এর সঠিক সমাধান কী?

উত্তর : ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হওয়ার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই জরুরি মনে না করে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দু'আ করা মুস্তাহাব, বিদ'আত নয়। (১৯/৭১৬/৮৩৯৫)

Scanned by CamScanner

📖 سنن الترمذي(دارالحديث) ٥/ ٣٤٩ (٣٤٩٩) : عن أبي أمامة، قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات».

📖 معارف السنن(ايچ ايم سعيد) ٣/ ١٢٣ : فهذه وما شاكلها من الروايات فى الباب تكاد تكفى حجة لما اعتاده الناس فى البلاد من الدعوات الاجتماعية دبر الصلوات، ولذا ذكره فقهاءنا أيضا كما فى "نور الإيضاح" وشرحه "مراقى الفلاح" للشرنبلالى-

নামাযের পর দু'আ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

প্রশ্ন : এক মসজিদে নতুন খতীব নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি জুমু'আর নামাযের পূর্বে বয়ানের এক পর্যায়ে বলেন, ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করা বিদ'আত। তিনি আরো বলেছেন যে কোরআন ও হাদীসে তার বিশুদ্ধ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহ.)ও এটাকে বিদ'আত বলেছেন। এখন আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত খতীব সাহেবের কথা কি সঠিক?

উত্তর : দু'আ শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যেকোনো সময় দু'আ করা যায়। এতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই। তবে কিছু সময় ও স্থান এমন রয়েছে, যাতে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয় বলে হাদীসে এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, যেকোনো ফরয নামাযের পর দু'আ করা। তাই ফিকহবিদগণ ওই সময় দু'আ করাকে মুস্তাহাব বলে গণ্য করেছেন। তদুপরি বিভিন্ন সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দু'আ করাও প্রমাণিত আছে এবং দু'আর সময় হাত উঠানোকে দু'আর আদব বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় দু'আ কবুল হওয়ার সময়ে বা স্থানে, যেমন : ফরয নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিত হাত তুলে দু'আ করতে কোনো আপত্তি নেই। তবে এটা একটি ঐচ্ছিক বিষয়মাত্র। একে আবশ্যকীয় বা নামাযের অংশ বলে ধারণা পোষণ করা যাবে না। এ ব্যাপারে খতীব সাহেবের বক্তব্য শরীয়তের আলোকে সঠিক নয়। (১৪/৭৮৩)

📖 مسند الإمام أحمد (مؤسسة الرسالة) ١٥/ ١٦٢ (٩٢٨٥) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو في دبر

Scanned by CamScanner

صلاة الظهر: " اللَّهُمَّ خلص الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلا " .

📖 المعجم الكبير(مكتبة ابن تيمية) ١٣/ ١٢٩ (٣٢٤) : عن محمد بن أبي يحيي، قال: رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه بدعوات قبل أن يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها، قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته» -

📖 معارف السنن(ايج ايم سعيد) ٣/ ١٢٣ : فهذه وما شاكلها من الروايات فى الباب تكاد تكفى حجة لما اعتاده الناس فى البلاد من الدعوات الاجتماعية دبر الصلوات، ولذا ذكره فقهاءنا أيضا كما فى "نور الإيضاح" وشرحه "مراقى الفلاح" للشرنبلالى -

নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ

প্রশ্ন : ফরয নামাযের পর সম্মিলিত হাত তুলে দু'আ করার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : ফরয নামাযের পর দু'আ করা এবং দু'আয় হাত তোলার ব্যাপারে বহু হাদীস শরীফে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই ফুকাহায়ে কেরাম ফরয নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম ও মুক্তাদীগণ সম্মিলিতভাবে দু'আ করাকে বাধ্যতামূলক মনে না করলে কোনো আপত্তি নেই, বরং উত্তম। (১২/৫৮৪/৪০৮৭)

📖 سنن الترمذي(دارالحديث) ٥/ ٣٤٩ (٣٤٩٩) : عن أبي أمامة، قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» .

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١/ ٥٣٠ : ويستحب ان يستغفر ثلاثا ويقرء آية الكرسى والمعوذات ويسبح ويحمد

Scanned by CamScanner

ويكبر ثلاثا وثلاثين ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك ...

📖 عزیز الفتاوی (دارالاشاعت) ص ۱۶۹ : الجواب—فرضوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء کرنا اور بعد دعاء کے منہ پر ہاتھ پھیرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے منکر اس کا جاہل اور بے خبر ہے سنت سے، اور تارک سنت ہو کر مورد ملامت وطعن ہے۔

📖 النفائس المرغوبۃ ص۱۵ : الحاصل یہ روایت فقہیہ میں جن سے صراحۃً ثابت ہوتا کہ فرض نماز کے بعد امام اور مقتدی سب ملکر دعا مانگے اور دعا سے فارغ ہو کر ہاتھ منہ پر پھیریں۔

নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত

প্রশ্ন : ফরয নামায বাদ ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে প্রচলিত মুনাজাত করা সুন্নাত নাকি বিদ'আতে সাইয়িআহ? কোরআন, হাদীস ও ফিকহ থেকে উদ্ধৃতিসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হয় এ ব্যাপারে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনেক আমল ও বাণী বিদ্যমান। তাই বহু গ্রহণযোগ্য ফতওয়ার কিতাবে এ সময় দু'আ করাকে মুস্তাহাব ও সুন্নাত বলা হয়েছে। একা বা সম্মিলিত উভয় পদ্ধতিই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সম্মিলিত মুনাজাত করাকে জরুরি ও নামাযের অংশ মনে করা এবং এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অনুচিত ও বর্জনীয়। (১১/১১৭)

📖 التفسير المظهرى (احياء التراث) ۱۰/ ۲۷۱ :﴿فاذا فرغت فانصب﴾ وقال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبى اذا فرغت من الصلاة المكتوبة أو مطلق الصلاة فانصب إلى ربك فى الدعاء وارغب اليه فى المسئلة-

📖 التفسير البيضاوى(دار إحياء التراث) ٥ / ۳۲۲ : فإذا فرغت من الصلاة فانصب بالدعاء، وإلى ربك فارغب بالسؤال-

Scanned by CamScanner

📖 اعلاء السنن (ادارةالقرآن) ٣/ ١٦٧ : أخرج الطبرانى من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة افضل من الدعاء بعد النافلة، كفضل المكتوبة على النافلة... ...

قلت:... فثبت ان الدعاء مستحب بعد كل صلاة مكتوبة متصلا بها برفع اليدين كما هو شائع فى ديارنا وديار المسلمين قاطبة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٣/ ٥٠ : الجواب—حامداومصلیا: فرض نمازوں کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے اس وقت دعا کرنا حدیث وفقہ سے ثابت ہے جہرا دعا کرنا اور مقتدیوں سے امین کہلوانااس کی پابندی ثابت نہیں جس فرض نماز کے بعد سنت نماز بھی ہیں جیسے ظہر، مغرب، عشاءاس کے بعد مختصر دعا کر کے سنت میں مشغول ہو جائے اور جس کے بعد سنت نہیں جیسے فجر وعصر، ان کے بعد تسبیحات واذکار متعدد حدیثوں میں وارد ہیں۔

সম্মিলিত মুনাজাত রহিত হয়েছে কি না

প্রশ্ন : প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সমস্ত মুসল্লি মিলে মুনাজাত করা যাবে কি না? এটি সহীহ হাদীসে আছে কি না? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক ফরযের পর সম্মিলিত মুনাজাত করেছেন কি না? ادعوا ربكم تضرعا وخفية এই আয়াত দ্বারা একত্রে মুনাজাত রহিত হয়ে গিয়েছে কি না?

উত্তর : ফরয, নফল যেকোনো নামাযের পর দু'আ করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরয ও নফল নামাযের পর দু'হাত তুলে দু'আ করেছেন। বরং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে দু'আ করতে বলেছেন, এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মিলিতভাবে দু'আ করার কথা বুখারী শরীফেও উল্লেখ রয়েছে। যে কাজ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে একবার হলেও প্রমাণিত, সেটাকে বিদ'আত বলা যায় না। তবে যেকোনো মুস্তাহাব কাজকে ফরয-ওয়াজিবের সমপর্যায়ের মনে করা নিষিদ্ধ। কোনো মুস্তাহাব কাজ সব সময় করা এবং ফরয-ওয়াজিবের পর্যায়ের মনে করা এক কথা নয়। সম্মিলিতভাবে দু'আ করা মুস্তাহাব। তাই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা সমীচীন নয়।

Scanned by CamScanner

প্রশ্নোল্লিখিত আয়াতে কারীমায় উল্লেখ করা হয়েছে, দু'আ চুপে চুপে করা উ
একাকী হোক বা সম্মিলিত হোক। (১১/৮১১/৩৭৩৩)

📖 سنن الترمذي(دارالحديث) ٥/ ٣٤٩ (٣٤٩٩) : عن أبي أمامة، قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» .

📖 مسند الإمام أحمد(مؤسسة الرسالة) ١٥/١٦٢ (٩٢٨٥) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو في دبر صلاة الظهر: " اللَّهُمَّ خلص الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلا "-

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٢ / ٦٥٧ (١٥٢٢) : عن معاذ بن جبل، أن رسول صلى عليه وسلم أخذ بيده، وقال: «يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك» ، فقال: " أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللَّهُمَّ أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك "-

জরুরি মনে করে নামাযের পর দু'আ

প্রশ্ন : ফরয নামাযের পর একত্রিত হয়ে হাত উঠিয়ে ইলতিযামান (সর্বদা জরুরি করে) দু'আ করার হুকুম কী? দলিলসহ উল্লেখ করবেন।

উত্তর : ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফে স্পষ্ট পাওয়া যায় এবং হাদীস শরীফে এর প্রতি উৎসাহিতও করা হয়েছে। ফরয না পর দু'আ/মুনাজাত করার প্রথা ইসলামের সোনালি যুগ হতে চলে আসছে ফিকাহবিদগণ এ দু'আ ও মুনাজাতকে মুস্তাহাব বলে মত পোষণ করেছেন। ः মুস্তাহাব কাজ সর্বদা করার অনুমতি আছে। কিন্তু ইলতিযামান তথা আবশ্যকীয় মনে করার অনুমতি নেই। ইলতিযামের সম্পর্ক মূলত আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে,

Scanned by CamScanner

কোনো ক্ষেত্রে কাজের মাধ্যমেও ইলতিযাম বোঝা যায়। সারমর্ম হলো যে ইলতিযাম ছাড়া সম্মিলিত দু'আ/মুনাজাতকে মুস্তাহাব বলা যাবে। (১২/৭৭৭/৫০২১)

📖 المعجم الكبير(مكتبة ابن تيمية) ٤/ ٢١ (٣٥٣٦) : عن حبيب بن مسلمة الفهري وكان مستجابا أنه أمر على جيش فدرب الدروب، فلما لقي العدو قال للناس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله» ، ثم إنه حمد الله وأثنى عليه فقال: اللَّهُمَّ احقن دماءنا واجعل أجورنا أجور الشهداء -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٣/ ٥٠ : الجواب- فرض نمازوں کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے اس وقت دعا کرنا حدیث وفقہ سے ثابت ہے جہرا دعا کرنا اور مقتدیوں سے آمین کہلوانا اس کی پابندی ثابت نہیں، جس فرض نماز کے بعد سنت نماز بھی ہے جیسے ظہر، مغرب، عشاء اسکے بعد مختصر دعا کرکے سنت میں مشغول ہو جائے اور جس کے بعد سنت نہیں جیسے عصر وفجر انکے بعد تسبیحات واذکار متعدد حدیثوں میں وارد ہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٩/ ١٥٢ : مستحب پر (یعنی مباح الترک اعتقاد کرتے ہوئے) مداومت موجب کراہت نہیں، بلکہ اصرار موجب کراہت ہے۔

জুমু'আ, ফজর ও আসরের পর সম্মিলিত মুনাজাত

প্রশ্ন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত করা বা শুধু জুমু'আ, ফজর ও আসরের পর সম্মিলিত মুনাজাত করার মধ্যে কোনো দোষ আছে কি না?

উত্তর : দু'আ শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। যেকোনো সময় দু'আ করা যায়। এতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। তবে কিছু সময় ও স্থান এমন রয়েছে, যাতে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয় বলে হাদীসে তার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, যেকোনো ফরয নামাযের পর দু'আ করা, তাই ফিকহবিদগণ ওই সময় দু'আ করাকে মুস্তাহাব বলে গণ্য করেছেন। তদুপরি বিভিন্ন সময়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দু'আ করাও প্রমাণিত আছে। তাই দু'আ কবুল হয়, এমন সময় বা স্থানে, যেমন–ফরয নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে

Scanned by CamScanner

হাত তুলে দু'আ করতে কোনো আপত্তি নেই। তবে এটি একটি ঐচ্ছিক বিষয়মাত্র। একে আবশ্যকীয় বা নামাযের অংশবিশেষ মনে করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সব নামাযের হুকুম এক ও অভিন্ন। (১৪/৫০১/৫৬২৪)

📖 مسند أحمد(مؤسسة الرسالة) ١٥/ ١٦٢ (٩٢٨٥) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو في دبر صلاة الظهر: " اللَّهُمَّ خلص الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلا " .

📖 معارف السنن(ايچ ايم سعيد) ٣/ ١٢٣ : فهذه وما شاكلها من الروايات فى الباب تكاد تكفى حجة لما اعتاده الناس فى البلاد من الدعوات الاجتماعية دبر الصلوات، ولذا ذكره فقهاءنا أيضا كما فى "نور الإيضاح" وشرحه "مراقى الفلاح" للشرنبلالى-

📖 المجموع شرح المهذب (دارالفكر) ٣/ ٤٨٨ : والدعاء للإمام والماموم والمنفرد وهومستحب عقب كل الصلوات بلاخلاف، ... ... بل الصواب استحبابه فى كل الصلوات ويستحب ان يقبل على الناس فيدعو-

নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত কি বিদ'আত

প্রশ্ন : জনৈক মুফতী সাহেব ফতওয়া দিয়েছেন যে ইমাম সাহেবের সাথে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবা (রা.), তাবেঈন, তাবেতাবেঈন ও আঈম্মায়ে মুজতাহিদীনগণের কারো থেকে প্রমাণিত নেই। একে সাওয়াবের কাজ মনে করার অর্থ হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবাগণ পরিপূর্ণ দ্বীন পৌঁছিয়ে দেননি। অথচ কোরআনে ইরশাদ হয়েছে اليوم اكملت لكم دينكم الخ প্রশ্ন হলো, উক্ত ফতওয়া সঠিক কি না?

উত্তর : ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই চার মাযহাবের ইমামগণ ফরযের পর সম্মিলিত দু'আ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। সুতরাং

Scanned by CamScanner

ফরযের পর সম্মিলিতভাবে দু'আ শরীয়তে প্রমাণিত নেই, কথাটি ভিত্তিহীন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "বাযলুল মাজহুদ", "মাআরিফুস সুনান" ও "ই'লাউস সুনান" ইত্যাদি। (১৬/৩৩৩/৬৫৪৪)

📖 اعلاء السنن (ادارة القرآن) ٣/ ١٥٩ : قلت: فيه اثبات الدعاء بعد الصلاة، فاندحض به ما اورده ابن القيم ان الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة او المأمومين فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم اصلا ولا راوى عنه باسناده صحيح ولا حسن، قلت: قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فهذا حديث ابى امامة فيه ارشاد الامة بالدعاء بعد الصلوات المكتوبات، وأما تأويله بان المراد من دبر الصلوات ما قبل السلام كما زعمه ابن القيم فباطل.

📖 فيه أيضا ٣/ ١٦٧ : فثبت ان الدعاء مستحب بعد كل صلاة مكتوبة متصلا بها برفع اليدين كما هو شائع فى ديارنا وديار المسلمين قاطبة -

📖 معارف السنن (ايچ ايم سعيد) ٣ / ١٢١– ١٢٢ : وردت احاديث قولية وفعلية فى الدعاء دبر الصلوات مطلقا، اى قبل الفراغ عنها وكذا بعد الفراغ عنها، وصحت احاديث عامة فى ادب الدعاء من رفع اليدين ومسح الوجه بهما بعد الدعاء، وصح حديث فى تكرير الدعاء ثلاثا كل مرة برفع اليدين من حديث عائشة عند مسلم ، وهذا كله واضح معروف فى محله لا مساغ لإنكارها-

📖 فيه ايضا ٣/ ١٢٣ : فهذه وما شاكلها من الروايات فى الباب تكاد تكفى حجة لما اعتاده الناس فى البلاد من الدعوات الاجتماعية دبر الصلوات، ولذا ذكره فقهاءنا أيضا كما فى "نور الإيضاح" وشرحه "مراقى الفلاح" للشرنبلالى-

Scanned by CamScanner

📖 خیر الفتاوی(زکریا) ۳۵۲/۱ : فرضوں کے بعد دعا مانگنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے احادیث میں صراحت موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے سلام کے بعد کچھ ذکر و دعا میں مشغول رہتے تھے اور آپ کے یہ اذکار اور دعائیں بھی احادیث میں منقول ہیں، بناء بریں ائمہ اربعہ اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ فرائض کے بعد امام مقتدی کا دعا مانگنا سنت و مستحب ہے، متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد دعا مانگنے کی ترغیب دی، اور کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو انکے مناسب حال ادعیہ بھی تلقین فرمائیں۔

নামাযান্তে কখনো দু'আ করা, কখনো না করা ও নিম্নস্বরে দু'আ করা

প্রশ্ন :

ক. ফরয নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করার কোনো প্রমাণ আছে কি না? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈনের কেউ কি কখনো ফরয নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করেছেন?

খ. মসজিদে নামাযান্তে মাঝে মাঝে দু'আ করা হয়, মাঝে মাঝে ত্যাগ করা হয়, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে কোনো অসুবিধা হবে কি না?

গ. ইজতেমায়ী দু'আর ক্ষেত্রে একেবারে নিম্নস্বরে বা নিতান্তই ক্ষীণ আওয়াজের দু'আ কতটুকু শরীয়তসম্মত? সম্মিলিত দু'আর ক্ষেত্রে শরয়ী নীতিমালা কী?

ঘ. কেউ ফরয নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করলে তাকে নিষেধ করা যাবে কি না?

উত্তর : দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই কোরআন ও হাদীসে দু'আর ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান ও দু'আর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। দু'আ ও মুনাজাত এমন ইবাদত, যা যেকোনো সময় করা যায়। তবে বিশেষ বিশেষ স্থান ও সময়ে দু'আ কবুল হওয়ার কথা হাদীস শরীফে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বিশেষ সময় ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হওয়া। তাই যুগ যুগ ধরে দু'আর এ প্রচলন চলে আসছে এবং ফিকাহবিদগণ ফরয নামাযের পর দু'আ ও মুনাজাতকে মুস্তাহাব বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে দু'আ যেহেতু নামাযের কোনো অংশ নয় এবং জরুরি বিষয়ও নয়। বরং ঐচ্ছিক বিষয়মাত্র, তাই জরুরি মনে না করার শর্তে ফরয নামাযের পর দু'আ ও মুনাজাতকে মুস্তাহাব বলা হবে। বিদ'আত বলার কোনো সুযোগ নেই। আর কেউ মাঝে মাঝে দু'আ না করলেও সেটা কোনো দোষণীয় ব্যাপার নয়।

Scanned by CamScanner

দু'আ উচ্চস্বরে করা জায়েয হলেও নিম্নস্বরে করা উত্তম। তাই নামাযীদের ব্যাঘাত না হয়, এমন ছোট আওয়াজে দু'আ করাই উত্তম। (১৩/১০০৬/৫৫১৫)

📖 سنن ابى داود(دارالحديث) ٢/ ٦٥٢ (١٥٠٩) : عن علي بن أبي طالب، قال: كان النبي صلى عليه وسلم إذا سلم من الصلاة، قال: «اللّٰهُمَّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت».

📖 سنن ابى داود(دارالحديث) ٢/ ٦٤٥ (١٤٨٨) : عن سلمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه، أن يردهما صفرا».

📖فتح البارى(دارالريان) ١١/ ١٣٧ : (قوله باب الدعاء بعد الصلاة) أي المكتوبة وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع متمسكا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول اللّٰهُمَّ أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام... ... ... قلت: وما ادعاه من النفي مطلقا مردود فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللّٰهُمَّ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ... وحديث أبي بكرة في قول اللّٰهُمَّ إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة ... وحديث زيد بن أرقم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة اللّٰهُمَّ ربنا ورب كل شيء الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وحديث صهيب رفعه كان يقول إذا انصرف من الصلاة اللّٰهُمَّ أصلح لي ديني ... ... فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد قلنا قد ورد الأمر بالذكر

Scanned by CamScanner

دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام إجماعا فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه، وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات وقال حسن وأخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة.

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٩٣ : إذا دعا بالدعاء المأثور جهرا ومعه القوم أيضا ليتعلموا الدعاء لا بأس به، وإذا تعلموا حينئذ يكون جهر القوم بدعة.

আযানের পর হাত তুলে দু'আ করা

প্রশ্ন : জনৈক আলেম আযানের পর দু'আ পড়ার সময় হাত উঠানোর কথা হাদীস দ্বারা বোঝা যায় বলে দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য হলো, আযানের পর দু'আ পড়ার কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যেমন হাদীসে বলা হয়েছে। سلوا الله لى الوسيلة "তোমরা আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট 'ওয়াসীলা' নামক স্থানের প্রার্থনা করো।" অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রার্থনা কিভাবে করবে তার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। যেমন–বলা হয়েছে اذا سألتم الله فاسئلوه ببطون أكفكم ابوداود / مشكوٰة ١/ ١٩٥ তাই সুস্পষ্ট বোঝা যায়, হাত তুলে দু'আ করতে হবে। যদি বলা হয়, আসলাফ থেকে এমন আমল পাওয়া যায় না, তাহলে বলা হবে عدم الوجدان لايلزم عدم الوجود، فتح القدير প্রশ্ন হলো, হাত উঠানো বা না উঠানো কোনটা সঠিক?

উত্তর : দু'আ দুই প্রকার। এক. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শেখানো ভাষা উচ্চারণ করা। অর্থাৎ দু'আ পাঠ করা। দুই. নিজের চাহিদা ও উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা। অর্থাৎ দু'আ করা। প্রথমোক্ত দু'আগুলো পড়ার সময় হাত তোলার কোনো প্রমাণ নেই বিধায় হাত না উঠানো উত্তম। আর দ্বিতীয়োক্ত দু'আর ক্ষেত্রে হাত তোলার প্রমাণ থাকায় সেখানে হাত উঠানো উত্তম। আযানের পরের দু'আটি প্রথমোক্ত

Scanned by CamScanner

দু'আগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীসের নির্দেশনাটি দ্বিতীয়োক্ত দু'আকে শামিল করে। সুতরাং উক্ত আলেমের যুক্তি 'কিয়াস মা'আল ফারেক্ব' বলে বিবেচিত হবে। (১৩/১৪৯/৫১৬৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۶/ ۲۰۸ : سوال—اذان کی جو دعاء پڑھی جاتی ہے اس کے لئے ہاتھ اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب—حامدا ومصلیا: کتب حدیث وفقہ میں اس دعاء کیلئے ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ کہیں نہیں دیکھا۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۲/ ۲۹۷ : سوال—اکابر علماء کا معمول یہ نظر آتا ہے کہ اذان کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے، حالانکہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ رفع یدین آداب دعا میں سے ہے، عن الفضل بن عباس رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلوٰة مثنی مثنی تشهد فی کل رکعتین ... ثم تقنع یدیك یقول ترفعهما الی ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول یارب یارب من لم یفعل ذلك فهی کذا وکذا... ...

الجواب—دعاء کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ بدون توظیفِ الفاظِ مخصوصہ مطلقا کوئی حاجت طلب کرنا دوسرا یہ کہ الفاظ موظفہ خواہ کسی خاص وقت سے متعلق ہوں، یا مطلق نہ ہوں، احادیث میں مواقع دعاء کی تتبع سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع یدین کی احادیث قسم اول سے متعلق ہیں قسم دوم سے متعلق نہیں الا ما ورد فیہ النص، چنانچہ بعد وضوء مسجد میں دخول وخروج... عیادۃ مریض وغیرہ سے متعلق ادعیہ مأثورہ میں کوئی بھی رفع یدین کا قائل نہیں، وقت جماع اور وقت انزال سے متعلق بھی دعائیں منقول ہیں ان میں حکم رفع یدین ویسے ہی مستبعد ہے، بیوی سے پہلی خلوت میں اور غلام لونڈی یا حیوان کی خرید پر وارد ہے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعاء پڑھے اللهم انی اسئلك من خیرها وخیر ماجبلتها علیه واعوذبك من شرها وشر ما جبلتها علیه، اس وقت رفع یدین کی بجائے پیشانی کا بال پکڑنے کا حکم ہے، بلکہ اس صورت میں رفع یدین ہو ہی نہیں سکتا۔

Scanned by CamScanner

আযানের পূর্বে দু'আ

প্রশ্ন : আযানের ঠিক পূর্বক্ষণে মাইকে কোনো দু'আ পড়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : আযানের নির্দিষ্ট বাক্য রয়েছে, যেগুলো ধারাবাহিকভাবে সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে নিখুঁতভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুতরাং আযানের পূর্বক্ষণে মাইকে কোনো দু'আ পড়া শরীয়তে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করারই নামান্তর বিধায় তা বর্জনীয়। (১৭/৩৩)

📖 بدائع الصنائع(دار الكتب العلمية) ١/ ٦٣٧ : واما بيان كيفية الاذان فهو على الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة ولا نقصان عند عامة العلماء ولنا حديث عبد الله بن زيد وفيه الختم بلااله الا الله واصل الاذان ثبت بحديثه.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۳ /۲۱۴ : اذان سے قبل اعوذ باللہ اور بسم اللہ جہراً پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں یہ زیادت علی الشرع کے مترادف ہے لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔

জুমু'আর সানী আযানের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জুমু'আর সানী আযানের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করে। প্রশ্ন হলো, ওই সময় হাত উঠিয়ে বা না উঠিয়ে দু'আ পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : জুমু'আর সানী আযানের পর আযানের দু'আ মুখে না পড়াই উত্তম। তবে কেউ পড়তে চাইলে হাত না উঠিয়ে খুতবা শুরু করার পূর্বে মনে মনে পড়তে পারবে। (১৮/২১/৭৪২৬)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢/ ١٥٨ : (قوله: ولا كلام) أي من جنس كلام الناس أما التسبيح ونحوه فلا يكره وهو الأصح كما في النهاية والعناية وذكر الزيلعي أن الأحوط الإنصات ، ومحل الخلاف قبل الشروع أما بعده فالكلام مكروه تحريما بأقسامه.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق(سعيد) ٢/ ١٥٥ : وفي النهاية اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة قال بعضهم إنما كان يكره ما كان من كلام الناس أما التسبيح ونحوه فلا، وقال بعضهم كل ذلك مكروه، والأول أصح . وكذا في العناية، وذكر الشارح أن الأحوط الإنصات.

📖 الدر المختار(سعيد) ١/ ٣٩٩ : قال: وينبغى ان لا يجيب بلسانه اتفاقا فى الاذان بين يدى الخطيب -

📖 کفایت المفتی(دار الاشاعت) ٣ / ٢٦٦ : الجواب—اذان ثانیہ کے بعد دعائے اذان نہیں پڑھنی چاہئے لیکن اگر کوئی شخص دل ہی دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے پڑھ لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اگرچہ نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔

ইফতারের সময় সম্মিলিত দু'আ

প্রশ্ন : ইফতারের সময় সম্মিলিতভাবে দু'আ করা নাকি বিদ'আত? হাদীসে কোথাও নাকি তার প্রমাণ নেই? বিস্তারিত প্রমাণাদিসহ সমাধানের ব্যাপারে আপনার সুমর্জি কামনা করি।

উত্তর : হাদীসে না থাকলেই বিদ'আত হয় এ ধারণাটি ভুল। অবশ্য হাদীসে নেই এরূপ বিষয়কে হাদীসে আছে মনে করে পালন করা বিদ'আত। এ হিসেবে যারা হাদীসে ইফতারের পূর্বে সম্মিলিত মুনাজাত করা আছে দাবি করে তাদের বেলায় বিদ'আত করছে বলা যায়, অন্যথায় বিদ'আত বলার সুযোগ নেই। (১৩/৪৯৭/৫২৮৭)

📖 كتاب التعريفات (دار الكتب العلمية) ص ٤٣ : البدعة: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي.

📖 امداد الفتاوی(زکریا) ٥/ ٢٨٥ : جو امر کلیا یا جزئیا دین میں نہ ہو اسکو کسی شبہ سے جزو دین علما و عملا بنالینا بوجہ مزاحمت احکام شریعت کے بدعت ہے،... ... اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محض اس وجہ سے کسی امر کو بدعت نہیں کہا کہ عہد برکت مہد میں نہ تھا۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۱۴۶ : سوال ـ بعض لوگ ماہ رمضان المبارک میں افطار سے پہلے ایک جگہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک روزہ دار دعا کرتا ہے اور سب لوگ آمین کہتے ہیں، کیا یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں رائج تھا یا بعد کے بزرگوں نے رائج کیا؟

الجواب ـ یہ طریقہ کہ ایسے وقت اس طرح اجتماعی دعا کی جائے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور فقہائے مجتہدین سے ثابت نہیں، اگر امام صاحب تعلیم کے لئے ایک دو دفعہ دعا کرادیں، پھر روزہ دار اپنی اپنی جداگانہ دعا کر لیا کریں تو بہتر ہے اور اس اجتماعی دعا کو ترک کیا جائے۔

📖 اشرف الجواب (دار الاشاعت) ص۷۵ : جو بات قرآن وحدیث اور اجماع وقیاس چاروں میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہے۔

ইফতার, নামায ও গাশতে সম্মিলিত দু'আ

প্রশ্ন : রমাজান মাসে ইফতারের পূর্বে দু'আ, নামাযের দু'আ, তাবলীগের গাশত বয়ান ইত্যাদি আমল শেষে ইজতিমায়ী দু'আ হয়। কোরআন-হাদীসের আলোকে এগুলো কতটুকু সহীহ সে ব্যাপারে জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : যেকোনো নেক কাজের আগে ও পরে ইজতিমায়ী দু'আ করা শরীয়তবিরোধী নয়। তবে বিশেষ বিশেষ স্থান-কালে শুধু দু'আ করা বৈধ হলেও ইজতিমায়ীভাবে করার প্রমাণ না থাকায় তা বর্জনীয়। তাই প্রশ্নোল্লিখিত তাবলীগের গাশতে ও অন্যান্য দ্বীনি কাজের পূর্বে এবং ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত দু'আ করা নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়। দু'আকে নামাযের অংশ বা নামাযের সুন্নাত ও মুস্তাহাব বলে আক্বীদা না রাখার শর্তে হানাফীসহ চার মাযহাবের ইমামগণের ঐকমত্যে ইজতিমায়ী দু'আ করা মুস্তাহাব।

ইফতারের পূর্বের বহু দু'আ হাদীস শরীফে বিদ্যমান। তবে সেসব দু'আ সম্মিলিতভাবে করার বিষয়টি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম, ফিকহবিদ ও মুজতাহিদগণ থেকে প্রমাণিত নয়। তাই ইফতারের পূর্বে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা

Scanned by CamScanner

উচিত নয়, বরং একা করাই ভালো। তবে ইমাম সাহেব মুসল্লিগণকে শেখানোর উদ্দেশ্যে দু-একবার করতে পারবেন, প্রথা হিসেবে চালু করা ঠিক নয়। (১৪/৪৩৬/৫৬৫৮)

📖 سنن الترمذي(دارالحديث) ٥/ ٣٤٩ (٣٤٩٩) : عن أبي أمامة، قال: قيل يا رسول الله: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات» .

📖 معارف السنن (ايچ ايم سعيد) ٣/ ١٢٢ : وورد فى حديث حبيب بن سلمة الضمرى فى كنز العمال "لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله، وهو دليل للدعاء بهيئة اجتماعية ومظنة قبولها اكثر من دعاء الوحدان-

📖 المجموع شرح المهذب (دارالفكر) ٣/ ٤٨٨ : والدعاء للإمام والمأموم والمنفرد وهومستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف، ... ... بل الصواب استحبابه فى كل الصلوات ويستحب ان يقبل على الناس فيدعوا.

📖 خير الفتاوی (زكريا) ۳۵۲/۱ :الجواب- فرضوں کے بعد دعا مانگنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے احادیث میں صراحت موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے سلام کے بعد کچھ ذکر ودعا میں مشغول رہتے تھے اور آپ کے یہ اذکار اور دعائیں بھی احادیث میں منقول ہیں، بناء بریں ائمہ اربعہ اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ فرائض کے بعد امام مقتدی کا دعا مانگنا سنت ومستحب ہے، متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد دعا مانگنے کی ترغیب دی، اور کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ان کی مناسب حال ادعیہ بھی تلقین فرمائیں۔

📖 امداد الفتاوی (زكريا) ۱ /۸۰۴ : لوگوں نے اس مسئلہ میں بہت بحث وگفتگو کی ہے، یعنی نماز کے بعد امام کا دعا کرنا اور حاضرین کا اس پر آمین کہتے رہنا، اور خلاصہ اس تحقیق کا جو امام ابن عرفہ اور غربینی نے فرمائی ہے یہ ہے کہ ایسی دعا اگر اس نیت سے ہو کہ یہ نماز کی سنتوں اور مستحبات میں سے ایک سنت ومستحب ہے تب تو ناجائز ہے اگر اس عقیدہ سے سلامتی کے ساتھ (محض ایک دعاء مستجاب ہونے کی حیثیت سے) ہے تو وہ

Scanned by CamScanner

اصل دعاء کے حکم میں ہے اور دعاء ایک عبادت شرعیہ ہے جسکی فضیلت نصوص شریعت سے معروف ومشہور ہے۔

📖 معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۱/ ۳۲۸ : کسی انسان سے اللہ تعالی کے شایان شان عبادت واطاعت ممکن نہیں، ہر شخص اپنی قوت وہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے، اسلئے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تواس پر ناز نہ کرے بلکہ الحاح وزاری کے ساتھ دعا کرے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے جیسا کہ حضرت ابراھیم علیہ السلام نے بناء بیت اللہ کے عمل کے متعلق یہ دعا فرمائی کہ "اے ہمارے پروردگار آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرمالیں کیونکہ آپ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں ہماری دعاء کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں"۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۱۴۶ : سوال — بعض لوگ ماہ رمضان المبارک میں افطار سے پہلے ایک جگہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک روزہ دار دعا کرتا ہے اور سب لوگ آمین کہتے ہیں، کیا یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنھم اجمعین میں رائج تھا یا بعد کے بزرگوں نے رائج کیا؟

الجواب — یہ طریقہ کہ ایسے وقت اس طرح اجتماعی دعا کی جائے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور فقہائے مجتہدین سے ثابت نہیں، اگر امام صاحب تعلیم کے لئے ایک دو دفعہ دعا کرادیں، پھر روزہ دار اپنی اپنی جداگانہ دعا کرلیا کریں تو بہتر ہے اور اس اجتماعی دعا کو ترک کیا جائے۔

ঈদ, কদর এবং বরাতের রাতে সম্মিলিত দু'আ

প্রশ্ন : ফরয নামায, ঈদের নামায, কদরে ও বাইআতে সম্মিলিতভাবে দু'আ-মুনাজাত করা বৈধ কি না?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের বর্ণনা মতে দু'আ একটি মহৎ ইবাদত। বিশেষ করে ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। আর উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করা আদবের অন্তর্ভুক্ত। তাই ফরয নামায ও ঈদের নামাযের পর মুনাজাত করাকে উলামায়ে কেরাম মুস্তাহাব বলে মত দিয়েছেন, যা যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে চলে আসছে। যেহেতু এটা ফরয বা ওয়াজিব বিষয় নয়, ঐচ্ছিক

Scanned by CamScanner

বিষয়, তাই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অনুচিত। বরং মুস্তাহাব আমল হিসেবে করে নিলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। আর কদর ও বরাআতের মতো পবিত্র রজনীগুলোতে বিশেষভাবে দু'আ কবুল হয়। তাই আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া উক্ত রজনীগুলোতে দু'আ করতে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এর জন্য সম্মিলিত হওয়ার ওপর জোর দেওয়ারও অনুমতি নেই। (১২/৩৩৮/৩৯১৭)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ١٠١ (٣٥١) : عن أم عطية ؓ، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها» -

📖 فتح البارى (دار الريان) ١١/ ١٣٧ : (قوله باب الدعاء بعد الصلاة) أى المكتوبة، وفى هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، متمسكا بالحديث الذى أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة ؓ كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذاالجلال والاكرام -

📖 معارف السنن (ايچ ايم سعيد) ٣/ ١٢١- ١٢٢: وردت احاديث قولية وفعلية فى الدعاء دبر الصلوات مطلقا، اى قبل الفراغ عنها وكذا بعد الفراغ عنها ، وصحت احاديث عامة فى ادب الدعاء من رفع اليدين ومسح الوجه بهما بعد الدعاء ، وصح حديث فى تكرير الدعاء ثلاثا كل مرة برفع اليدين من حديث عائشة عند مسلم ، وهذا كله واضح معروف فى محله لا مساغ لإنكارها-

📖 امداد الفتاوى -رسالة استحباب الدعوات عقيب الصلوات- (زكريا) ١/ ٨٠٨ : فتحصل من هذا كله ان الدعاء دبر الصلوات مسنون ومشروع فى المذاهب الاربعة لم ينكره الا ناعق مجنون قد ضل فى سبيل هواه ووسوس له الشيطان فاغواه -

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱/ ۷۴۶ : الجواب—احادیث سے دعاء کا ثبوت ہوتا ہے مگر ضروری نہیں، بہتر یہ ہے کہ دعا کرلیا کریں اجتماع مسلمین کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱/ ۳۴۶ : الجواب—فرائض کے بعد دعاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور فقہ میں اس کا جواز مصرح ہے، فقط فرق یہ ہے کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں ان کے بعد دعائے طویل نہ چاہئے اللھم انت السلام یا اس کے مثل پر اقتصار مناسب ہے۔

নামাযের পর কোন কোন দু'আ পড়া সুন্নাত

প্রশ্ন : ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত বৈধ কি না? ফরয নামাযের প কোরআনভিত্তিক সুন্নাত দু'আ কী কী?

উত্তর : ফরয নামাযের পর দু'আ মুস্তাহাব, সম্মিলিত হোক বা একাকী। ফরয পর পড়ার মতো বিভিন্ন দু'আ হাদীসে রয়েছে, যা নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, যে সকল ফরয নামাযের পর সুন্নাত রয়েছে সেক্ষেত্রে দীর্ঘ দু'আ সুন্ন পড়া উচিত। (১১/৭১৮/৩৬৮৩)

📖 الأذكار للنووی صـ ٦٦— ٦٩ : أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلوات :

١- استغفر الله ثلاثا، وقال اللهم انت السلامِ ومنك السلام وتباركت ياذا الجلال والاكرام

٢- لااله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولامعطى لما منعت ولا ينفع ذالجد منك الجد

Scanned by CamScanner

٣- سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

٤ - اللهم اجعل خير عمرى أخره، وخير عملى خواتمه، واجعل خير يومى يوم ألقاك

٥- اللهم انى اعوذبك من الكفر والفقر وعذاب القبر

٦ - سبح الله ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلثين وكبر الله ثلاثا وثلٰثين ولااله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير

٧- اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

٨– بعد صلوٰة المغرب فقل اللهم اجرنى من النار

٩- إذا صلى الصبح ، اللهم اسئلك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا

١٠- أن يقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وغير ذلك كثير من الادعياء المائورة عن النبى صلى الله عليه وسلم-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۵۰ : جواب—فرض نمازوں کے بعد دعاء قبول ہوتی ہے اس وقت دعاء کرنا حدیث وفقہ سے ثابت ہیں جہرا دعا کرنا اور مقتدیوں سے آمین کہلوانا اس کی پابندی ثابت نہیں، جس فرض نماز کے بعد سنت نماز بھی ہیں جیسے ظہر، مغرب، عشاء اس کے بعد مختصر دعاء کرکے سنت میں مشغول ہوجائے اور جس کے بعد سنت نہیں جیسے فجر وعصر انکے بعد تسبیحات واذکار متعدد حدیثوں میں وارد ہے عمل الیوم واللیلۃ ص ۳۰ تا ص ۴۰ یعنی اس میں روایات مذکور ہیں... ... عن انس رض قال ما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مكتوبة إلا اقبل بوجهه علينا فقال اللهم انى اعوذبك من كل عمل يخزيني واعوذ بك من كل صاحب يؤذيني الخ

Scanned by CamScanner

ঈদ ও তারাবীহের পর দু'আ করা

প্রশ্ন : দুই ঈদের নামাযের পর এবং তারাবীহ নামাযের ২০ রাক'আতের শেষে যে মুনাজাত করা হয় তা বৈধ কি না? এবং 'সুবহানাযিল মুলকি...' দু'আটি হাদীসভিত্তিক কি না?

উত্তর : ঈদের নামায ও তারাবীহের নামাযের পরও অন্যান্য নামাযের মতো দু'আ করার কথা কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। উল্লিখিত দু'আটি হাদীসে না থাকলেও দু'আ হিসেবে পড়তে আপত্তি নেই। (১১/৭১৮/৩৬৮৩)

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ۳۴۴ : جواب—احادیث قولیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باسانید صحیحہ ہر نماز کے بعد جس میں نماز عید بھی داخل ہے دعا مانگنے کی فضیلت وثواب منقول ہے اگرچہ احادیث فعلیہ میں عمل کی تصریح نہیں، مگر نفی بھی منقول نہیں اس لئے احادیث قولیہ پر عمل کرنا اور ہر نماز کے بعد اور عیدین کے بعد دعا مانگنا جائز اور مستحب ہوگا۔

📖 مسائل تراویح ۵۹ : تراویح میں ہر چار رکعت کے بعد جو ذکر مشہور ہے وہ کسی روایت اور حدیث میں نہیں ملتا، البتہ علامہ شامیؒ نے قہستانی وغیرہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ تراویح کے بعد یہ ذکر کیا جائے، سبحان الله ذی الملك والملكوت سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحی الذی لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم اجرنا من النار يامجير يامجير يامجير! -

ঈদের নামায শেষে খুতবার পর মুনাজাত!

প্রশ্ন : এ দেশে ঈদের নামায শেষ করে খুতবা দেওয়ার পর সবাই সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েয আছে কি না? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ঈদের নামাযের পর মুনাজাত করাই হাদীস ও শরীয়তসম্মত। খুতবার পরে মুনাজাত করার শরীয়তে কোনো প্রমাণ নেই। তাই এ প্রথা বর্জনীয়। (১৬/৭১৩/৬৭৫৯)

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٤/ ٥٦٢ : وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {فإذا فرغت فانصب} يعني: في الدعاء.

📖 التفسير المظهرى(احياء التراث) ١٠/ ٢٧١ : وقال ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي إذا فرغت من الصلاة المكتوبة او مطلق الصلاة فانصب الى ربك فى الدعاء وارغب اليه فى المسألة يعنى قبل السلام بعد التشهد او بعد السلام.

📖 فتاوى دار العلوم ديوبند (مكتبہ دار العلوم) ٥ /١٨٨ : الجواب—عام طور سے نماز کے بعد دعاء مانگنا وارد ہوا ہے، لہذا عیدین کے بعد بھی دعاء مانگنا مسنون ومستحب ہے۔

দাওয়াত খেয়ে হাত তুলে দু'আ করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার পর হাত তুলে মুনাজাত করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : দাওয়াত খেয়ে দু'আ পড়ার কথা শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত। তবে হাত তুলে দু'আ করার কথা প্রমাণিত নয়। (১১/২৬২)

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانة) صـ ٣١٨ : قوله: "ثم يمسحون بها وجوههم" الحكمة في ذلك عود البركة عليه وسرايتها إلى باطنه وتفاؤلا بدفع البلاء وحصول العطاء ولا يمسح بيد واحدة لأنه فعل المتكبرين ودل الحديث على أنه إذا لم يرفع يديه في الدعاء لم يمسح بهما وهو قيد حسن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو كثيرا كما هو في الصلاة والطواف وغيرهما من الدعوات المأثورة دبر الصلوات وعند النوم وبعد الأكل وأمثال ذلك ولم يرفع يديه ولم يمسح بهما وجهه أفاده في شرح المشكاة وشرح الحصن الحصين وغيرهما.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ١/ ٣٦٦ : سوال- کسی دعوت میں کھانا کھانے کے بعد اجتماعی طور پر اہل کھانا کے لئے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، نیز اس بارے میں اگر کوئی دلیل ثابت ہے تو تحریر فرمائی اور اگر اس دعاء کو ضروری خیال کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب- حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل طعام کیلئے دعا کرنا ثابت ہے عن عبد الله بن بسر رض قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابى (الى ان قال) فقال ابى واخذ بلجام دابته ادع الله لنا فقال اللهم بارك فيما رزقتهم فاغفر لهم فارحمهم-رواه مسلم، مگر اس میں ہاتھ اٹھانا اور اجتماعی صورت ثابت نہیں، لہذا اس رسم سے اجتناب ضروری ہے اور اسے ثواب سمجھنا یا ضروری قرار دینا بدعت اور ناجائز ہے ایسے وقت مستحب فعل کا ترک کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔

আল্লাহ তা'আলার হাত-পা উল্লেখ করে দু'আ করা

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব এভাবে দু'আ করে থাকেন–"হে আল্লাহ! তোমার কুদরতী পা ধরে ক্ষমা চাই, তোমার কুদরতী হাতে একে প্রতিহত করো।" এভাবে আল্লাহ পাকের হাত-পা উল্লেখ করে মুনাজাত করার বিষয়টি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় আল্লাহর যে হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গের উল্লেখ আছে, এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যা হলো, এগুলো আল্লাহ পাকের শান মোতাবেক, ধরন ও আকৃতির ঊর্ধ্বে। এ হিসেবে আল্লাহ পাকের কুদরতী হাত-পা উল্লেখ করে দু'আ করাকে অবৈধ বলা যাবে না। তবে আল্লাহর কুদরতী হাত-পার মহত্ত্ব বোঝা এবং তার সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষের বুঝের ঊর্ধ্বে বিধায় এভাবে দু'আ না করা উত্তম। (১২/২৫১/৩৮৮৯)

📖 صحيح البخارى ٤ / ٢١٧ (٦٥٠٢) : عن أبي هريرة رض، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت

Scanned by CamScanner

عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته " ـ

📖 مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ١٥/ ٢٧٦ (٣٠١٥٤) : عن ابن عباس، قال: " كان يقول: اللّٰهُمَّ إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك، وتحت كنفك ".

📖 تفسير معالم التنزيل (دار الفكر) ٤ / ١٩٠ : قال ابن عباس رضـ : "يد الله" بالوفاء لما وعدهم من الخير "فوق أيديهم" يبايعونه يد الله فوق أيديهم فى المبايعة .

📖 تفسير مواهب الرحمن (رشيديه) ٨/ ١٠٤ (جزء: ٢٦) : اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ طاعت الٰہی کے واسطے تیرے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، کہ ہم نے بیعت قبول کی تو اس بیعت کی یہی شان ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالی سے بیعت کرتے ہیں سبحان اللہ، ان لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے بیعت کرتے ہیں، یہ شرف اعلی حاصل ہوا کہ اللہ تعالی سے بیعت پائی" يد الله فوق ايديهم" اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط ظاہری واسطہ ہے، اور درمیان میں کچھ نہیں ہے۔

ঈদগাহে মুনাজাত খুতবার আগে

প্রশ্ন : আমাদের ঈদগাহে পূর্ববর্তী ইমামগণ নামায ও খুতবার পরে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করে আসছিলেন। কিন্তু বর্তমান ইমাম দুই বছর যাবৎ নামাযের পর খুতবার পূর্বে মুনাজাত করেন। এতে করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যায় ও কয়েকজন মুসল্লি মারমুখী হয়ে ওঠেন। এমতাবস্থায় হুজুরের নিকট জিজ্ঞাসা হলো :

১. ঈদগাহে মুনাজাতের ব্যাপারে শরয়ী হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

২. "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনে কোনো দিন ঈদগাহে মুনাজাত করেননি"–উক্তিটি সত্য?

৩. মাসআলা বলার জের ধরে কারো মানহানিকর আচরণকারীর শরয়ী বিধান কী?

উল্লেখ্য, খুতবার পূর্বে মুনাজাত করে কতিপয় মুসল্লিকে বাড়ি ফিরতে দেখা যায়। তাদের ধারণা, মুনাজাত ঈদগাহে আসার একমাত্র মূল উদ্দেশ্য এবং নামাযের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমতাবস্থায় আমাদের জন্য শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর :

১. ঈদের নামাযের পর মুনাজাত করা অন্যান্য নামাযের ন্যায় মুস্তাহাব। তবে মুনাজাত নামাযের পর, খুতবার পূর্বে হওয়া এবং মুনাজাত যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত। যাতে নামায ও খুতবার মাঝে বেশি ব্যবধান না হয়। (১৯/৩৬৯/৮১৭১)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٢٤٤ (٩٧١) : عن أم عطية، قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته» -

📖 عمل اليوم والليلة لابن السنى(دار القبلة)صـ ١٢١ : عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة، ثم يقول: اللّٰهُمَّ إلهي وإله إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وإله جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل عليهم السلام، أسألك أن تستجيب دعوتي، فإني مضطر، وتعصمني في ديني فإني مبتلى، وتنالني برحمتك فإني مذنب، وتنفي عني الفقر فإني متمسكن، إلا كان حقا على الله عز وجل أن لا يرد يديه خائبتين "-

📖 نور الإيضاح (امداديه) صـ ٨٠ : ويستحب للامام بعد سلامه ... ... ثم يدعون لانفسهم وللمسلمين رافعى ايديهم ثم يمسحون بها وجوههم -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبۂ دار العلوم) ۵ /۱۹۰ : الجواب- ہمارے حضرات اکابر مثل حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور دیگر حضرات اساتذہ مثل مولانا محمد یعقوب صاحب صدر مدرس مدرسہ ھذا (دار العلوم دیوبند) اور حضرت مولانا محمود حسن صاحب صدر مدرس مدرسہ ھذا وغیر ھم کا یہی معمول رہا ہے کہ بعد عیدین کے بھی مثل تمام نمازوں کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے اور احادیث سے بھی نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، اس میں عیدین کی نماز بھی داخل ہے لہذا راجح ہمارے نزدیک یہی ہے کہ دعا بعد نماز عیدین بھی مستحب ہے۔

২. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো দিন ঈদগাহে মুনাজাত করেছেন কি না, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও বুখারী, তিরমিযী ও বায়হাকী শরীফের হাদীস দ্বারা মুসলমানদেরকে নিয়ে মুনাজাত করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। এ ছাড়া যেকোনো নামাযের পর দু'আর প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী সহীহ হাদীসসমূহের দ্বারাও মুনাজাত সাব্যস্ত হয়।

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ١٠١ (٣٥١) : عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها».

৩. কোরআন ও সুন্নাহে কারো মানহানি হয়, এমন আচরণ ও কথাবার্তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ করে সঠিক মাসআলা বলার কারণে এ ধরনের আচরণে ভয়াবহ পরিণামের আশংকা। তাই কারো সাথে মানহানিকর আচরণ বৈধ নয়। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট খালেস তাওবা করে নেবে এবং যার সাথে মানহানিকর আচরণ করেছে, তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেবে।

আর ঈদের খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব, তাই খুতবা না শুনে শুধুমাত্র মুনাজাত করে চলে গেলে গোনাহগার হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

📖 سورة الحجرات الآية ١١ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَى أَن

يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢/ ٥٠ (٦٤) : عن ابن مسعود ؓ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر-

মুনাজাত শুরু ও শেষ করার পদ্ধতি

প্রশ্ন :

১. মুনাজাত শুরু এবং শেষ করার সুন্নাত ও মুস্তাহাব পদ্ধতি কী?
২. মুনাজাত আমীন দ্বারা শুরু করার কোনো ভিত্তি শরীয়তে আছে কি?

উত্তর :

১. মুনাজাতের মুস্তাহাব পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে মুনাজাত শুরু করা। অতঃপর নিজ প্রয়োজন ও পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কথা তুলে ধরা এবং পুনরায় হামদ-সালাতের মাধ্যমে আমীন বলে দু'আ শেষ করা।

২. আমীন দ্বারা মুনাজাত শুরু করার কোনো প্রমাণ শরীয়তে নেই। (১৮/১১৯/৭৪৫৪)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥/ ٣٣٨ (٣٤٧٦) : عن فضالة بن عبيد، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللَّهُمَّ اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله، وصل علي ثم ادعه» . قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أيها المصلي ادع تجب».

Scanned by CamScanner

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامى) ٢ / ٢١٥ (٣١١٧) : عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوني كقدح الراكب، فإن الراكب إذا أراد أن ينطلق علق معالقه، وملأ قدحا ماء، فإن كانت له حاجة في أن يتوضأ توضأ، وأن يشرب شرب، وإلا أهراق، فاجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٤١٠ (٩٣٨) : حدثني أبو مصبح المقرائي، قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري، وكان من الصحابة، فيتحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة، قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك؟ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أوجب إن ختم» ، فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: «بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب» ، فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل، فقال: اختم يا فلان بآمين، وأبشر، وهذا لفظ محمود-

بحق لااله الا الله দ্বারা দু'আ শেষ করা

প্রশ্ন : بحق لااله الا الله محمد رسول الله এর দ্বারা মুনাজাত শেষ করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : بحق لااله الا الله محمد رسول الله দ্বারা মুনাজাত শেষ করা প্রমাণিত নয়। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ-সালাম ও 'আমীন' বলার মাধ্যমে মুনাজাত শেষ করা মুস্তাহাব। (১৯/৫৬৬/৮৩১৪)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ٤١٠ (٩٣٨) : حدثني أبو مصبح المقرائي، قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري، وكان من الصحابة، فيتحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة، قال أبو زهير: أخبركم عن ذلك؟ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أوجب إن ختم» ، فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: «بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب» ، فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل، فقال: اختم يا فلان بآمين، وأبشر - وهذا لفظ محمود.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١/ ٥٣٠ : ويستحب ان يستغفر ثلاثا... ويدعوا ويختم بسبحان ربك -

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳/ ۵۸ : سوال—سنت کے مطابق دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

الجواب- ... آخر میں درود شریف کے بعد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پڑھکر آمین پر دعا ختم کی جائے۔

📖 وفیہ ایضا ۱/ ۳۷۴ : جواب—دعا کے آخر میں درود شریف اور آمین کے سوا اور کچھ پڑھنا ثابت نہیں، لہذا منہ پر ہاتھ پھیرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کا دستور بدعت ہے جیسے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یا تلاوت کے بعد کوئی شخص دعاء ماثورہ کی بجائے یا اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھے تو اسے ہر شخص دین میں زیادتی اور بدعت سمجھے گا۔

Scanned by CamScanner

দরসের পূর্বে মুনাজাতে কাজীয়ে হাজাত

প্রশ্ন : কতিপয় আলেম দরসের পূর্বে যে মুনাজাতে ক্বা-জীয়ে হাজাত (আয় খোদায়ে পাকে রহমান ও রহীম) কোনো কোনো মাদরাসায় পাঠ করা হয় তাকে বিদ'আত বলেছেন। এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কী? দলিল-প্রমাণসহ বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : কোনো মুবাহ কাজকে বিশেষ কোনো ইবাদত তথা সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি মনে করে করাকে বিদ'আত বলা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি, সংবিধান, যা কোরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক নয় পালন করাকে বিদ'আত বলার অবকাশ নেই। উপরন্তু মুনাজাত তথা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা, আরবী ভাষায় হোক বা উর্দূ, ফার্সি কিংবা বাংলা, সর্বাবস্থায় বৈধ ও সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং দরসের পূর্বে দরস বরকতময় হওয়ার লক্ষ্যে দু'আর মাধ্যমে দরস শুরু করাকে বিদ'আত বলা সঠিক নয়। (১৮/৮৬/৭৪৯৩)

📖 فتح الملهم (مكتبة دارالعلوم كراتشى) ٥/ ٤٤٥ : البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق وفى الشرع احداث ما لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ...

قال الشافعى رحـ : "ما احدث مما يخالف الكتاب او السنة او الاثر او الاجماع فهو ضلالة وما أحدث من الخير مما لا يخالف شيئا من ذلك فليس بمذموم"-

📖 فيه أيضا ٥/ ٤٤٩ : والحاصل ان البدعة الشرعية هو إحداث امر ليس له ثبوت بواحد من الاصول الاربعة الدينية زاعما انه من الدين ومظنة للاثابة من الله والتحسين-

📖 فيه أيضا ٥/ ٤٥٠ : فالبدعة إذًا عبارة عن طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه وتعالى -

📖 فتاوى رحيميه (دارالاشاعت) ٦/ ٣٢٥ : جواب — ایسی دعائیہ نظم جو اللہ تعالی کی ثناء اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعریف وتوصیف پر مشتمل ہو اجتماعی طور پر اسلامی مدارس میں بھی پڑھائی جاسکتی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے مثلا یہ دعا پڑھی جائے

اے خدائے پاک رحمان ورحیم : قاضئ حاجات وھاب وکریم

Scanned by CamScanner

প্রতিদিন মাগরিবের পূর্বে দু'আ করা

প্রশ্ন : প্রতিদিন আসরের পর মাগরিবের পূর্বে দু'আ করার ফজীলত কোরআন-হাদীস অথবা কোনো ইমাম থেকে বর্ণিত আছে কি না? কোনো মাদরাসায় ছাত্রদেরকে প্রতিদিন মাগরিবের পূর্বে মসজিদে গিয়ে দু'আ করতে উৎসাহ প্রদান করা, আর না গেলে বাধ্য করা কতটুকু শরীয়তসম্মত হবে? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রতিদিন আসরের পর মাগরিবের পূর্বে দু'আ করার ফজীলত কোরআন-হাদীস এবং কোনো ইমাম থেকে পাওয়া যায়নি। তবে সকাল-সন্ধ্যা কিছু দু'আ পড়ার কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। যেহেতু দু'আর জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই বরং যেকোনো সময় করতে পারে, তাই প্রতিদিন মাগরিবের পূর্বে মসজিদে গিয়ে দু'আ করতে ছাত্রদের উৎসাহিত করতে আপত্তি নেই। কিন্তু না গেলে দু'আ করার জন্য বাধ্য করা শরীয়তসম্মত নয়। (১২/৬৬৮/৪০৭৪)

📖 صحيح مسلم(دار الغدالجديد) ٤/ ٢٠٧١ (٢٦٩٢) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال: حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده، مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة، بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه ".

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥/ ٢٩٤ (٣٣٨٨) : عن أبان بن عثمان، قال: سمعت عثمان بن عفان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم ثلاث مرات، فيضره شيء " وكان أبان، قد أصابه طرف فالج، فجعل الرجل ينظر إليه، فقال له أبان: «ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره».

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ١/ ٢٢٤ : وقال ابن جريج عن عطاء: أنه بلغه لما نزلت: {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم} قال

Scanned by CamScanner

الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان}.

জানাযার নামাযের পর দু'আ করা

প্রশ্ন : একটি ব্যাপারে লোকদের মাঝে মতানৈক্য শুরু হয়েছে। কেউ বলছে, জানাযার নামাযই দু'আ, তাই জানাযার পর কবরে লাশ রাখার পূর্বে হাত তুলে দু'আ করা যাবে না। অপর দল বলছে, জানাযা এটি নামায, তাই জানাযার পর কবরে লাশ রাখার পূর্বে দু'আ করা বৈধ। জানার বিষয় হলো, জানাযা এটি দু'আ নাকি নামায? এবং জানাযার পর কবরে লাশ রাখার পূর্বে দু'আ করা যাবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে জানাযার নামাযই হলো মৃতের জন্য পরিপূর্ণ একটি দু'আ এবং নামাযের শেষে দাফনের পূর্বে সম্মিলিতভাবে পুনরায় দু'আ করার প্রমাণ শরীয়তে নেই, অতএব তা বর্জনীয়। (১৯/৭১৭/৮৪২৪)

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٤/ ١٧٠ : ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة فى صلاة الجنازة.

📖 خلاصة الفتاوى(رشيديه) ١/ ٢٢٥ : ولا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة وقبلها-

📖 ردالمحتار(ايچ ايم سعيد) ٢ /٢١٠ : فقد صرحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هى الدعاء للميت اذ هو المقصود منها-

📖 كفايت المفتى(امداديه) ٤/ ٨٥ : جواب—نماز جنازه كے بعد متصل ہاتھ اٹھا كر دعاء مانگنے كا شريعت ميں كوئى ثبوت نہيں ہے، اور نماز جنازه خود ہى دعاء ہے ہاں لوگ اپنے اپنے دل ميں بغير ہاتھ اٹھائے دعاء مغفرت كرتے رہيں تو يہ جائز ہے، اجتماعى دعاء ہاتھ اٹھا كر دعا كرنا بدعت ہے۔

Scanned by CamScanner

মৃতের জন্য জানাযার পর নয়, দাফনের পর দু'আ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জানাযার নামাযের পর পর উপস্থিত লোকদের নিয়ে লাশের উপস্থিতিতে সূরা-কালাম পড়ে সকলে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে মৃতের মাগফিরাত ও অন্যের জন্যও দু'আ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে কিছুসংখ্যক আলেম জানাযার পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিতভাবে দু'আর প্রচলনকে বিদ'আত বা গোনাহ বলে ফতওয়া দিয়েছেন। যার কারণে এলাকায় অনেক বিতর্ক দেখা দেয়। দু'আ করার পক্ষে যুক্তি এই যে,

১. জানাযার নামাযের পর দাফন করা পর্যন্ত সকলে উপস্থিত থাকে না, কাজেই জানাযার পর সকলের উপস্থিতিতে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করলে মৃত ব্যক্তি বেশি লাভবান হবে।

২. পূর্বপুরুষ থেকে এভাবে দু'আর প্রচলন ধারাবাহিকভাবে এসেছে। আমরাও তা-ই করব।

৩. 'মুনাজাতে মাকবুল' (বাংলা) নামক কিতাবে হযরত শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) লিখেছেন যে, জানাযার পর দু'আ করতে চাইলেও করতে পারে। কাজেই আমরা দু'আ করব।

উক্ত বিষয়ে এলাকাবাসীর জানার বিষয় হলো :

ক. জানাযার নামাযের পর লাশ দাফনের পূর্বে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করা জায়েয কি না?

খ. এভাবে দু'আ করার উপায় শরীয়তের বিধানে কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি না? মেহেরবানি করে কোরআন-হাদীস ও কিতাবাদির দিকনির্দেশনাসহ সমাধান কামনা করি।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জানাযাকে নামায বলা হলেও মূলত তা মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আস্বরূপ। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ তথা ইসলামের সোনালি যুগে জানাযার পর লাশের উপস্থিতিতে পুনরায় দু'আ ও মুনাজাতের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে লাশ দাফন করার পর তেলাওয়াত ও দরূদ পড়ে সেখানে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনা করে দু'আ-মুনাজাত করার কথা কোনো কোনো হাদীসে পাওয়া যায়। তাই ফিকহবিদদের বর্ণনা মতে, নামাযে জানাযার পর লাশ সামনে রেখে পুনরায় সম্মিলিতভাবে দু'আ বা মুনাজাত করার প্রথা শরীয়ত পরিপন্থী হওয়ায় বর্জনীয় ও পরিহারযোগ্য। সকল মুসলিম জনসাধারণের দায়িত্ব হলো, শরীয়তে যতটুকু প্রমাণিত, শুধু তার ওপরই আমল করা। (১২/১৩২/৩৮৬৬)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٤٠٢ (٣٢٢١) : عن عثمان بن عفان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل» -

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٤/ ١٦١ : (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء») قال ابن الملك: أي: ادعوا له بالاعتقاد والإخلاص اهـ. ويمكن أن يكون معناه اجعلوا الدعاء خاصا له في القلب وإن كان عاما في اللفظ، وأغرب صاحب الأزهار على ما نقله ميرك عنه أنه قال: فيه دليل على وجوب تخصيص الميت بالدعاء، ولا يكفي التعميم وهو الأصح اهـ. وقال ابن حجر: الدعاء للميت بخصوصية بعد التكبيرة الثالثة ركن، ويرده أن أكثر الأحاديث الصحيحة وردت بلفظ العموم مع أن وجوب الدعاء مطلقا غير ثابت عندنا.

📖 فيض القدير (مكتبة نزار) ٢/ ٧٧٠ : (إذا صليتم على الميت) صلاة الجنازة (فأخلصوا له الدعاء) أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب لأن المقصود بهذه الصلاة إنما الاستغفار والشفاعة للميت وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء -

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٤/ ١٧٠ : ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لانه يشبه الزيادة فى صلاة الجنازة -

📖 البزازية مع الهندية (زكريا) ٤/ ٨٠ : لا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة لانه دعا مرة لان اكثرها دعاء-

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى(رشيديه) ١ / ٢٢٥ : لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة -

📖 البحرالرائق (سعيد كمپنى) ٢/ ١٨٣ : وقيد بقوله بعد الثالثة لانه لا يدعوا بعد التسليم كما فى الخلاصة -

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٤/ ٨٥ : نماز جنازہ کے بعد متصل ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور نماز جنازہ خود ہی دعاء ہے ہاں لوگ اپنے اپنے دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے دعاء مغفرت کرتے رہیں تو یہ جائز ہے اجتماعی ہاتھ اٹھا کر دعاء کرنا بدعت ہے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم دیوبند) ٥/ ٣٠٥ : نماز جنازہ کے بعد دعاء مشروع نہیں ہے، اور ان احادیث میں دعاء سے مراد نماز جنازہ کی دعاء ہے، یعنی پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو تو اس کے اندر دعاء جنازہ اخلاص کے ساتھ، اسی طرح دوسری حدیث میں صاف یہ موجود ہے کہ دعاء نماز جنازہ مراد ہے۔

মৃতের জন্য দু'আ দাফনের পর করবে

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি বিষয় নিয়ে মতবিরোধ চলছে। বিষয়টি হলো, জানাযার নামাযের পর দু'আ করা যাবে কি না? অনেকে বলেন, জানাযার নামাযের পর দু'আ করা যাবে না। তবে দাফনের পর চল্লিশ কদম অতিক্রম করার পর দু'আ করা যাবে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, জানাযার নামাযের পরও দু'আ করতে হবে। প্রশ্ন হলো, কোন পদ্ধতিটি সঠিক? জানাযার পর দু'আ করা নাকি দাফনের পর দু'আ করা?

উত্তর : জানাযার নামাযকে নামায বলা হলেও এর আসল উদ্দেশ্য মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা। অতএব জানাযার নামাযের পর দ্বিতীয়বার দু'আ করার প্রচলন শরীয়তসম্মত নয় বিধায় তা বর্জনীয়। তবে দাফনকার্য সম্পন্ন করে একাকী বা সম্মিলিতভাবে দু'আ করতে কোনো বাধা নেই। (১৮/১২৬/৭৫২০)

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٣/ ١٤٠٢ (٣٢٢١) : عن عثمان بن عفان ؓ، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن

Scanned by CamScanner

الميت وقف عليه، فقال: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل».

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٤/ ٨٠ : لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنائز لأنه دعا مرة؛ لأن اكثرها دعاء -

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٥ : لايقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة -

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۲ /۴۴۴ : سوال- نماز جنازہ کے بعد جماعت کے ساتھ وہیں ٹھہر کر دعا کرنا کیسا ہے؟

الجواب—درست نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۲/ ۴۰۶ : میت کو دفن کرنے کے بعد جو دعاء مغفرت کی جاتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر کی جائے یا بغیر اٹھائے؟

الجواب—دعاء بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کی جاسکتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کے بعد قبلہ کی طرف رخ فرما کر ہاتھ اٹھا کر دعاء کی ہے اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قبر کی طرف رخ نہ کیا جائے بلکہ قبلہ کی طرف رخ کر لیا جائے۔

দাফনের পর হাত তুলে দু'আ করা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করার শরীয়তের দৃষ্টিতে হুকুম কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর সম্মিলিতভাবে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা বৈধ। (১৯/১১/৭৯৮৪)

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٣/ ١٤٠٢ (٣٢٢١) : عن عثمان بن عفان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل» -

Scanned by CamScanner

📖 فتح الباری (دارالريان) ١١/ ١٤٨ : وفي حديث بن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله ذي النجادين الحديث وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه أخرجه أبو عوانة في صحيحه۔

📖 فتاوی رحیمیه (دارالاشاعت)٥/ ١٢٦ : الجواب— تدفین کے بعد عند القبر مجتمع ہو کر دعاء مغفرت کرنا اور تلاوت کر کے بخشنا بلا تامل جائز ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٢/ ٤٠٦ : الجواب—دعاء بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کی جاسکتی ہے اور ہاتھ اٹھا کر بھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کی بعد قبلہ کے طرف رخ فرما کر ہاتھ اٹھا کر دعاء کی ہے، اگر ہاتھ اٹھا کر دعاء کرنا چاہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے قبر کی طرف رخ نہ کیا جائے، بلکہ قبلہ کی طرف رخ کر کے کیا جائے۔

নামাযে জানাযার পর সম্মিলিত মুনাজাত সুন্নাত নয়

প্রশ্ন : জানাযার পর দাফনের পূর্বে ইমাম-মুক্তাদীদেরকে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করতে কখনো দেখিনি। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এক ইমাম সাহেব জানাযার পর সম্মিলিত মুনাজাত করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটি সুন্নাত এবং এর স্বপক্ষে অনেক দলিলও পেশ করেন। পক্ষান্তরে অন্য বহু উলামায়ে কেরাম জানাযার পর সম্মিলিত মুনাজাতকে নাজায়েয ও বিদ'আত বলেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো,

১. জানাযার নামাযের পর পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিত দু'আ-মুনাজাত করা সুন্নাত, নাকি বিদ'আত?
২. যদি বিদ'আত হয়, তাহলে ওই ইমামের পেশকৃত দলিলসমূহের জবাব কী? বিস্তারিত জানতে চাই।

জানাযার নামাযের পর দু'আ/মুনাজাত সুন্নাত হওয়ার স্বপক্ষে দেওয়া দলিলগুলো পেশ করা হলো :

জানাযার নামাযের পর দু'আ করা সুন্নাত :

জানাযার নামায হলো ফরযে কেফায়া। ফরয নামাযের পর যে দু'আ করা হয় তা শীঘ্রই কবুল হয়। আর এটাই ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবাগণের

Scanned by CamScanner

আমল। জানাযা শুধু দু'আ নয়, দু'আর জন্য তো কিবলামুখী হওয়া, দাঁড়ানো, ওজু শর্ত নয়; অথচ জানাযার জন্য এগুলো শর্ত। নিম্নে এর সপক্ষে হাদীস ও ফিকহের কিতাব থেকে দলিল পেশ করা হলো। তার পরও যদি কেউ এ আমলকে নাজায়েয বা বিদ'আত বলতে চায় তাহলে লিখিতভাবে দলিল পেশ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সঠিক মাসআলার ওপর আমল করার তাওফিক দিন, আমীন।

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-এর হাদীস :

عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يقول: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ো অতঃপর তার জন্য খাস দু'আ করো। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

২. ইমাম বায়হাকী হযরত মুসতাযিল ইবনে হাসীন থেকে বর্ণনা করেন, وعن المستظل بن حصين ان عليا صلى على جنازة بعد ما صلى عليه অর্থাৎ, হযরত মুসতাজিল ইবনে হাসীন বলেন, হযরত আলী (রা.) এক ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করার পর তার জন্য পুনরায় দু'আ করেছেন। (বায়হাকী শরীফ)

৩. জানাযার পর দু'আ : জঙ্গে মূতায় তিনজন শহীদ সিপাহসালারের জানাযার নামায রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় অবস্থানরত অবস্থায়ই (মুজিযার মাধ্যমে) তাদের সঙ্গেই আদায় করেছিলেন এবং সালাম ফিরিয়ে দু'আও করেছিলেন। "বেদায়া ও নেহায়া" গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠায় নবীজির দু'আর কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

فصلى عليه (زيد) رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال استغفروا
له فقد دخل الجنة وهو شهيد، فصلى عليه (جعفر) رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال استغفروا لاخيكم فانه شهيد دخل
الجنة وهو يطير فى الجنة-

অর্থ : হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) মূতায় শাহাদাত বরণ করার পর নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনা শরীফে তাঁর জানাযার নামায পড়ে সাহাবাদের বলেন, তোমাদের ভাই যায়েদ ইবনে হারেসার জন্য দু'আ করো, সে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। হযরত জাফর (রা.) শহীদ হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু

Scanned by CamScanner

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনা শরীফে তাঁর জানাযার নামায পড়লেন এবং সাহাবাদের বললেন, তোমাদের ভাই জাফরের জন্য দু'আ করো, কেননা সে শহীদ হয়ে জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছে। (বেদায়া নেহায়া ও ফাতহুল ক্বাদীর)

৪. শামছুল আইম্মাহ সরখসী (রহ.) "মাবসূত" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠায় 'বা-বু গসলিল মাইয়্যেতে' একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যাতে জানাযার পর পুনঃ দু'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এক জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে গমন করেন; কিন্তু নামাযে শরীক হতে পারেননি। অতঃপর তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন : ان سبقونى بالصلاة فلا تسبقنى بالدعاء অর্থ : তোমরা জানাযার নামায পড়ে ফেলেছ, কিন্তু আমার পূর্বে দু'আ করো না। অর্থাৎ আমাকে সাথে নিয়েই দু'আ করো। (মাবসূত ২/৬৭)

৫. তাহতাভী গ্রন্থে জানাযার পর দু'আর প্রমাণ : وان ابا حنيفة لما مات فختم عليه سبعين الفا قبل الدفن অর্থ : ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁকে দাফনের পূর্বে ৭০ হাজার বার কোরআন শরীফ খতম করা হয়েছিল।

৬. 'মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল' নামক হাদীস গ্রন্থের কিতাবুল জানায়েয নামক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে :

عن ابراهيم الهجرى قال رأيت ابن ابى اوفى وكان من اصحاب الشجرة .ماتت ابنته الى ان قال ثم كبر عليها اربعا ثم قام بعد ذلك قدر مابين التكبيرين وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع هكذا

অর্থ : হযরত ইবরাহীম হিজরী (রা.) বর্ণনা করেন, হোদায়বিয়ার ময়দানের বাবলা বৃক্ষতলে নবীজির হাতে বাইআত গ্রহণকারী সাহাবী হযরত ইবনে আবী আওফা (রা.)-এর একটি মেয়ে ইন্তেকাল করলে তার জানাযা তিনি কিভাবে পড়েছেন, তা আমি (ইবরাহীম) দেখেছি। হযরত ইবনে আবী আওফা (রা.) প্রথমে চার তাকবীরের মাধ্যমে জানাযা নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ দাঁড়িয়ে মেয়ের জন্য পৃথক দু'আ করেন এবং উপস্থিত সকলকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বলেন, জানাযার পর নবীজি

Scanned by CamScanner

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ দু'আ করতেন, আমি স্বয়ং তা দেখেছি। (মুন্তাখাব কানযুল উম্মাল)

৭. কাশফুল গিত্বা নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে :

فاتحہ ودعا برائے میت بیش درست است وہمیں است روایت معتمد علیہ کذافی خلاصۃ الفتح۔

অর্থ : মৃত ব্যক্তির জন্য দাফনের পূর্বে (জামা'আতের পরে) ফাতেহা ও দু'আ পাঠ করা দুরস্ত আছে এবং এই রেওয়ায়েতের ওপরই আমল করতে হবে।

৮. কোরআনে কারীমে রয়েছে, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মৃত ব্যক্তিদের জন্য দু'আ করো। তোমাদের দু'আ তাদের জন্য রহমতস্বরূপ। (সূরা তাওবা, আয়াত-১০৩) (বারাহীনে ক্বাতিআহ, পৃ.-১০২)

৯. ইহইয়ায়ে উলূমে ইমাম গায্‌যালী (রহ.) বলেন : لا بأس بقراءة القرآن على القبور
অর্থ : কবরের কাছে বসে কোরআন শরীফ পড়ার দ্বারা কোনো ক্ষতি নেই (জায়েয)। (ইহইয়ায়ে উলূম)

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা, ইন্তেকালের পর কোরআন শরীফ খতম করা। জানাযার পর দু'আ, দাফনের পর তালকীন ও দু'আ মৃত ব্যক্তির উপকারে আসে। আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না। আরও বিস্তারিত জানার জন্য 'যাদুল আখিরাত' ও 'ফাতহুল ক্বাদীর' দেখা বাঞ্ছনীয়।

উত্তর - ১ :
জানাযার নামায মূলত মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ। এর পরে দাফনের পূর্বে সম্মিলিতভাবে দু'আ করার ব্যাপারে শরীয়তে কোনো প্রমাণ নেই। তাই এটিকে সুন্নাত বলার কোনো সুযোগ নেই। বরং এটা ভিত্তিহীন ও শরীয়তের অসমর্থিত কাজ বলে গণ্য হবে। তবে জানাযার নামায শেষে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের পাশে সম্মিলিতভাবে দু'আ করতে কোনো আপত্তি নেই। বরং এটা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত। (১৮/৭৬৭/৭৭৯২)

📖 سنن ابي داود (دار الحديث) ٣ / ١٤٠٢ (٣٢٢١) : عن عثمان بن عفان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف

Scanned by CamScanner

عليه، فقال: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل».

📖 مرقاة المفاتيح (انور بکڈپو) ٤/ ١٧٠ : ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٥ : فالمعتبر فى هذا اكبر الرأى: لايقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة ... ولا يقوم بالدعاء فى قراءة القرآن لاجل الميت بعد صلاة الجنازة وقبلها -

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۴/ ۹۷ : جواب-نماز جنازہ کے بعد متصل ہاتھ اٹھا کر مانگنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نماز جنازہ خود ہی دعاء ہے ہاں لوگ اپنے اپنے دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے دعائے مغفرت کرتے رہیں تو یہ جائز ہے اجتماعی دعاء ہاتھ اٹھا کر کرنا بدعت ہے۔

উত্তর - ২ :

যে ইমাম সাহেব জানাযার পরে দাফনের পূর্বে পুনরায় দু'আ করাকে সুন্নাত আখ্যায়িত করে দলিল পেশ করেছেন, শরীয়তের আলোকে এর উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. যদি উক্ত হাদীসের "فاخلصوا" শব্দের فاء تعقيب এর কারণে "অতঃপর তার জন্য খাস দু'আ করো" এই অনুবাদ করা হয় তাহলে اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الخ আয়াতটি অনুবাদ হতে হবে "নামাযে দাঁড়ানোর পর ওজু করো।" তদ্রূপ اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله আয়াতটির অনুবাদ হবে "কোরআন তেলাওয়াত শেষে আউযুবিল্লাহ পড়ো।" এমন অনুবাদ ভুল ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তাই "অতঃপর তার জন্য খাস দু'আ করো" এমন অনুবাদ সঠিক নয়। হাদীসটির বিশুদ্ধ অনুবাদ হলো, যখন তোমরা জানাযার নামায পড়বে তখন মৃত ব্যক্তির জন্য কায়মনোবাক্যে দু'আ করো।

📖 مظاہر حق ۲ / ۵۴ : اور روایت ہے ابو ھریرہؓ سے، کہ کہا: فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے: جس وقت کہ پڑھو تم نماز میت پر پس خالص کرو اس کے لئے دعاء یعنی کسی کے دکھانے سنانے کا خیال نہ ہو خالص اللہ ہی کے خوشنودی منظور ہو اور دل سے دعاء

Scanned by CamScanner

উক্ত হাদীসে উল্লিখিত দু'আর দ্বারা নামাযে জানাযায় পঠিত দু'আ-ই উদ্দেশ্য, জানাযার পরের দু'আ নয়। কারণ ইবনে মাজাহ শরীফে باب الدعاء فى صلاة الجنازة "জানাযার নামাযে পঠিতব্য দু'আ" শিরোনামের অধীনে হাদীসটি উল্লেখ আছে। যা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে জানাযার দু'আর পদ্ধতি বর্ণনা করাই এ হাদীসে উদ্দেশ্য। আর দু'আটি কী হবে তা উক্ত অধ্যায়েই পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যার ভাষ্য হচ্ছে,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفرلحينا وميتنا الخ

অর্থাৎ দ্বিতীয় হাদীসে পূর্বের হাদীসের ব্যাখাস্বরূপ দু'আটি উল্লিখিত হয়েছে। তাই উক্ত হাদীস দ্বারা জানাযার পরে দু'আ প্রমাণের কোনো অবকাশ নেই।

গ. যদি উক্ত হাদীস দ্বারা জানাযার পরের দু'আই সাব্যস্ত হতো, তাহলে হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ তা করতে নিষেধ করতেন না। অথচ মিশকাত শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) 'মিরকাতুল মাফাতীহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة. অর্থাৎ জানাযার নামাযের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দাফনের পূর্বে আবার সম্মিলিত দু'আ করবে না। কেননা তা জানাযার নামাযের মধ্যে বৃদ্ধিকরণের শামিল।

ঘ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আবু দাউদ শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'বাযলুল মাজহুদ' ১৪/১৭০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে اى ادعوا له بالاخلاص التام অর্থাৎ : পূর্ণ ইখলাসের সাথে তার জন্য দু'আ করো। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণের মতেও উক্ত হাদীস দ্বারা জানাযার নামাযে পঠিত দু'আ-ই উদ্দেশ্য।

ঙ. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী গ্রন্থে ৪/৪০ পৃষ্ঠায় জানাযার অধ্যায়ে باب الدعاء فى صلاة الجنازة "জানাযার নামাযে পঠিতব্য দু'আ" শিরোনামের অধীনে উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, মুহাদ্দিসগণের মতেও উক্ত হাদীসের الدعاء শব্দটির দ্বারা জানাযার নামাযের পঠিতব্য দু'আ-ই উদ্দেশ্য।

চ. الدعاء শব্দটিতে আলিফ-লামের সংযুক্তি আরবী ব্যাকরণের নীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট দু'আর কথাই বোঝায়। আর জানাযার নির্দিষ্ট দু'আ শুধু সেটিই, যা তৃতীয় তাকবীরের পরে পড়া হয়। জানাযার পরে দাফনের পূর্বে দু'আ করা তো ফিকাহবিদগণ মাকরূহ বলেছেন এবং নিষেধ করেছেন। সুতরাং الدعاء শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য কখনো জানাযার পরের দু'আ হতে পারে না। বরং ওই দু'আই উদ্দেশ্য, যা শরীয়তের আলোকে নির্দিষ্ট ও আইম্মায়ে কেরামের নিকট স্বীকৃত।

২ . বায়হাকী শরীফের ৪/৪৪ পৃষ্ঠায় باب الرجل تفوته الصلاة مع الامام فيصليها بعده অর্থাৎ "জানাযার নামায ছুটে গেলে একাকী পড়া" শিরোনামের অধীনে উক্ত

Scanned by CamScanner

হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি জানাযার নামায শেষ হওয়ার পর উপস্থিত হলে একাকী পড়ে নেওয়ার ব্যাপারে উক্ত পরিচ্ছেদে পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যার দ্বারা একাধিকবার জানাযা পড়ার ব্যাপারে আলোচনা করা উদ্দেশ্য। কিছু কিছু উলামায়ে কেরাম একাধিকবার জানাযা পড়া কিছু ক্ষেত্রে জায়েয বললেও সাধারণভাবে নিষেধ করেছেন। "জানাযার নামাযের পর দু'আ সুন্নাত"-এ কথার দাবিদার উক্ত হাদীসের যে অনুবাদ করেছে, তা সহীহ হয়নি। কারণ হাদীসে উল্লিখিত بعد ما صلى عليه এর صلى শব্দটি صیغہ مجہول , অতএব বিশুদ্ধ অনুবাদ হবে: আলী (রা.) এক ব্যক্তির জানাযার নামায হয়ে যাওয়ার পর উপস্থিত হলে তার জন্য দু'আ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর একক আমল পরিলক্ষিত, সম্মিলিত দু'আ তো পাওয়া যায়নি। তাই জানাযার পর আবার সম্মিলিত দু'আর ব্যাপারে উক্ত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করা অযৌক্তিক বরং হাস্যকর।

৩. ক. ফাতহুল কৃদীরের দ্বিতীয় খণ্ড, ৮১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে : وهذا مع ضعف الطريق فما فى المغازى مرسل من الطريقين ومافى الطبقات ضعيف بالعلاء وهو ابن زيد ويقال ابن زيد اتفقوا على ضعفه وفى رواية الطبرانى بقية بن الوليد وقد عنعنه অর্থাৎ আলোচ্য হাদীসটি হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় মুরসাল ও জয়ীফ। কারণ এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে ওয়াকেদী এবং বাকিয়্যাহ ইবনে ওয়ালীদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরাম অনেক বিরূপ মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং এমন হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করা কিভাবে সঠিক হবে? তদুপরি হাদীসের বর্ণনাকারী ওয়াকেদীর বর্ণিত হাদীস আহকামের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এই হুকুমের ব্যাপারেও আলোচ্য বর্ণনা দলিল হতে পারে না।

. এই বর্ণনায় فصلى عليه এর দ্বারা জানাযার নামায উদ্দেশ্য নয়। কেননা বর্ণনার ভাষ্য ...চ্ছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানের ...বরাখবর সকলকে শোনাচ্ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় একের পর এক হযরত যায়েদ ...া.) ও হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদাতের খবর দেন এবং মিম্বরে উপবিষ্ট ...বস্থাতেই তাঁদের জন্য দু'আ করেন ও সকলকে দু'আ করতে বলেন। এই বর্ণনায় صلى عل... বাক্যটি دعا له এর অর্থে এবং পরবর্তী বাক্য دعا له টি واو এর মাধ্যমে عطف تفسي... হিসেবে উল্লিখিত, যা আরবী ভাষায় অধিক ব্যবহৃত। তাই তো শায়েখ আব্দুল ...ক দেহলভী (রহ.) 'মাদারিজুন নুবুওয়াহ' গ্রন্থের ২৬৪ নং পৃষ্ঠায় বলেন : بر حضرت وے دعاء خیر کرد، یاراں فرمود کہ برائے وے طلب مغفرت ک... অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Scanned by CamScanner

ওয়াসাল্লাম) হযরত যায়েদ (রা.)-এর জন্য নেক দু'আ করলেন এবং সাহাবীগণকে বললেন, যেন তারাও তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করে।

৪. প্রশ্নে হাদীসের ভুল অনুবাদ করা হয়েছে। কারণ 'মাবসূত' গ্রন্থের ২ নং খণ্ডের ৬৭ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) উমর (রা.)-এর জানাযার নামায হয়ে যাওয়ার পর পৌঁছার ঘটনা সম্পর্কীয় অথচ দলিল পেশকারী আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেছে। জানাযার নামায একবার পড়ে ফেলার পর দ্বিতীয়বার পড়া যাবে কি না? এ ব্যাপারে হানাফী ও শাফেয়ীগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে, হানাফীগণ নিষেধের মত পোষণকারী। 'মাবসূত' গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে এ মতেরই দলিল হিসেবে আনা হয়েছে যে আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) উমর (রা.)-এর জানাযার নামায শেষ হয়ে যাওয়ার পর আগমন করলে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বলেন, যদিও তোমরা জানাযার নামাযে আমাকে পেছনে ফেলেছ (অর্থাৎ আমি আসার আগেই জানাযা পড়ে ফেলেছ) তাই বলে দু'আয় আমাকে পেছনে ফেলতে পারবে না; আমি একাকী দু'আ করব। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে আলোচ্য হাদীসটি দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ার নিষেধাজ্ঞার কথা বোঝাচ্ছে। তাই যে ব্যক্তির জানাযার নামায ছুটে যাবে সে আর জানাযার নামায পড়বে না। বরং মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে।

অতএব, যারা জানাযার নামায পড়বে তারাই আবার জানাযার পরে দাফনের পূর্বে সম্মিলিত দু'আ করবে। উক্ত হাদীসের দ্বারা এমন কথা প্রমাণের চেষ্টা করা অবান্তর।

. এখানে গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলেও খণ্ড এবং পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করা হয়নি। তদুপরি তাহতাভী নামে কোনো কিতাব খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে হাশিয়ায়ে তাহতাভী আলাদ্দুররিল মুখতার এবং হাশিয়াতুত তাহতাভী আলাল মারাক্বিল ফালাহ নামক দুটি কিতাব আছে। তা ছাড়া এর সঙ্গে প্রকৃত দাবির কোনো সম্পৃক্ততাও নেই। কেননা দাফনের পূর্বে ঈসালে সাওয়াবের জন্য কোরআন খতম করতে শরয়ী কোনো বাধা নেই। তাই এ ইবারত দ্বারা জানাযার পর সম্মিলিত দু'আ প্রমাণ করার চেষ্টা অযৌক্তিক।

উক্ত বর্ণনাটি বায়হাকী শরীফের চতুর্থ খণ্ড ৪২ নং পৃষ্ঠায় باب ماروى فى الاستغفار والدعاء بين التكبير الرابعة والسلام চতুর্থ তাকবীর ও সালামের মাঝে দু'আ পড়া শিরোনামের অধীনে উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এ অধ্যায় ওই সমস্ত দু'আ ও ইস্তেগফারের ব্যাপারে যা চতুর্থ তাকবীর এবং সালামের মাঝে করা হয়। এই বর্ণনাটি সালামের পূর্বের দু'আ সম্পর্কীয়। তাই তো আমাদের আইম্মায়ে কেরামও এ ব্যাপারে একমত যে উক্ত রেওয়ায়েত জানাযার পরের দু'আ সম্পর্কীত নয়। আর এ বিষয়টি বায়হাকী শরীফের চতুর্থ খণ্ড ৪৩ নং পৃষ্ঠায় باب من قال سلم عن يمينه

Scanned by CamScanner

وعن شماله ডানে-বামে সালাম ফেরানোর অধীনে বর্ণিত উক্ত বর্ণনারই শেষাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয়। তার শেষাংশ হলো ثم سلم عن يمينه وعن شماله সুতরাং উক্ত বর্ণনা দ্বারা জানাযার পর সম্মিলিতভাবে দু'আ প্রমাণ করা অযৌক্তিক। এ ছাড়া উক্ত হাদীসের অনুবাদে "মেয়ের জন্য পৃথক দু'আ করে"–কথাটি নিজের পক্ষ থেকে সংযোজন করা হয়েছে, যা হাদীসে উল্লেখ নেই।

৭. উল্লিখিত ইবারতটির অনুবাদে চতুরতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কারণ দাফনের পূর্বে (জানাযার পরে) অনুবাদের এ অংশটি উক্ত ইবারতে উল্লেখ নেই। তাই দলিলটি মনগড়া বৈ কিছুই নয়। তথাপি উক্ত দলিলে শুধু ফাতেহা ও দু'আ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা কখন? এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। তাই সেটিকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত হবে না।

৮. নিশ্চয়ই দু'আ মৃত ব্যক্তির জন্য রহমতস্বরূপ, তবে তা শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে করতে হবে। কোরআনুল কারীমে যে সমস্ত আয়াতে দু'আ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং যে সমস্ত হাদীসে দু'আর কথা আছে, নিঃসন্দেহে এগুলো নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের সামনেও বিদ্যমান ছিল। যদি উক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর কোনো একটি জানাযার নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ সম্পর্কে হতো, তাহলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জায়েয হওয়ার বর্ণনা দেওয়ার জন্য হলেও জীবনে অন্তত একবার সম্মিলিত দু'আ করে দেখাতেন। অথবা সাহাবায়ে কেরাম এর ওপর আমল করতেন (অথচ তাঁরা করেননি)। তাঁদের দু'আ না করাই এ কথার প্রমাণ যে এই দু'আ কোরআনের আয়াত ও হাদীসগুলোর হুকুম থেকে ভিন্ন। নতুবা তাঁরা শরীয়তের হুকুম অমান্যকারী হতে হবে। নাউযুবিল্লাহ।

৯. দলিল হওয়ার জন্য তো দাবির সাথে সামঞ্জস্য থাকতে হয়। সুন্নাতের দাবিদার তার দাবির সমর্থনে যে দলিল পেশ করেছে, তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ দলিলে বলা হয়েছে, "কবরের কাছে বসে কোরআন শরীফ পড়ায় কোনো ক্ষতি নেই।" এটা তো আমাদের মতেও জায়েয। এর সাথে জানাযার পর দাফনের পূর্বে হাত উঠিয়ে সম্মিলিত দু'আর যে কোনো সম্পর্ক নেই, তা সহজেই অনুমেয়। এমন দলিল পেশ করা হাস্যকর।

Scanned by CamScanner

পরিশিষ্ট

জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে যদি এমন ব্যক্তি উপস্থিত হয়, যার জন্য পুনরায় জানাযার অনুমতি নেই। তাহলে সে একাকী দু'আ করতে পারবে। এমনিভাবে কেউ জানাযার নামায পড়ার পর দাফনের পূর্বে মৃত ব্যক্তির জন্য একাকী মনে মনে মাগফিরাতের দু'আ করতে চাইলে দু'আ করার অবকাশ আছে। কিন্তু যারা নামায পড়েছে, তারাই আবার সম্মিলিতভাবে দু'আ করার কোনো প্রমাণ শরীয়তে নেই। তাই এই দু'আকে সুন্নাত বলার কোনো সুযোগ নেই বরং এটিকে কেউ সুন্নাত বললে বা এটি করা জরুরি মনে করলে, তা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে সহীহ পদ্ধতির ওপর আমল করাই মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা সকলকে তাওফীক দান করুন, আমীন।

দাফনের আগে-পরে সম্মিলিত মুনাজাত

প্রশ্ন : জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে ও পরে সম্মিলিত মুনাজাতের হুকুম কী?

উত্তর : জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে মাইয়্যেতের জন্য সম্মিলিত দু'আ ও মুনাজাত করা শরীয়তসম্মত নয়। দাফনের পর মাইয়্যেতের মাগফিরাতের জন্য দু'আ ও মুনাজাত করা জায়েয আছে। (১৬/৮৬৮/৬৮৪৮)

📖 سنن ابی داود(دار الحديث) ٣/ ١٤٠٢ (٣٢٢١) : عن عثمان بن عفان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: «استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل».

📖 مرقاة المفاتيح (انور بکڈپو) ٤/ ١٧٠ : ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة.

📖 الدرالمختار مع الرد (ایچ ایم سعید) ٢/ ٢٣٧ : وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لحمه.

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ١/ ١٦٦ : ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن ويدعون للميت.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۳۶۷ : حامداً ومصلیاً، یہ ثابت نہیں، قرآن کریم، حدیث شریف اور کتب فقہ میں کہیں اس کا حکم نہیں دیکھا، حالانکہ چھوٹے چھوٹے مستحبات بھی کتب فقہ میں مذکور ہیں، بلکہ بعض کتب میں نماز جنازہ کے بعد دعاء کو منع کیا گیا ہے۔(اس لئے کہ نماز جنازہ خود میت کے لئے دعاء ہے)۔

জানাযার দু'আর চেয়ে পরের দু'আ উত্তম?

প্রশ্ন : নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন ফতুল্লা থানায় অন্তর্গত সস্তাপুরে একটি জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং জানাযার শেষে ওই স্থানে দাঁড়িয়েই ইমাম সাহেব দীর্ঘ সময় দু'আ করেন। পরবর্তীতে ইমাম সাহেবকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, জানাযার নামাযের দু'আর চেয়ে নামাযের পরের দু'আই অতি উত্তম। উল্লিখিত মাসআলার সঠিক সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য মুফতী মহোদয়ের নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

উত্তর : মূলত জানাযার নামাযই শরীয়ত নির্ধারিত পরিপূর্ণ একটি দু'আ। তাই জানাযার নামাযের সালাম ফেরানোর পর সেখানে দাঁড়িয়ে সম্মিলিতভাবে দ্বিতীয়বার মুনাজাত করা ভিত্তিহীন, শরীয়তে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই সমস্ত ফিকাহবিদ এ মুনাজাতকে ভিত্তিহীন ও বর্জনীয় বলে মত ব্যক্ত করেছেন। হ্যাঁ, মৃত ব্যক্তির দাফনকার্য শেষ করার পর সেখানে দাঁড়িয়ে তার রূহের মাগফিরাতের জন্য কিছুক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করা এবং তার জন্য দু'আ-মুনাজাত ও ইস্তেগফার করা শরীয়ত সমর্থিত এবং মুস্তাহাব। হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেবের কথা ভিত্তিহীন হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য হবে না। (১১/৫৭৬/৩৬৪৩)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲/ ۲۱۰ : فقد صرحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هي الدعاء للميت إذ هو المقصود منها.

📖 البزازية مع الهندية (زكريا) ٤/ ٨٠ : لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنائز لأنه دعاء مرة لأن اكثرها دعاء.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٥ : لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی(ایچ ایم سعید) ۱ / ۳۳۶ : نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وتابعین سے ثابت نہیں، اس لئے فقہاء اسے ناجائز اور مکروہ فرماتے ہیں چنانچہ تیسری صدی ہجری کے فقیہ امام ابو بکر بن حامد فرماتے ہیں ان الدعاء بعد الصلاۃ الجنازۃ مکروہ (فوائد بہیہ ۱/ ۱۵۲) ۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۴/ ۹۷ : نماز جنازہ کے بعد متصل ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور نماز جنازہ خود ہی دعا ہے ہاں لوگ اپنے اپنے دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے دعائے مغفرت کرتے رہیں تو یہ جائز ہے اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا بدعت ہے۔

কোরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আয় পরিবর্তন করা

প্রশ্ন : অনেক আলেমকে দেখা যায়, কোরআন ও হাদীসে যেভাবে দু'আ লেখা আছে তার বিপরীতে পড়ে থাকেন। যেমন : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا এর স্থলে رب ارحمهما كما ربيانا صغارا পড়েন। অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত আছে اللهم اجرني من النار এ স্থলে اللهم اجرنا من النار পড়েন। এভাবে কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় একবচনকে বহুবচন বানিয়ে দেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, সমবেতভাবে দু'আর সময় এরূপ করলে কোনো অসুবিধা নেই। প্রশ্ন হলো, এরূপ পরিবর্তন করে পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : নামাযের বাইরে সম্মিলিত দু'আর সময় কোরআন-হাদীসে একবচন দ্বারা উল্লিখিত দু'আসমূহকে বহুবচন বানিয়ে পড়ার প্রয়োজন হয় না, বরং উক্ত দু'আগুলো সবার নিয়্যাতে পড়লেই যথেষ্ট হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও বহুবচন বানিয়ে পড়লে জায়েয হবে। (৮/১৯৫/২০৬৩)

📖 شرح الاشباه للحموى (دار الكتب العلمية) ١/ ٩١ : قالوا إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد إلخ، المراد من القرآن في كلامه ما يشمل على دعاء وذكر.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۵۱ : سوال—احادیث میں بعض دعاؤں میں واحد متکلم کا صیغہ ہے، اجتماعی دعاؤں میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال کرنا درست ہے یا نہیں، مثلا اهدنی کی جگہ اهدنا.

الجواب-درست ہے۔

কোরআনের দু'আয় শাব্দিক পরিবর্তন

প্রশ্ন : মুনাজাতে رب ارحمهما كما ربياني صغيرا সাথে সাথে মাঝে মাঝে رب ارحمهما كما ربيانا صغارا পড়া অর্থাৎ ربيانا এবং صغارا কে বহুবচন হিসেবে পড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কোরআন মাজীদের আয়াতকে দু'আ হিসেবে পড়া হলে বহুবচন ব্যবহার করা আপত্তিকর নয় বিধায় তা জায়েয বলে বিবেচিত। (১১/৯১৫/৩৭৭৬)

📖 الاشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ٢/ ٤٣ : القاعدة : القرآن يخرج عن القرآنية بقصد الثناء فلوقرأ الجنب بقصد الثناء لم يحرم.

আল্লাহ তা'আলাকে মানুষের ন্যায় সম্বোধন করে দু'আ করা

প্রশ্ন : "হে আল্লাহ! আমারে বেহেশতের মধ্যে একটু জায়গা দিলে তোমার কি কোনো ক্ষতি হবে"—এরূপ মুনাজাত করা জায়েয কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য কোরআন ও হাদীস শরীফের পরিপন্থী নয় বিধায় এরূপ মুনাজাত করা জায়েয। তবে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত বাক্য দ্বারা মুনাজাত করা উত্তম। (৭/৬৩/১৫২১)

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٢/ ٧٧ (٣٠٠) : عن ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

Scanned by CamScanner

عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات، ثم قال: «اللَّهُمَّ أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام».

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٩٣ : ويجوز أن يقول في الدعاء: بدعوة نبيك، هكذا في الخلاصة. والدعاء المأذون فيه والمأثور به ما استفيد من قوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} كذا في المحيط.

টুং-টাং ও রং-ঢং করে দু'আ করা

প্রশ্ন : মুনাজাত দীর্ঘায়িত এবং গলার স্বর কর্কশ ও ভাংগি করা যেমন, হা.. হা... রে আল্লাহ...... রে, জাম'আতে নামাযের পর এরূপ মুনাজাত করা জায়েয কি না?

উত্তর : ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হওয়ার কথা হাদীস শরীফে আছে। তবে মুনাজাতকে এত বেশি দীর্ঘায়িত করা বা উচ্চস্বরে মুনাজাত করা, যাতে অন্যের নামাযে বা ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে যে নামাযের পর সুন্নাত রয়েছে উলামায়ে কিরামগণ নিষেধ করেছেন। অন্যদিকে দু'আর মধ্যে বেশি টুং-টাং, রং-ঢং, হায়-হু ইত্যাদি করা সুন্নাতের পরিপন্থী, তাই সকল ইমাম সাহেবের জন্য দু'আর আদব রক্ষা করার চেষ্টা করা অতি প্রয়োজন। (৭/৬৩/১৫২১)

📖 تفسير الرازي (دار إحياء التراث) ١٤/ ٢٨١ : واعلم أن الإخفاء معتبر في الدعاء، ويدل عليه وجوه: الأول: هذه الآية فإنها تدل على أنه تعالى أمر بالدعاء مقرونا بالإخفاء، وظاهر الأمر للوجوب، فإن لم يحصل الوجوب، فلا أقل من كونه ندبا.

ثم قال تعالى بعده: إنه لا يحب المعتدين والأظهر أن المراد أنه لا يحب المعتدين في ترك هذين الأمرين المذكورين، وهما التضرع والإخفاء، فإن الله لا يحبه ومحبة الله تعالى عبارة عن الثواب، فكان المعنى أن من ترك في الدعاء التضرع والإخفاء، فإن الله لا

Scanned by CamScanner

يثيبه البتة، ولا يحسن إليه، ومن كان كذلك كان من أهل العقاب لا محالة، فظهر أن قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين كالتهديد الشديد على ترك التضرع والإخفاء في الدعاء.

📖 ردالمحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٥٠٧ : وأما الأدعية والأذكار فبالخفية أولى.

قلت: ويؤيده قوله في السراج ويجتهد في الدعاء. والسنة أن يخفي صوته لقوله تعالى {ادعوا ربكم تضرعا وخفية}.

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ٧/ ٣٢٦ : وقد فسر الاعتداء بتكلف السجع، وقال بعضهم هو طلب مما لا يليق به كرتبة الانبياء والصعود الى السماء، وقيل : هو الصياح فى الدعاء۔

মাসনূন দু'আসমূহ একজন পড়া ও সবাই আমীন বলা

প্রশ্ন : রোগী দেখার সময় একজন দু'আ পড়া অন্য সবাই 'আমীন' 'আমীন' বলা, তদ্রূপ খানার শেষে একজন اكل طعامكم الابرار বলা আর বাকি সবাই 'আমীন' বলার কোনো ভিত্তি শরীয়তে আছে কি না? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : সাধারণত দু'আ চুপে চুপে পড়া উত্তম। তাই প্রত্যেকে চুপে চুপে দু'আ পড়বে। কোনো কোনো দু'আ বড় আওয়াজে পড়া উত্তম। যেমন : রোগী দেখার দু'আ, দাওয়াতের খানায় اكل طعامكم الابرار পড়া। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজে নিজে পড়ার চেষ্টা করবে, তা সত্ত্বেও একজন আওয়াজ করে পড়লে সঙ্গীগণ 'আমীন' বললে হয়ে যাবে। তবে যে ক্ষেত্রে চুপে পড়ার কথা, সেখানে আওয়াজ করে পড়তে চাইলে অন্যদেরকে স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে পড়া যাবে যে এ সময় এই দু'আ পড়া সুন্নাত (৭/৭৬৫/১৮২১)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ٥٥٦ (١٧٤٧) : عن عبد الله بن الزبير، قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ، فقال: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة».

Scanned by CamScanner

📖سنن ابی داود (دار الحديث) ٣/ ١٣٥٧ (٣١٠٦) : عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من عاد مريضا، لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض ".

📖مجمع الزوائد (مكتبة القدسي) ٩/ ٣٠١ : عن سعد بن أبي وقاص: أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تدعو الله؟ فخلوا في ناحية، فدعا سعد فقال: يا رب، إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، أقاتله ويقاتلني فيك، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه. فأمن عبد الله بن جحش، ثم قال: اللّٰهُمَّ ارزقني رجلا شديدا حرده، شديدا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك - صلى الله عليه وسلم - فتقول: صدقت قال سعد: يا بني، كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار، وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط» . رواه الطبراني.

📖الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٩٣ : إذا دعا بالدعاء المأثور جهرا ومعه القوم أيضا ليتعلموا الدعاء لا بأس به، وإذا تعلموا حينئذ يكون جهر القوم بدعة، كذا في الوجيز للكردري .

📖مجالس ابرار ص ٣٦٤ : ارشاد فرمایا کہ: دعا میں جہر تعلیما اور تذکیرا جائز ہے لیکن جب تعلیم ہو جاوے تو بدون ضرورت جہر اکروہ ہے عالمگیری میں تصریح موجود ہے فقط۔

Scanned by CamScanner

শোয়ার দু'আ কখন পড়তে হবে?

প্রশ্ন : শোয়ার দু'আ শুয়ে পড়তে হয়, নাকি শোয়ার পূর্বে বসা অবস্থায় পড়তে হয়?

উত্তর : হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী, ডান কাত হয়ে শুয়ে চেহারার নিচে হাত রেখে ঘুমানোর প্রাক্কালে দু'আগুলো পড়বে। (৬/৪৬/১০৭২)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٥ / ٣٩٩ (٣٣٩٩) : عن البراء بن عازب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسد يمينه عند المنام، ثم يقول: «رب قني عذابك يوم تبعث عبادك».

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ١٧٥ (٦٣١٤) : عن حذيفة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل، وضع يده تحت خده، ثم يقول: «اللّٰهُمَّ باسمك أموت وأحيا» وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور».

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ١٧٧ (٦٣٢٠) : عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك رب وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين " -

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ١٧٥ (٦٣١٣) : عن البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا، فقال: " إذا أردت مضجعك، فقل: اللّٰهُمَّ أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ...

Scanned by CamScanner

উসিলা দিয়ে দু'আ করার হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক আলেমকে এভাবে মুনাজাত করতে শোনা যায় যে, "হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় হাবীব জনাব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এবং তাঁর হাতে গড়া সোয়া লক্ষ সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, আঈম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ চার মাযহাবের ইমাম এবং পীর-মাশায়েখের উসিলায় আমাদের সকলের জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দাও। একজন আলেম বলেন, এভাবে মুনাজাত করা জায়েয নেই। কেননা কোনো সাহাবী তাবেঈ নবীজির উসিলা দিয়ে গোনাহ মাফের প্রার্থনা করেননি। অন্য আলেম তাঁর বক্তব্য নাকচ করে বলেন, কোরআনে উল্লেখ আছে وابتغوا اليه الوسيلة। এখন আমার জানার বিষয় হলো,

ক. কোন কোন উসিলা দিয়ে দু'আ করা জায়েয আছে?

খ. বর্ণিত মুনাজাত কতটুকু বৈধ?

গ. উল্লিখিত আয়াতের সঠিক ব্যাখা কী?

ঘ. উসিলা সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য কী?

উত্তর : ক ও খ : উল্লিখিত ইমাম সাহেবের দু'আ সঠিক ও বৈধ। কেননা তিনি নবী করীম (সা.), সাহাবী, তাবেঈনসহ যাঁদের উসিলা দিয়ে দু'আ করেছেন, তার অর্থ হলো এ সকল আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মুহাব্বত, ইবাদত ও সাওয়াবের কারণ। অন্যদিকে যেকোনো ইবাদতকে উসিলা দিয়ে দু'আ করার বৈধতা সকল মাযহাবের সর্বস্তরের উলামাদের ঐকমত্যে বৈধ। তাই ইমামের মুনাজাতটিও বৈধ। যাঁরা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁরা বিষয়টিকে সঠিকভাবে বোঝেননি। (১৬/৬৯৭/৬৭৪৯)

📖 تفسير روح المعاني (دار الحديث) ٣/ ٤٢١ : وبعد هذا كله أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى حيا وميتا، ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى، مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته، فيكون معنى قول القائل: إلهي أتوسل بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تقضي لي حاجتي، إلهي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي، ولا فرق بين هذا وقولك: إلهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذا.

Scanned by CamScanner

গ: আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, وتقربوا اليه بطاعته واعملوا بما يرضيه । অর্থাৎ, আল্লাহর বিধিবিধান পালন ও তাঁকে রাজি করার মতো আমলের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করো। এ আয়াতের মর্মার্থের মধ্যে নেককার আল্লাহওয়ালাদের ভালোবাসাটিও অন্তর্ভুক্ত। তাই এ আয়াত দ্বারাও উসিলা ধরার প্রমাণ পেশ করা যায়।

📖 تفسير الطبرى (المكتبة التجارية) ٤/ ٢٢٦ : عن قتادة قوله:"وابتغوا إليه الوسيلة"، أي: تقربوا إليه بطاعته والعملِ بما يرضيه.

📖 الدر المنثور(مكتبة الرحاب) ٢/ ٥٣٧ : واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله وابتغوا اليه الوسيلة قال تقربوا الى الله بطاعته والعمل بما يرضيه.

ঘ. উসিলা ধরে দু'আ করা আল্লাহর গুণের দ্বারা হলে সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ এবং কোনো নেক আমল বা ইবাদতের দ্বারা হলেও সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। নবীজির সত্তা ও ওলী-বুজুর্গদেরকে উসিলা হিসেবে ব্যবহার করার ব্যাপারে কেউ কেউ আপত্তি করলেও এর সঠিক ব্যাখ্যা حب النبي وحب الصالحين অর্থাৎ "নবী ও ওলীগণের ভালোবাসা" হওয়ায় চার মাযহাবসহ সকল যুগের হক্বপন্থী উলামাদের দৃষ্টিতে তা বৈধ।

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣ / ٢١ (٣٧١٠) : عن أنس رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب ﷺ، كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: «اللَّهُمَّ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسّل إليك بعم نبينا فاسقنا» قال: فيسقون.

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥/ ٢٨٨ (٣٥٧٨) : عن عثمان بن حنيف، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني قال: «إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك». قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك

Scanned by CamScanner

محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللَّهُمَّ فشفعه في».

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উসিলায় দু'আ করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উসিলা দিয়া মুনাজাত করাকে বিদ'আত বলেছেন। যেমন–আমরা বলে থাকি, ইয়া আল্লাহ! রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উসিলায় আমাদের গোনাহ মাফ করেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উসিলা দিয়ে দু'আ করা বিদ'আত তো নয়ই বরং এ রকম দু'আ আল্লাহর দরবারে কবূল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা বলে উলামায়ে কেরাম এ দু'আকে উত্তম বলেছেন। (৫/৪০৫/৯৯৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٢٥٥ (١٠١٠) : عن أنس بن مالك، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: «اللَّهُمَّ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»، قال: فيسقون.

📖 فيض القدير(المكتبة التجارية) ٢ /١٣٤ : قال السبكي: ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي إلى ربه ولم ينكر ذلك أحد من السلف ولا من الخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم قبله وصار بين أهل الإسلام مثله.

📖 ردالمحتار(ايج ايم سعيد) ٦ / ٣٩٧ : ذكر العلامة المناوي في حديث «اللَّهُمَّ إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة» ... ... وقال السبكي: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية.

Scanned by CamScanner

"আপনার দু'আয় ভালো আছি" বলা শিরক নয়

প্রশ্ন : কারো উসিলা দিয়ে দু'আ করা জায়েয আছে কি না? যেমন–"আল্লাহ হযরত শাহ্ জালাল (রা.)-এর উসিলায় আমার দু'আ কবুল করো।" কেউ যদি বলে, "হুজুর আপনার দু'আয় বা দু'আর বরকতে ভালো আছি" তাহলে শিরক হবে কি না?

উত্তর : উসিলার মাধ্যমে দু'আ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তাই নিঃসন্দেহে জায়েয। যদি কেউ নাজায়েয বলে সে মূর্খ। প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য বলা শিরক হবে না। যদি কেউ শিরক বলে তার কথা ঠিক নয়। (৩/৮৪/৪৬৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣ / ٢١ (٣٧١٠) : عن أنس رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب، كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: «اللَّهُمَّ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» قال: فيسقون.

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥/ ٣٨٨ (٣٥٧٨) : عن عثمان بن حنيف، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني قال: «إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك» . قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللَّهُمَّ فشفعه في».

📖 ردالمحتار(ايچ ايم سعيد) ٦/ ٣٩٧ : وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصن.

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে কুবায় কী দু'আ করতেন

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক সপ্তাহে মসজিদে কুবায় গিয়ে কী দু'আ করতেন?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রায় প্রত্যেক শনিবার দিন মসজিদে কুবায় যেতেন ও সেখানে নামায আদায় করতেন এবং উক্ত নামাযের ফজীলত একটি উমরার সমান বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। তবে বিশেষ কোনো দু'আ করার কথা হাদীসে উল্লেখ নেই। (১৭/৩০৯/৭০৬৬)

📖 صحيح البخارى(دار الحديث) ١ / ٣٠٣ (١١٩٣) : عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت، ماشيا وراكبا» وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «يفعله».

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ١/ ٤٧٤ (٦٩٨) : عن محمد بن سليمان الكرماني قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال: قال أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خرج حتى يأتي هذا المسجد - مسجد قباء - فصلى فيه كان له عدل عمرة».

বিশেষ একটি দু'আর ফজীলত

প্রশ্ন : اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

উপরোক্ত দু'আটি সকাল-বিকাল তিনবার পড়লে আল্লাহ তা'আলা ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন পাঠকারীর মাগফিরাত কামনার জন্য। পাঠকারীকে শাহাদাতের দরজা দান করবেন। উপরোক্ত দু'আটি ও এর ফজীলত কতটুকু সহীহ? সহীহ হাদীস শরীফের আলোকে জানতে ইচ্ছুক। দু'আটির অন্য কোনো ফজীলত থাকলে তাও জানালে ভালো হবে।

উত্তর : উক্ত দু'আটির ব্যাপারে প্রশ্নে বর্ণিত ফজীলত কোনো হাদীসে পাওয়া যায়নি। তবে মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৪৭ নং পৃষ্ঠায় ও তিরমিযী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড ১৮২ নং

Scanned by CamScanner

পৃষ্ঠায় একটি হাদীসে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি কোনো স্থানে গমন করে উক্ত দু'আটি পড়বে, সেখান থেকে স্থানান্তর হওয়া পর্যন্ত কোনো কিছুই তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না এবং তিরমিযী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড ২০১ নং পৃষ্ঠায় উক্ত দু'আর আরেকটি ফজীলত পাওয়া যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি সন্ধ্যায় উক্ত দু'আটি তিনবার পাঠ করে তাহলে ওই রাত্রে তাকে কোনো বিষাক্ত প্রাণী ক্ষতি করতে পারবে না। (৮/৮২৮/২৩৬৪)

📖 صحيح مسلم (دار إحياء التراث) ٤/ ٢٠٨٠ (٢٧٠٨): عن خولة بنت حكيم السلمية، تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء، حتى يرتحل من منزله ذلك " -

📖 سنن الترمذي (مكتبة الاتحاد) ٢/ ٢٠١ : عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قال حين يمسي ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة تلك الليلة " -

Scanned by CamScanner

الدعوة والتبليغ

দাওয়াত ও তাবলীগ

তাবলীগের প্রকার ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : পবিত্র কোরআনের আয়াত ادع الى سبيل ربك এবং وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ইত্যাদি আয়াতসমূহ থেকে সাধারণত আমরা বুঝি দাওয়াত ও তাবলীগ ওয়াজিব কিংবা ফরয। প্রশ্ন হলো,

ক. কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে 'দাঈ' ও 'মাদঊ' হিসেবে তাবলীগের প্রকার ও পদ্ধতি কী কী? এবং তার হুকুম কী?

খ. কী পরিমাণ তাবলীগ করলে বলা যাবে যে বান্দা আল্লাহ কর্তৃক দাওয়াতের হুকুম আদায় করেছে? কোরআন ও হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : আমর বিল মা'রূফ নাহি আনিল মুনকার বা দাওয়াত ও তাবলীগ ফরযে কেফায়া দুটি শর্ত সাপেক্ষে– ১. মাদঊর তা কবুল করা নিশ্চিত হওয়া। ২. নির্যাতিত হওয়া থেকে শংকামুক্ত হওয়া। এ অবস্থায় কোনো মহল্লায় কোনো একজন এ কাজটি করলে বাকি সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও কেউ করলে সাওয়াবের অধিকারী হবে, না করলে গোনাহগার হবে না। তবে মন্দ কাজের প্রতি অন্তরে ঘৃণা করা সর্বাবস্থায় জরুরি। ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে একবার করার দ্বারা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। (১৮/১৫৪/৭৪৯)

📖 المنهاج شرح مسلم (دار الغد الجديد) ٢ / ٢٣ : ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به الا هو أولا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف، قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن

Scanned by CamScanner

المنكر لكونه لا يفيد في ظنه ، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٥٢ : ذكر الفقيه في كتاب البستان أن الأمر بالمعروف على وجوه إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون ذلك منه ويمنعون عن المنكر فالأمر واجب عليه ولا يسعه تركه ولو علم بأكبررأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه فتركه أفضل، وكذلك لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فتركه أفضل، ولو علم أنهم لو ضربوه صبر على ذلك ولا يشكو إلى أحد فلا بأس بأن ينهى عن ذلك وهو مجاهد ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف منه ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر أفضل كذا في المحيط.

📖 مجالس ابرار ص ٢٧٦ : (مسئلہ ۴) نصیحت کے فرض ہونیکی دو شرطیں ہیں اول یہ کہ قبولیت یقین ہو دوسرے یہ کہ ضرر سے امن ہو جب یہ دونوں باتیں ہونگی تو نصیحت فرض ہوگی ورنہ نہیں (مرقاۃ، عالمگیریہ) ...

مسئلہ ۱۲- جس پر نصیحت تھی اس نے مبتلائے منکر کو نصیحت کردی مگر اس نے قبول نہ کیا تو اب اس کے بعد اس پر نصیحت کرنا فرض نہیں...

مسئلہ ۲۰- جو شخص بوجہ عدم قدرت یا مفسدہ کے اندیشہ سے نصیحت نہ کرے اور ایسے منکر کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ نجات پانے والے مومنین سے ہے.

খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল উৎখাতে করণীয়

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল আছে। এই স্কুলে মুসলমানদের গরিব ছেলে-মেয়েদেরকে বিভিন্ন ধরনের টাকা-পয়সা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তারপর এলাকার কিছুসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই মিশনারিকে উৎখাত করার জন্য একটি কর্মসূচি হাতে নেয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা শরীয়তের

Scanned by CamScanner

দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি? আর যারা এতে আহত বা নিহত হবে, তারা জিহাদের সাওয়াব পাবে কি?

উত্তর : বাংলাদেশের মতো একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভয়াবহ অপতৎপরতা মূলত ইসলাম, মুসলমান ও দেশের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র। এদের বিরুদ্ধে আপনাদের নেওয়া কর্মসূচি একটি যুগোপযোগী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। তবে কর্মসূচিটি শরীয়তসম্মত হতে হবে এবং লক্ষ রাখতে হবে, যাতে মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জতের ক্ষতি না হয়। যে এলাকার মুসলমানদের ছেলেমেয়েদের দিয়ে এ ধরনের স্কুল পরিচালিত হয়, ওই এলাকার মুসলমান নর-নারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঈমানের হেফাজত এবং খ্রিস্টানদের দেখানো লোভ-লালসা হতে বাঁচার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হোক। তদসঙ্গে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো হোক। এতেও যদি কোনো কাজ না হয় তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে; যদি জান-মালের ক্ষতির আশংকা না থাকে। (১/৩০৪/১২৫)

📖 اصول الدعوة (مؤسسة الرسالة) ١/ ١٩٩ : أمَّا الاحتساب باليد أو بالقول فهذا يجب بالقدرة على هذا النوع من الاحتساب، بشرط أن يأمن المحتَسِب على نفسه من الأذى والضرر، كما يأمن على غيره المسلمين من الأذى والضرر.

📖 فيه ايضا ١ / ٢٠٢ : أما إذا لم يقم وليّ الأمر بما ذكرنا، جاز أو وجب على المسلمين القيام بمهمة الاحتساب، وتهيئة المحتسبين والإنفاق عليهم، على أن يقوموا بالاحتساب في حدود الوعظ والإرشاد والتذكير فقط، دون استعمال العنف؛ لئلًا يؤدي ذلك العنف إلى الفوضى والفتنة.

📖 معارف القرآن ٢ / ١٢٨

Scanned by CamScanner

শিখা চিরন্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধরন

প্রশ্ন : শিখা চিরন্তনকে কেন্দ্র করে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে লংমার্চ ও জিহাদের ডাক দেওয়া কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : শিখা চিরন্তন বা যেকোনো শরীয়তবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে শরীয়তসম্মত উপায়ে সাধ্যানুযায়ী প্রতিবাদ করা জরুরি, শরীয়তবিরোধী পন্থায় নয়। (৬/২৮৩/১০২৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٢ : ذكر الفقيه في كتاب البستان أن الأمر بالمعروف على وجوه إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون ذلك منه ويمنعون عن المنكر فالأمر واجب عليه ولا يسعه تركه ولو علم بأكبررأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه فتركه أفضل، وكذلك لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فتركه أفضل، ولو علم أنهم لو ضربوه صبر على ذلك ولا يشكو إلى أحد فلا بأس بأن ينهى عن ذلك وهو مجاهد ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف منه ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر أفضل كذا في المحيط.

মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজনকে দ্বীনি দাওয়াত

প্রশ্ন : আমার মা ব্যাংকে চাকরি করেন পর্দা করেন না, এখন আমার কী করণীয়? বাবাও চাকরি করেন এবং তাঁর আয় সংসার চলার মতো, আলহামদুলিল্লাহ। তিনি একটি ফ্ল্যাট ব্যাংক থেকে লোন (সুদভিত্তিক) নিয়ে তৈরি করেন প্রায় ৫-৬ বছর আগে। এখন আবার মা ব্যাংক থেকে সুদে লোন নিয়ে বাড়ি করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং কার্যক্রমও শুরু হয়ে গেছে। আমি অনেক বোঝানোর পরও কাজ হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে আমার কী করণীয়? বাসায় টিভি নষ্ট হয়ে গেছে তাই নতুন টিভি কেনার পরিকল্পনা চলছে। নিষেধ করার পরও কোনো কাজ হচ্ছে না। আমাদের বাসা পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা চলছে। সেখানে গেলে আমার মহিলা আত্মীয়দের আনাগোনা বেশি হবে, যাতে পর্দার ব্যাঘাত ঘটবে। এ ক্ষেত্রে আমার কী করণীয়? আমার ছোট ভাই একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। তার পড়ার খরচ মা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে

Scanned by CamScanner

দিচ্ছেন, সে এখন প্রথমবর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারে আছে। তার ব্যাপারে আমার কী করণীয়?

উত্তর : ইসলামের বিধানসমূহের মধ্যে অন্যতম বিধান হলো, পর্দা করা হালাল তরীকায় জীবিকা অর্জন করা, সুদ-ঘুষ থেকে বিরত থাকা। টিভি-সিনেমাসহ সকল প্রকার অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা। প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী আপনার করণীয় হলো, মাতা-পিতাসহ আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যারা পর্দা করে না, তাদেরকে পর্দা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং পর্দা না করলে যে সমস্ত ভয়াবহ গোনাহের কথা রয়েছে, সে সম্পর্কে দাওয়াতী পন্থায় অবহিত করা। সুদ, ঘুষ, টিভি, সিনেমা দেখার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বলতে থাকা। এতে অবশ্যই আপনি হিকমত (কৌশল) আদব এবং দাওয়াতের নিয়মনীতির সহিত কাজ করে যাবেন এবং সুদি ব্যাংকের কার্যক্রমের ভয়াবহ ক্ষতির দিক সম্পর্কে বোঝাবেন। আর তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকবেন। এর পরও যদি কেউ আপনার কথা অমান্য করে তাহলে আল্লাহর কাছে আপনার কোনো জবাবদিহিতা থাকবে না। (১০/৯৫৪/৩৩৯৭)

📖 ردالمحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٧٨ : إذا رأى منكرا من والديه يأمرهما مرة، فإن قبلا فبها، وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما.

📖 فيه ايضا ١ / ٣٥٠ : مطلب في الأمر بالمعروف (قوله: فالأمر بالمعروف على هذا) كذا في الخانية، وفي فصول العلامي وإن علم أنه لا يتعظ ولا ينزجر بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوج أو والد له قدرة على المنع لا يلزمه ولا يأثم بتركه، لكن الأمر والنهي أفضل، وإن غلب على ظنه أنه يضر به أو يقتله؛ لأنه يكون شهيدا.

قال تعالى {أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك}

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبہ امدادیہ) ۷/ ۲۱۳ : ماں باپ اگر کافر بھی ہوں ان کی بے ادبی، توہین، تذلیل اور بے باکی کے ساتھ گفتگو کرنا جائز نہیں بلکہ ان کا ادب

Scanned by CamScanner

واحترام بہر صورت لازم ہے۔ لیکن والدین اگر غلط کام کا حکم کریں تو اس میں ان کی اطاعت حرام ہے، حدیث میں ہے جس کام میں اللہ تعالی کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، ان دونوں باتوں کو جمع کرنا بڑا صبر آزما امتحان ہے کہ غلط کار والدین کی بے ادبی بھی نہ کی جائے اور گناہ کے کام میں ان کی اطاعت بھی نہ کی جائے۔

মন্দ কাজের প্রতিবাদ হাতে করা

প্রশ্ন : নোয়াখালীর একটি এলাকায় ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সালিসি কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে কেউ এলাকায় টিভি আনতে পারে না। কারো মনে চাইলে সে অন্যত্র গিয়ে দেখে আসবে। এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছে। হঠাৎ একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ঘরে টিভি এনে পাড়া-প্রতিবেশী ও ছেলেমেয়েদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এমতাবস্থায় টিভি সরানোর জন্য এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিষেধ, চিঠি ইত্যাদি পাওয়ার পরও তিনি ঘর থেকে টিভি বের করেননি। যার ফলে একদল ছাত্র একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর টিভি ভেঙে দেয়। এর পর থেকে এলাকার কেউ আর টিভি আনতে সাহস করে না। কিন্তু একজন মুহাদ্দিস সাহেব উক্ত ঘটনা শোনার পর বলেন, "ছাত্রদের এটা করা ঠিক হয়নি, তাদের গোনাহ হয়েছে। বরং তাদের তাবলীগ করা উচিত ছিল।" দলিল দেন, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده "হাতে প্রতিহত করা রাষ্ট্রের কাজ" অন্যরা করলে গোনাহ হবে। প্রশ্ন হলো, বাস্তবেই কি তারা গোনাহ করেছে? উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা কী? আমি উক্ত এলাকার আলেম হিসেবে ছাত্রদের কি এ কাজ থেকে নিষেধ করব? এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাওবা করতে বলব?

উত্তর : সামর্থ্য থাকা, অর্থাৎ আক্রান্ত হওয়ার আশংকা না থাকার শর্তে খারাপ কাজের প্রতিরোধ করা প্রত্যক্ষদর্শী সকলেরই দায়িত্ব, শুধুমাত্র শাসকের দায়িত্ব নয়। তবে সাধারণে করলে যদি নিজে আক্রান্ত হওয়ার ভয় হয় এবং তা সহ্য করতে পারবে না বলে মনে হয়, তখন প্রতিরোধ না করা মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে আক্রান্ত হলে তা সহ্য করার মতো যোগ্যতা থাকলে প্রতিরোধ করা মুস্তাহাব। সুতরাং শরয়ী নীতিমালা অনুযায়ী প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা মতে যেসব ছাত্র প্রতিরোধ করেছে, তারা গোনাহ করেছে বলার সুযোগ নেই বরং এর দ্বারা সাওয়াব পাবে। (১৩/২৬০)

📖 مرقاة المفاتيح (انور بکڈپو) ٨ / ٨٦٠ : (عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من رأى) أي: علم

Scanned by CamScanner

(منكم منكرا) أي: في غيره من المؤمنين، والخطاب للصحابة أصالة ولغيرهم من الأمة تبعا، وفي الإتيان بمن التبعيضية إشعار بأنه من فروض الكفاية، وإيماء إلى أنه لا يباشره إلا من يعرف مراتب الإحسان وتفاوت المنكرات، ويميز بين المتفق عليه والمختلف فيه منها، وهذا المعنى مقتبس من قوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} وخلاصة الكلام: من أبصر ما أنكره الشرع (فليغيره بيده) أي: بأن يمنعه بالفعل بأن يكسر الآلات ويريق الخمر ويرد المغصوب إلى مالكه، (فإن لم يستطع) أي: التغيير باليد وإزالته بالفعل، لكون فاعله أقوى منه (فبلسانه) أي: فليغيره بالقول وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه، وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٢ : ذكر الفقيه في كتاب البستان أن الأمر بالمعروف على وجوه إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون ذلك منه ويمنعون عن المنكر فالأمر واجب عليه ولا يسعه تركه ولو علم بأكبررأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه فتركه أفضل، وكذلك لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فتركه أفضل، ولو علم أنهم لو ضربوه صبر على ذلك ولا يشكو إلى أحد فلا بأس بأن ينهى عن ذلك وهو مجاهد ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف منه ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر أفضل كذا في المحيط.

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ٥ / ١١٣ : وقال التمرتاشي: يجوز التعزير الذي يجب حقا لله تعالى لكل ... ... وهذا لأنه من باب إزالة المنكر باليد. والشارع ولى كل أحد ذلك حيث قال «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه» الحديث.

Scanned by CamScanner

📖 مجالس ابرار ص ٢٧٦ : اگرایسی صورت ہے کہ سوائے کسی خاص شخص کے بری بات سے کوئی اور نہیں روک سکتا ہے اچھی بات کی تلقین نہیں کر سکتا ہے پھر تو اس خاص شخص پر اصلاح فرض عین ہو جاتی ہے جیسے وہ شخص کہ کسی برائی کو ویسی جانتا ہے اور وہی قدرت اصلاح رکھتا ہے.

প্রচলিত তাবলীগ জামাত সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন : ,আমাদের গ্রামে একটি নতুন জামে মসজিদ হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে স্থানীয় তাবলীগী মুরব্বিদের পরামর্শে একটি জামাত ওই নতুন মসজিদে আসে। আসার পর তারা মসজিদে অবস্থান করলে মসজিদের ইমাম তাদেরকে অন্যত্র চলে যেতে বলেন এবং কয়েকজন মুসল্লিও তাদের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। ইমাম সাহেব বলেন, আমাদের মহল্লায় তাবলীগ আসার প্রয়োজন নেই, কারণ মহল্লাবাসী সবাই মুসলমান। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। আবার অন্য এক আলেম বলেন, তারা আসতে পারে; কিন্তু রাত্রে মসজিদে থাকতে পারবে না। তিনি তাবলীগ জায়েয কি না এ ব্যাপারে মসজিদ কমিটির সাথে কথা বলেন। এবং বলেন যে উক্ত গ্রামের একটি সরকারি আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম বলেছেন, এই গ্রামে যেন তাবলীগ না আসতে পারে। তাঁর কথা অনেকেই বিনা ব্যাখ্যায় গ্রহণ করে নিয়েছেন। আর মসজিদের ইমাম সাহেবও এ কথা সবাইকে বলেছেন যে তাবলীগ আসার ফলে সৃষ্টি হওয়া এই বিবাদের কারণে মহল্লাবাসী বিভক্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। মহল্লাবাসীর মধ্যে অনেকেই তাবলীগ ও মসজিদে তাবলীগ জামাতের রাত্রি যাপনের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। মোটকথা, এখানে একটি ঘোলাটে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং আলোচ্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উদয় হয়েছে। তাই আমরা এই সমস্যা হতে পরিত্রাণ পেতে মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হয়েছি। আমরা তাবলীগ জামাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর দলিলভিত্তিক সুষ্ঠু সমাধান চাই।

১. তাবলীগ জামাত কী? তাদের ইতিহাস অর্থাৎ কিসের ওপর ভিত্তি করে এর প্রবর্তন? বিস্তারিত জানতে চাই।
২. তাবলীগ জামাতের কাজ কী? তাদের কাজের সাথে নবীজির ধর্মপ্রচার কাজের কোনো মিল আছে কি না?

Scanned by CamScanner

৩. ইসলামের শুরু যুগে, অর্থাৎ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবী, তাবেঈদের যুগে প্রচলিত তাবলীগ ছিল না। সুতরাং নতুন পদ্ধতি শরীয়তে আবিষ্কারের ফলে বিদ'আত বলে গণ্য হবে কি না?

৪. তাবলীগের লোকজন দ্বীন প্রচার করতে বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসেন, তাঁদের বিবি-বাচ্চাকে দেখবে কে? তা কি শরীয়তে বাড়াবাড়ি নয়?

৫. তাবলীগের লোকজন রাত্রে মসজিদে থাকেন। অথচ মসজিদে অবস্থান করা জায়েয নেই। তাঁরা এ ক্ষেত্রে কোন পন্থা অবলম্বন করেন?

৬. তাবলীগ জামাত মসজিদে প্রবেশের ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা আছে কি না? থাকলে তা কী কী?

৭. তাবলীগ জামাত সম্পর্কে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী? জায়েয, সুন্নাত, ফরয, মুস্তাহাব, মাকরূহ কোনটির আওতায় পড়ে?

উত্তর : ১. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহের মূল বিষয় ছিল তাবলীগ তথা দ্বীনের প্রচার-প্রসার। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে, হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, আপনি তা পৌঁছিয়ে দিন। (মায়েদা : ৬৮)

এ ক্ষেত্রে কখনো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের কাছে গিয়ে দ্বীনের কথা বলতেন, আবার কখনো লোকজন তাঁর কাছে এসে দ্বীনের কথা শুনতেন। দ্বীন প্রচারের ধারাবাহিকতায় এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে উম্মতের ওপর। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও পৌঁছিয়ে দাও। (বুখারী শরীফ, ৩৪৬১)

বিদায় হজের ভাষণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, আমার এ কথাগুলো অনুপস্থিত লোকদেরকে পৌঁছিয়ে দেবে। (বুখারী শরীফ : ২৯)

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে হেদায়েতের বাণী পৌছে দেওয়ার জন্য বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েন এবং দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ে তাবলীগ করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক দ্বীনের দাওয়াত সর্বত্র পৌছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কখনো কাউকে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে গাশত করে অমুক বিধান সবার নিকট প্রচার করে দাও। (বুখারী শরীফ, খণ্ড ২, পৃ. ৮৯)

কখনো লোকজন ডেকে নিয়ে জমা করে কোনো বিধান শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। (বুখারী শরীফ, ৪৭৭০)

Scanned by CamScanner

কখনো হজের সময় গ্রামে লোকজন পাঠিয়ে বলা হয়েছে যে সকলের নিকট এই বিধান পৌছে দাও। (বুখারী : ২/৬৭১)

এ ছাড়া সকল সাহাবায়ে কেরামকে কালেমায়ে তাইয়্যিবা পড়ে নিজেদের ঈমান নবায়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (মুসনাদে আহমদ, খণ্ড : ২, পৃ. ৩৬৯)

(১৯/৩/৭৯৪৮)

📖 سورة المائدة الآية ٦٧ : ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٤٥٣ (٣٤٦١) : عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار» -

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١٨٣ (٢٤٧٧) : عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: «على ما توقد هذه النيران؟» ، قالوا على الحمر الإنسية، قال: «اكسروها، وأهرقوها» ، قالوا: ألا نهريقها، ونغسلها، قال: «اغسلوا»، قال أبو عبد الله: " كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون " -

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٢٧٣ (٤٧٧٠) : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: {وأنذر عشيرتك الأقربين} ، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي: «يا بني فهر، يا بني عدي» - لبطون قريش - حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب

Scanned by CamScanner

شديد» فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: {تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب} -

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣ / ٢٣٠ (٤٦٥٦) : عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد: ثم «أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة» ، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، «وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» -

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ١٤ / ٣٢٨ (٨٧١٠) : عن ابى هريرة رض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جددوا إيمانكم "، قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: " أكثروا من قول لا إله إلا الله " -

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٢٨ (٦٧) : عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه - أو بزمامه - قال: «أي يوم هذا» ، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: «أليس يوم النحر» قلنا: بلى، قال: «فأي شهر هذا» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: «أليس بذي الحجة» قلنا: بلى، قال: «فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه»-

২. তাবলীগ জামাতের মৌলিক কাজ হলো, নিজেরা দ্বীন শেখা, অন্যদেরকে দ্বীন শেখানো এবং পরস্পরের মাঝে ঈমানী চেতনা সৃষ্টিকরত দ্বীনের তলব জাগিয়ে তোলা। যেহেতু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে সামনে রেখেই তাবলীগ জামাতের কর্ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই

Scanned by CamScanner

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের ধর্ম প্রচারের পদ্ধতির সাথে তাদের কর্ম-পদ্ধতির পরিপূর্ণ মিল রয়েছে।

📖 سورة آل عمران الآية ١٠٤ : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۴/ ۲۰۱ : سوال—رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پاس تبلیغ کے لئے جاتے تھے اور آجکل لوگ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں کیا حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور نے مسلمانوں میں اسطرح چل کر تبلیغ کی ہے جیسا کہ آجکل تبلیغ کرتے ہیں؟... ...

الجواب—کوفہ اور قرقیسیہ میں جماعت صحابہ کا تبلیغ کے لئے جانا فتح القدیر کتاب الزکوۃ میں مذکور ہے، حضرت عمرؓ نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو ایک جماعت کے ساتھ کوفہ بھیجا اور حضرت معقل بن یسارؓ، عبد اللہ بن مغفلؓ، عمران بن حصینؓ کی جماعت کو بصرہ اور عبادہ بن الصامتؓ وابودرداء کی جماعت کو شام بھیجا، یہ جماعتیں مسلمانوں کے پاس گئیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۴/ ۲۳۵: تبلیغی کام کرنے اور جماعت کا مقصود دین سیکھنا اور سکھانا ہے۔

৩. কোনো ভিত্তিহীন নবাবিষ্কৃত বিষয় শরয়ী বিধান হিসেবে মানাকে বিদ'আত বলে গণ্য করা হয়। যেহেতু তাবলীগের মেহনত ও কাজের বিভিন্ন পদ্ধতি ভিত্তিহীন নয়, আবার এ কাজের নব পদ্ধতিগুলো শরয়ী বিধান হিসেবেও মানা হয় না। বরং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানুষের উপকারার্থে কিছু মৌলিক নীতি হিসেবে এগুলো অনুসরণ করা হয়। তাই এ নব পদ্ধতিগুলো বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং ভালো কাজের সহায়ক হিসেবে তা প্রশংসনীয়।

📖 صحيح البخاری (دار الحديث) ١/ ٣٥٥ (١٣٩٥) : عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد

Scanned by CamScanner

افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»-

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۹/ ۳۶۳ : تبلیغی جماعت جس طرز پر دعوت الی اللہ کا کام کر رہی ہے یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عین مطابق ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۴/ ۲۱۵ : سوال— صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعینؒ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا، تو اس قسم کی تبلیغ کو کیا کہیں گے؟ الجواب— ان حضرات نے بھی دین سیکھنے اور اس کو پھیلانے کا فریضہ انجام دیا ہے وہ بڑے انہماک سے یہ کام کرتے تھے جماعتیں بھی نکلتی تھیں حضرت عمرؓ بھی انتظام فرمایا کرتے تھے۔

8. বিবি-বাচ্চার হক্ব পরিপূর্ণ আদায়করত তাবলীগ জামাতে বের হওয়া এবং তাবলীগে সময় লাগানো শরীয়ত পরিপন্থী নয়।

📖 الدر المختار مع ردالمحتار(ایچ ایم سعید) ٦/ ٤٠٨ : وله الخروج لطلب العلم الشرعی بلااذن والديه -

📖 رد المحتار(ایچ ایم سعید) ٦/ ٤٠٨: (قوله وله الخروج إلخ) أي إن لم يخف على والديه الضيعة بأن كانا موسرين، ولم تكن نفقتهما عليه. وفي الخانية: ولو أراد الخروج إلى الحج وكره ذلك قالوا إن استغنى الأب عن خدمته فلا بأس، وإلا فلا يسعه الخروج، فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا يخرج، ولو الغالب السلامة يخرج .

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۴/ ۲۶۱ : جو شخص بیوی بچوں کے لئے روزانہ کماتا ہے اور ان کے حقوق واجبہ ادا کرتا ہے تو وہ تبلیغی جماعت کے لئے اس وقت جائے جب نفقہ واجبہ کے ادا کرنے کا انتظام کردے، ان کو بھوکا روتا چھوڑ کر نہ جائے، تبلیغی

Scanned by CamScanner

جماعت کے لوگ جس قدر بھی اصرار کریں ان کے اصرار کی وجہ سے بغیر انتظام کئے ہرگز نہ جائے۔

৫. শরয়ী দৃষ্টিকোণে মুসাফির, ই'তেকাফকারী, ইলম ও দ্বীনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রয়োজনে মসজিদে অবস্থান করা, মসজিদ খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো জায়েয ও বৈধ বলে বিবেচিত। যেহেতু তাবলীগ জামাতের লোকেরা দ্বীনের কাজে নিয়োজিত, আর সাধারণত তাঁরা মুসাফির হয়ে থাকেন এবং ই'তেকাফের নিয়্যাতেই মসজিদে অবস্থান করে থাকেন, তাই তাঁদের জন্যও মসজিদে অবস্থান, রাত্রি যাপন ও খাওয়া-দাওয়া জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে মসজিদে অবস্থান, খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে মসজিদের আদব-এহতেরাম বজায় রাখতে হবে।

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ١٢١ (٤٤١): عن سهل بن سعد، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: «أين ابن عمك؟» قالت: كان بيني وبينه شيء، فغاضبني، فخرج، فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: «انظر أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه، وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه، ويقول: «قم أبا تراب، قم أبا تراب» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢١ : ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل فيه ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى أو يصلي ثم يفعل ما شاء، كذا في السراجية. ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهب، والأحسن أن يتورع فلا ينام، كذا في خزانة الفتاوى.

Scanned by CamScanner

📖 مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ٣ / ٥٦٣ (٤٩٥٨) : عن سعيد بن المسيب، أنه سئل عن النوم في المسجد فقال: أين كان أهل الصفة يعني ينامون فيه -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا)٦ / ١٢١ : جواب — تبلیغی جماعت والے اگر مسافر ہیں اور مسجد کی صفائی ادب واحترام کے لحاظ کرتے ہیں تو سونے کی گنجائش ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل ٢ /١٤١: جواب — ... ... مسجد میں سونا معتکف اور مسافر کیلئے جائز ہے دوسروں کیلئے مکروہ ہے۔

৬. মসজিদের পরিপূর্ণ আদব-এহতেরাম রক্ষাকরত তাবলীগ জামাতের মসজিদে প্রবেশের ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। বরং যেহেতু তাঁরা মসজিদে দ্বীনি কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাই কারো জন্য তাঁদের মসজিদে প্রবেশের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা জায়েয হবে না।

📖 سورة البقرة الآية ١١٤ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعٰى فِي خَرَابِهَا أُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٢ / ٣٢١ (٣٢١) : عن ابن عمر ؓ قال: «كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب»، «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح» ، «وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد» -

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ١/ ٢٩٩: مسجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہیں۔

৭. তাবলীগ তথা দ্বীন প্রচারের মেহনত আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর অর্পিত একটি মহান দায়িত্ব। শরয়ী বিধান হিসেবে মৌলিকভাবে তাবলীগ ফরযে কেফায়া (অর্থাৎ এলাকার কিছু লোক এ মেহনতের সাথে জড়িত থাকলে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত থাকবে) তবে অবস্থার প্রেক্ষাপটে এর বিধানগত অবস্থা পরিবর্তন হতে পারে এবং এ বিধানটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে পালন করা যায়।

Scanned by CamScanner

📖 تفسير روح المعانى (دار الحديث) ٢ / ٣٣٠ : منشأ الخلاف فى ذلك ان العلماء اتفقوا على ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفاية -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٢ / ٣٢ : سوال- یہ تحریک فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟

جواب—فرض عین تو نہیں ہے مگر فرض کفایہ ہونے میں شبہ نہیں ہے-

তাবলীগী জামাত কোনো দলের নাম নয় এখানেও নাহি আনিল মুনকার আছে

প্রশ্ন : প্রচলিত তাবলীগ জামাত ইসলামী জামাত কি না? হলে সেখানে নাহী আনিল মুনকার হয় না কেন? যেমন : সিনেমা, গানের অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য শরীয়ত পরিপন্থী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য কোনো পদক্ষেপ বা মিছিল-মিটিং করা হয় না। এর পরও কি তাবলীগের জামাত ইসলামী দল হতে পারে? কোরআন-হাদীসের আলোকে প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : তাবলীগ মানুষের ঈমান আমল দুরস্ত করার সুপরিকল্পিত একটি মেহনতের নাম। এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এটাকে দল হিসেবে আখ্যায়িত করেননি বিধায় একে দল বলা সহীহ হবে না, নাহী আনিল মুনকার তাবলীগে নেই (!) এ ধরনের কথা অবান্তর। নাহী আনিল মুনকারের প্রকারভেদ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকাই এরূপ ভুল বোঝার মূল কারণ। (১২/৪৪৮/৩৯৪২)

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٨/ ٨٦٠ : وفي الإتيان بمن التبعيضية إشعار بأنه من فروض الكفاية، وإيماء إلى أنه لا يباشره إلا من يعرف مراتب الإحسان وتفاوت المنكرات، ويميز بين المتفق عليه والمختلف فيه منها، وهذا المعنى مقتبس من قوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} وخلاصة الكلام: من أبصر ما أنكره الشرع (فليغيره بيده) أي: بأن يمنعه

Scanned by CamScanner

بالفعل بأن يكسر الآلات ويريق الخمر ويرد المغصوب إلى مالكه، (فإن لم يستطع) أي: التغيير باليد وإزالته بالفعل، لكون فاعله أقوى منه (فبلسانه) أي: فليغيره بالقول وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه، وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة (فإن لم يستطع) أي: التغيير باللسان أيضا (فبقلبه) : بأن لا يرضى به وينكر في باطنه على متعاطيه، فيكون تغييرا معنويا إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير، وقيل: التقدير فلينكره بقلبه لأن التغيير لا يتصور بالقلب، فيكون التركيب من باب: علفتها تبنا وماء باردا. ومنه قوله تعالى: {والذين تبوءوا الدار والإيمان} (وذلك) أي: الإنكار بالقلب وهو الكراهية (أضعف الإيمان) أي: شعبه أو خصال أهله، والمعنى أنه أقلها ثمرة، فمن غير المراتب مع القدرة كان عاصيا، ومن تركها بلا قدرة أو يرى المفسدة أكثر ويكرر منكرا لقلبه، فهو من المؤمنين. وقيل: معناه وذلك أضعف زمن الإيمان، إذ لو كان إيمان أهل زمانه قويا لقدر على الإنكار القولي أو الفعلي، ولما احتاج إلى الاقتصار على الإنكار القلبي، أو ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الإيمان، فإنه لو كان قويا صلبا في الدين لما اكتفى به، ويؤيده الحديث المشهور: " «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» " وقد قال تعالى: {ولا يخافون لومة لائم} هذا وقد قال بعض علمائنا: الأمر الأول للأمراء، والثاني للعلماء، والثالث لعامة المؤمنين.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ / ۱۰۲ : حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے نظام الدین دہلی سے تبلیغی جماعت کا جو کام شروع فرمایا جس کے چھ نمبر ہیں اور وہ کام اللہ کی فضل سے بڑھتے بڑھتے آج تمام دنیا میں عرب و عجم میں پھیل چکا ہے، جس کی بدولت بے شمار بد دین فاسق اب متبع سنت اور پابند شریعت ہو گئے بے نمازی بڑی تعداد میں نمازی بن گئے، جو لوگ کبھی زکاۃ نہیں دیتے تھے وہ باقاعدہ زکاۃ دینے لگے

Scanned by CamScanner

... کتنی مسجدیں ویران پڑی ہوئی تھیں وہ نمازیوں سے آباد ہوگئیں، کتنی بستیوں میں دینی مدارس قائم ہوگئے جس میں قرآن کریم حدیث، تفسیر کی تعلیم ہوتی ہے، کتنے ان پڑھ اور جاہل آدمی عالم ہوگئے اور تمام دنیا میں دین کی خدمت اور اشاعت کے لئے پھر رہے ہیں کتنے لوگوں کے ایمان نہایت پختہ ہوگئے جبکہ وہ پہلے سے مشرکانہ عقائد میں مبتلا تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر بھی کیا اس کے دینی کام ہونے میں شبہ ہوسکتا ہے؟ قرآن کریم اور حدیث شریف کا بھی یہی حکم ہے اور سلف صالحین نے اپنی زندگیاں اسی کام کے لئے تووقف کی ہیں۔

তাবলীগের বিরোধিতা মূলত ইসলামের বিরোধিতা

প্রশ্ন : জনৈক মাওলানা বলেন, যে ব্যক্তি তাবলীগের বিরোধিতা করল, সে যেন ইসলামের বিরোধিতা করল। অপর একজন বললেন, 'মাসিক মঈনুল ইসলাম' পত্রিকায় (হাটহাজারী মাদ্রাসা কর্তৃক প্রকাশিত) লেখা হয়েছে, যে ব্যক্তি তাবলীগের বিরোধিতা করল সে যেন নতুন করে ঈমান গ্রহণ করে নেয়। অতএব হুজুর মহোদয়ের নিকট আমার আকুল আবেদন, পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান দিতে হুজুর মহোদয়ের মর্জি হয়।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে আমর বিল মা'রূফ নাহী আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান ফরযে কেফায়া, যার বিরোধিতা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার দ্বারা ঈমান চলে যায়। অতএব বর্তমান প্রচলিত তাবলীগের বিরোধিতা করার দ্বারা যদি আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের বিরোধিতা করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ওই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। (১২/৬৪৯/৪০৫৬)

📖احكام القرآن للجصاص(دار الكتب العلمية) ٢/ ٣٧ : قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} قال أبو بكر: قد حوت هذه الآية معنيين. أحدهما: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآخر: أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره. لقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة} وحقيقته تقتضي

Scanned by CamScanner

البعض دون البعض، فدل على أنه فرض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ومن الناس من يقول هو فرض على كل أحد في نفسه ويجعل مخرج الكلام مخرج الخصوص -

📖رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤/ ٢٢٢ : ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة، وأفعال تصدر من المنتهكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدا بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافا بها -

ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা দাওয়াতনির্ভর নয়

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের সমাজে তাবলীগ জামাতের প্রচার-প্রচারণা বেশ জোরেশোরে চলছে। যার ফলে কোরআনের ফজীলতকে ছাড়িয়ে গিয়েছে তাবলীগের ফজীলত। উদাহরণস্বরূপ তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরা বলেন, কালেমা, নামায, রোজা, হজ, যাকাত কোনো কাজে আসবে না দ্বীনের দাওয়াত না দিলে। তাঁদের আরেকটা ফতওয়া হলো, লাইলাতুল কদরের ই'তেকাফের ফজীলত দ্বীনের দাওয়াত দিলেই পাওয়া যায়। উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে। তাই মাননীয় মুফতী সাহেবের নিকট কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিষয়গুলোর বিশেষ ব্যাখ্যাদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

উত্তর : দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করা ইসলামের একটি মহৎ কাজ, বরং ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কেরামকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্যই প্রেরণ করেছেন। এ কাজের অসংখ্য ফজীলত কোরআন-হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। তবে প্রচলিত তাবলীগ দাওয়াতের একটি উত্তম পন্থা হলেও তাবলীগ বা দাওয়াত তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মাদ্রাসা শিক্ষা, ইমামত, মোয়াজ্জেনি, সাধারণ ওয়াজ-নসীহত, দ্বীনি পুস্তক লেখা ইত্যাদি দাওয়াতেরই অংশ। তবে এই ধরনের কথা বলা যে "দাওয়াত না দিলে কালেমা, নামায, রোজা–কিছুই কাজে আসবে না" সঠিক নয়, বরং মারাত্মক ভুল। অনুরূপভাবে লাইলাতুল কদরের ই'তেকাফের ফজীলত দ্বীনের দাওয়াত দিলেই পাওয়া যায়, কথাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। বরং হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় ব্যয় করলে শবে কদরে হাজরে আসওয়াদের সামনে ইবাদত করার ফজীলত পাওয়া যায়।

বি:দ্র:. এ ধরনের ভুল কথার জন্য তাবলীগ জামাত দায়ী নয়। বরং তাবলীগের লেভেলে কিছু অজ্ঞ লোকেরাই দায়ী। (১২/৯৯৮/৫১২৮)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح ابن حبان (مؤسسة الرسالة) ١٠/ ٤٦٢ (٤٦٠٣) : عن أبي هريرة، أنه كان في الرباط، ففزعوا إلى الساحل، ثم قيل: لا بأس، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان، فقال: ما يوقفك يا أبا هريرة؟، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود» -

📖 عمدة القاري(دار إحياء التراث) ١٤/ ١٠٨ : قال: والمراد بسبيل الله جميع طاعاته.

📖 فتاوی محمودیہ(زکریا) ۱۲ / ۲۴۳ : خروج فی سبیل اللہ میں ہر نیکی سات لاکھ نیکی کا درجہ رکھتی ہے، یہ حدیث شریف الترغیب والترھیب میں حافظ عبدالعظیم منذری نے بیان کیا ہے اور اس کو معتبر اور معتمد قرار دیا ہے، خروج فی سبیل اللہ سے عامۃ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ، لیکن یہ لفظ خروج فی سبیل اللہ بہت عام ہے، دین کی ہر جدوجہد کے لئے نکلنا خروج فی سبیل اللہ ہے، مثلا علم دین سیکھنے کے لئے، وعظ کہنے کے لئے، اصلاح نفس کی خاطر کسی بزرگ کی خدمت میں جانے کے لئے، تبلیغ کے واسطے جماعت بنا کر نکلنے کے لئے، کہیں فساد ہو گیا ہو تو مظلوموں کی امداد کے لئے، اہل باطل کے فتنہ سے مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر مناظرہ کرنے کے لئے، یہ سب خروج فی سبیل اللہ ہے۔

তাবলীগের বিরোধিতা করার বিধান

প্রশ্ন : তাবলীগ জামাতের বিরোধিতা করার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : তাবলীগ মানে দ্বীনের আহকাম আল্লাহর বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেওয়া। দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন সবাই তাবলীগের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করেছেন। বর্তমানে তাবলীগ জামাতের লোকেরা দ্বীনের আহকাম মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে রত। সুতরাং অযথা তাদের বিরোধিতা করা পরোক্ষভাবে দ্বীনে ইসলামের বিরোধিতার নামান্তর। (৬/৪১৬/১২৬২)

Scanned by CamScanner

📖 سورة المائدة الآية٦٧ : يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ الآية

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ١١٦- ١١٧ : سوال—جو لوگ ہندوں کو مسلمان کرتے ہیں، ان کے سخت مخالف ہے جس کی وجہ سے آئندہ اس اطراف میں اوروں کو ہمت نہ ہوگی۔

الجواب- یہ بہت خطرناک ہے اور دین واسلام کی دشمنی کی علامت ہے لہذا فوراً اس حرکت سے رکنا وصدق دل سے توبہ چاہئے۔

তাবলীগ জামাতে কি শিরক-বিদ'আত আছে

প্রশ্ন : তাবলীগ জামাতের মধ্যে শিরক-বিদ'আত আছে বলে দাম্মামের এক ইমাম সাহেব দাবি করেছেন। উক্ত বয়ানটি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর একটি দাবি হচ্ছে, ফাজায়েলে তাবলীগের শুরুতে শায়েখ যাকারিয়া (রহ.) লিখেছেন, এত বড় বুজুর্গের সন্তুষ্টি বিধান আমাদের পরকালের নাজাতের উসিলা হবে (অনুবাদক : মাও. সাখাওয়াত উল্লাহ রহ.)। প্রায় ১০ জন গায়রে মুকাল্লিদ আলেমের ফতওয়ার কিতাব থেকে সংগৃহীত দাম্মামের উক্ত ইমাম সাহেবের উক্তিগুলো সঠিক কি না?

উত্তর : শায়েখ যাকারিয়া (রহ.)-এর উল্লিখিত কথাটি توسل অর্থাৎ মাধ্যম অবলম্বন করা–এর অন্তর্ভুক্ত। আর توسل কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উপরন্তু নেককার বান্দাদের সন্তুষ্টি মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি। অতএব উল্লিখিত কথাটি শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (১৯/৫১৫/৮২৮৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣ / ٦٢ (٣٧١٠) : عن أنس: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. فقال: اللَّهُمَّ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون.

Scanned by CamScanner

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٣٨٨ (٣٥٧٨) : عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء اللّٰهُمَّ إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة الخ-

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٨٨ (١٨٩٩) : عن عبد الله بن عمرو رضـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد-

আউওয়াবীন উত্তম নাকি তাবলীগের বয়ান?

প্রশ্ন : মাগরিবের পর ছয় রাক'আত আউওয়াবীনের নামায পড়া উত্তম হবে, নাকি দুই রাক'আত পড়ে তাবলীগের বয়ান শুরু করা উত্তম হবে? এক লোক বলে ভাই! আউওয়াবীনের নামায শেষ করে বয়ান শুরু করেন, এতে সব মুসল্লি নামায শেষ করতে পারবেন। আপনাদের বড় আওয়াজের বয়ানে মসজিদ ছোট হওয়ায় মুসল্লিদের নামাযে বিঘ্ন ঘটে। তাবলীগী ভাইয়েরা বলেন, আউওয়াবীন নামাযের চেয়ে তাবলীগের বয়ান উত্তম। প্রশ্ন হলো, কোনটি সঠিক তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : মাগরিবের পর ছয় রাক'আত আউওয়াবীনের নামায ১২ বছর ইবাদতের সমতুল্য। উপরন্তু মসজিদে নামাযীদের বিঘ্ন ঘটে. এমন কোনো কার্যক্রম শরীয়ত অনুমোদিত নয়। সুতরাং তাবলীগী ভাইদের জন্য নামাযের সময় বয়ানের ব্যবস্থা রাখা অনুচিত। আউওয়াবীন শেষে বয়ান শুরু করাই শরীয়তসম্মত। (১৯/৪২০/৮২১৪)

📖 صحيح ابن خزيمة (المكتب الإسلامي) ٢ / ٢٠٧ (١١٩٥) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى ست ركعات بعد المغرب لا يتكلم بينهن بشيء إلا بذكر الله عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة».

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۲/ ۷۸ : جواب—سورۂ کہف آواز بلند سے مسجد میں
پڑھنا جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل آئے، ناجائز ہے۔

তাবলীগী বিভিন্ন নিসাবের বিধান

প্রশ্ন : হযরত ইলিয়াস (রহ.) তাবলীগ করার জন্য যে নিসাব প্রণয়ন করেছেন যেমন–জীবনে তিন চিল্লা, উলামাদের এক বছর, মাসে তিন দিন, সপ্তাহে শবগুজারী, এলাকায় গাশত, নিজ মসজিদ ও অপর মসজিদে জামাতের নুসরত করা ইত্যাদি শরীয়তসম্মত কি না? আর যদি কেউ তাবলীগে না গিয়ে বাড়িতে নামায, যিকির, কোরআন তেলাওয়াত করে ও মানুষকে আমলের প্রতি উৎসাহিত করে এবং নিজেও করতে থাকে। এতে করে কি কোনো লাভ বা ক্ষতির আশা করা যায়?

উত্তর : ইসলামী সহীহ আক্বীদা ও প্রয়োজনীয় শরয়ী মাসআলা শিক্ষা ও তদানুযায়ী আমল করা এবং অন্যের নিকট তার দাওয়াত পৌঁছানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কাজ। এ কাজটি দ্বীনি মাদ্রাসায় পড়া ও পড়ানো, আল্লাহওয়ালাগণের সাহচার্য লাভ, ওয়াজ-নসীহত, তাবলীগে জামাতবন্দি হয়ে কাজ করা বা এ-জাতীয় অন্য যেকোনো সহীহ পদ্ধতিতে আঞ্জাম দেওয়া যায়। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি যথা– "তাবলীগ জামাত" অবলম্বন করার ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এমনিভাবে এক চিল্লা, তিন চিল্লা, এক সাল ইত্যাদি কোনো আবশ্যকীয় বিষয় নয়। হাদীস শরীফ থেকে ৪০ দিনের একটি বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা বোঝা যায়। সেই ভিত্তিতে তাবলীগ জামাতে চিল্লার নিসাব রাখা হয়েছে। তবে বর্তমান যুগে যেহেতু সাধারণ মুমিন মুসলমান ব্যাপকভাবে দ্বীনি শিক্ষা ও তদানুযায়ী আমল করা থেকে অতিমাত্রায় অজ্ঞ ও উদাসীন, তাই তাদের নিকট সহীহ তরীকায় দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া ও তদানুযায়ী আমল করার জন্য তাবলীগ জামাতের এ পদ্ধতিটি অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ। সুতরাং অন্য কোনো উপায়ে দ্বীনে ইসলামের জরুরি বিষয়াদির শিক্ষা অর্জন না করে থাকলে তাবলীগ জামাতে বের হয়ে হলেও তা শিক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। এতদসত্ত্বেও কেউ বর্তমান তাবলীগ জামাতে শরীক না হয়ে অন্য পন্থায় ইসলামের বিধিবিধানের ওপর যদি সঠিকভাবে আমল করতে পারে ও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে তাহলে এর জন্য তার অনুমতি আছে। (১১/৭৫৬/৩৬৭১)

📖 سورة البقرة الآية ٥١ : وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ

Scanned by CamScanner

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤ / ٢٦٥ (٢٢٦٧) : عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا».

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٢ / ٨ (٢٤١) : عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق.

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤ / ١٩٩ (٢١٣٧) : عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها».

📖 المعجم الكبير(مكتبة ابن تيمية) ٨/ ١٣٣ (٧٦٠٦) : عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تمام الرباط أربعين يوما، ومن رابط أربعين يوما لم يبع ولم يشتر، ولم يحدث حدثا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» -

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٧/ ١٥١ (١٢٥٩٣) : عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق، أن عمر رضـ، وهو يطوف سمع امرأة، وهي تقول:[البحر الطويل] ... ... فقال عمر: «فما لك؟» قالت: أغربت زوجي منذ أربعة أشهر، وقد اشتقت إليه. فقال: «أردت

Scanned by CamScanner

سوءا؟» قالت: معاذ الله قال: «فاملكي على نفسك فإنما هو البريد إليه» فبعث إليه، ثم دخل على حفصة فقال: «إني سائلك عن أمر قد أهمني فأفرجيه عني، كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟» فخفضت رأسها فاستحيت. فقال: «فإن الله لا يستحيي من الحق» ، فأشارت ثلاثة أشهر وإلا فأربعة. فكتب عمر «ألا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر» -

📖 مرقاة المفاتيح(انوربكڈپو) ٧/ ٢٣٤ : وقد روي أنه من أخلص لله أربعين صباحا أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أيوب وورد («ومن حفظ عن أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها» . رواه جماعة من الصحابة وقال تعالى {وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة} والحاصل أن لعدد الأربعين تأثيرا بليغا في صرفها إلى الطاعة أو المعصية -

📖 فيض القدير(مكتبة نزار) ١١ / ٥٦١٠ (٨٣٦١) : وأخذ جمع من الصوفية منه أن خلوة المريد تكون أربعين يوما واحتجوا بوجوه أخر أظهرها أنه سبحانه خمر طينة آدم أربعين صباحا -

📖 فتاوی محمودیہ(زکریا) ۱۲ / ۲۴۳ : خروج فی سبیل اللہ میں ہر نیکی سات لاکھ نیکی کا درجہ رکھتی ہے، یہ حدیث شریف الترغیب والترہیب میں حافظ عبد العظیم منذری نے بیان کیا ہے اور اس کو معتبر و معتمد قرار دیا ہے، خروج فی سبیل اللہ سے عامۃ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہ لفظ خروج فی سبیل اللہ بہت عام ہے، دین کی ہر جد وجہد کے لئے نکلنا خروج فی سبیل اللہ ہے، مثلا علم دین سیکھنے کے لئے، وعظ کہنے کے لئے، اصلاح نفس کی خاطر کسی بزرگ کی خدمت میں جانے کے لئے، تبلیغ کے واسطے جماعت بنا کر نکلنے کے لئے کہیں فساد ہو گیا ہو تو مظلوموں کی امداد کے لئے، اہل باطل کے فتنہ سے مسلمانوں کے حفاظت کے خاطر مناظرہ کرنے کے لئے یہ سب خروج فی سبیل اللہ ہے۔

Scanned by CamScanner

চিল্লা লাগানোর গুরুত্ব

প্রশ্ন : তাবলীগে চিল্লা লাগানো শরীয়তসম্মত কি না এবং এর কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে?

উত্তর : চিল্লার গুরুত্ব ও এর উপকারিতার বর্ণনা হাদীস শরীফে স্পষ্ট রয়েছে। প্রচলিত তাবলীগী চিল্লার পদ্ধতি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রাথমিক দ্বীনি আহকাম শিক্ষা করা ও অন্যদের নিকট দ্বীনের সঠিক বাণী পৌঁছানোর এবং বিপথগামী মানুষকে দ্বীনের পথে আনার একটি যুগোপযোগী সুন্দর ও কল্যাণকর ব্যবস্থা। নিজের ও অন্যের উপকারার্থে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। (৬/৩১৪/১২১৬)

📖 الزهد والرقائق لابن المبارك (دار الكتب العلمية) ص ٣٤٩ (١٠١٤) : عن مكحول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أخلص لله العبادة أربعين يوما، ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» .

📖 مرقاة المفاتيح(انوربكڈپو) ٧/ ٢٣٤ : وقد روي أنه من أخلص لله أربعين صباحا أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي أيوب وورد («ومن حفظ عن أمتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها». رواه جماعة من الصحابة وقال تعالى {وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة} والحاصل أن لعدد الأربعين تأثيرا بليغا في صرفها إلى الطاعة أو المعصية -

📖 فيض القدير(مكتبة نزار) ١١ / ٥٦١٠ (٨٣٦١) : وأخذ جمع من الصوفية منه أن خلوة المريد تكون أربعين يوما واحتجوا بوجوه أخر أظهرها أنه سبحانه خمر طينة آدم أربعين صباحا -

📖 محمودیہ (زکریا) ١٢/ ٢٤٢ : جس نیک کام پر چالیس روز پابندی کی جائے اس پر بہت اچھے ثمرات ونتائج مرتب ہوتے ہیں اور اس کام سے خاصی قلبی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے اور بہت سے اکابر ومشائخ کا تجربہ بھی ہے۔

Scanned by CamScanner

প্রথম কদমেই গোনাহ্ মাফ হওয়া

প্রশ্ন : তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরা বলে থাকেন যে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে প্রথম কদম ফেলে দ্বিতীয় কদম ফেলার পূর্বেই তার জীবনের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এ কথাটি সত্য কি না?

উত্তর : দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে প্রথম কদম ফেলে দ্বিতীয় কদম ফেলার পূর্বেই তার জীবনের সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়–এ মর্মের কোনো হাদীস পাওয়া যায়নি। অবশ্য তাবলীগ জামাতের জিম্মাদার উলামায়ে কেরামগণ এ ধরনের কথা বাস্তবে বলেন কি না, তা যোগাযোগ করে দেখতে পারেন। (১১/৮৬৪/৩৬৪৫)

নবীগণের মতো দু'আ কবুল হয় (!)

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বয়ানে বলেন, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে (অর্থাৎ তাবলীগে গিয়ে) কেউ যদি দু'আ করে, তবে বনী ইসরাঈলের নবীদের মতো তার দু'আ কবুল হয়। কথাটি সঠিক কি না?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বের হয়ে দু'আ করলে নবীগণের দু'আর মতো কবুল হয়, এটা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। (১১/৮৬৪/৩৬৪৫)

📖 جامع المسانيد والسُّنَن لابن كثير (دار خضر) ٢/ ٢٠١ (١٨٥٢) : عن جُمانة الباهلي رض. قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: (لما أذِنَ الله لموسى بالدعآء على فرعون أَمنت الملائكةُ، فقال الله قد استجبتُ لك، ودُعاءَ من جاهد في سبيل الله، ثم قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: اتقوا أذى المجاهدين، فإن الله يغضب لهُم كما يغضب للرسل، ويستجيبُ لهم كما يستجيب دعآء الرُّسُل) .

Scanned by CamScanner

চিল্লা দেওয়া ও মাদ্রাসায় পড়ানোর মধ্যে উত্তম কোনটি

প্রশ্ন : কোনো উস্তাদ তাবলীগ জামাতে গিয়ে চিল্লা দেওয়াতে যদি মাদ্রাসার মক্তব ৪২-৪৫ দিন বন্ধ থাকে তবে তাঁর কোনো গোনাহ হবে কি না? চিল্লা দেওয়া ও মক্তবে পড়ানো–এই দুটির মধ্যে উত্তম কোনটি? উল্লেখ্য যে চিল্লা দিলে ১৫-১৬ শত টাকা খরচ হয়। কিন্তু মক্তব পড়ালে ১৫-১৬ শত টাকা বেতন হিসেবে পাওয়া যায়। কিতাবের নামসহ উত্তর দিলে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মাদ্রাসা-মক্তব বন্ধ করে চিল্লায় যাওয়া বড় ভুল এবং তাবলীগ জামাতের উসূল পরিপন্থী কাজ। মাদ্রাসা-মক্তব বন্ধ করে বা মাদ্রাসা মক্তবের পড়াশোনার ক্ষতি করে চিল্লায় যাওয়া কোনোক্রমেই ঠিক হবে না। তবে মাদ্রাসা-মক্তবের দরস তদরীসের পাশাপাশি অবসর ও ছুটির সময়ে তাবলীগী কাজ করা এবং মক্তব চালু থাকার বিকল্প ব্যবস্থা করে তাবলীগে যাওয়াতে কোনো আপত্তি নেই। (১১/৯৬৫/৩৭৯৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ / ۱۱۵ : سوال—یہاں ایک مسئلہ عام ہوگیا ہے وہ یہ کہ تبلیغی کام تعلیم دین سے (ناظرہ قرآن ہی کیوں نہ ہو) زیادہ اہم اور افضل (فرض) ہے، گزارش یہ ہے کہ تبلیغی کام تعلیم دین سے (: ظرہ قرآن ہی کیوں نہ ہو) کیا افضل ہے؟ بیان فرمائیں۔

جواب—حامداً ومصلیًا: یہ خیال اصول تبلیغ کے بھی خلاف ہے یعنی علم چھوڑ کر تبلیغ میں جانا غلط ہے البتہ تعطیل اور فارغ اوقات میں جانا بہتر ہے نیز کسی مدرس کو مجاہدہ کی مشق کیلئے یا کسی اور مصلحت کے تحت اگر کبھی تبلیغ کیلئے بھیجا جائے اس طرح اس کے متعلق تعلیم میں بھی حرج نہ ہو تو یہ دوسری بات ہے.

📖 فتاوی محمودیہ ۱٤ / ۱۰۸

ইজতেমাঈ আমলের সময় নিজস্ব আমল করা

প্রশ্ন : দাওয়াতে তাবলীগের সাথে জড়িত থাকাবস্থায় (তা'লীম ও দাওয়াতের) ইজতেমাঈ আমলের সময় ব্যক্তিগত নফল নামায ও অন্যান্য নফল ইবাদত করা যায় কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইজতেমাঈ কাজের দ্বারা ইজতেমাঈ ফায়দা হয় এবং এর দ্বারা দ্বীনের বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন হয়। আর ব্যক্তিগত কাজের দ্বারা ব্যক্তিগত ফায়দা হয়। তবে ইজতেমাঈ আমলকে ব্যক্তিগত আমলের ওপর প্রাধান্য দেওয়া উত্তম। তা ছাড়া নফল নামায বা অন্যান্য ব্যক্তিগত আমল অন্য সময়ও করা যায়। অতএব নির্ধারিত সময়ে তা'লীম ও ইজতেমাঈ আমলে শরীক হয়ে অন্য সময় নফল নামায বা ব্যক্তিগত আমল করলে উভয়টির ফায়দা ভিন্নভাবে অর্জন হবে। (১০/২৯/২৯৮৪)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲۰ / ۴۵ : حامدا ومصلیا، جماعتی کام کرنے سے جماعتی فائدہ ہے یعنی اس سے دینی معلومات حاصل ہوتی ہیں ایک دو آدمی لمبی نماز پڑھتے ہیں اس میں ان کا شخصی فائدہ ہے اگر وہ ایثار کریں کہ شخصی فائدے پر جماعتی فائدے کو مقدم رکھیں تو یہ اعلی مقام ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فرض کے بعد سنت پڑھ کر وہ تعلیم میں شریک ہو جائیں انکو بھی تعلیم سے فائدہ پہنچے گا پھر تعلیم کے بعد اپنی لمبی لمبی نماز جب تک دل لگے پڑھتے رہیں.

কোনো তাবলীগীর ঈমান নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা

প্রশ্ন : একজন লোক প্রচলিত তাবলীগ জামাতকে ভালোবাসে না। সে তার বিশ্বাস অনুযায়ী একটি ইসলামী দলের সাথে জড়িত। সে তাবলীগের এক ব্যক্তির আলোচনা করতে গিয়ে বলল যে তার ঈমান পেকে পচতে শুরু করেছে। কিন্তু ঈমানের প্রতি তার কোনো বিদ্রূপ নেই, কথাটি সে তাবলীগের ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে বলেছে। এ ধরনের মন্তব্যকারীর হুকুম কী?

উত্তর : কারো ঈমান পচে গেছে বলা মানে হয় ওই ব্যক্তিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, যা কবীরা গোনাহ। এর জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা করা এবং ওই ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়া জরুরি। (১০/৪৪২/৩০৬৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٦ / ١٠٤ (٢٥٦٤) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره التقوى هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات

Scanned by CamScanner

«بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه».

নর-নারীর দায়েমী ফরয ও সুন্নাত

প্রশ্ন : আমাদের দেশে তাবলীগ জামাতে প্রচলিত আছে যে নারীর দায়েমী ফরয ৫টি। যথা : ঈমানের ওপর থাকা, পর্দা করা, সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখা, স্বামীর কথা মেনে চলা, ছোট আওয়াজে কথা বলা। নারীর দায়েমী সুন্নাত ৭টি। যেমন : মাথার চুল লম্বা রাখা, চুল সুন্দর রাখা, হাত-পায়ের নখ কাটা, নাভির ও বগলের নিচের লোম পরিষ্কার করা, ঢিলা ব্যবহার করা, হায়েজ নেফাসে পট্টি ব্যবহার করা, মিসওয়াক করা। পুরুষের দায়েমী ফরয ২টি–ঈমানের ওপর থাকা, সতর ঢেকে রাখা। পুরুষের দায়েমী সুন্নাত ১০টি–টুপি রাখা, সুন্নাত তরীকায় চুল রাখা, মোচ খাটো রাখা, দাড়ি লম্বা রাখা, মিসওয়াক করা, বগলের লোম পরিষ্কার রাখা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, নখ কাটা, নিসফে সাক জামা পরিধান করা, ঢিলাকুলুখ ব্যবহার করা। উল্লিখিত প্রতিটি বিষয় পুরুষ এবং মহিলার জন্য দায়েমী ফরয ও সুন্নাত–এই কথাটি কতটুকু শরীয়তসম্মত? এগুলো যদি দায়েমী না হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরুষ এবং মহিলার দায়েমী ফরয ও সুন্নাত কী কী? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : দায়েমী মানে হলো সার্বক্ষণিক। এ হিসেবে ইসলামের প্রতিটি বিধান ফরয হোক কিংবা সুন্নাত তার জন্য নির্ধারিত ক্ষেত্র ও সময়ের বিচারে প্রতিটি দায়েমী। এ বিচারে নামায-রোজার মতো অন্যান্য ফরয দায়েমী এবং খানা ও ঘুমানোর সুন্নাতের মতো অন্য সুন্নাতসমূহও দায়েমী। পক্ষান্তরে দায়েমী বলতে প্রতি মুহূর্তে পালনীয় উদ্দেশ্য হলে ঢিলা ব্যবহার ও মিসওয়াক করার মতো সুন্নাতগুলোকে দায়েমী বলা দুষ্কর। অতএব দায়েমী ফরয-সুন্নাতের পরিভাষা চালু না করে সর্বপ্রকারের ফরয-সুন্নাতকে চর্চা করার এবং প্রতিটির সময় ও ক্ষেত্র সঠিকভাবে অবগত করার চেষ্টা করাই হবে বাঞ্ছনীয়। (১০/৭৪৮/৩২৬৬)

📖 سورة الحشر الآية ٧ : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Scanned by CamScanner

📖 موطأ مالك (دار إحياء التراث) ٢/ ٨٩٩ : عن مالك؛ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه» .

📖 مسند الإمام أحمد(مؤسسة الرسالة) ١٦/ ٢٦٨(١٠٤٢٩) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء، فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء، فانتهوا " .

📖 التفسير المظهرى (احياء التراث) ١ / ٢٧٧ : ﴿يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة﴾ السلم بالكسر والفتح الاستسلام والطاعة لذلك يطلق على المصلح والإسلام والمراد هاهنا الإسلام ... ... قال حذيفة بن اليمان في هذه الاية ان الإسلام ثمانية أسهم فعد الصلاة والصوم والزكوة والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قال وقد خاب من لا سهم له- قلت انما ذكر ما ذكر على سبيل التمثيل وإلا فالمراد بالآية الامتثال بكل ما امر الله به.

বদদ্বীনকে-দ্বীনদার বানানো অমুসলিমকে মুসলমান বানানোর চেয়ে উত্তম

প্রশ্ন : ১০০০ হাজার অমুসলিমকে মুসলমান করার চেয়ে কোনো বদদ্বীন মুসলমানকে দ্বীনের ওপর নিয়ে আসা বেশি উত্তম, এ কথা ঠিক কি না?

উত্তর : এ ধরনের কোনো কথা কিতাবে পাওয়া যায়নি। (৮/১৮৮/২০৫২)

Scanned by CamScanner

নামায, ইকরাম, মুরব্বি, উসূল, দু'আ, নফল হিজরত প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :

১. আমরা জানি, মসজিদ ইবাদতের জায়গা। কিন্তু বর্তমান যুগে কিছু মানুষকে দেখা যায় তারা মসজিদেই রাত্রি যাপন ও খাওয়া-দাওয়া করে, এটা কোরআন ও হাদীস মোতাবেক কতটুকু বৈধ? দলিলসহ জানতে চাই।

২. তাবলীগের লোকেরা বলেন যে মসজিদে নববীতে নামায পড়লে অন্যান্য মসজিদে ৫০ হাজার রাক'আত নামায পড়ার সাওয়াব পাওয়া যায়। আর তাবলীগে এসে দুই রাক'আত নামায পড়লে ৪৯ কোটি নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়, এটা কোনো হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত?

৩. একজন মুসলমান ভাইকে একটি ছোটখাটো ইকরাম করলে নাকি মসজিদে নববীতে বসে দশ বছর ই'তেকাফ করার সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায়। এটি কোনো আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না?

৪. তাবলীগের লোকেরা অধিকাংশ সময় কথার ভেতর এ কথা বলে থাকেন যে এই কথাটি মুরব্বিরা বলেছেন। প্রশ্ন হলো, কোন মুরব্বি কথাগুলো সর্বপ্রথম আবিষ্কার করলেন এবং কোন হাদীস থেকে–জানালে খুশি হব।

৫. আমরা জানি, ইসলামের স্তম্ভ ৫টি এবং এটা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। কিন্তু তাবলীগের লোকেরা ৬টি উসূল নির্ধারিত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ইসলামের পূর্ণ পাঁচটি ভিত্তি নেই। সুতরাং বোঝা যায়, ওই হাদীসকে অমান্য করা হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, তাঁরা এই ৬ উসূল কোথায় পেলেন?

৬. তাবলীগের লোকেরা বলেন যে যে তাবলীগ করে না তার দু'আ কবুল হয় না বা সে পূর্ণ মুসলমান নয়। তাহলে জানতে চাই, বর্তমান সময় অনেক বড় বড় উলামায়ে কেরাম আছেন, যাঁরা তাবলীগ করেন না, তাহলে তাঁরা কি নিজেরা পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ? এবং হাজার হাজার ছাত্রদেরকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন?

৭. তাবলীগের লোকেরা বলেন যে আমরা নফল হিজরত নিয়ে এসেছি। এবং প্রমাণ দেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিজরত দ্বারা। কিন্তু আমরা জানি, মদীনায় যখন ইসলাম ছিল না, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনার মানুষদের গোমরাহী থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য হিজরত করেছিলেন। কিন্তু এখন তো বাংলাদেশের সব জায়গায় ইসলাম কমবেশি আছেই, তা সত্ত্বেও তাঁরা স্ত্রী-পরিবার ছেড়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে টাকা অপচয় করছেন কেন?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত আপনার প্রশ্নসমূহ তাবলীগ জামাতকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাবলীগ সম্পর্কে কিছু কথা আপনার জানা থাকা ভালো। ইসলামে তাবলীগ এমন এক বৃক্ষের নাম, যার অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে এবং ক্ষেত্র রয়েছে অনেক, এর মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীসে পাকে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল উম্মতকে সাধ্যানুযায়ী তাবলীগ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কাফেরদের নিকট মূল ইসলামের তাবলীগ যেমন এ নির্দেশের আওতায় পড়ে, এরূপ মুসলমানদের নিকট ইসলামের হুকুম-আহকাম ও বিধিবিধানের তাবলীগ করাও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ নির্দেশ পালনার্থে সাহাবায়ে কেরাম অনেক দেশে সফর করেছেন। আবার কেউ কেউ নিজ দেশের মধ্যে থেকে এ নির্দেশ পালনে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা বিধর্মীদের মাঝে মূল ইসলামের তাবলীগ যেমন করেছেন, মুসলমানদের নিকট শরয়ী হুকুম-আহকামের তাবলীগও করেছেন। কোরআনের শব্দের তাবলীগ যেমন করেছেন, এর ব্যাখ্যা ও বর্ণিত বিধিবিধানের তাবলীগও করেছেন। এরূপ হাদীসের শব্দের তাবলীগ যেমন করেছেন, এর ব্যাখ্যা ও তাতে উল্লিখিত বিধিবিধানের তাবলীগও করেছেন। সারকথা, যার নিকট কোরআন-হাদীস তথা ইসলাম সম্পর্কে যা জানা ছিল, তা অন্যের নিকট তাবলীগ অর্থাৎ পৌঁছে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। সাহাবাগণের পরেও এ ধারাবাহিকতা চলেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে তাবলীগের পদ্ধতিতে পরিবর্তন হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। একসময় কোরআনের উচ্চ জ্ঞানের তাবলীগ অপ্রাতিষ্ঠানিক নিয়মে চলেছিল। পরবর্তীতে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ মাদ্রাসা জামিয়ায় পরিণত হয়েছে। এক যুগে দ্বীন ভুলা মানুষদেরকে ব্যক্তিগতভাবে তাবলীগ করে দ্বীনের পথে শরয়ী হুকুম-আহকাম পালনের দিকে আনা হয়েছে। পরবর্তীতে তা যুগের চাহিদার ভিত্তিতে জামাত, অর্থাৎ সংঘবদ্ধভাবে তাবলীগের পথ চালু করা হয়েছে।

এ আলোচনার দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে তাবলীগ করতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ জন্য তা করতে হবে। কিন্তু তার জন্য পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দেননি বিধায় যুগের চাহিদা মোতাবেক পদ্ধতি নির্ণয় ও চালু করা যাবে।

তাবলীগের উদ্দেশ্যে কোরআন-হাদীস পড়ানো ও শোনা যেমন প্রয়োজন, তাবলীগের জামাতে শরীক হয়ে তাবলীগ করাও প্রয়োজন, অনুরূপ ব্যক্তিগত ওয়াজ-নসীহত ও হক্কানী পীর বাইআত মুরীদ করালেও তাবলীগ হয়। প্রত্যেকে তার সাধ্য ও যোগ্যতানুযায়ী তাবলীগ করে যাবে। যারা মাদ্রাসায় পড়িয়ে ওয়াজ করে বা বাইআতের মাধ্যমে তাবলীগ করতে অপারগ, তারা তাবলীগ জামাতে শরীক হয়ে তাবলীগের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা না করলে দায়িত্বমুক্ত হওয়া মুশকিল হবে। তাই সাধারণ মানুষের জন্য প্রচলিত তাবলীগ জামাত বড় কল্যাণের কেন্দ্র। তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা

Scanned by CamScanner

একজন আল্লাহর ওলী ও বহু বড় আলেমে দ্বীন। এ জামাতের উচ্চ পর্যায়ের আমির যাঁরা হন, তাঁদের মধ্যেও বড় বড় আলেম রয়েছেন। তাই ওই জামাতের কাজ ও কথা ভিত্তিহীন নয়। আপনি ওই জামাতের কাজ ও কথা সম্পর্কে যা জানতে চেয়েছেন কোরআন-হাদীসের আলোকে ওই কাজ ও কথাগুলো সহীহ। আপনি তাঁদের ওপর নিঃসন্দেহে আস্থা রাখতে পারেন। তার পরও আপনার সন্দেহ দূর হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে :

১. মসজিদে ই'তেকাফ করে খাওয়া ও ঘুমানো নতুন কিছু নয়। ১৫ শত বছরের ইতিহাস, সব কিতাবে তা বৈধ বলা হয়েছে।
২. এ কথাটাও কিতাবে আছে। 'ফাজায়েলে তাবলীগ' দেখুন, হাদীস দ্বারা বলা হয়েছে।
৩. এটাও হাদীসে আছে।
৪. কিতাবে উল্লিখিত কথা যদি মুরব্বি বলেছেন বলা হয় এতে কোনো দোষ নেই। কারো সন্দেহ হলে কথাটি উল্লেখ করে জেনে নিতে পারা যায়।
৫. ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটিই, বেশি নয়। আর ছয় উসূল হলো, পদ্ধতি ও তাবলীগের কাজের সহায়ক।
৬. উল্লিখিত পন্থাসমূহ সবই তাবলীগের অন্তর্ভুক্ত। তাই কোনো মুসলমান একটিও না করলে দু'আ কবুল নাও হতে পারে।
৭. ফরয ও নফল উভয়টাই দ্বীনি। হাদীসের দ্বারা তা প্রমাণিত। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিজরত ফরযের জন্য, আর বর্তমানে যারা উল্লিখিত পন্থায় তাবলীগ করে তাদের হিজরত নফল এবং উভয়টিই দ্বীনের কাজ বলা হবে। এদের উদ্দেশ্য তো যদি কোথাও কম থাকে সেখানে দেবে, আর যেখানে বেশি সেখান থেকে নেবে। এটার নাম দ্বীনে ইসলাম। টাকা অপচয় যারা বলে তারা কোরআন-হাদীস হয়তো পড়েনি অথবা সঠিকভাবে বোঝেনি। (৭/৯১১/১৯৪০)

Scanned by CamScanner

মুক্তি কোন পথে এবং তাবলীগী পরিভাষাগুলোর হুকুম

প্রশ্ন : "বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগ জামাতের পথ ধরে চলাই একমাত্র মুক্তির পথ," এ কথা কতটুকু সত্য? তাবলীগী নিয়ম যেমন : চিল্লা, গাশত ইত্যাদি না মেনে কেউ যদি অন্য কোনো কামেল পীরের বা কোনো রাজনৈতিক দলকে অনুসরণ করে তবে আখেরাতে কি নাজাত পাবে না? গাশত, শবগুজারী, তিন চিল্লা দেওয়ার নামে যে আমলগুলো তাবলীগে প্রচলিত আছে, এগুলো বিদ'আত কি না?

উত্তর : দ্বীন শেখা এবং দ্বীনের ওপর চলা ফরয। বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগ জামাত দ্বীন শেখার ও দ্বীনের ওপর চলার একটি সফল ব্যবস্থা। এর দ্বারা উম্মত দ্বীনি লাইনে কী সফলতা অর্জন করেছে, তা সকলের জানা। তাই সাধারণ লোকদের জন্য দ্বীন শেখার এটি একটি উৎকৃষ্ট উপায়। একমাত্র মুক্তির পথ কথাটি হয়তো উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে, অন্যথায় এ ধরনের কথা বলা উচিত নয়। কামেল পীরের অনুসরণেও নাজাত পাওয়ার আশা করা যায়। গাশত, চিল্লা ইত্যাদি নামে যেসব আমল তাবলীগে প্রচলিত আছে তা শরীয়তের ভাষায় বিদ'আত নয়। (৫/৪১৯/১০০৭)

📖 ردالمحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٦٠ : (قوله أي صاحب بدعة) أي محرمة، وإلا فقد تكون واجبة، كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۴/ ۲۰۸ : تبلیغی جماعت میں جانا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟

الجواب— تبلیغی جماعت میں جانا تو فرض عین نہیں، البتہ دین سیکھنا فرض عین ہے، خواہ مدرسہ میں داخل ہو کر یا خارج مدرسہ پڑھ کر ہو، خواہ اہل علم اور اہل دین کی خدمت میں جا کر ہو، خواہ تبلیغی جماعت کیساتھ ہو۔

Scanned by CamScanner

ইজতেমার মাঠে ফেলে যাওয়া জিনিসপত্রের হুকুম

প্রশ্ন : কয়েক বছর আগে টঙ্গী আন্তর্জাতিক বিশ্ব ইজতেমায় বৈরী আবহাওয়ার কারণে প্রথম দিনই মুনাজাত হয়ে যায়। ফলে ইজতেমা মাঠে আগত মুসল্লিদের অনেক লাকড়ি ইত্যাদি রয়ে যায়। যা পরবর্তীতে সাথীদের পরামর্শক্রমে সংগ্রহ করে ১,০৩০০০ টাকা বিক্রয় করা হয় এবং তা থেকে কিছু টাকা ময়দানের গোডাউনের ফ্লোর পাকা করার কাজে খরচ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, উক্ত টাকা উল্লিখিত কাজে খরচ করা উচিত হয়েছে কি না? সাথীরা সেখানে অনেক পলিথিন কাগজ এবং পানির বোতলও ফেলে যায়। সেগুলো একত্রিত করে বিক্রি করা হয়েছে। এই অর্থ ময়দানের কোনো কাজে খরচ করা যাবে কি না?

উত্তর : বিশ্ব ইজতেমায় আগত মুসল্লিদের রেখে যাওয়া আসবাবপত্রগুলো ওই সমস্ত পরিত্যক্ত মালের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সাধারণত পরবর্তীতে পুনরায় নেওয়ার উদ্দেশ্য থাকে না। বরং যে কেউ তা নিয়ে উপকৃত হতে পারবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে ইজতেমার মাঠে রেখে যাওয়া মালগুলো বিক্রয় করে ইজতেমা কর্তৃপক্ষের জন্য তা ময়দানের উন্নয়নকল্পে বা অন্য প্রয়োজনীয় কাজে খরচ করা শরীয়তের আলোকে জায়েয আছে। (১৪/১০১২/৫৮৯৮)

📖 ردالمحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٢٨٥ : ألقى شيئا وقال من أخذه فهو له فلمن سمعه أو بلغه ذلك القول أن يأخذه وإلا لم يملكه؛ لأنه أخذه إعانة لمالكه ليرده عليه، بخلاف الأول؛ لأنه أخذه على وجه الهبة وقد تمت بالقبض. ولا يقال: إنه إيجاب لمجهول فلا يصح هبة؛ لأنا نقول: هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة والملك يثبت عند الأخذ.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢ / ٢٢٨ : اگر چڑھاوے کی نہ ہوں، تو دو قسمیں ہیں۔(۱) بے قیمت چیز جس کی مالک کو تلاش نہیں ہوا کرتی (۲) قیمتی چیز جس کی مالک کو تلاش ہوا کرتی ہے۔ پہلی قسم کی چیز ملے تو اعلان کی ضرورت نہیں ہے کام میں لا سکتا ہے۔ مگر مالک آکر مانگے تو دینی پڑے گی. دوسری قسم کی چیز لے تو اعلان ضروری ہے۔

Scanned by CamScanner

ছয় কথার ওপর আমল

প্রশ্ন : তাবলীগে বলা হয়ে থাকে যে ৬টি কথার ওপর আমল করে চলতে পারলে পুরা দ্বীনের ওপর চলা অতি সহজ। এরূপ বলার পক্ষে কোরআন-হাদীসের কোনো প্রমাণ আছে কি?

উত্তর : তাবলীগে যে বলা হয় ৬টি কথার ওপর আমল করে চলতে পারলে পুরা দ্বীনের ওপর চলা অতি সহজ–এর পক্ষে পৃথকভাবে কোরআন ও হাদীসের মধ্যে বহু প্রমাণ রয়েছে এবং সেই কথাগুলো তাবলীগের ভাইগণ কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বয়ান করে থাকেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা 'ফাজায়েলে আমাল' গ্রন্থেও রয়েছে। যেমন : কালেমা প্রসঙ্গে হাদীসে উক্তি রয়েছে, من قال لااله الاالله دخل الجنة অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কালেমা পাঠ করবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে'। এবং নামাযের ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে–

عن عبد الله بن مسعود، قال: قلت: يا نبي الله، أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: «الصلاة على مواقيتها». صحيح مسلم (١٣٨)

অর্থাৎ "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, জান্নাতের নৈকট্যকারী সবচেয়ে বড় আমল সময়মতো নামায পড়া"। কোরআনে কারীমে রয়েছে ان الصلوٰة تنهى عن الفحشاء والمنكر "নিশ্চয়ই নামায সকল অবৈধ ও পাপকাজ থেকে বিরত রাখে।" অনুরূপ অবশিষ্ট আমলগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কেও কোরআন-হাদীসে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। (১/৩০২)

আমিরের সংজ্ঞা ও তার অনুসরণ

প্রশ্ন : ইসলামের দৃষ্টিতে "আমির" বা জিম্মাদার কাকে বলে? তাঁকে মানা কিরূপ জরুরি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মানা জরুরি? তাবলীগে সময় (চিল্লায়) নিয়ে বের হলে যিনি আমির হন এবং নিজের মহল্লায় এলাকাভিত্তিক যিনি আমির হন, তাঁকে মানা কতটুক জরুরি? তাঁর সাথে কি সকল বিষয়ে পরামর্শ করে চলতে হবে। অর্থাৎ তিনি (আলেম হোক বা না হোক) আমার সর্বাবস্থায় আমির কি না?

উত্তর : মুসলিম জনগোষ্ঠী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐকমত্যে রাষ্ট্র বা সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব যাঁর হাতে অর্পণ করে তাঁকে

Scanned by CamScanner

আমিরে শরীয়ত বা আমিরুল মু'মিনীন বলা হয়। আমিরে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ শরীয়ত পরিপন্থী না হওয়া পর্যন্ত মেনে চলা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং ওয়াজিব। পক্ষান্তরে কোনো জামাতের সুশৃঙ্খল পরিচালনার উদ্দেশ্যে মুরব্বিদের পক্ষ হতে যাঁকে প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা হয় তাঁকে জিম্মাদার বা আমিরে জামাত বলা হয়। তাবলীগ জামাতে যে আমির নিযুক্ত করা হয় তা জিম্মদার বা আমিরে জামাত হিসেবে পরিগণিত, জামাতের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর পরামর্শক্রমে কর্ম সম্পাদন করা নৈতিক দায়িত্ব ও বরকতময়। সর্ব ক্ষেত্রে তাঁর সাথে পরামর্শ করা জরুরি নয় বরং অভিজ্ঞ হক্কানী আল্লাহওয়ালা আলেমের পরামর্শে দ্বীন-দুনিয়ার সব কাজ সম্পন্ন করা অতি উত্তম। (৮/৭০৮/২৩২০)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دارالعلوم كراتشى) ٣ / ٣٢٣ : وأن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره فى الأمور المباحة فإن أمر الأمير بفعل مباح وجبت مباشرته وإن نهى عن أمر مباح حرم ارتكابه لأن الله سبحانه وتعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم فلوكان المراد من إطاعة أولى الأمر إطاعتهم فى الواجبات الشرعية فحسب-

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۱۴۷ : فقہاء کی تصریحات ایسے بلاد کے متعلق یہی ہیں کہ ان میں مسلمان اپنے اتفاق سے محکمہ وغیرہ مقرر کریں اور اپنا امیر بنائیں— کذا فی جامع الفصولین ومثلہ فی فتح القدیر ورد المحتار ومبسوط السرخسی" مگر وہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ کم از کم ایک یا زائد شہروں کے سب مسلمان متفق ہو کر کسی کو امیر یا قاضی بنالیں اور جب یہ بھی متعذر ہو تو کوئی مخصوص جماعت اگر اپنا امیر کسی کو بنائے اسکے احکام امیر شرعی کے تو نہیں ہونگے مگر حکم کا درجہ ہو گا کہ جب تک چاہیں اس کی اطاعت کریں اور جب چاہیں چھوڑ دیں مگر بنظر ابقاء نظام بلا وجہ اطاعت چھوڑنا مکروہ اور نامناسب ہو گا مگر خروج علی الامیر کی حد میں داخل نہ ہوں گے —امیر واجب الاطاعت مطلقا وہی ہو سکتا ہے جو تمام مسلمانوں کی اتفاق واجتماع سے امیر بنایا جائے اور شرائط امارت اس میں موجود ہوں۔

Scanned by CamScanner

পিতার হুকুম আগে পালনীয়, নাকি গাশত

প্রশ্ন : আব্বা আমাকে আমার বোনকে বাইরের এক এলাকা থেকে বিকালে বাসায় আনার নির্দেশ দেন। আমি আরজ করলাম, আব্বা! আজ আমাদের মহল্লার মোকামী গাশতের দিন, গাশত করে সন্ধ্যার পর বোনকে বাসায় আনব ইনশাআল্লাহ। এতে তিনি সম্মত চুপ রইলেন। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোনটি করণীয়?

উত্তর : গাশতের আমল থেকে পিতার বৈধ আদেশ পালন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরি। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে আপনার প্রথম কাজ হবে পিতার আদেশ পালন করা, অতঃপর সময় থাকলে গাশতে অংশগ্রহণ করা। (৮/৭০৮/২৩২০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ /١٢٤ : (لا) يفرض (على صبي) وبالغ له أبوان أو أحدهما؛ لأن طاعتهما فرض عين.

📖 وفيه أيضا ٦ /٤٠٨ : وفي بعض الروايات لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذنهما ولو أذن أحدهما فقط لا ينبغي له الخروج، لأن مراعاة حقهما فرض عين والجهاد فرض كفاية.

পিতা-মাতার বাধা উপেক্ষা করে চিল্লায় যাওয়া

প্রশ্ন : দাওয়াতে তাবলীগের মেহেনত ফরযে কেফায়া। আল্লাহ পাকের এই হুকুম ব্যাপকভাবে নষ্ট হচ্ছে, যাঁরা করছেন তাও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এমতাবস্থায় কেউ যদি এ মেহেনতকেই জীবনের উদ্দেশ্য বানাতে চায় আর পিতা-মাতা, ভাই-বোন যদি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং দ্বীনের এই মেহনত শেখার জন্য ২-৩ চিল্লায় যেতে না দেয়, তাহলে ওই পিতা-মাতা, ভাই-বোন ত্যাগ করা ও দ্বীনের মেহনত শেখার জন্য বাইরে যাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : দ্বীন ও শরীয়তের ওপর আমল করা আর তা প্রচার-প্রসারের জন্য মেহনত করা উম্মতের জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও ফরযে কেফায়া। তবে এ কাজ প্রচলিত তাবলীগের মাধ্যমেই পালন করা জরুরি নয়, পরিবারের কাছে থেকে নিজের পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও গ্রাম-মহল্লায় ভালো কাজের আদেশ আর মন্দ কাজের নিষেধ করার মাধ্যমেও এই ফরযে কেফায়া পালন করা সম্ভব। সুতরাং ফরযে কেফায়া পালনের বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে ১-২ চিল্লা দেওয়ার জন্য মাতা-পিতা বাধা দিলে তাঁদের ওপর দ্বীনি মেহনত না করে তাঁদেরকে ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়া সমীচীন নয়। হ্যাঁ, তাঁরা যদি

Scanned by CamScanner

আপনার খেদমতের মুখাপেক্ষী না হন তাহলে তাঁদের বাধা সত্ত্বেও দাওয়াতের মেহনতের জন্য যাওয়া আপনার জন্য বৈধ হবে। (৬/৬৩৫/১৩৪২)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۸/ ۳۱۸ : اگر والدین آپ کی خدمت واعانت کے محتاج ہیں ان کے گذارہ کی کوئی صورت نہیں اور آپ ہی ان کی خدمت پوری کر سکتے ہیں، تو آپ کو اس کی اجازت نہیں کہ آپ ان سے ترک تعلق کر کے کہیں چلے جائیں...... اگر وہ آپ کی خدمت کے محتاج نہیں تو اس کا حکم دوسرا ہے، پھر بھی ایسی روش اختیار نہ کی جائے جس سے والدین کی حق تلفی ہو اور نہ ان کا مقابلہ کیا جائے۔

বাদ ফজর ফাজায়েলে আমলের তা'লীম

প্রশ্ন : বাদ ফজর মসজিদে 'ফাজায়েলে আমল' কিতাবের তা'লীম করা যাবে কি?

উত্তর : বাদ ফজর ফাজায়েলে আমলের তা'লীম করাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নেই। বরং জনসাধারণের আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য এ ধরনের তা'লীম অত্যন্ত উপকারী। তবে দু'আয়ে মাসূরাসমূহের পরে তা'লীম শুরু করা ভালো। (৬/৯০৯/১৪৯৯)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ١٨٣ (٢٢٩) : عن عبد الله بن عمرو، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره، فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرءون القرآن، ويدعون الله، والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل على خير، هؤلاء يقرءون القرآن، ويدعون الله، فإن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما» فجلس معهم -

Scanned by CamScanner

দাড়িবিহীন ব্যক্তির তাবলীগ ও তা'লীম

প্রশ্ন : দাড়িবিহীন ব্যবহার ভালো নয়–এমন লোক তাবলীগের কাজ ও 'ফাজায়েলে আমাল' পড়ে শোনাতে পারবে কি না? উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে খতীব সাহেব জুমু'আর বয়ানে কটুবাক্য বলার হুকুম কী?

উত্তর : দাড়ি নেই বলে তাবলীগ করা এবং 'ফাজায়েলে আমাল' পড়া শরীয়তে নিষেধ না হলেও দ্বীনের কাজ যারা করে তাদের রাসূল (সা.)-এর আদর্শে আদর্শবান হওয়া অত্যন্ত জরুরি। তবে ইমাম-খতীবের জন্য জুমু'আর বয়ানে কটুবাক্য বলা অনুচিত। কারণ দাওয়াতের কাজ করার জন্য প্রথমে নিজে পুরোপুরি সংশোধিত হতে হবে নতুবা দাওয়াতের কাজ করা যাবে না, এরূপ কোনো বিধান শরীয়তে নেই। (১৭/১৩/ ৬৮৯৬)

📖 تفسيرابن كثير(دارالمعرفة) ١ / ٨٩ : والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف [معروف] وهو واجب على العالم، ولكن [الواجب و] الأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به، ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب، عليه السلام: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب} . فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف، وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، [قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قلت] ولكنه -والحالة هذه-مذموم

Scanned by CamScanner

على ترك الطاعة وفعله المعصية، لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك.

📖 معارف القرآن ١ / ٢٨٥

নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কোনো কাজ করা

প্রশ্ন : যথাবিহীত সম্মানপ্রদর্শনমূলক আরজ এই যে, হুজুর! তাবলীগ জামাতের জন্য মসজিদে থাকা ও খাওয়া জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয হয় তাহলে তাদের খাওয়া-দাওয়ার ঘ্রাণের দ্বারা যদি কোনো নামাযী ব্যক্তির মনোযোগে ব্যাঘাত হয় অথবা কথাবার্তার দ্বারা নামাযী ব্যক্তির ক্ষতি হয় তাহলে জামাতওয়ালা বা নামাযীর কোনো গোনাহ হবে কি না? তদ্রূপ যদি তাদের বয়ানের পাশে দাঁড়িয়ে কোনো ব্যক্তি নামায পড়ে তাহলে তাদের হুকুম কী? অথচ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নামাযরত অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত উচ্চস্বরে নিষেধ, তাহলে তাদের বয়ান কিভাবে জায়েয হবে? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মুসাফির ও ই'তেকাফের নিয়্যাতে মসজিদে অবস্থানকারীদের জন্য মসজিদের সম্মান ও আদব রক্ষা করে থাকা-খাওয়ার অনুমতি শরীয়তে আছে। আর তাবলীগ জামাতের লোকেরা সাধারণত মুসাফির হয়ে থাকে। উপরন্তু তারা ই'তেকাফের নিয়্যাতেই অবস্থান করে বিধায় তাবলীগ জামাতের লোকদের জন্য মসজিদে থাকা-খাওয়া জায়েয হবে। অনিচ্ছায় খাবারের ঘ্রাণের প্রতি মন গেলে ক্ষতি হবে না, শুধুমাত্র ফরযের জামাত ও এর পূর্বাপর সুন্নাত আদায়ের সময় বয়ান করে কোনো মুসল্লির ক্ষতি করা যাবে না, তবে কারো অতিরিক্ত নফল পড়তে হলে মসজিদের বাইরে ঘরে বা অন্য স্থানে পড়া অথবা বয়ানের স্থান থেকে কিছু দূরে সরে পড়া উত্তম। বয়ানের এলান হওয়ার পর উক্ত স্থানে অতিরিক্ত নফলের নিয়্যাত করা অনুচিত। এমতাবস্থায় বয়ানের কারণে নামাযের ক্ষতি হলে তার জন্য মুসল্লি নিজেই দায়ী, বয়ানকারী নয়। তবে দুনিয়াবী কথা মসজিদে বলা এবং এর দ্বারা কোনো নামাযীর নামাযে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা মারাত্মক অন্যায় ও গেনাহ। (৯/৫৪/২৪৫৩)

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٦١ : (قوله: واكل ونوم الخ) واذا اراد ذلك ينبغي ان ينوى الاعتكاف فيدخل ويذكر الله تعالى بقدرمانوى اويصلي ثم يفعل ما شاء كذا في الهندية -

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق(ايج ايم سعيد) ٢/ ٣٤ : فلا يجوز لأحد مطلقا ان يمنع مؤمنا من عبادة يأتى فى المسجد لأن المسجد مابنى الا لهامن صلوة واعتكاف وذكر شرعى وتعليم علم وتعلمه وقراءة قرآن-

তাবলীগী মুসল্লিদের ইজতেমায়ী মাল, ওয়াক্‌ফকৃত মাল, হারানো মাল ও ইজতেমার মাঠে বিধান

প্রশ্ন : ১. ইজতেমার মাঠে কুড়িয়ে পাওয়া মাল, যা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তা বিক্রি করে মূল্য বাবদ অর্জিত টাকা মাঠের প্যান্ডেল ও শামিয়ানার কাজে নিয়োজিত মুসল্লিদের খানা ও অন্য আনুষাঙ্গিক খরচ বাবদ ব্যয় করা যাবে কি না?

২. ইজতেমার ময়দানের জন্য যে সমস্ত মাল ওয়াক্‌ফ করা হয়, যেমন–চাটাই, ইট, সুরকি, বালু, বাঁশ ইত্যাদি এবং যারা ইজতেমা উপলক্ষে ৩ দিন থাকার জন্য চাটাই খরিদ করে মুনাজাতের পর ময়দান বা কাকরাইল মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে যায়, এসব মালের মধ্য হতে যেকোনো মাল মাঠের প্যান্ডেলের জামাতের সাথে সংশ্লিষ্টরা আমির সাহেবের অনুমতি নিয়ে নিতে পারে কি না?

৩. আমির সাহেব ময়দানের কোনো মালামাল কাকরাইল মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, কোনো তাবলীগের মারকাযে বা কোনো ব্যক্তিকে দান করতে পারেন কি না?

৪. ইজতেমার মাঠের জন্য রেলওয়ের যে সমস্ত কাঠের স্লিপার ক্রয় করা হয়েছে এবং যে সমস্ত কাঠ অনুপযুক্ত, প্যান্ডেলের জামাত মূল্য না দিয়ে তা দ্বারা রান্নাবান্না করতে পারে কি না?

৫. প্যান্ডেলের জন্য যে সমস্ত বাঁশ ও কাঠ ক্রয় করা হয়েছে তা পুরাতন হয়ে গেলে অর্থাৎ কাজের অনুপযুক্ত হলে তা বিক্রয় করা যাবে কি না এবং ওই টাকা কোন খাতে ব্যয় করতে হবে?

৬. ইজতেমার মাঠের ভেতরে কোনো ধরনের বেচাকেনা করা যাবে কি না?

৭. ইজতেমার ময়দানের সীমানার ভেতর কোনো দোকানপাট রাখা যাবে কি না?

৮. ওই সমস্ত দোকানে সিগারেট বিক্রয় করা যাবে কি না?

৯. ওই সমস্ত দোকানদারগণ ইজতেমার মাঠের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে পারে কি না?

Scanned by CamScanner

১০. ১০ দিনের জোড় ৩ দিনের জোড় এমনকি বড় ইজতেমার সময়ও দেখা যায় নামায আরম্ভ হলেও দোকান বন্ধ করা হয় না। ফলে সাধারণ মুসল্লিগণ আসল কাজ বাদ দিয়ে এমনকি জামাত বাদ দিয়ে দোকানে এসে ভিড় জমায়। এ-জাতীয় দোকান ইজতেমার ময়দানে রাখার অনুমতি দেওয়া যায় কি না?

১১. আর দোকান যদি একান্ত রাখতেই হয় তাহলে কোন ধরনের দোকান থাকবে? দোকান কখন খোলা থাকবে কখন বন্ধ হবে? এ ব্যাপারেও কাকরাইলের শুরা হতে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না?

১২. অনেক সময় ময়দানের কাজের জন্য লোকের খুবই প্রয়োজন হয়। কাকরাইল মসজিদ হতে তাগাদা দিয়ে বিভিন্ন এলাকা ও মহল্লা হতে চিঠি দিয়ে অনেক কষ্ট করে লোক নেওয়া হয় কাজের জন্য। কিন্তু দোকান কাছে থাকায় কাজ বাদ দিয়ে দোকানে ভিড় জমানোর ফলে কাজে বিঘ্ন ঘটে। এমতাবস্থায় কাজের চিন্তা করে দোকান রাখা যায় কি না?

১৩. আর একটি কথা হলো টঙ্গীর ময়দানে জামাতের সাথীদের প্রায়ই টাকা চুরি হয়, সাধারণত পকেটমার ও চোর চা পান করার জন্য দোকানে আসে এবং জামাতের বৃদ্ধ বৃদ্ধ সাথীরা পকেট হতে যখন টাকা বের করে, পকেটমাররা তাদের অনুসরণ করে এবং সুযোগ বুঝে টাকা চুরি করে নিয়ে যায়- এই চিন্তা করে ময়দানের ভেতরে দোকান রাখা মুনাসিব কি না?

১৪. ময়দানের ভেতরে অনেকে দোকান দিতে চায় যেহেতু বিনা ভাড়ায় দোকান চালানো খুবই লাভজনক, আর ইজতেমা ও জোড়ের সময় খুব বেশি বেচাকেনা হয়। বর্তমানে মাঠের মধ্যে দুটি দোকান আছে এবং তারা শরীয়ত মোতাবেক দোকান চালায় না, তারা নামাজের সময়ও দোকান খোলা রাখে সিগারেট বিক্রি করে মাঠের বিদ্যুত ব্যবহার করে। এখন অন্য দোকানদারকে বসতে না দিলে তারা বলে, আমাদেরকে উঠাতে হলে অন্য দুটি দোকানও উঠাতে হবে। এরূপ সমালোচনার দরুন জামাতের বদনাম হয় এবং যারা সমালোচনা করে তারা গীবতের পর্যায়ে পড়ে গোনাহগার হয়, এর সুষ্ঠু সমাধান কী?

১৫. যদি কোনো ব্যক্তি ইজতেমার কাজের জন্য বাঁশ বা মুলি দান করে তাহলে ওই বাঁশ বা মুলি পুরাতন হয়ে গেলে বা কাজের অনুপযোগী হলে দাতা তা পুনরায় ফেরত নিতে পারে না। ময়দানের আমির সাহেব তা বিক্রি করে ময়দানের যেকোনো কাজে লাগাতে পারবেন কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ১. হারানো মাল, যা উঠালে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এ রকম মালপত্র উঠিয়ে ফেললে মালিকদের হাতে পৌঁছে, এমন এলান করা জরুরি। এলানের পর মালিক পাওয়া গেলে তাকে দিয়ে দেবে, মালিক পাওয়া না গেলে উক্ত মালপত্র তাদের পক্ষ হতে যাকাত খাওয়ার উপযোগী গরিব-মিসকীনদেরকে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করে দেওয়া জরুরি। সুতরাং ইজতেমার মাঠে হারানো মাল পাওয়া গেলে ঘোষণার পরও তার মালিকের সন্ধান পাওয়া না গেলে ইজতেমার মাঠে কর্মরত লোকজন যদি যাকাত খাওয়ার উপযোগী গরিব হয়, তাহলে উক্ত মালপত্র তাদেরকে বিনিময় ছাড়া দিয়ে দেওয়া বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না

২, ৩, ৪, ৫. ওয়াক্ফকৃত সামগ্রী ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য মোতাবেক ব্যবহার করা জরুরি। তাই প্রশ্নে বর্ণিত আসবাবপত্র যে জায়গা ও কাজের জন্য ওয়াক্ফকৃত, তা ওই জায়গায় ওই কাজে ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের উপযোগী না হলে মুতাওয়াল্লী উক্ত আসবাবপত্র বিক্রয় করে তার টাকা উক্ত জায়গায় খরচ করবে, বিনিময় ছাড়া কাউকে দিয়ে দেওয়া জায়েয হবে না। তবে যে সমস্ত সাথী প্যান্ডেল ইত্যাদি তৈরির কাজে পরিশ্রম করে থাকে, তাদের জ্বালানি হিসেবে উক্ত কাঠ আহলে শুরা মুনাসিব মনে করলে দিতে পারবে।

৬, ৭, ১০, ১১. দোকানগুলোর কারণে যদি মুসল্লিদের নামাযে বিঘ্ন ঘটে অথবা বয়ানের পরিবেশ নষ্ট হয়, তাহলে দোকান বসার অনুমতি দেওয়া যায় না। তবে মাঠে উপস্থিত লোকজনের বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকান বসা শুরার অনুমতিক্রমে এমন পদ্ধতিতে দেওয়া যায়, যাতে মাঠের পরিবেশ নষ্ট না হয়।

৮. ওই সমস্ত দোকানে সিগারেট বিক্রয় করাতে কোনো সমস্যা নেই।

৯. ইজতেমার মাঠের বৈদ্যুতিক লাইন থেকে দোকানদারদের বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার জায়েয হবে না। তবে এতে ইজতেমার লাভ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকলে আহলে শুরা বিনা মূল্যেও অনুমতি দিতে পারবে।

১২, ১৩. এ বিষয়টি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত, তাই সুবিধার্থে যেকোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

১৪. ইজতেমার ময়দান যেহেতু ওয়াক্ফকৃত, তাই সেখানে বিনা ভাড়ায় দোকান চালানো বৈধ হবে না। তবে ইজতেমার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকলে; যেমন–সে অন্য দোকানদারদের তুলনায় কম মূল্যে মালপত্র সরবরাহ করে থাকে, তাহলে আহলে শুরা বিনা ভাড়ায় দোকান চালানোর অনুমতি দিতে পারবে।

Scanned by CamScanner

১৫। ওয়াক্ফকৃত সামানাপত্র ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেলে আহলে শুরা তা বিক্রয় করে ময়দানের যেকোনো কাজে লাগাতে পারবে। (৯/৩৩৩/২৬২২)

📖 بدائع الصنائع(ايچ ايم سعيد) ٦/ ٢٠٢ : إذا أخذ اللقطة فإنه يعرفها لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «عرفها حولا» حين سئل عن اللقطة. ... ... ثم إذا عرفها فإن جاء صاحبها وتقام البينة أنها ملكه أخذها لقوله – عليه الصلاة والسلام – «من وجد عين ماله فهو أحق به وإن لم يقم البينة» ولكنه ذكر العلامة بأن وصف عفاصها ووكاءها ووزنها وعددها يحل للملتقط أن يدفع إليه ... ... ثم إذا عرفها ولم يحضر صاحبها مدة التعريف فهو بالخيار إن شاء أمسكها إلى أن يحضر صاحبها، وإن شاء تصدق بها على الفقراء ولو أراد أن ينتفع بها فإن كان غنيا لا يجوز أن ينتفع بها عندنا.

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٤٤٥ : مطلب مراعاة غرض الواقفين واجبة والعرف يصلح مخصصا ، وهكذا رأيته في نسخة أخرى بلفظ الأول أقرب إلى الصواب، فهذا نص صريح في التفرقة بين الهبة والوقف فتكون الفريضة الشرعية في الوقف هي المفاضلة فإذا أطلقها الواقف انصرفت إليها لأنها هي الكاملة المعهودة في باب الوقف، وإن كان الكامل عكسها في باب الصدقة فالتسوية بينهما غير صحيحة، على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٥٩ : حشيش المسجد إذا أخرج من المسجد أيام الربيع إن لم تكن له قيمة لا بأس بطرحه خارج المسجد ولمن رفعه أن ينتفع، كذا في الواقعات الحسامية حشيش المسجد إذا كانت له قيمة فلأهل المسجد أن يبيعوه وإن رفعوا إلى الحاكم فهو أحب ثم يبيعوه بأمره هو المختار، كذا في جواهر الأخلاطي.

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٦/ ٢١٦ :سئل شيخ الاسلام عن اهل مسجد اتفقوا على نصب رجل متوليا لمصالح مسجدهم فتولى ذلك باتفاقهم هل يصير متوليا مطلق التصرف فى مال المسجد على حسب ما لوقلده القاضى ؟ قال نعم -

📖 ردالمحتار(ايچ ايم سعيد) ٤/ ٣٦٧ : قال في الحاوي القدسي: والذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أولا ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء -

ফী সাবীলিল্লাহর মিসদাক

প্রশ্ন : ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তা) বলতে শুধু বর্তমান প্রচলিত তাবলীগ জামাতকেই বোঝায়। কেননা সূরা হা-মীম সাজদা'র ৩২ নং আয়াতের মিসদাক তারাই, অন্য কেউ নয়। আর এ জন্যই একমাত্র চিল্লাদাতারাই এক টাকায় সাত লক্ষ টাকার ও এক রাক'আতে ৪৯ কোটি রাক'আতের সাওয়াব পাবে, অন্য কোনো পন্থায় নয়। এ ধরনের উক্তি সঠিক কি না?

উত্তর : ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তা একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। ওয়াজ-নসীহত, ইলমে দ্বীনের শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ করা, দ্বীনি কিতাব লেখা, জিহাদ, ইমামত, মুয়াজ্জিনী ইত্যাদি সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বীনে ইসলামের যেকোনো খিদমত আঞ্জামদাতা সূরা হা-মীম সাজদার ৩২ নং আয়াতের মিসদাক। তাই তারাও উক্ত সাওয়াব পাবে। নিজের ও পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ বেতন নিয়ে ইমামত, মুয়াজ্জিনী ও দ্বীনি শিক্ষায় আত্মনিয়োগকারীগণও উক্ত সাওয়াব পাবে। (১০/৬৮৯/৩৩০০)

📖 تفسير الفخر الرازى(دار إحياء التراث) ٢٧ / ٥٦٣ : ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله/ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من

Scanned by CamScanner

قال هم المؤذنون، ولكن الحق المقطوع به أن كل من دعا إلى الله بطريق من الطرق فهو داخل فيه.

📖 تفسير روح المعاني (دار الحديث) ٢/ ٤٤ : "مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله" أي في وجوه الخيرات الشاملة للجهاد وغيره، وقيل: المراد الإنفاق في الجهاد لأنه الذي يضاعف هذه الأضعاف، وأما الإنفاق في غيره فلا يضاعف كذلك.

📖 عمدة القاري(دار إحياء التراث)١٤/ ١٠٨ : قال: والمراد بسبيل الله جميع طاعاته.

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٧ / ٣٥٩ : "من اغبرت قدما عبد" هو فى الحقيقة كل سبيل يطالب فيه رضاه فيتناول سبيل طلب العلم وحضور صلاة الجماعة وعيادة مريض وشهود جنازة ونحوها ولكنه عند الإطلاق يحمل على سبيل الجهاد، وقيل يحمل على سبيل الحج .

📖 فيض البارى (ربانى بكڈپو) ٣ / ٤٢٤ : قال «ما اغبرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار». حمل المصنف قوله: «في سبيل الله» على الجهاد، ولذا فسره أبو يوسف ومحمد في «باب الزكاة» بمنقطع الغزاة. قلت: والظاهر أنه عالم لجميع سبل الخير، كما يدل عليه ما أخرجه الترمذي في «باب من أغبرت قدماه في سبيل الله» عن يزيد بن أبي مريم، قال: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع، وأنا ماش إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله؛ سمعت أبا عيش يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من اغبرت قدماه في سبيل الله، فهما حرام على النار» ، فهذا صريح أن هذا اللفظ كان عاما عند الصحابيين المذكورين، ولذا حملاه على المشي إلى الجمعة أيضا .

Scanned by CamScanner

আল্লাহর রাস্তার প্রতিদান এবং ৪৯ কোটি গুণ সাওয়াবের তত্ত্ব

প্রশ্ন : আল্লাহর রাস্তায় প্রতিটি আমলের সাওয়াব ৪৯ কোটি গুণ বেড়ে যায়। প্রশ্ন হলো, আল্লাহর রাস্তা বলতে কী বোঝায়? কেউ নিজ মহল্লায় গাশতে গেল বা দ্বিতীয় গাশতের জন্য অন্য মহল্লার মসজিদে গেল, কোনো এলাকায় কাউকে তাবলীগে বের করার নিয়্যাতে তাশকীলের জন্য গেল, তিন দিন বা চল্লিশ দিনের জন্য তাবলীগে বের হলো, কোনো মসজিদ-মাদ্রাসায় বয়ান বা কোরআনের তাফসীরের প্রোগ্রামে গেল, কোনো ওয়াজ-মাহফিলে বয়ান করা বা শোনার জন্য গেল, কোথাও দ্বীনি কাজের জোড় বা মাশওয়ারা আছে সেখানে গেল, কোনো ছাত্র ভবিষ্যতে দাওয়াতের কাজ করার জন্য মাদ্রাসায় ইলম শিক্ষারত আছে, উক্ত কাজগুলো করার সময় তারা সবাই প্রতি দিরহাম খরচে সাত লক্ষ গুণ এবং আমলের ক্ষেত্রে ৪৯ কোটি গুণ সাওয়াব পাবে কি না? কেউ পবিত্র মক্কা শরীফে হজ বা উমরার নিয়্যাতের সাথে সাথে দাওয়াতের নিয়্যাতও করল এর দ্বারা হারাম শরীফে উক্ত সাওয়াবকে এক লক্ষ দিয়ে গুণ করলে যে পরিমাণ হয় সে পরিমাণ সাওয়াব বেশি পাবে কি না?

উত্তর : سبيل الله তথা আল্লাহর রাস্তা শব্দটি ব্যাপক অর্থবহুল। এতে সকল প্রকার দ্বীনি কাজ অন্তর্ভুক্ত। যেমন প্রশ্নে উল্লিখিত ইলম শিক্ষা করা বা দ্বীনের প্রচার-প্রসার করা ইত্যাদি। অতএব হাদীসে বর্ণিত سبيل الله এর ফজীলত উল্লিখিত কাজগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। যেমন : এক টাকায় সাত লক্ষ টাকার সাওয়াব বা একটি নেক আমলের সাওয়াব ৪৯ কোটি গুণ ইত্যাদি।

যদি কোনো ব্যক্তি হারাম শরীফে হজ-উমরার পাশাপাশি এ সমস্ত দ্বীনি কাজও করে, তখন سبيل الله এর সাওয়াব এবং হারাম শরীফের বিশেষ ফজীলতেরও অধিকারী হবে, ইনশাআল্লাহ। (১৯/৯৬০/৮৫৪৪)

📖 سورة البقرة الآية ٢٦١ : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

📖 تفسير روح المعاني (دار الحديث) ٢ / ٤٣ : "مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله" أي في وجوه الخيرات الشاملة للجهاد وغيره، وقيل: المراد الإنفاق في الجهاد لأنه الذي يضاعف هذه الأضعاف، وأما الإنفاق في غيره فلا يضاعف كذلك.

Scanned by CamScanner

📖 عمدة القاري(دار إحياء التراث)١٤/ ١٠٨ : قال: والمراد بسبيل الله جميع طاعاته.

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٧ / ٣٥٩ : "من اغبرت قدما عبد" هو فى الحقيقة كل سبيل يطالب فيه رضاه فيتناول سبيل طلب العلم وحضور صلاة الجماعة وعيادة مريض وشهود جنازة ونحوها ولكنه عند الإطلاق يحمل على سبيل الجهاد، وقيل يحمل على سبيل الحج .

📖 فيض الباری (ربانى بكڈپو) ٣ / ٤٢٤ : قال «ما اغبرت قدما عبد فى سبيل الله فتمسه النار». حمل المصنف قوله: «في سبيل الله» على الجهاد، ولذا فسره أبو يوسف ومحمد في «باب الزكاة» بمنقطع الغزاة. قلت: والظاهر أنه عالم لجميع سبل الخير، كما يدل عليه ما أخرجه الترمذي في «باب من أغبرت قدماه في سبيل الله» عن يزيد بن أبي مريم، قال: لحقني عباية بن رفاعة بن رافع، وأنا ماش إلى الجمعة، فقال: أبشر، فإن خطاك هذه في سبيل الله؛ سمعت أبا عيش يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من اغبرت قدماه في سبيل الله، فهما حرام عى النار» اهـ. فهذا صريح أن هذا اللفظ كان عاما عند الصحابين المذكورين، ولذا حملاه على المشي إلى الجمعة أيضا، إلا أن الترمذي أخرجه من «باب الجهاد» فيوهم أنه أخذه في الجهاد، كالمصنف، فله إطلاقان: عام، وخاص، والذي يناسب في نحو هذا الحديث هو الإطلاق العام، ولعل المصنف حمل على أنه اشتهر في الجهاد عرفا.

📖 بدائع الصنائع ٢ / ٤٧١

Scanned by CamScanner

৭০০ গুণ ও ৪৯ কোটি গুণ সাওয়াব প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : তাবলীগী ভাইয়েরা ৭০০ গুণ সাওয়াব, ৪৯ কোটি গুণ সাওয়াব, হাজরে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে কদরের রাত্রে নামায পড়ার সমান সাওয়াবের কথা বলে থাকেন, এগুলো কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না?

উত্তর : আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নেক আমল করার দ্বারা সাওয়াবের পরিমাণ বেড়ে ৭০০ থেকে ৪৯ কোটি গুণ হওয়ার কথাটি একাধিক হাদীস শরীফের মর্ম থেকে বোঝা যায়। তদ্রূপ হাজরে আসওয়াদের কথাটিও সহীহ বলে প্রমাণিত। (১১/৭৫০)

📖سورة البقرة الآية ٢٦١ : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

📖سنن أبي داود(دارالحديث)(٢٤٩٨) : عن سهل بن معاذ، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبع مائة ضعف» -

📖سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٩٢٢ (٢٧٦١) : عن علي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله، وعمران بن الحصين كلهم يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته، فله بكل درهم سبعمائة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله، وأنفق في وجه ذلك، فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم» ، ثم تلا هذه الآية: {والله يضاعف لمن يشاء}

📖صحيح ابن حبان(مؤسسة الرسالة) ١٠ / ٤٦٢ (٤٦٠٣) : عن أبي هريرة أنه كان في الرباط، ففزعوا إلى الساحل، ثم قيل: لا بأس، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبا هريرة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

Scanned by CamScanner

"موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود".

📖 فتاوى حقانيه (مكتبه سيد احمد) ۲ / ۴۴۰ : سوال– تبليغى جماعت ميں وقت لگانے پر ايک نيكى پر انچاس كروڑ نيكيوں كا ثواب ملنے كا بتايا جاتا ہے، شرعا اس كا ثبوت كيا ہے؟
الجواب– تبليغ كے لئے وقت لگانے پر انچاس كروڑ تک تضاعف اعمال كا مسئلہ دو احاديث كے ضرب دينے سے ثابت ہے، ليكن يہ زيادت مطلقا فى سبيل الله نكلنے سے وابستہ ہے، اس كو محض تبليغى جماعت ميں وقت لگانے كے ساتھ خاص كرنا مناسب نہيں.

৪৯ কোটি গুণ সাওয়াব শুধুমাত্র তাবলীগেই সীমাবদ্ধ নয়

প্রশ্ন : আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যেকোনো নেক আমল করলে ৪৯ কোটি গুণ সাওয়াব হবে, এ কথাটি সঠিক কি না? কেউ কেউ আরো বলেন, তাবলীগ জামাতের সাথে হজ করলে একাকী হজের চেয়ে ৪৯ কোটি গুণ সাওয়াব বেশি হবে এবং বৃহস্পতিবার কাকরাইল মসজিদে বয়ান শুনতে গিয়ে মাগরিব-এশা পড়লে মহল্লায় নামায পড়ার চেয়ে ৪৯ কোটি গুণ সাওয়াব বেশি হবে। অতএব হযরতের নিকট উক্ত বিষয়ে সমাধানের দরখাস্ত রইল।

উত্তর : তাবলীগ জামাতের নামে উল্লিখিত ফজীলতের হাদীস নেই। বরং سبيل الله শব্দ হাদীসে উল্লেখ আছে, سبيل الله বলতে নবী-রাসূলগণের নির্দেশিত সব মেহনতকেই বোঝায়। যথা : জিহাদ, তাবলীগ, তা'লীম, তাযকিয়া ইত্যাদি। তাই তাবলীগের মতো অন্যান্য মেহনতের ক্ষেত্রেও এ ফজীলত প্রযোজ্য। (১৭/৮২০/৭২৯৯)

📖 سنن أبي داود(دارالحديث) ۳ / ۱۰۸۰ (۲۴۹۸) : عن سهل بن معاذ، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبع مائة ضعف».

Scanned by CamScanner

📖سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٩٢٢ (٢٧٦١) : عن علي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله، وعمران بن الحصين كلهم يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته، فله بكل درهم سبعمائة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله، وأنفق في وجه ذلك، فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم» ، ثم تلا هذه الآية: {والله يضاعف لمن يشاء} .

📖مسند احمد(مؤسسة الرسالة) ٢٤ /٤٠٤ (١٥٦٤٧) : عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يفضل الذكر على النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى بسبع مائة ألف ضعف ".

এক টাকায় সাত লাখ ও 'তাবলীগ ভুয়া' বলার হুকুম

প্রশ্ন : কয়েক দিন হলো চিল্লা থেকে ফিরেছি। আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে যে এক টাকা আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে নিজের জন্য খরচ করলে সাত লক্ষ টাকা দান করার সাওয়াব পাওয়া যায়–এ কথার ভিত্তি কোথায়? হাদীসের দলিল দিলে খুশি হব। আর কেউ যদি বলে যে তাবলীগ ভুয়া, তার হুকুম কী?

উত্তর : তাবলীগে দ্বীন জিহাদেরই এক প্রকার। সুতরাং জিহাদের মতো তাবলীগে গিয়েও নিজ প্রয়োজনে টাকা খরচ করলে প্রতি টাকায় ৭ লক্ষ টাকা আল্লাহর রাস্তায় দানের সাওয়াব পাবে বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। এ মহা গুরুত্বপূর্ণ কাজকে ভুয়া বলা কোনো খাঁটি মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র ভুয়া মুসলমানই এমন উক্তি করতে পারে। (৯/৪১৩/২৬৮৮)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٩٢٢ (٢٧٦١) : عن علي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله، وعمران بن

Scanned by CamScanner

الحصين كلهم يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته، فله بكل درهم سبعمائة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله، وأنفق في وجه ذلك، فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم» ، ثم تلا هذه الآية: {والله يضاعف لمن يشاء} .

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۱/ ۳۷۲ : تبلیغی جماعت میں دورہ کرنا بھی جہاد کے اقسام میں ایک قسم ہے، لہذا وہ فضائل جو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے وارد ہوئے ہیں وہ تبلیغی گشت وسفر کیلئے پیش کئے جاسکتے ہیں کیونکہ اس دعوت وتبلیغ کے ذریعہ سے بھی اسلام دنیا میں چمکا ہے اس لئے اس راستہ میں نکل کر ایک روپیہ خرچ کرنے کا ثواب سات لاکھ تک پہنچ سکتا ہے۔

তাবলীগী লোকদের মসজিদে খানাপিনা ও রাত্রি যাপন করা

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে দাওয়াত ও তাবলীগের নামে যে কাজ হচ্ছে শরয়ী দৃষ্টিকোণে এর বৈধতা কতটুকু? আর তাবলীগ জামাতের লোকজনের মসজিদে অবস্থান, রাত যাপন এবং মসজিদে খানাপিনার ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : প্রচলিত তাবলীগ সাধারণ মুসলমানদের দ্বীন শেখা ও অপরজনের কাছে দ্বীন পৌঁছানোর একটি পদ্ধতিমাত্র, যার বৈধতা কোরআন ও হাদীস শরীফে স্পষ্ট। এ ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। আর তাবলীগের কাজে রত মুসলমান ব্যক্তিবর্গের জন্য দ্বীন শেখা ও দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে মসজিদে অবস্থান করাও শরীয়তসম্মত হবে। উপরন্তু তাবলীগের লোকজন সাধারণত মুসাফির হয়ে থাকে, তাই তাদের জন্য মসজিদে অবস্থান করা ও খাওয়া-দাওয়ার অনুমতি শরীয়তে আছে। তবে মসজিদে অবস্থান ও খানাপিনার জন্য মসজিদের আদব-সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি। প্রয়োজন না হলে উক্ত কাজগুলো মসজিদের বাইরে করার চেষ্টা করবে। আর প্রয়োজনে ই'তেকাফের নিয়্যাতে উক্ত কাজগুলো মসজিদে করা শরীয়তের আলোকে বৈধ হবে। (১২/৫৯৯/৪০৮৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٤٤٨ : ونصه يكره النوم والاكل في المسجد لغير المعتكف وإذا أراد ذلك ينبغي ان ينوى

Scanned by CamScanner

الاعتكاف ويدخل فيذكر الله تعالى بقدر مانوى او يصلى ثم يفعل ماشاء.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۲ /۳۳ : جواب — یہ تحریک اصل حقیقت کے اعتبار سے تو اسلام کی بنیادی چیز ہے کیونکہ اللہ تعالی کا پیغام اسکے بندوں کو پہنچانا اور ان کے گھروں پر جاکر خود پہنچانا ہی اصل تبلیغ ہے، قرون اولی میں ہر شخص بجائے خود یہ خدمت انجام دیتا اور زندگی کے ہر شعبے میں اسکو پیش نظر رکھتا تھا، اسلئے اس وقت جماعتیں بنانے اور کسی نظام کے جداگانہ قائم کرنے کی ضرورت نہ تھی، صحابہ کرامؓ فردا فردا اور کئی ملکر یہ خدمت انجام دیتے تھے مگر اس وقت یہ خدمت کلمہ پڑھانے اور نماز سکھانے کی صورت میں ہوتی تھی یعنی غیر مسلم کلمہ پڑھکر مسلمان ہوتے اور نماز وغیرہ سیکھتے تھے قرآن مجید پڑھتے اور یاد کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو فرڈا اور بعض کو دوسرے رفقاء کے ساتھ تبلیغ اسلام و تعلیم احکام کے لئے بھیجا ہے، آجکل بد قسمتی سے مسلمانوں کو کلمہ صحیح یاد کرایا جاتا ہے اور انکو گھیر کر مسجد میں نماز کے لئے لایا جاتا ہے، غیر مسلموں میں تبلیغ کے لئے جانے کا موقع ہی دستیاب نہیں ہوتا، ان نام کے مسلمانوں کے حالت اصلاح پذیر ہو تو پھر غیر مسلموں کی طرف توجہ کی جائے۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۶/ ۴۴۸ : معتکف اور مسافر کے لئے مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی گنجائش ہے، لہذا تبلیغی جماعت کا یہ دستور جائز ہے اس لئے کہ اہل تبلیغ بھی عموما مسافر ہوتے ہیں معہذا بہتر ہے کہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں اور اس کا بھی اہتمام کریں کہ مسجد سے ملحق اگر کوئی حجرہ وغیرہ ہو جس میں تمام ساتھی سما سکتے ہوں تو مسجد میں نہ سوئے اور کھانا بھی باہر کھائیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۲۲۱ : الجواب- مسجد نماز کی جگہ ہے، سونے اور آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، جو مسافر پردیسی ہو یا معتکف ہو اس کے لئے گنجائش ہے، جماعتیں عموما پر ہی ہوتی ہیں، یا پھر وہ مسجد میں رات کو رہکر تسبیح و نوافل میں بیشتر مشغول رہتی ہیں کچھ دیر آرام بھی کر لیتی ہیں اس طرح اگر ان کے ساتھ مقامی آدمی بھی شب گذاری کریں تو نیت اعتکاف کر لیا کریں۔

Scanned by CamScanner

তাবলীগীরা মসজিদের আসবাব ব্যবহার করতে পারবে কি না

প্রশ্ন : বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায় তাবলীগ জামাতের লোকেরা কিছুদিন মসজিদে অবস্থান করে মসজিদের পাখা, বাতি, চাটাই, লোটা ইত্যাদি তাদের মনমতো ব্যবহার করে থাকে। প্রশ্ন হলো, মসজিদের ওয়াক্ফকৃত এসব জিনিস তাবলীগের লোকেরা ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : মসজিদে পাখা, বাতি, চাটাই, লোটা ইত্যাদি সাধারণত নামাযের সময় নামাযীদের ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়। তাই মসজিদের উপরোক্ত জিনিসগুলো তাবলীগী জামাতের ভাইয়েরা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। বরং নামাযের সময় ব্যবহার করবে, নামায ছাড়া অন্য সময় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে। (১২/৯০৪/৫১১১)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۱۸۹ : سوال— مسجدوں میں بجلی اور پنکھے وغیرہ لگے ہوئے ہیں نماز کے علاوہ دوسرے ضروریات کے واسطے ان کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ جیسے تلاوت کلام پاک، مطالعہ کتب، تبلیغی تعلیم وغیرہ.

الجواب—حامدا ومصلیا پنکھے چونکہ نماز کے وقت استعمال کرنے کے لئے لگائے گئے ہیں انکو دیگر اوقات میں استعمال کرنیکی اجازت نہیں اوقات نماز میں جب نماز کے لئے کھولے جائیں تو مطالعہ کی بھی اجازت ہے شرط الواقف کنص الشارع۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۶/ ۱۰۲ : اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ ان کاموں کے لئے روشنی کا انتظام خود ہی کرلیں، مسجد کی بتی اور پنکھوں کو استعمال نہ کریں، حد تو یہ ہے کہ مسجد میں بتی جلانے کا جو وقت مقرر ہے اس کے علاوہ دیگر اوقات میں قرآن کی تلاوت یا کتابوں کے مطالعہ کے لئے مسجد کی بتی جلانے اور پنکھے چلانے کی اجازت نہیں ہے ممنوع ہے۔

তাবলীগের হুকুম ও মসজিদে অবস্থান প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : অনেক আলেম-উলামা বলেন, মসজিদ হলো আল্লাহর পবিত্র ঘর, যা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য, এখানে খাওয়া, পরা, ঘুমানো ও বিশ্রাম নিষিদ্ধ। তার পরও তাবলীগওয়ালারা মসজিদে কিভাবে থাকে? অথচ মসজিদের মধ্যে স্বপ্নদোষও হয়ে থাকে। তাবলীগে গিয়ে মসজিদে প্রবেশের সময় ই'তেকাফের নিয়্যাত করলে

Scanned by CamScanner

মসজিদের মধ্যে থাকা-খাওয়া যায়–এটা কতটুকু সহীহ? সাহাবায়ে কেরাম খানকায় থেকে তাবলীগ করেছেন, এভাবে নয়। তাবলীগ করা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মোস্তাহাব কোনটি?

উত্তর : মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় মসজিদে খানাপিনা ও ঘুমানোর অনুমতি নেই। শরীয়তসম্মত কারণ তথা ই'তেকাফকারী মুসাফির ও দ্বীনি শিক্ষারত ব্যক্তি নফল ই'তেকাফের নিয়্যাতে মসজিদে অবস্থান করতে পারবে। তাবলীগ জামাতের লোক দ্বীনি শিক্ষা ও দ্বীনের আহকামের শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষাদানের নিমিত্তে সারা দুনিয়ায় সফর করছে। তারা একদিকে মুসাফির, অন্যদিকে দ্বীনি শিক্ষারত তাই শরীয়তের আলোকে তাদের জন্য নফল ই'তেকাফের নিয়্যাতে মসজিদে অবস্থান করা, খাওয়া ও ঘুমানোর অনুমতি আছে। ক্ষেত্র ও পরিস্থিতির বিচারে তাবলীগ ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। সর্বাবস্থায় এক রকমের হুকুম হবে না। (১১/২৫/৩৪১৮)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ١٢١ (٤٤٠) : عن عبد الله بن عمر ، «أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم» -

📖 احكام القرآن للجصاص(دارالكتب العلمية) ٢/ ٣٧ : قال الله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} قال أبو بكر: قد حوت هذه الآية معنيين. أحدهما: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآخر: أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به غيره. لقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة} وحقيقته تقتضي البعض دون البعض, فدل على أنه فرض الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ومن الناس من يقول هو فرض على كل أحد في نفسه ويجعل مخرج الكلام مخرج الخصوص -

📖 إنجاح الحاجة (قديمي كتب خانه) ١ / ٥٥ : كنا ننام الخ وهذه رخصة لابن السبيل والمسافر فإن ابن عمر ما كان له حينئذ أهل

Scanned by CamScanner

وأما لغيره فيكره الاعتياد بالنوم فيه ولو دخل أحد للصلاة فنام هنا فلا بأس به لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك -

🕮 وفيه ايضا ١/ ٢٣٧ : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد محمول على الضرورة بقلة المكان والا فقد ورد لا تتخذه مبيتا ومقيلا وقال فقهاؤنا كل أمر لم يبن المساجد له كالخياطة والكتابة لا يجوز فيه، في الدر ويحرم أكل ونوم الا لمعتكف وغريب -

🕮 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٥٩ : ويحرم فيه السؤال ... واكل ونوم الا لمعتكف وغريب -

🕮 رد المحتار(ايچ ايم سعيد) ١/ ٦٦١ : قوله: واكل ونوم، واذا اراد ذلك ينبغي ان ينوى الاعتكاف، فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر مانوى او يصلي ثم يفعل ماشاء -

🕮 احسن الفتاوی(ایچ ایم سعید) ٦/ ٤٤٨ : جواب—معتکف اور مسافر کے لئے مسجد میں کھانے اور پینے اور سونے کی گنجائش ہے لہذا تبلیغی جماعت کا یہ دستور جائز ہے اسلئے کہ اہل تبلیغ بھی عموما مسافر ہوتے ہیں معہذا بہتر ہے کہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیا کریں اور اس کا بھی اہتمام کریں کہ مسجد سے ملحق اگر کوئی حجرہ وغیرہ ہو جس میں تمام ساتھی سما سکتے ہوں تو مسجد میں نہ سوئیں اور کھانا بھی باہر کھائیں۔

🕮 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٧/ ٢٨٠ : چونکہ تبلیغ میں نکلنے سے مقصد دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے اور دین کا مرکز مساجد ہیں، اس لئے تبلیغی جماعتوں کا خدا کے گھروں میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہر کر دین کی محنت کرنا بالکل بجا اور درست ہے۔

🕮 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢/ ٢٤٦ : جواب—تبلیغ دین ہر زمانہ میں فرض ہے، اس زمانہ میں بھی فرض ہے، لیکن فرض علی الکفایہ ہے، جہاں جتنی ضرورت ہو، اسی قدر اس کی اہمیت ہوگی اور جس جس میں جیسی اہلیت ہو اس کے حق میں اسی قدر ذمہ داری ہوگا۔

Scanned by CamScanner

তাবলীগীদের মসজিদে থাকার নিয়ম ও করণীয়

প্রশ্ন :

১. তাবলীগওয়ালারা যে মসজিদে দিনের পর দিন অবস্থান করে, এটা শরীয়ত অনুমোদন করে কি না? করলে থাকার নিয়ম কী?

২. মসজিদে রাত্রি যাপন অবস্থায় বৃদ্ধদের দ্বারা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মলমূত্রের দরূন ও যুবকদের ঘুমন্ত অবস্থায় নাইট পলিউশনের (স্বপ্নদোষ) কারণে মসজিদের নামাযের বিছানা জায়নামায তথা মসজিদের পবিত্রতাহানি হয়, এটা কিভাবে শোধরানো যায়?

উত্তর : মুসাফির এবং দ্বীনি আহকাম শিক্ষার্থীর জন্য নফল ই'তেকাফের নিয়্যাত করে মসজিদে থাকা-খাওয়ার অনুমতি আছে। তাবলীগের লোকেরা ই'তেকাফের নিয়্যাতেই মসজিদে থাকেন, আর সাধারণত তাঁরা মুসাফির হয়ে থাকেন, তাই তাঁদের মসজিদে থাকাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধা নেই, সর্বাবস্থায় নফল ই'তেকারের নিয়্যাত করে মসজিদে থাকতে পারবেন। (৬/৩১৪/১২১৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۴۶۸ : الجواب۔معتکف کواور ایسے مسافر کو جس کا کہیں ٹھکانہ نہ ہو درست ہے، چارپائی پر ہو یا بلا چارپائی کے، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اوروں کو احتیاط چاہئے کہ مسجد کے اندر سونا مکروہ ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۴۸۲ : الجواب۔نفلی اعتکاف بغیر رمضان کے بھی ہو سکتا ہے اور ایسے معتکف کو بھی مسجد میں قیام کرنا درست ہے۔

২. কোনো মুসলমান ইচ্ছা করে মসজিদে প্রস্রাব-পায়খানা বা মসজিদের সম্মান পরিপন্থী কাজ করতে পারে না, অনিচ্ছায় কিছু হলে তা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন। এরূপ কিছু হয়ে গেলে শরীয়তসম্মতভাবে বিছানা ধুয়ে পাক করে নিতে হবে। তবে সতর্কতামূলক নিজের পৃথক বিছানায় শোয়ার চেষ্টা করবে।

📖 جامع الترمذی (دار الحدیث) ۲/ ۳۲۱ (۳۲۱) : عن ابن عمر رضـ قال: «كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب»، «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح»، «وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد».

Scanned by CamScanner

📖 ردالمحتار (ایچ ایم سعید) ۱/ ۱۷۲ : (قوله: تيمم ندبا إلخ) أفاد ذلك في النهر توفيقا بين إطلاق ما يفيد الوجوب وما يفيد الندب. أقول: والظاهر أن هذا في الخروج، وأما في الدخول فيجب كما يفيده ما نقلناه آنفا عن العناية، ويحمل عليه أيضا ما في درر البحار من قوله: ولا نجيز العبور في المسجد بلا تيمم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۲۰۲ : احتیاط اور ادب یہ ہے کہ مسجد میں قصدا ریح خارج نہ کرے، بلکہ مسجد سے باہر جاکر خارج کرے، اگر سوتے جاگتے بھی بلا قصد خارج ہو جائے تو معذوری ہے ایسے شخص کو جس کے لئے دوسری جگہ سونے کی موجود ہو بلا شدید ضرورت کے مسجد میں سونا مکروہ ہے۔

অতিরঞ্জিত হাদীস বয়ান এবং মসজিদে থাকা-খাওয়া ও রান্না করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন :

১. বর্তমানে তাবলীগ জামাত নামক একটি দলের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা অনেক অতিরঞ্জিত হাদীস বয়ান করে থাকে। এটা কেমন?
২. মসজিদে কাদের জন্য থাকা-খাওয়া জায়েয?
৩. মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, হাসি-ঠাট্টা করা কী?
৪. ১ মাইল ২ মাইল ৩, ৪ মাইল দূরে গিয়ে মসজিদে থাকা-খাওয়া জায়েয কি না?
৫. মসজিদের বারান্দায় খানা পাক করা বা পাক করার আসবাবপত্র দিয়ে পাকঘরের মতো ব্যবস্থা করা জায়েয কি না?

উত্তর : আমাদের জানা মতে, বর্তমান ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে সাধারণ মানুষের দ্বীন-ধর্মের জ্ঞান অর্জন করার এক নিখুঁত মাধ্যম হলো তাবলীগ। নিজের জানমাল ব্যয় করে ইখলাসের সাথে উম্মতকে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী এই তাবলীগ জামাত মানবজাতিকে পরকালীন চির শান্তির এবং ইহকালীন হেদায়েতের দাওয়াত নিয়ে উম্মতের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিচ্ছে। তাদের আমল-আখলাক, দাওয়াত–সবই সহীহ এবং প্রশংসনীয়। সাধারণ মানুষের জন্য ছয় নম্বরের অতিরিক্ত বয়ান করার অনুমতিও তাদের মুরব্বিদের পক্ষ হতে নিষেধ। তারা শুধু ফাজায়েল বয়ান করে উম্মতকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করে মাসায়েল সম্পর্কে হক্কানী উলামায়ে কেরামের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দেয়। তা সত্ত্বেও যদি ভুলে কোনো সময় অতিরঞ্জিত হাদীস বয়ান করে তা

Scanned by CamScanner

নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে বুঝিয়ে দেওয়া, নতুবা মারকাযের মুরব্বিদের দৃষ্টিগোচরে দেওয়া উচিত। আপনি অতিরিক্ত হাদীস বলে লিখেছেন; কিন্তু একটি হাদীসও নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করেননি কেন?

মসজিদ আল্লাহ পাকের পবিত্র ঘর, যেখানে ইবাদত-বন্দেগী ছাড়া অন্য কোনো কাজ করার অনুমতি নেই। তবে মুসাফিরের এবং মু'তাকিফের জন্য মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করে থাকা-খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। দাওয়াত ও তাবলীগ জামাতের জন্য ই'তেকাফের নিয়্যাতে মসজিদে রাত্রী যাপন করা, খাওয়া, থাকা–সবই জায়েয। এতে দূরের ও নিকটের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। তবে সর্বাবস্থায় মসজিদে অবস্থানকারীদের জন্য মসজিদের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে যেন মসজিদের আদব পরিপন্থী কোনো কর্মকাণ্ড সংঘটিত না হয়। (১৪/৬৫৯/৫৭৩২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٦٦٢ : قال في المصفى: الجلوس في المسجد للحديث مأذون شرعا لأن أهل الصفة كانوا يلازمون المسجد وكانوا ينامون، ويتحدثون، ولهذا لا يحل لأحد منعه.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢/ ٤٤٨ : (وخص) المعتكف (بأكل وشرب ونوم وعقد احتاج إليه) لنفسه أو عياله فلو لتجارة كره.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۲/ ۱۷۰ : الجواب – مسجد میں معتکف ومسافر کو سونے کی اجازت ہے مقامی آدمی انتظار جماعت میں اور اعتکاف کی نیت سے سو سکتا ہے مگر مسجد میں ادھر ادھر بستر ڈال کر مسجد کو مسافر خانہ جیسا بنا دینا درست نہیں، آداب مسجد کا ہر حال میں خیال رکھنا چاہئے۔

তাবলীগ জামাত রাজনীতিমুক্ত দ্বীনি মেহনতের নাম

প্রশ্ন : ইসলামে রাজনীতি আছে কি না? তাবলীগে ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয় না কেন? অথচ বিশ্ব ইজতেমায় লক্ষ লক্ষ জনগণ একসাথে দাবি জানালে সরকার মানার জন্য বাধ্য হবে। প্রশ্ন হলো, এর পরও কি তাবলীগ জামাত প্রকৃত ইসলামী জামাত হবে? দলিলসহ জানতে ইচ্ছুক।

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রচলিত সংজ্ঞায় রাজনীতি ইসলামের সোনালি যুগে ছিল না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে মক্কী জীবনে যেভাবে মেহনত করেছিলেন, তাবলীগে তার অনুসরণ করা হয়।

বিঃদ্রঃ. সামাজিক বিজ্ঞান নবম ও দশম শ্রেণী ১৮৯ পৃ. ২০০৬ ইং : ম্যাকাইভার রাজনৈতিক দলের একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন, "যারা কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সাংবিধানিক উপায়ে সরকার গঠন করতে চেষ্টা করে, সেই জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক দল বলা হয়।" (১২/৪৪৯/৩৯৪২)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۲/ ۲۹۱ : موجودہ دور میں لوگ سیاست میں مختلف مقاصد کے حصول کے لئے حصہ لیتے ہیں بعض لوگ تو اپنی سیاسی دوکان چمکانے کے لئے متحرک نظر آتے ہیں، جبکہ بعض لوگ غیر شرعی نظامہائے زندگی مثلا سوشلزم، نشنل ازم، کیپٹلزم وغیرہ کے لئے محنت کرتے ہیں اور بعض لوگ علاقائی یا قومی تعصبات کی سیاست میں ہی اپنی بقاء سمجھتے ہیں ان مقاصد کے حصول کے لئے سیاست میں حصہ لینا اور ان کے لئے جد وجہد کرنا یقینا سعی لاحاصل کے مترادف ہے۔

মাসতুরাতের তাবলীগ শরীয়ত সমর্থিত নয়

প্রশ্ন : শরীয়তের আলোকে মহিলা তাবলীগ, অর্থাৎ মাসতুরাত জামাত বৈধ কি না? যদি শর্ত সাপেক্ষে জায়েয বলা হয় তাহলে সেখানেও ফিতনার আশংকা এবং অন্য লোকজনও সাধারণত শর্ত মোতাবেক হওয়ার দাবি করে মাসতুরাত চালাতে আরম্ভ করে, তাই করণীয় কী? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ধর্মীয় কাজে হলেও মাহরাম পুরুষ ব্যতীত মহিলাদের ঘর থেকে দূরবর্তী স্থানে বের হওয়া সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থী। তবে মাহরাম পুরুষের অধীনে ধর্মীয় কাজে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া শর্ত সাপেক্ষে বৈধ বলা হলেও বর্তমান ফিতনার যুগে শর্ত রক্ষা না হওয়ায় অভিজ্ঞ মুফতীগণ মাসতুরাতের তাবলীগ জামাতকে নিষেধ করে থাকেন, আমরাও নিষেধ করি। অতএব পর্দানশীন নারীদেরকে মাসতুরাত জামাতের বাহানায় ঘর থেকে বের হতে না দেওয়াই সকলের দায়িত্ব। পুরুষরা তাবলীগ ও ধর্মীয় মজলিস থেকে যা শিখবে, তা ঘরের মহিলাদের নিয়ে তা'লীম করা অতীব জরুরি। এতে শরয়ী হুকুমও রক্ষা হয়, মহিলারা দ্বীনের জ্ঞানও অর্জন করতে পারে। (১২/৬১১)

Scanned by CamScanner

📖 المنهاج شرح صحيح مسلم(دارالغدالجديد) ٦/ ١٧٢ : فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه-

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان-

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ۸/ ۵۸ : عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے اس لئے حضرات فقہاء کرامؒ نے مسجد کی جماعت، جمعہ، طلب علم اور وعظ سننے کے لئے عورتوں کے نکلنے کو ناجائز قرار دیا ہے جب ایسی اہم عبادت وضرورات دین کی خاطر تھوڑے سے وقت کے لئے قریب تر مقامات تک نکلنے پر بھی اس قدر پابندی ہے تو تبلیغ کے لئے کئی کئی دنوں بلکہ مہینوں اور چلوں کے لئے دور ودراز مقامات میں جانا بطریق اولی ناجائز ہونا چاہئے۔

মাস্তুরাতের জামাত শরীয়ত সমর্থন করে না

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত তাবলীগে মাসতুরাতের জামাত শরীয়তের আলোকে বৈধ কি না? জটিলতার কারণ হচ্ছে, শরীয়ত যেখানে মহিলাদের নামাযের জামাতে শরীক হওয়াকে মাকরূহে তাহরীমি বলে, সেখানে তাবলীগের জন্য বের হওয়াকে কতটুকু অনুমোদন করে? আর যদি বলা হয়, তাবলীগ ফরয তাহলে প্রশ্ন হলো, প্রচলিত তাবলীগ ফরয কি না? আর এভাবে দ্বীনের তাবলীগ করার জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বা সাহাবাদের যুগে মহিলারা জামাতাকারে বের হয়েছেন কি না? প্রশ্নটির জটিলতা বৃদ্ধি হওয়ার কারণ হচ্ছে, বর্তমানে মুনিরিয়া যুব তাবলীগ কমিটি এবং জামায়াতে ইসলামীও তাবলীগ করার জন্য মহিলাদের জামাত সমাজে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা এই তিনটি দলের মধ্যে প্রথম দলটিকে

Scanned by CamScanner

মনেপ্রাণে হক্ব মনে করি, কিন্তু দ্বিতীয় দুটিকে না-হক্ব বিশ্বাস করি। অতএব মাসতুরাতের জামাত সম্পর্কে হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য কোন মাপকাঠিতে করব? তাই হযরতের নিকট হক্ব ও সঠিক ব্যাপারটি জানতে ইস্তিফতা করলাম। আশা করি, সমাধান দিয়ে জটিলতার নিরসন করবেন।

উত্তর : আল্লাহ পাক তাবলীগের মূল দায়িত্ব পুরুষের ওপর দিয়েছেন, মহিলাদের ওপর রাখেননি। এ কারণে কোনো মহিলাকে নবী-রাসূল বানানো হয়নি। এমনকি কোনো মহিলাকে ইমাম বানানো পর্যন্ত শরীয়ত সমর্থন করে না। তাই মহিলাদেরকে তাবলীগের নাম দিয়ে ঘরের বাইরে ছেড়ে দেওয়া শরীয়তসম্মত হবে না। নিজ ঘরে মহিলাদের তা'লীম করাই মহিলাদের জন্য দাওয়াতের কাজ। ঘরের বাইরে গিয়ে তা'লীম করাকেও শরীয়ত সমর্থন করে না বিধায় তা বর্জনীয়। (১২/৬৩/৩৮২৫)

📖 الدر المختار مع الرد (ایچ ایم سعید) ۱/ ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان -

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸/ ۵۵ : سوال- عورتوں کا تبلیغی جماعت کے ساتھ تبلیغ کے لئے اپنے محارم کے ساتھ تین دن، دس دن سال کے لئے اپنے ضلع یا اپنے صوبہ یا اپنے ملک یا دوسرے ممالک میں نکلنا کیسا ہے؟ جبکہ موجودہ دور کے حالات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں، اگر ان کا نکلنا جائز ہے پھر تو کوئی حرج نہیں اور اگر جائز نہیں تو پھر جو لوگ اپنی عورتوں کو لے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے وہ گنہگار ہونگے یا نہیں؟

الجواب- عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے اسلئے حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی نے اس پر بہت سخت پابندی لگائی ہے اور دینی کاموں کے لئے بھی عورتوں کے نکلنے کو بالاتفاق حرام قرار دیا ہے۔

মাসতুরাত জামাত শরীয়তসম্মত নয়

প্রশ্ন : বর্তমানের প্রচলিত মাস্তুরাত জামাত শরীয়তসম্মত কি না? এবং আমাদের গ্রামের কিছু তাবলীগী ভাই আমাদেরকে তাশকীল করে আমরা আমাদের স্ত্রী, মা-বোনদেরকে নিয়ে মাসতুরাতে বের হওয়ার জন্য। শরীয়তে এর অনুমতি আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রত্যেক নর-নারীর সামর্থ্যানুযায়ী আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা শর্ত সাপেক্ষে ফরয হলেও প্রচলিত পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তাবলীগ প্রত্যেকের ওপর ফরয নয়। বরং যেকোনো একটি জামাত যেকোনো পদ্ধতিতে উক্ত কাজ আঞ্জাম দিলে সবাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তাই এ কাজের জন্য মহিলারা এলাকার বাইরে গিয়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়াই ফিতনা, তাই শরীয়ত মহিলাদেরকে বিনা প্রয়োজনে, এমনকি দ্বীনি মুস্তাহাব কাজের জন্যও বের হওয়ার অনুমতি দেয়নি। এ কারণে মহিলাদের দাওয়াতের কাজের জন্যও বের হওয়া শরীয়তসম্মত হবে না। মহিলাদেরকে দ্বীনি কথাবার্তা বলতে হলে মাহরাম পুরুষ বা স্থানীয় আলেমগণ পর্দার আড়াল থেকে তাদেরকে প্রয়োজনীয় নসীহত করবেন। (১৯/৪৮৪/৮২৭৯)

📖 سورة الاحزاب الآية ٣٣ ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾

📖 احكام القرآن للجصاص (دار الكتب العلمية) ٣ / ٤٧١ : وقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن} روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها, وقيل إن معنى: {وقرن في بيوتكن} كن أهل وقار وهدوء وسكينة، يقال: وقر فلان في منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج.

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣١٠ (١١٧٣) : عن عبد الله رضـ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان -

Scanned by CamScanner

📖 البناية(دارالفكر) ٢/ ٤٢٠ : أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن يكره حضورهن مجالس العلم -

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٨ / ٥٥ : سوال- عورتوں کا تبلیغی جماعت کے ساتھ تبلیغ کے لئے اپنے محارم کے ساتھ تین دن، دس دن، سال کے لئے اپنے ضلع یا اپنے صوبہ یا اپنے ملک یا دوسرے ممالک میں نکلنا کیسا ہے؟ جبکہ موجودہ دور کے حالات بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں اگر ان کا نکلنا جائز ہے پھر تو کوئی حرج نہیں، اور اگر جائز نہیں تو جو لوگ اپنی عورتوں کو لے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے وہ گنہگار ہوں گے یا نہیں؟

الجواب—عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے اسلئے حضرات فقہاء کرام نے اس پر بہت سخت پابندی لگائی ہے اور دینی کاموں کے لئے بھی عورتوں کے نکلنے کو بالاتفاق حرام قرار دیا ہے۔

মাসতুরাত নিয়ে চিল্লায় যাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : প্রচলিত তাবলীগে মাসতুরাতসহ জামাত, অর্থাৎ মা-বোন, স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে তিন দিন বা চিল্লায় যেতে পারব কি না? হাদীসের প্রমাণসহ বিস্তারিত জানালে ভালো হয়।

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পুরুষের ওপরই অর্পণ করেছে, মহিলাদের ওপর নয়। তথাপি কোনো মহিলা শরীয়তের বিধিনিষেধের গণ্ডিতে থেকে অন্য মহিলাকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া আপত্তিকর নয় বরং তা প্রশংসনীয়। কিন্তু বর্তমান ফিতনার যুগে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া আশংকামুক্ত নয়, তাই অভিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরাম মহিলাদেরকে জামাতে শরীক হওয়া, দ্বীনি শিক্ষা ও দাওয়াতের নামে ঘর হতে বের হওয়াকে অবৈধ ও নাজায়েয বলে ফতওয়া প্রদান করেছেন। প্রয়োজনে ঘরের ভেতর নিজ মাহরাম থেকে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগের নামে পর্দানশীন মহিলাদেরকে মাসতুরাতে জামাতের নামে মাহরাম সাথে থাকাবস্থায় ও তিন দিন বা চিল্লায় বের করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশংকা বেশি বিধায় তা বর্জনীয়। (৮/৭০৮/২৩২০)

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ١ /٣١٨ والفتاوى اليوم على الكراهة في الصلوة كلها لظهور الفساد فمتى كره حضور المسجد للصلوة لأن يكره حضور مجالس العلم .

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸ /۵۵ : عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے اسلئے حضرات فقہاء کرام ؒ نے اس پر سخت پابندی لگائی ہے اور دینی کاموں کے لئے بھی عورتوں کے نکلنے کو بالاتفاق حرام قرار دیا ہے۔

মহিলাদের তাবলীগ করার বিধান

প্রশ্ন : বর্তমানে মাসতুরাত জামাতের নামে পুরুষগণ তাদের স্ত্রী বা অন্য মাহরামকে সাথে নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নিজেদের দাওয়াতের পাশাপাশি মহিলাদের দ্বারাও মহিলা সমাজে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যদেরও একাজের প্রতি উৎসাহিত করছে। আবার কোনো সময় এমনও দেখা যায় যে মহিলারা তাদের স্বামী বা মাহরাম ছাড়া নিজেরাই কাছে বা দূরে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দাওয়াতের কাজ করছে। প্রশ্ন হলো,

ক. এভাবে মাসতুরাতের জামাত বা মহিলা তাবলীগের শরয়ী বিধান কী?

খ. শরীয়তে ইসলামীর মধ্যে মহিলাদের তাবলীগ করার বিধান কী?

উত্তর : ক. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে মেয়েদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া ও মেয়েদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন বর্তমান যুগ অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। এতদসত্ত্বেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের স্ত্রীগণদের দিয়ে বা অন্যান্য মাসতুরাতকে দিয়ে বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ করিয়েছেন–এমন কোনো নজির হাদীস বা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। তাই এ ধরনের মাসতুরাতের জামাত কোরআন-হাদীসের বিধান মতে জায়েয বলার অবকাশ নেই। এতে সাওয়াবের আশা করা যায় না, বরং বর্তমান ব্যাপক ফিতনার যুগে গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

খ. প্রচলিত পদ্ধতিতে মাসতুরাতের জামাত বা দ্বীনের তাবলীগ করা মহিলাদের জন্য ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব কিছুই নয়। তাবলীগের নামে নারীদের এলাকার বাইরে যাওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। (১৮/৪৯/৭৪৮৪)

Scanned by CamScanner

📖 سورة الاحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣١٠ (١١٧٣) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان».

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١/ ٦٦٨ : ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ٨/ ٧١ : حضرات فقہاء کرام کے مطلقا حرمت کے فیصلہ میں ضرورت شرعیہ سے کچھ گنجائش تلاش کرنے کی سعی مذکور کے باوجود خواتین کے لئے تبلیغی جماعت میں نکلنے کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکی.

দ্বীনি আলোচনার জন্য নারীদের জমায়েত ও মাসতুরাত জামাত

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় দেখা যায় যে সপ্তাহে বা মাসে এক দিন কিছু মহিলা একত্রিত হয়ে দ্বীনি বিষয় আলোচনা করে। আবার মাঝে মধ্যে দেখা যায়, তিন দিন অথবা চল্লিশ দিনের জন্য মহিলারা তাবলীগ জামাতে বের হয়। জানার বিষয় হলো,

১. মহিলারা নির্দিষ্ট কোনো দিনে, কোনো স্থানে একত্রিত হয়ে দ্বীনি আলোচনা করা শরীয়তসম্মত কি না?
২. পুরুষের ন্যায় মহিলারাও তাবলীগ জামাতে বের হওয়াতে কোনো অসুবিধা আছে কি না?
৩. মহিলারা এভাবে বের না হয়ে নিজের স্বামী অথবা মাহরাম কোনো পুরুষের নিকট দ্বীন শিক্ষা করা বেশি উত্তম কি না? কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সমাধান চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর :

১. দ্বীনের প্রয়োজনীয় মাসায়েল শিক্ষা করা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জরুরি। তাই মহিলাদের জন্য ঘরে মাহরামের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা না থাকলে পরিপূর্ণ পর্দা রক্ষা করে সপ্তাহে বা মাসে নিকটতম নির্দিষ্ট কোনো স্থানে একত্রিত হয়ে মহিলাদের আওয়ায মজলিসের বাইরে না যাওয়ার শর্তে দ্বীনি আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে।

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٣٨ (١٠١) : عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: «ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، إلا كان لها حجابا من النار» فقالت امرأة: واثنتين؟ فقال: «واثنتين».

📖 فتاوی محمودیہ(زکریا) ١٤ / ١١٦ : جواب—دین سیکھنا مردوں اور عورتوں سب کے ذمہ ضروری ہے، عورت کے لئے اگر ہر مکان میں ان کے شوہر، باپ، بھائی وغیرہ سکھنے کاانتظام کردیں پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اس کاانتظام نہ ہو توان کے اجتماع کو منع نہ کیا جائے، البتہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ پردہ کا پورا انتظام ہو، بلا محرم کے عورتیں سفر نہ کریں تقریر میں ان کی آواز نامحرموں تک نہ پہونچے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کا اجتماع فرمایا اور اس میں خود تشریف لے جاکر دین سکھایا ہے۔

২. ফুকাহায়ে কেরাম বর্তমান ফিতনার জামানায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তথা পাঞ্জেগানা ও জুমু'আর নামাযের জন্য মহিলাদের মসজিদে যাওয়াকে নাজায়েয বলেছেন। আর ইসলামী শরীয়তে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ মহিলাদের দায়িত্বে দেয়নি। সুতরাং তাদের জন্য তাবলীগের কাজ ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব কিছুই নয়। তাই এ কাজের জন্য মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহর একান্ত হুকুম وقرن فی بیوتکن "তোমরা তোমাদের ঘরেই অবস্থান করে সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করো"—এই হুকুম লঙ্ঘন করে তাবলীগের নামে সফর করা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

Scanned by CamScanner

📖 سورة الاحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

📖 الدرالمختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

৩. ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর প্রয়োজনীয় ইলম শিক্ষা করা ফরয করে দিয়েছে। অতএব নারীরা যেহেতু পুরুষদের ন্যায় ঘর থেকে বের হয়ে যেথায় সেথায় গমন করতে পারে না, তাই তারা ঘরে বসেই স্বীয় স্বামী অথবা যেকোনো মাহরাম পুরুষের কাছ থেকে দ্বীনি শিক্ষা লাভ করবে। (১৮/৩৩৯/৭৬০০)

📖 اصلاح انقلاب امت (ادارۃ المعارف) ١/ ٢٧٢ : لڑکیوں کی تعلیم کا اسلم طریقہ : اسلم طریق لڑکیوں کے لئے یہی ہے جو زمانہ دراز سے چلا آتا ہے کہ دو دو چار چار لڑکیاں اپنے اپنے تعلقات کے موقع میں آویں اور پڑھیں اور حتی الامکان اگر ایسی استانی مل جاوے جو تنخواہ نہ لے تو تجربہ سے یہ تعلیم زیادہ بابرکت اور باا‌ثر ثابت ہوئی ہے اور بدرجہ مجبوری اس کا بھی مضائقہ نہیں اور جہاں کوئی ایسی استانی نہ ملے اپنے گھر کے مرد پڑھادیا کریں.

পর্দার মাপকাঠি ও মহিলা তাবলীগ

প্রশ্ন :

১. মেয়েদের পর্দার মাপকাঠি কী? কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে একজন মহিলা পরিপূর্ণ পর্দা কিভাবে করবে? মেয়েরা ঘর থেকে বের হতে পারবে কি না এবং কিভাবে বের হবে? উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে প্রথমে কোরআন-হাদীসের আলোকে আলোচনা করে ফুকাহায়ে কেরামের উক্তিসমূহসহ উত্তর দিতে মর্জি কামনা করছি।

Scanned by CamScanner

২. জনৈক অভিজ্ঞ মুফতী বলেন, মেয়েদের জন্য ফরয কাজের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া ফরয এবং ওয়াজিবের জন্য ওয়াজিব এবং মুবাহের জন্য মুবাহ। এ উক্তিটি কোরআন-হাদীসের আলোকে কতটুকু সঠিক?

৩. জনৈক প্রবীণ তাবলীগওয়ালা বলেন, দ্বীনি কাজে মেয়ে-পুরুষ এক বরাবর, কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং পুরুষের জামাতে বের হওয়ার যেমন প্রয়োজন, তেমনি মাসতুরাতের জামাত বের হওয়াও প্রয়োজন–এ কথাটি কতটুকু সঠিক? কোরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানালে খুশি হব।

উত্তর :

১. মহিলাদের জন্য বিনা প্রয়োজনে বোরকা পরেও ঘর থেকে বের হওয়া নাজায়েয। তবে শরয়ী জরুরত তথা হজ পালন, মাহরাম আত্মীয়স্বজনদের সাক্ষাৎ এবং নিরুপায় হলে প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বের হওয়ার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে।

ক. মাহরাম সাথে থাকতে হবে।
খ. বড় চাদর অথবা বোরকা দিয়ে পুরো শরীর ঢেকে নেবে। রাস্তা দেখার জন্য কেবল চোখ খোলা রাখবে। প্রয়োজনে উভয় হাত-পা যথাক্রমে কবজি ও টাখনু পর্যন্ত খোলা রাখারও অবকাশ আছে।
গ. কোনো প্রকারের সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না।
ঘ. হৃদয়গ্রাহী কথাবার্তা ও চালচলন পরিহার করতে হবে।
ঙ. চাদর বা বোরকা নকশা অংকিত হতে পারবে না।
চ. ফুটপাত দিয়ে হাঁটবে, মাঝ পথ দিয়ে হাঁটবে না।
ছ. কোনো প্রকার ফিতনার সম্ভাবনা থাকতে পারবে না। (১৩/৯৬/৫১৩৮)

📖 سورة الاحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

📖 سورة الاحزاب الآية ٣٢ : ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

Scanned by CamScanner

📖 سورة الاحزاب الآية ٥٩ : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

📖 سورة الاحزاب الآية ٥٣ : ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

📖 سورة النور الآية ٣١ : ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ الخ.

📖 سنن الترمذی (دار الحديث) ٣ / ٣١٠ (١١٧٣) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان».

📖 الدر المختار مع الرد (ایچ ایم سعید) ٦ / ٣٧٠ : (فإن خاف الشهوة أو شك (امتنع نظره إلى وجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره (إلا) النظر لا المس (لحاجة) كقاض وشاهد يحكم (ويشهد عليها).

📖 ردالمحتار (ایچ ایم سعید) ٦/ ٣٧٠ : (قوله وأما في زماننا فمنع من الشابة) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٨ / ٩٢ : پردہ کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر عورت کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت پیش آئے تو بڑی چادر یا برقع سے اپنے پورے بدن کو ڈھانپ کر نکلے اور صرف راستہ دیکھنے کیلئے آنکھ کھلی رہے۔

২. উক্ত মুফতী সাহেবের উক্তিটি সঠিক নয়। মহিলাদের জন্য একান্ত শরয়ী প্রয়োজনে বের হওয়ার ওপরও যেখানে শর্তারোপ করা হয়, সেখানে এমন উক্তিকে কোনো ক্রমেই শরীয়তসম্মত বলা যায় না।

Scanned by CamScanner

📖 احكام القرآن للمفتی شفیع (ادارۃالقرآن) ٣/ ٤١٦ : ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ دلت الآية على مسائل :

الاول: وجوب التجليب أو البرقع للنساء بحيث يستر جميع البدن اذا مست الحاجة الى الخروج من البيت-

الثانية: وجوب ستر الوجه للنساء اذا خيف الفتنة،...

الثالثة: جواز الخروج من البيت للنساء عند الضرورات الطبعية أو الشرعية كما دلت عليه إشارة الكتاب والآثار الواردة فيه -

৩. প্রশ্নে বর্ণিত তাবলীগী ব্যক্তির বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ তাবলীগ কিংবা অন্য যেকোনো উদ্দেশ্যে মহিলাদের শরয়ী সফরের অনুমতি নেই।

📖 البناية (دارالفكر) ٢/ ٤٢٠ : أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن يكره حضورهن مجالس العلم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢/ ٢٤٧ : تبلیغ یا کسی بھی مقصد کیلئے عورت کو شرعی سفر کی اجازت نہیں۔

আল্লাহর রাস্তায় খরচ ও আমলের ফজীলত

প্রশ্ন : অনেকেই বলে থাকেন যে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় প্রয়োজনে একটি টাকা খরচ করে তাহলে এক টাকার বদৌলতে তার আমলনামায় সাত লক্ষ টাকার সাওয়াব লেখা হয়। আরো বলেন যে একটি ইবাদত করলে নাকি ৪৯ কোটি ইবাদতের সাওয়াব লেখা হয়। কোরআন-হাদীসে কথাগুলোর প্রমাণ আছে কি?

উত্তর : মুজাহিদদের আমল ও ব্যয় করার মধ্যে সাওয়াবের পরিমাণ অনেক গুণ বেশি হয়ে প্রশ্নে বর্ণিত সাওয়াবের সংখ্যায় পৌঁছার কথা সুস্পষ্ট হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর তাবলীগে দ্বীনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হওয়া আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার শামিল। (৬/২৩৮/১১৭৭)

Scanned by CamScanner

📖سورة البقرة الآية ٢٦١ : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

📖سنن أبي داود(دارالحديث ١/ ١٠٨٠ (٢٤٩٨) : عن سهل بن معاذ، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبع مائة ضعف» -

📖سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٩٢٢ (٢٧٦١) : عن علي بن أبي طالب، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله، وعمران بن الحصين كلهم يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته، فله بكل درهم سبعمائة درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله، وأنفق في وجه ذلك، فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم» ، ثم تلا هذه الآية: {والله يضاعف لمن يشاء}

📖صحيح ابن حبان ١٠ / ٤٦٣ (٤٦٠٣) : عن أبي هريرة أنه كان في الرباط، ففزعوا إلى الساحل، ثم قيل: لا بأس، فانصرف الناس وأبو هريرة واقف، فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا أبا هريرة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود".

📖تفسير روح المعانى (دار الحديث) ٢ / ٤٣ : "مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله" أي في وجوه الخيرات الشاملة للجهاد وغيره، وقيل: المراد الإنفاق في الجهاد لأنه الذي يضاعف هذه الأضعاف، وأما الإنفاق في غيره فلا يضاعف كذلك.

Scanned by CamScanner

ঘরে মহিলাদের তা'লীমের পদ্ধতি

প্রশ্ন : ঘরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানের মহিলারা একত্রিত হয়ে তা'লীম করা কেমন? এবং কোন ধরনের কিতাব কোন পদ্ধতিতে তা'লীম করবে?

উত্তর : পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের ওপরও দ্বীনের জরুরি মাসআলাগুলো শেখা এবং তার ওপর আমল করা ফরয। নিজ বাড়িতে দ্বীনি মাসআলাগুলো শেখার ব্যবস্থা করা পর্যায়ক্রমে পিতা, ভাই ও স্বামীর একান্ত কর্তব্য। যদি এ রকম সুব্যবস্থা বাড়িতে না থাকে তাহলে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে দ্বীনি তা'লীমের অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। তবে পর্দার বিধান রক্ষা করা ও দূরত্বভেদে মাহরাম পুরুষের মাধ্যমে যাতায়াত করা জরুরি।

তা'লীমের পদ্ধতির ব্যাপারে যথাসম্ভব প্রথমে কোরআন তেলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। পরে হাকীমুল উম্মত মাও. আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর রচিত 'বেহেস্তী জেওর' বা আরিফবিল্লাহ আব্দুল হাই (রহ.)-এর 'আহকামে জিন্দেগী' থেকে জরুরি মাসায়েলগুলো দৈনিক পর্যাপ্ত পরিমাণ তা'লীম দিলে যথেষ্ট হবে। এ ছাড়া কোনো অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে অন্যান্য কিতাবও তা'লীম করা যেতে পারে। (১০/৪৫)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ / ۱۱٦ : جواب—دین سیکھنا مردوں اور عورتوں سب کے ذمہ ضروری ہے، عورت کے لئے اگر ہر مکان میں ان کے شوہر، باپ، بھائی وغیرہ سیکھنے کا انتظام کردیں پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اس کا انتظام نہ ہو تو ان کے اجتماع کو منع نہ کیا جائے، البتہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ پردہ کا پورا انتظام ہو، بلا محرم کے عورتیں سفر نہ کریں تقریر میں ان کی آواز نامحرموں تک نہ پہونچے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کا اجتماع فرمایا اور اس میں خود تشریف لے جا کر دین سکھایا ہے۔

তা'লীম শুনতে যাতায়াত পথে পরপুরুষের সাথে কথা বলা

প্রশ্ন : ঢাকা শহরে বাসা। বাসা থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে এক বাসায় সাপ্তাহিক মাসতুরাতের (তাবলীগের) বয়ান হয় এবং বয়ানের দ্বারা মহিলাদের বেশ ফায়দাও হয়। বাসা থেকে এই দুই মাইল পথ রিকশা ভাড়া করার সময় রিকশাওয়ালার সাথে কথা

Scanned by CamScanner

বলতে হয় (বাসায় পুরুষ লোকের অভাবের কারণে)। মাসতুরাতের বয়ান শেষ হলে বাসায় ফিরে আসার জন্য আবার রিকশা ভাড়া করতে রিকশাওয়ালার সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেহেতু সাথে কোনো পুরুষ লোক থাকে না, রিকশাওয়ালার সাথে কথা বলাটা শরীয়তে কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : শরীয়তের প্রয়োজনীয় মাসায়েল পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও জানা জরুরি। তবে তার সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, মাহরাম পুরুষ তাদেরকে শিক্ষা দেবেন। যদি মাহরাম পুরুষ শরীয়তের মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞাত না হন, তাহলে তাঁরা বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম থেকে শিখে মহিলাদেরকে শিক্ষা দেবেন। নতুবা মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞাত মহিলাদের থেকে শিখে নেবে। বর্তমানে ফিতনা-ফ্যাসাদের প্রবল আশংকার কারণে মাসতুরাতের তাবলীগী বয়ানে মহিলারা মাহরাম পুরুষ ছাড়া যাবে না। মাসতুরাতের তাবলীগী বয়ানে যাওয়া এমন জরুরি বিষয় নয়, যার জন্য পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলার অনুমতি দেওয়া হবে। (৪/৮৭/৫৯৪)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٣ / ٣١٠ (١١٧٣) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان».

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٨٣ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ٥/ ٤٠٢ : وعظ کی مجلس میں عورتوں کو جانا ہی جائز نہیں پس ایسی مجلس سے روکنے کا حق خاوند کو بدرجۂ اولی حاصل ہوگا، کیونکہ خاوند کو فقہائے کرام کی تصریحات کے بموجب یہ حق حاصل ہے کہ ضروری مسائل دریافت کرنے کے لئے بھی عورت کو باہر نہ جانے دے، بشرطیکہ خود علماء سے دریافت کرکے اسے بتا دیا کرے۔

Scanned by CamScanner

দাওয়াতের নামে নারীদের সংঘবদ্ধ জামাত

প্রশ্ন : যেহেতু মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার তেমন ব্যবস্থা নেই। তাই আমরা কতিপয় ছাত্রী দাওয়াতে তাবলীগের নামে একটি জামাত তৈরি করি। যার কাজ হলো, এলাকার মেয়েদেরকে দ্বীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং দ্বীনি মাসায়েল ও তা'লীম শিক্ষা দেওয়া ও নেওয়া। আমাদের কাজের জন্য প্রয়োজনে বাইরের এলাকায় যেতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এলাকার কিছু লোক বলে থাকেন যে বর্তমান রাস্তাঘাট অনিরাপদ হওয়ায় মহিলাদের জন্য বাইরে বের হওয়া জায়েয নেই। অথচ আমরা রাস্তায় চলতে শরয়ী পর্দার হেফাজত করে থাকি। কিন্তু এসব ফতওয়া শুনে আমরা যেমন মনোবল হারাতে বসেছি, তেমনিভাবে আমাদের জামাতের সংঘবদ্ধতা ভাঙতে শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা কী করতে পারি? আবার ভয় হয়, হাদীস শরীফে আছে, "প্রত্যেক মুসলিম ও মুসলিমার প্রতি ইলম শিক্ষা করা ফরয"। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক সমাধানদানে বাধিত করবেন।

উত্তর : ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি অর্জন করা মূলত সকল নর-নারীর ওপর ফরয হলেও মহিলাদের জন্য শুধুমাত্র এতটুকু ফরয, যার দ্বারা সে ইসলামী মূলনীতির অনুসরণ করে দ্বীনি পরিবার গঠনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। এতটুকু শিক্ষার ব্যবস্থা করা মা-বাবা, স্বামী প্রমুখের কর্তব্য। তাই এ ধরনের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও দাওয়াত মহিলাদের মৌলিক দায়িত্ব না হলেও শরয়ী বিধিবিধান রক্ষা করে এ ধরনের কাজ করা ভালো। তবে এর জন্য মাহরাম পুরুষ ব্যতীত বাইরে সফর করা বা এমন কোনো ইজতিমার আয়োজন করা, যাতে ফিতনার আশংকা থাকে তা জায়েয নেই। হ্যাঁ, নিকটতম এলাকাতে পার্শ্ববর্তী মহিলাদের শরয়ী পর্দার সাথে একত্রিত হয়ে কিছু তা'লীমের ব্যবস্থা করা এবং বাইরের এলাকাতে মাহরামের সাথে শরয়ী বিধান মতে সফর করার অনুমতি রয়েছে।

অতএব আপনাদের ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি একান্ত আগ্রহ ও তার মেহনত বড় আনন্দের বিষয়। কোনো ধরনের ফিতনার আশংকা না থাকলে শরয়ী বিধানমতো এলাকায় মাঝে-মধ্যে মাহরাম পুরুষের তত্ত্বাবধানে জমায়েত হওয়া জরুরি। (৪/১১৫/৬০২)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٦٠٤ : وفي البحر: له منعها ... ... ومن مجلس العلم إلا لنازلة امتنع زوجها من سؤالها.... فإن لم تقع لها نازلة، وأرادت الخروج لتعلم مسائل الوضوء والصلاة، إن كان الزوج يحفظ ذلك ويعلمها له منعها، وإلا فالأولى أن يأذن لها أحيانا بحر.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٣١٤ : (قوله: ومحرم أو زوج لامرأة في سفر) أي وبشرط محرم إلى آخره لما في الصحيحين «لا تسافر امرأة ثلاثا إلا ومعها محرم». وزاد مسلم في رواية «أو زوج» . وروى البزار «لا تحج امرأة إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني كتبت في غزوة وامرأتي حاجة قال ارجع فحج معها» فأفاد هذا كله أن النسوة الثقات لا تكفي قياسا على المهاجرة والمأسورة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۱۱۶ : جواب—دین سیکھنا مردوں اور عورتوں سب کے ذمہ ضروری ہے، عورت کے لئے اگر ہر مکان میں ان کے شوہر، باپ، بھائی وغیرہ سیکھنے کا انتظام کردیں پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اس کا انتظام نہ ہو توان کے اجتماع کو منع نہ کیا جائے، البتہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ پردہ کا پورا انتظام ہو، بلا محرم کے عورتیں سفر نہ کریں تقریر میں ان کی آواز نامحرموں تک نہ پہونچے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کا اجتماع فرمایا اور اس میں خود تشریف لے جاکر دین سکھایا ہے۔

নারীদের তাবলীগে সময় লাগানো

প্রশ্ন : আমি একজন বয়স্কা মহিলা। ২ ছেলে ২ মেয়ের জননী। সবারই বয়স ২৫-এর উর্ধ্বে। আমি স্থানীয় মহিলা তাবলীগের সাথে জড়িত। নিয়মিত তা'লীমে অংশ নিই তবে এখন পর্যন্ত সময় লাগানোর জন্য বাইরে যাইনি। আমাদের আমির সাহেব আমাকে সময় লাগানোর জন্য বলছেন, কিন্তু বাইরে সময় লাগানোর জন্য যাওয়া উচিত হবে কি না, দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। যদিও অনেক মহিলাই বর্তমানে দেশব্যাপী সফর করছেন। এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে আমার তাবলীগ করার জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়া উচিত হবে কি না এবং গেলে কিভাবে যেতে হবে?

উত্তর : ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা মহিলাদের জন্য শুধুমাত্র এতটুকু ফরয, যার দ্বারা সে ইসলামী মূলনীতির অনুসরণ করে দ্বীনি পরিবার গঠনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়। এতটুকু শিক্ষার ব্যবস্থা করা মা, বাবা, স্বামী প্রমুখের কর্তব্য। এ ধরনের শিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করা মহিলাদের মৌলিক দায়িত্ব না হলেও শরয়ী বিধিবিধান রক্ষা করে এ ধরনের কাজ করা ভালো। তবে এর জন্য মাহরাম পুরুষ ব্যতীত বাইরে সফর করা বা

Scanned by CamScanner

এমন কোনো ইজতেমায় অংশগ্রহণ করা, যাতে ফিতনার আশংকা থাকে তা জায়েয নেই। হ্যাঁ, নিজ এলাকায় মাহরাম পুরুষের তত্ত্বাবধানে প্রতিবেশী মহিলাদের একত্রিত হয়ে কিছু তা'লীমের ব্যবস্থা করা এবং বাইরের এলাকাতে মাহরাম পুরুষের সাথে শরয়ী বিধান রক্ষা করে সফর করার অনুমতি রয়েছে। (৬/১০১/১১০৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ٨٩ (١٣٣٨) : عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم»-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ / ۱۱۲ : جواب—دین سیکھنا مردوں اور عورتوں سب کے ذمہ ضروری ہے، عورت کے لئے اگر ہر مکان میں ان کے شوہر، باپ، بھائی وغیرہ سیکھنے کا انتظام کر دیں پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اس کا انتظام نہ ہو تو ان کے اجتماع کو منع نہ کیا جائے، البتہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ پردہ کا پورا انتظام ہو، بلا محرم کے عورتیں سفر نہ کریں تقریر میں ان کی آواز نامحرموں تک نہ پہونچے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کا اجتماع فرمایا اور اس میں خود تشریف لے جا کر دین سکھایا ہے۔

তা'লীম ও মাহফিলের জন্য নারীদের দূর-দূরান্তে গমন করা

প্রশ্ন : জনৈক মহিলা নিজ গ্রামে (স্বামীর গ্রাম) এবং দূর-দূরান্তে অন্যান্য গ্রামে গিয়ে মহিলাদেরকে ডেকে নিয়ে অথবা তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে জমায়েত হওয়ার কথা বলে তা'লীমের নাম দিয়ে সুরেলা কণ্ঠে বিভিন্ন ধরনের গজল, কিছু মাস'আলা বা ফাজায়েলসম্বলিত কিছু কথাবার্তা শুনিয়ে তাদেরকে নিয়ে উচ্চস্বরে দু'আ করে থাকে। যদি কেউ কোনো ধরনের হাদিয়া দেয় তাও গ্রহণ করে, আবার অনেক সময় গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথেও কথা বলে। উল্লেখ্য যে বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করতে তার সাথে কোনো মাহরাম পুরুষ থাকে না এবং কোনো সময়ে ওই স্থানে রাত্রি যাপন করে থাকে। এমনকি দূর-দূরান্ত গ্রামগুলোতে একাধারে ৩-৪ দিন বা ততোধিক সময় প্রোগ্রাম শেষ করে বাড়িতে ফিরে। ইদানীং ওই মহিলা এগুলোকে মাহফিল নামে আখ্যায়িত করছে। মাননীয় মুফতী সাহেবের নিকট প্রশ্ন :

(১) উক্ত মহিলার জন্য এভাবে তা'লীম বা মাহফিল করা এবং তার জন্য এভাবে যাতায়াত করা বৈধ আছে কি না?

Scanned by CamScanner

(২) মহিলাদের জন্য তা'লীম বা মাহফিল করা এবং তা শোনার শরয়ী কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : (১) দ্বীন প্রচারের নামে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি সম্পূর্ণ শরীয়তবিরোধী ইসলামের স্বর্ণযুগে এ ধরনের পদ্ধতিতে দ্বীনের প্রচার হয়নি। তাই দ্বীন প্রচারের নামে কেউ উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্থানীয় মুসলমান ও ওই এলাকার উলামায়ে কেরামের মাধ্যমে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া একান্ত জরুরি। (১৬/৪৪৩/৬৫৯২)

📖 تفسير روح المعانى (دار الحديث) ١١ /٢٤٨ : وقرأ ابن أبي عبلة «واقررن» أمرهن رضي الله تعالى عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء. أخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «إن المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها» وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى، وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها -

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ١/ ٢٧٥ (٥٧٠): عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» -

📖 الدرالمختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١ /٥٦٦ :(ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان... ... (قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين.

(২) মহিলাদের ঘরে রেখেই দ্বীনের জরুরি জ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা পুরুষের কর্তব্য। তথাপি ঘরে ব্যবস্থা না হলে প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে শরীয়তের দিকনির্দেশনা মেনে যেতে পারবে। সে ক্ষেত্রে মহিলারা কাছাকাছি কোনো স্থানে

Scanned by CamScanner

জমায়েত হতে পারে এবং পর্দার আড়াল থেকে কোনো বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন তাদেরকে জরুরি বিষয়াদি শিক্ষা দিতে পারেন। অথবা কোনো দ্বীনদার মহিলা যদি থাকেন তাঁর ঘরে গিয়েও অন্য মহিলারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে আর সে ক্ষেত্রে অবশ্যই আওয়াজের পর্দা করতে হবে। বাইরে কোথাও রাত্রি যাপন এবং মাহরাম ছাড়া দূর-দূরান্তে যাওয়া যাবে না। কাছাকাছি যাওয়ার ক্ষেত্রেও মাহরাম সাথে থাকা উত্তম।

📖 البحر الرائق(ايچ ايم سعيد) ٤/ ١٩٥ : أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم أو أخبرها بذلك لا يسعها الخروج وإن امتنع من السؤال يسعها من غير رضا الزوج وإن لم تقع لها نازلة لكن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتتعلم مسألة من مسائل الوضوء والصلاة فإن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكر عندها فله أن يمنعها وإن كان لا يحفظ فالأولى أن يأذن لها أحيانا وإن لم يأذن فلا شيء عليه ولا يسعها الخروج ما لم يقع لها نازلة.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٤٠٦ : فظهر الكف عورة على المذهب (والقدمين) على المعتمد، وصوتها على الراجح-

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٤٠٦ : (قوله على الراجح) ... ... نغمة المرأة عورة، وتعلمها القرآن من المرأة أحب. قال - عليه الصلاة والسلام - «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» فلا يحسن أن يسمعها الرجل. اهـ وفي الكافي: ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة.

নারীদের মাসতুরাত জামাত থেকে বিরত রাখতে হবে

প্রশ্ন : বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে, অর্থাৎ স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে তিন দিনের জন্য অন্যত্র তাবলীগে যাওয়া বৈধ কি? প্রকাশ থাকে যে তাবলীগী কিছু সাথী এ কথা বলেন যে মাও. জুবায়ের সাহেবসহ অনেক তাবলীগী মুরব্বিও উক্ত কাজ বৈধ মনে করেন। জানার বিষয় হলো, আমরা আমাদের মা-বোনদেরকে উক্ত কাজের প্রতি উৎসাহিত করব, নাকি বিরত রাখব? বিস্তারিতভাবে জানালে খুব উপকৃত হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব বস্তুত পুরুষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, মহিলাদের ওপর নয়। তাই বর্তমান ফিতনার যুগে মহিলাদের তাবলীগের নিয়্যাতে ঘর থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতামতে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। বহুসংখ্যক মুহাক্কিক উলামার দৃষ্টিতে এ ফিতনার যুগে তাবলীগের নামে মহিলাদেরকে ঘর হতে বের করা মেজাজে শরীয়তের বহির্ভূত হওয়ায় গর্হিত কাজ বলে ফতওয়া দিয়ে থাকেন। সুতরাং মহিলাদেরকে তাবলীগে উৎসাহিত করা শরীয়তসম্মত হবে না, বরং মহিলাদের এ কাজ থেকে বিরত রাখাই জরুরি। (১৭/৫/৬৯১১)

📖 سورة الاحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣ / ٣١٠ (١١٧٣) :عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» -

📖 احسن الفتاوی(ایچ ایم سعید) ٨ /٥٥ : الجواب- عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے اسلئے فقہاء کرام نے اس پر بہت سخت پابندی لگائی ہے اور دینی کاموں کے لئے بھی عورتوں کے نکلنے کو بالاتفاق حرام ہے

দেশ-বিদেশে মাসতুরাতের জামাত পাঠানো শরীয়তসম্মত নয়

প্রশ্ন : তাবলীগ জামাতের অধীনে কাকরাইল থেকে যে সমস্ত মাসতুরাতসহ জামাত বের হয়, সে সমস্ত জামাতে বের হওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য মহিলাদের জামাত করে দেশ-বিদেশে যাওয়া নিষিদ্ধ। (১৫/১৮১/৫৯৮১)

Scanned by CamScanner

📖 الكفاية مع فتح القدير(مكتبه حبيبيه) ١ /٣١٨ : والفتوى اليوم على الكراهة فى الصلاة كلها لظهور الفساد فمتى كره حضور المسجد للصلاة لان يكره حضور مجالس العلم-

📖 منحة الخالق مع البحر (دار الكتب العلمية) ١/ ٦٢٨ : وإذا منعت حضور الجماعة فمنعها عن حضور الوعظ و الاستسقاء اولى-

দুই ধরনের মহিলা তাবলীগের হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে দুই ধরনের মহিলা তাবলীগ প্রচলিত আছে :

(ক) 'চার সাথীর কাজ', যার সাথে দেশের তাবলীগী মারকাজগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু লোকের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পরামর্শে পরিচালিত হয়, শুধু মহিলারাই এ কাজ করে থাকে। মহিলারাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে দ্বীনের কথা বোঝায়, বয়ান করে ও তাশকীল করে। এ জামাতের মোকামী কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তা'লীমের ঘর নির্মাণ করা হয়, যাতে সর্বপ্রকার চাঁদা যাকাত ও কোরবানীর চামড়ার মূল্য ব্যয় করা হয়। সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে মহিলারা ওই ঘরে একত্রিত হয়ে বয়ান ও তা'লীমে অংশগ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রেও পুরুষদের সাথে কোনো যোগাযোগ থাকে না। বরং তা'লীমে আসতে স্বামী বা অন্য কারো পক্ষ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হলে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াকেও জায়েয মনে করা হয়। তিন দিন, দশ দিন ও চিল্লার জামাত বের করার ক্ষেত্রে ও তাদের সাথে মাহরাম হিসেবে ভিন্ন পুরুষ সাথে দেওয়া হয়, তারা এলাকায় গিয়ে কোনো বাড়ি বা তা'লীমের ঘরে অবস্থান করে তাদের কাজ পরিচালনা করে থাকে।

(খ) মাসতুরাতের জামাত, যা কেন্দ্রীয় মারকাজ কাকরাইল মসজিদের পক্ষ থেকে পরিচালিত হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ কাজ পরিচালিত হয় দিল্লির মারকাজের পরামর্শে, যাতে শরয়ী আহকামের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, উভয় জামাতের ব্যাপারে শরয়ী হুকুম কী? যদি মাসতুরাতের কাজ শরীয়তসম্মত না হয় তাহলে এ কাজকে বাধা দেওয়া ও বন্ধ করা যাবে কি না? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : মহিলাদের ইবাদত-বন্দেগী, তা'লীম ও তাবলীগ–সব কিছু তাদের ওপর ফরযকৃত পর্দার বিধান মান্য করে করা জরুরি। পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে কোনো ভালো

Scanned by CamScanner

কাজ করার অনুমতি মহিলাদের জন্য নেই। কোরআনে কারীমের সাতটি আয়াত ও সত্তরটি হাদীসে নির্দেশিত পর্দা এটাই বোঝায় যে মহিলাদের শরীরের কোনো অঙ্গ বা আকৃতি বোরকা পরিহিতা অবস্থায়ও বেগানা পুরুষের চোখে না পড়ে—এমনভাবে থাকা এটাই আসল পর্দা, যা শরীয়তে কাম্য। মুবাহ বা মুস্তাহাব কাজের খাতিরে এ পর্দা লঙ্ঘনের অনুমতি শরীয়তে নেই। অত্যন্ত অপারগতা অর্থাৎ ফরয-ওয়াজিব স্তরের কাজের জন্যই একমাত্র বোরকা পরে বাইরে যেতে পারে। মহিলাদের তাবলীগ করা বড় জোর মুস্তাহাব বলা যায় যে রূপ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা।

অতএব এর জন্য নির্দেশিত পর্দার বিধান লঙ্ঘন করা জায়েয হতে পারে না। সুতরাং মাসতুরাতের জামাত ও এ ধরনের অন্যান্য জামাতকে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বলা যায় না। এ কারণেই বর্তমান তাবলীগের প্রবর্তক মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মাসতুরাতের জামাতের প্রবর্তন করে যাননি। (৭/৬০৬)

📖 أحكام القرآن للتهانوى (إدارة القرآن) ٣/ ٤٥٤ : لعلك مماتلونا من الآيات وسردنا لك من الروايات عرفت أن للحجاب الشرعى المأموربه فى الكتاب والسنة ثلاث درجات ،بعضها فوق بعض فى الاحتجاب والاستتار، وكلها صدع لها الكتاب والسنة ولاقائل بنسخ شيء منها ،

الأولى: حجاب الأشخاص بالبيوت والجدر والخدور والهوادج وامثالها، بحيث لايرى الرجال الأجانب شيئا من اشخاصهن ولالباسهن وزينتهن الظاهرة ولاالباطنة -

📖 معارف القران (المكتبة المتحدة) ٧/ ٢١٣ : پردۂ نسواں کے متعلق قران مجید کی سات آیات اور حدیث کی ستر روایات کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مطلوب شرعی حجاب اشخاص ہے، یعنی عورت کا وجود اور ان کی نقل وحرکت مردوں کی نظروں سے مستور ہو جو گھروں کی چار دیواری یا خیموں اور معلق پردوں کے ذریعہ ہو سکتا ہے اس کے سوا جتنی صورتیں حجاب کی منقول ہیں وہ سب ضرورت کی بناء پر اور وقت ضرورت اور قدر ضرورت کے ساتھ مقید اور مشروط ہیں۔

Scanned by CamScanner

الوعظ والإرشاد

ওয়াজ-নসীহত

নাবালেগ ছেলে দ্বারা ওয়াজ করানোর হুকুম

প্রশ্ন : সুন্দর কণ্ঠস্বর ও আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গির অধিকারী ১০-১২ বছর বয়সের বালক দ্বারা ওয়াজ করানোর শরয়ী বিধান কী? এলাকায় এ ধরনের একটি বালকের ওয়াজের বৈধতা নিয়ে আলেম সমাজে দুই ধরনের মত দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে ওই বালকটি আলেম নয় এবং সে কোরআন শরীফও পড়েনি। ক্যাসেট বা কারো থেকে শিখে ওয়াজ করে থাকে। প্রশ্ন হলো, ওয়াজকারীর কেমন যোগ্যতা থাকতে হবে এবং ওয়াজ করার জন্য উক্ত নাবালেগ শিশুকে দাওয়াত দেওয়া এবং তার ওয়াজ শোনা জায়েয হবে কি না? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : ওয়াজ দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলাহী কাজ, রং-তামাশা নয়। অযোগ্য ব্যক্তির হাতে ইসলাহের কাজ সোপর্দ করা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী মতে কিয়ামতের নিদর্শন। ওয়ায়েজ আলেম, জ্ঞানী, দ্বীনদার, মুত্তাকী ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হওয়া আবশ্যক। তাই নাবালক বা পেশাদার ওয়ায়েজ থেকে বিরত থাকা জরুরি। (১৮/৯১৮/৭৯৩৩)

📖 الموسوعة الفقهيةالكويتية ٤٤ / ٨١ : شروط الواعظ:

أ - أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا.

ب - أن يكون عدلا.

ج - أن يكون محدثا، والمراد به المشتغل بكتب الحديث بأن يكون قرأ لفظها وفهم معناها وعرف صحتها وسقمها ولو بإخبار حافظ أو استنباط فقيه.

د - أن يكون مفسرا، والمراد به المشتغل بشرح غريب كتاب الله وتوجيه مشكله، وبما روي عن السلف في تفسيره.

Scanned by CamScanner

ويستحب مع ذلك أن يكون فصيحا لا يتكلم مع الناس إلا قدر فهمهم، وأن يكون لطيفا ذا وجه ومروءة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۲/ ۳۶۴ :جواب- وعظ کیلئے پہلی شرط عالم ہونا ہے... جو عالم نہ ہو اور عربی وفارسی کی تعلیم باقاعدہ حاصل نہ کی ہو، تفسیر قرآن اور اس کے اصول علم حدیث اور علم فقہ اور اس کی اصول و قوانین سے واقف نہ ہو، وہ وعظ کہنے کا اہل نہیں۔ شاہ ولی اللہ" (القول الجمیل) میں فرماتے ہیں... ... یعنی وعظ کے لئے ضروری ہے کہ قرآن، حدیث، تفسیر کا اچھی طرح عالم و ماہر ہو اور سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام کے حالات و سیرت کا علم رکھتا ہو، صحیح ضعیف اور موضوع حدیث میں امتیاز کر سکتا ہو اور یہ سب علوم کامل استاد کے پاس سے سیکھے ہوں۔

চুক্তি করে টাকা নিয়ে ওয়াজ করা

প্রশ্ন : বিনিময় নির্ধারণ করে ওয়াজ করা। যেমন এত টাকা দিলে ওয়াজ করব, নয়তো করব না, এভাবে ওয়াজ করা বৈধ কি না? এবং ওই টাকা হালাল কি না?

উত্তর : মুতাআখখিরীন ফুকাহায়ে কেরামগণ যে সমস্ত দীনি কাজের বিনিময় দেওয়া-নেওয়া জায়েয বলেছেন সে সমস্ত কাজের বিনিময় নির্ধারণ করা জায়েয হবে। অনেক উলামায়ে কেরাম ওয়াজকেও ওই সমস্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু 'এত টাকা দিতে হবে নয় তো ওয়াজ করব না' এভাবে বলা ঠিক নয়। হ্যাঁ, সর্বাবস্থায়ই টাকা নেয়া অবৈধ হবে না। (১৫/১৫৬/৫৬৮২)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٥٥ : لا تصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي) ولو أخذ بلا شرط يباح (و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان... ... وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۷/ ۳۱۹ : الجواب—وعظ کی اجرت پہلے سے مقرر نہ کی جائے اور واعظ کی نیت میں بھی یہ بات نہ ہو کہ مجھے ضرور کچھ رقم ملے گی یا ملنا چاہئے وہ

Scanned by CamScanner

محض حسبۃ للہ وعظ کہہ دے اور کوئی شخص اس کو تبرعا کوئی رقم دے دے تو یہ رقم دینا بھی جائزاور واعظ کو لے لینا بھی جائز ہے۔
لیکن اگر اجرت پہلے سے مقرر کردی جائے یا واعظ اس کو ایک طریقہ بنالے کہ وہ وعظ پر اجرت لیا کرتا ہے تو اس کی دو صور تیں ہیں، اول یہ کہ کوئی قومی ادارہ مثلا انجمن یا دینی مدرسہ یا تبلیغی جماعت کسی عالم کو تبلیغ دین کی غرض سے وعظ کہنے کے لئے ملازم رکھے اور اس کی اجرت ماہانہ تنخواہ کی صورت میں مقرر کردے تو یہ بھی جائز ہے.... دوم یہ کہ ہر وعظ پر اجرت ٹھہرا کر وعظ کرے،.... یہ وعظ اگرچہ لفظ 'الوعظ' کے عموم میں داخل ہے مگر اس سے واعظ اور وعظ کی بے توقیری ہوتی ہے اس لئے یہ صورت مکروہ ہے

রাতে ওয়াজ করার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত রাতের ওয়াজ কতটুকু বৈধ?

উত্তর : রাতে দ্বীনি নসীহত মানুষের ঘুমের বা রোগীর ক্ষতি না হওয়ার শর্তে জায়েয হবে। তবে প্রচলিত ওয়াজে তা উপেক্ষা করা হয় বিধায় সংশোধন প্রয়োজন। (৩/২৫৮/৪৯০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١/ ٣٦٨ : ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لنهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عنهما إلا حديثا في خير، لقوله – صلى الله عليه وسلم – «لا سمر بعد الصلاة» يعني العشاء الأخيرة (إلا لأحد رجلين: مصل أو مسافر) وفي رواية (أو عرس) .

وقال الطحاوي: إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها، وأما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم.

وقال الزيلعي: وإنما كره الحديث بعده؛ لأنه ربما يؤدي إلى اللغو أو إلى تفويت الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به، وإذا كان لحاجة

Scanned by CamScanner

مهمة فلا بأس، وكذا قراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع الضيف.

ঈসালে সাওয়াব উপলক্ষে ওয়াজ-মাহফিল করা

প্রশ্ন :

১. ঈসালে সাওয়াবের জন্য ওয়াজ-মাহফিল করা জায়েয হবে কি না?
২. ওই মাহফিলে আমন্ত্রিত বক্তার জন্য হাদিয়া নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর :

১. যেকোনো নেক কাজের মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব করা যায়। তাই শরীয়তের গণ্ডির ভেতর থেকে ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমেও ঈসালে সাওয়াব করা জায়েয। কিন্তু সামাজিক প্রথার বশবর্তী হয়ে বা মৃত্যুর তারিখ অনুযায়ী প্রতি বছর উক্ত তারিখেই ওয়াজের আয়োজন করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। তা অবশ্যই বর্জনীয়। (১৮/৭৯৬/৭৮৫০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٥٩٥ : أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۲۰۲ : حامدا ومصليا—ایصال ثواب غریبوں کو کھانا کپڑا وغیرہ ضرورت کی چیزیں دیکر نماز، قرآن شریف، تسبیح پڑھکر، روزہ رکھ کر، حج کرکے غرض ہر نیک کام کرکے جب بھی توفیق ہو درست اور نفع بخش ہے، نہ اس میں تاریخ کی قید ہے... ... نہ دنوں کا حساب۔

২. হ্যাঁ, উক্ত ওয়াজ-মাহফিলে আমন্ত্রিত বক্তাদের জন্য নিয়মতান্ত্রিক হাদিয়া নেওয়া বৈধ।

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٥/ ٣٧٢ : يجوز للإمام والمفتي والواعظ قبول الهدية؛ لأنه إنما يهدى إلى العالم لعلمه بخلاف.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٥٥ : قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى ، وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار. وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٨/ ٢٤٤ : استیجار علی الطاعات اصالۃ ناجائز ہے مگر متاخرین مجتہدین نے حسب اجتہاد ضرورت شرعیہ کا لحاظ رکھتے ہوئے بعض طاعات کو مستثنی کیا ہے ان میں سے وعظ بھی ہے، اور وجہ جواز حبس کو قرار نہیں دیا، بلکہ ضرورت شرعیہ کو قرار دیا ہے، اگر سلسلۂ وعظ بند ہو جائے تو نقصان عظیم لازم آئے گا۔

মসজিদে তাফসীর করা ও জোরে সুবহানাল্লাহ বলা

প্রশ্ন : মসজিদে এশার নামাযের পর উচ্চ আওয়াজে তাফসীর করা এবং মুসল্লিদের দিয়ে জোরে সুবহানাল্লাহ বলানো জায়েয আছে কি না? অথচ এর দ্বারা মসজিদে নামাযরত অন্য মুসল্লিদের নামাযে ব্যাঘাত হয়।

উত্তর : মসজিদ ইবাদতের স্থান। মসজিদে নামায, তেলাওয়াত, যিকির ও তাফসীর ইত্যাদি উচ্চস্বরে করা জায়েয আছে। তবে নামায ব্যতীত অন্যান্য ইবাদত এমনভাবে আদায় করবে, যাতে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুআক্কাদা আদায়কারীর ক্ষতি না হয়। অন্যথায় গোনাহগার হবে। (১০/২৩৩/৩০৮৪)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٣٥-٣٤ : ... فلا يجوز لأحد مطلقا أن يمنع مؤمنا من عبادة يأتي بها في المسجد لأن المسجد

Scanned by CamScanner

ما بني إلا لها من صلاة واعتكاف وذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه وقراءة قرآن الخ ... أما للتذكير أو للتدريس فلا لأنه ما بني له وإن جاز فيه وفي شرح الآثار أن البيع وخصف النعل وإنشاد الشعر مما كان لا يعم المسجد من هذا غير مكروه وما يعمه منه أو يغلبه فمكروه ويجوز الدرس في المسجد وإن كان فيه استعمال اللبود والبواري المسبلة لأجل المسجد لو علم الصبيان القرآن في المسجد لا يجوز ويأثم وكذا التأديب فيه أي لا يجوز التأديب فيه إذا كان بأجر وينبغي أن يجوز بغير أجر وأما الصبيان فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» وكذا لا يجوز التعليم في دكان في فناء المسجد هذا عند أبي حنيفة وعندهما يجوز إذا لم يضر بالعامة.

📖 الفتاوى السراجية (ايچ ايم سعيد) ص ٧١ : يجوز الجلوس فى المسجد بغير الصلاة من الذكر والتعليم.

📖 حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵/ ۹۳ : جواب—مساجد میں بلند آواز سے تقریر کرنا اور ایسے ہی نعت خوانی کرنا اگر کسی نمازی کی نماز میں باعث تشویش نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر کہیں نمازیوں کی نماز میں تشویش کا ذریعہ ہو تو مکروہ ہے۔

ভিডিও ধারণের ব্যবস্থা থাকলে ওয়াজে অংশগ্রহণ অবৈধ

প্রশ্ন : যে সমস্ত মাহফিলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ভিডিও ধারণের ইন্তেজাম করা হয়, সে সমস্ত মাহফিলে অংশগ্রহণ করা যাবে কি না?

উত্তর : যে সমস্ত মাহফিলে শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড চলে সে সমস্ত মাহফিলে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে না । তাই প্রশ্নে বর্ণিত মাহফিলে অংশগ্রহণের অনুমতি নেই। (১৮/৮২৩/৭৭৮২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٤٧ : وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما

Scanned by CamScanner

يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٦ / ٣٤٨ : (فإن قدر على المنع فعل وإلا) يقدر (صبر إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان) مقتدى (ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد) لأن فيه شين الدين والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتدى به (وإن علم أولا) باللعب (لا يحضر أصلا).

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٢ : قال - رحمه الله تعالى - السماع والقول والرقص الذي يفعله المتصوفة في زماننا حرام لا يجوز القصد إليه والجلوس عليه وهو والغناء والمزامير سواء.

চাঁদা দেওয়ার শর্তে ফাসেককে মাহফিল পরিচালনা কমিটির সদস্য বানানো

প্রশ্ন : দাড়ি মুণ্ডনকারী ব্যক্তিকে ৫ হাজার টাকা চাঁদা প্রদান করার শর্তে মাহফিল কমিটির সদস্য বানানো বৈধ হবে কি না? এবং এভাবে শর্ত করে চাঁদা নেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : যদি কেউ কোনো ধর্মীয় কল্যাণমূলক কাজে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে খালেস সাওয়াবের নিয়্যাতে হালাল উপার্জন থেকে চাঁদা দেন তাহলে তা নেওয়া বৈধ। পক্ষান্তরে কাউকে বাধ্য করে বা লজ্জিত করার মাধ্যমে বা পদের শর্ত করে ও লোভ দেখানোর মাধ্যমে চাঁদা উসুল করা জায়েয নেই।

ধর্মীয় কাজের কোনো কমিটিতে দাড়ি মুণ্ডানো ব্যক্তিকে সদস্য বানানো বৈধ হবে না। (১৫/১৫৪/৫৯০৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٢٥ (٥٩) : عن أبي هريرة رض قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: «أين - أراه - السائل عن الساعة» قال: ها أنا يا رسول الله، قال: «فإذا ضيعت الأمانة

Scanned by CamScanner

فانتظر الساعة» ، قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسد الأمر إلى
غير أهله فانتظر الساعة».

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٨ / ٤٣٨ (١٦٧٥٦) : عن أبي
حرة الرقاشي، عن عمه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
لا يحل مال رجل مسلم لأخيه , إلا ما أعطاه بطيب نفسه " -

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۲/ ۱۶۴ : فتاوی ابن تیمیہ میں ہے ولا يجوز تولية
الفاسق مع امكان تولية البر- یعنی نیک آدمی کے ملنے کا امکان ہو تو فاسق کو سردار
بنانا ناجائز ہے۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۹/ ۱۱۰ : جواب- نماز تو فرائض قطعیہ میں سے ہے اور
ڈاڑھی رکھنا بقدر ایک قبضے کے واجب ہے وتارک نماز اور داڑھی منڈانے والے فاسق
ہیں الخ۔

মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে ওয়াজ করা

প্রশ্ন : মসজিদে মাগরিবের আযানের পর ইকামতের পূর্বে ইমাম সাহেবের জন্য কিছু সময় মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে ওয়াজ-নসীহত করার হুকুম কী?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে মাগরিবের নামাযের সময় তুলনামূলক সংকীর্ণ। যে কারণে শরীয়তে মাগরিবের আযানের পরপরই নামায আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই সমস্ত ইমাম ও ফিকাহবিদ মাগরিবের আযানের পর বিলম্ব না করে ফরয নামায আদায় করার ওপর জোর দিয়েছেন এবং বিলম্ব করাকে মাকরূহ বলেছেন। অন্যদিকে মাগরিবের আযানের পর ইকামতের পূর্বে মুসল্লিদের উদ্দেশে ওয়াজ-নসীহত করার প্রথা ইসলামের সোনালি যুগ হতে এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত ওয়াজ-নসীহতের নবাবিষ্কৃত পদ্ধতি পরিহার করা জরুরি। (১৪/৭৯/৫৫৫৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٣٦٨ : والظاهر أن السنة فعل المغرب
فورا وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره بلا عذر، قلت أي
يكره تحريما.

Scanned by CamScanner

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳/ ۸۱ : امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی فرض نماز ادا کرنے سے قبل نوافل پڑھنا اس وجہ سے مکروہ ہے کہ اس سے مغرب کی نماز میں تاخیر ہوتی ہے، ورنہ بذات خود وقت میں کوئی کراہت نہیں.

মসজিদের মিম্বরে ওয়াজ করার অধিকার কার

প্রশ্ন : মসজিদের মিম্বরে আলেম ব্যতীত অন্য কেউ বয়ান করতে পারবে কি না? এবং ইমাম সাহেবের অনুমতি ব্যতীত তাতে অন্য কেউ বয়ান করতে পারবে কি না? শরীয়তের দৃষ্টিতে এর সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : কোরআন-হাদীসের সহীহ কথা জানার পর তা প্রচারের চেষ্টা মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এরূপ সহীহ বয়ান মসজিদের মিম্বরে বসে করাতেও আপত্তি নেই। ইমাম সাহেব শরীয়ত সমর্থিত কারণের ভিত্তিতে মিম্বরে বসে কাউকে বয়ান করতে নিষেধ করলে তাঁর কথা মান্য করা জরুরি। (৭/৫৭৫/১৭৬৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ١٥٣ (٦٧٣) : عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه».

📖 ردالمحتار (ايج ايم سعيد) ٦/ ٤٢١ : التذكير على المنابر للوعظ والاتعاظ سنة الأنبياء والمرسلين.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص۳۵۳ : جواب—امام مسجد اور واعظ اگر کسی کو امام نہ ہونے دے وعظ نہ کہنے دے، کسی مصلحت شرعیہ اور رفع فساد کے واسطے تو درست ہے کہ انتظام کی بات ہے دوسرے شخصوں کو بھی اس کی رعایت چاہئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ دوسرے کی جگہ میں بدون اذن کے امام نہ بنے.

Scanned by CamScanner

মসজিদ ও মাহফিলে জোরে জোরে দরূদ শরীফ ও আলহামদুলিল্লাহ বলা

প্রশ্ন : মসজিদের ইমাম সাহেব মিম্বারে বসে শুক্রবার দিন উপস্থিত মুসল্লিগণের উদ্দেশে ওয়াজ করার শুরুতে বা মাঝে দরূদ শরীফ পাঠকালে মুসল্লিগণসহ সকলে সমস্বরে ও উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পড়তে থাকে এবং কোনো বিষয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক বাক্যে খুব জোরে উচ্চস্বরে বলে 'আলহামদুলিল্লাহ'। ইমাম নিজেই এরূপ করার জন্য নির্দেশ করেন। এরূপ ওয়াজ-মাহফিলেও হয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, এভাবে সমস্বরে একই দরূদ বা শুকরিয়াসূচক বাক্য উচ্চস্বরে বলা শরীয়তসম্মত কি না? না হলে কিভাবে শরীয়তসম্মত হবে?

উত্তর : দরূদ শরীফ পড়া বা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসূচক বাক্য 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা অত্যন্ত সাওয়াব ও ফজীলতের কথা। কিন্তু এটাকে রসমে পরিণত করা তথা সবাই মিলে উচ্চস্বরে চিৎকার করে দরূদ শরীফ পড়া ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা, বিশেষ করে মসজিদের মতো পবিত্র জায়গায় মোটেই সমীচীন নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণে শ্রোতাগণ নিম্নস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং আল্লাহর শুকরিয়াসূচক বাক্য 'আলহামদুলিল্লাহ' উচ্চস্বরে পাঠ না করে নিম্নস্বরে পাঠ করবে। (৯/১০৭/২৫১৮)

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٥ / ٣١٥ : لو سمع اسم الله مرارا يجب عليه أن يعظم ويقول سبحان الله وتبارك الله عند كل سماع، كذا في خزانة الفتاوى.

📖 فيه ايضا ٥/ ٣١٥ : حارس يقول: لا إله إلا الله أو يقول: صلى الله على محمد يأثم؛ لأنه يأخذ لذلك ثمنا، بخلاف العالم إذا قال: في المجلس صلوا على النبي، أو الغازي يقول: كبروا حيث يثاب، كذا في الكبرى.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ١٣٨ : درود شریف پڑھنا باعث برکت اور موجب ثواب ہے لیکن چلا کر پڑھنااور شور مچانا منع ہے کیونکہ یہ دعاہے اور دعامیں اصل اخفاء ہے.

Scanned by CamScanner

السياسة والحكومة

রাজনীতি

ইসলামে রাজনীতি ও বর্তমান রাজনীতি

প্রশ্ন : ইসলামে রাজনীতি আছে কি না? বর্তমান রাজনীতি ইসলাম সমর্থন করে কি না? বর্তমান বিশ্বে, বিশেষত বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কী? বিস্তারিত দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : রাষ্ট্র পরিচালনা ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তবে বর্তমান যুগের রাজনীতির অধিকাংশ কর্মকাণ্ড শরীয়ত পরিপন্থী হওয়ায় ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি হলো, প্রচলিত গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে ইসলামের সোনালি যুগের খলীফা নির্ধারণ করার পন্থা অবলম্বন করার দিকে কৌশলে এগিয়ে যাওয়া। (১২/৫৮১/৪০৪৮)

📖صحيح البخاري (دارالحديث) ٢/ ٤٥١ (٣٤٥٥) :عن فرات القزاز، قال: سمعت أبا حازم، قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم».

📖شرح النووي على صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ١٢/ ١٩٤ : (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي) أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥٤٨ : (قوله ونصبه) أي الإمام المفهوم من المقام (قوله أهم الواجبات) أي من أهمها لتوقف

Scanned by CamScanner

كثير من الواجبات الشرعية عليه، ولذا قال في العقائد النسفية: والمسلمون لا بد لهم من إمام، يقوم بتنفيذ أحكامهم، وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتجهيز جيوشهم، وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، وإقامة الجمع والأعياد، وقبول الشهادات القائمة على الحقوق، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم اه(قوله فلذا قدموه إلخ) فإنه - صلى الله عليه وسلم - توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء أو يوم الأربعاء ح عن المواهب، وهذه السنة باقية إلى الآن لم يدفن خليفة حتى يولى غيره-

📖الأحكام السلطانية (دار الحديث) ص ١٥ : الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم.

রাজনীতি ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

প্রশ্ন : ধর্ম আর রাজনীতি দুটি আলাদা কিনা?

উত্তর : ধর্ম আর রাজনীতি দুটি কোনো আলাদা বিষয় নয়। ইসলামসম্মত রাজনীতি প্রকৃত অর্থে ধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবে প্রচলিত পশ্চিমা রাজনীতির সাথে ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। (১৩/৩০৩/৫২৪২)

📖صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٤٥١ (٣٤٥٥) :عن فرات القزاز، قال: سمعت أبا حازم، قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم».

Scanned by CamScanner

(كانت : ١٢ /١٩٤ (دارالغدالجديد) شرح صحيح مسلم للنووي 📖
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي) أي
يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة
القيام على الشيء بما يصلحه-

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٩/ ٣١٣ : سوال- كيا مسلمانوں كا مذهب ان كى سياست
سے عليحده نہيں؟ كيا مذهب اسلام مسلمانوں كى زندگى كے ہر ايك پہلو پر حاوى نہيں ہے؟
جواب- انبياء عليهم السلام دين اور سياست دونوں كے حامل ہوتے ہيں اور خود بھى سياسى امور
ميں شريک اور عامل رہتے تھے، اسلام اس معاملہ ميں خصوصى امتياز ركھتا ہے اس كى
ابتدائى منزل ہى سياست سے شروع ہوتى ہے اور اس كى تعليم مسلمانوں كو دينى اور سياسى
زندگى كے ہر پہلو پر حاوى اور كفيل ہے-

ইসলামী আন্দোলন বলতে কী বোঝায়?

প্রশ্ন : ইসলামী আন্দোলনের অর্থ কী ও কাকে বলে?

উত্তর : ইসলামী আন্দোলন শব্দটি একটি রাজনৈতিক স্লোগান। সত্যিকার অর্থে ইসলামী আন্দোলন হলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকা ও আদর্শ ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। (১/২৯১)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٤٥١ (٣٤٥٥) :عن فرات القزاز، قال: سمعت أبا حازم، قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم».

Scanned by CamScanner

ইসলামে নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি

প্রশ্ন : ইসলামের দৃষ্টিতে নেতা নির্বাচন পদ্ধতি ইলেকশনের মাধ্যমে, নাকি সিলেকশনের মাধ্যমে? যদি ইলেকশনের মাধ্যমে জায়েয হয় তাহলে রাসূলের যুগে এই নিয়ম ছিল কি না? না থাকলে বিদ'আত কি না? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানাবেন।

উত্তর : প্রচলিত গণতন্ত্রের অনেক ধারা-উপধারাকে ইসলাম সমর্থন করে না। বরং ইসলাম খিলাফত প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। ইসলামে খলীফা বা আমির নির্বাচনের একটি পদ্ধতি হলো, খোদাভীরু ইসলামী আক্বীদায় অটল ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে বিচক্ষণ সদস্য দ্বারা গঠিত শুরার মাধ্যমে খলীফা বা আমির নিযুক্ত করা। রাসূলের যুগে প্রচলিত ইলেকশন-সিলেকশন বলতে কিছুই ছিল না। (১০/১৭০/৩০৫৯)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٢٦٦ (٦٧٢٢) : عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۸/ ۲۰۲ : حکومت کا سربراہ اہل مشورہ سے مشورہ لینے کا پابند ہے، مگر کثرت رائے پر عمل کرنے کا پابند نہیں، بلکہ قوت دلیل پر عمل کرنے کا پابند ہے اس مسئلہ میں بھی جمہوریت کا اسلام سے اختلاف ہے، جمہوریت کہنے والوں کی بات کا وزن کرنے کی قائل نہیں، صرف مردم شماری کی قائل ہے۔

পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত

প্রশ্ন : মোশাওয়ারা (পরামর্শ) করার সুন্নাত তরীকা কী? আমির সাহেব সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে রায় দেবেন নাকি, মন মতো?

উত্তর : যদি আমির ও পরামর্শদাতাদের মধ্যে মতানৈক্য হয় তখন ফয়সালা কিভাবে দেবে সে বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরামের মতে, আমিরের ফয়সালা অগ্রাধিকার পাবে। (১/৩৬৪)

Scanned by CamScanner

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٢ / ٢٢٥ : قرآن وحدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے تعامل سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اکثریت رائے کے فیصلہ کا پابند و مجبور ہے، بلکہ قرآن کریم کے بعض اشارات اور حدیث اور تعامل صحابہ کی تصریحات سے یہ واضح ہوتا ہے اختلاف رائے کی صورت میں امیر اپنی صوابدید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کرسکتا ہے خواہ اکثریت کے مطابق ہو یا اقلیت کے۔

কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরামের মতে, অধিকাংশ পরামর্শদাতার মতই অগ্রাধিকার লাভ করবে।

📖 اسلام کا اقتصادی نظام ص۸۹ : اور جب امیر مشورہ کرلے تو پھر وہ اہل الرائے کے مشورہ کا پابند ہے اسلئے کہ وہ مشورہ ہی دراصل اسکا وہ عزم ہے جس کا ذکر قرآن عزیز نے کیا ہے. اور اس مسئلہ میں یہ نص صریح قطعی فیصلہ کن ہے عن علیؓ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العزم فقال مشاورة اهل الرأی ثم اتباعهم.

📖 شوری کی شرعی حیثیت ص۲۸۰ : اور اگر صحابہ کرام کے اتفاق رائے نہ ہو سکا تو آپ نے اکثریت کی رائے کے مطابق عمل درآمد فرمادیا، غزوہ احد کے موقع پر مدینہ کے اندر رہ کر یا مدینہ سے باہر نکال کر مقابلے کرنے کے سلسلہ میں مشورہ فرمایا اور کثرت رائے کے مطابق مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا حکم دیا.

উপরোক্ত মতামত ও বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের মত হলো, যদি আমির এমন ব্যক্তি হন, যাঁর মধ্যে নেতৃত্বের যাবতীয় গুণাবলি বিদ্যমান, তখন আমিরের মতই অগ্রাধিকার লাভ করবে। পরামর্শদাতাদের সংখ্যা দেখার প্রয়োজন হবে না। আর যদি আমির যাবতীয় গুণাবলির অধিকারী না হন, তখন দ্বীনদার, খোদাভীরু অধিকাংশ পরামর্শদাতার মতই গ্রহণযোগ্য ও অগ্রাধিকার পাবে।

Scanned by CamScanner

দ্বীন ও ইকামতে দ্বীনের অর্থ ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : দ্বীন অর্থ কী? ইকামতে দ্বীন বলতে কী বোঝায়? ইকামতে•দীনের পদ্ধতি কী? ইকামতে দ্বীনের জন্য মেহনত ও চেষ্টা করা ফরয কি না?

উত্তর : দ্বীন শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ধর্ম, ইসলাম, আনুগত্য, অভ্যাস ইত্যাদি। কোরআন পাকের পরিভাষায় দ্বীন বলা হয়, হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত যৌথ মূলনীতি ও বিধানাবলিকে, যথা : তাওহীদ, রিসালত ইত্যাদি।

ইকামতে দ্বীনের অর্থ হলো, দ্বীনের ওপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং কোনো অবস্থাতেই তা না ছাড়া। এর অর্থ এই নয় যে একমাত্র রাজনৈতিক সফলতাই ইকামতে দ্বীন, অন্য কোনো ইবাদত ইকামতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়! বরং ইকামতে দ্বীন প্রতিটি মানুষের ওপরই ফরয। (১১/৬৫২/৩৬৩৩)

📖 تفسير روح المعانى(دارالحديث) ١٣ /٢٩ — ٣٠ : والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على لسانه صلى الله عليه وسلم أن أقيموا الدين أي دين الإسلام الذي هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وسائر ما يكون العبد به مؤمنا، والمراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ والمواظبة عليه ... ...

قال مجاهد: لم يبعث نبي إلا أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار بالله تعالى وطاعته سبحانه وذلك إقامة الدين -

📖 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (احياء التراث) ٨ / ١١ : فهذا كله مشروع دينا واحدا وملة متحدة، لم تختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعدادهم، وذلك قوله تعالى:" أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه" أي اجعلوه قائما، يريد دائما مستمرا محفوظا مستقرا من غير خلاف فيه ولا اضطراب -

📖 فيه ايضا ٢/ ٣٣ : قوله تعالى: (إن الدين عند الله الإسلام) الدين في هذه الآية الطاعة والملة، والإسلام بمعنى الإيمان والطاعات -

Scanned by CamScanner

📖 مختار الصحاح (المكتبة العصرية)ص١١٠ : و (الدين) أيضا الطاعة تقول: (دان) له يدين (دينا) أي أطاعه ومنه (الدين) والجمع (الأديان)-

📖 القاموس المحيط(مؤسسة الرسالة) ص ١١٩٨ : والدين، بالكسر: الجزاء، وقد دنته، بالكسر، دينا، ويكسر، والإسلام، وقد دنت به، بالكسر، والعادة، والعبادة، والمواظب من الأمطار، أو اللين منها، والطاعة،كالدينة، بالهاء فيهما، والذل، والداء، والحساب، والقهر، والغلبة، والاستعلاء، والسلطان، والملك، والحكم، والسيرة، والتدبير، والتوحيد، واسم لجميع ما يتعبد الله عز وجل به، والملة -

📖 معارف القرآن(المكتبة المتحدة) ٧ / ٦٧٨ : اقامت دین فرض اور اس میں تفرق حرام ہے: ... ... مراد وہی دین ہے جو سب انبیاء علیہم السلام میں مشترک چلا آرہا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دین مشترک بین الانبیاء اصول عقائد یعنی توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور اصول عبادات نماز، روزہ، حج، زکاۃ، کی پابندی ہے۔ نیز چوری، ڈاکہ، زنا، جھوٹ، فریب، دوسروں کو بلا وجہ شرعی ایذا دینے وغیرہ اور عہد شکنی کی حرمت ہے جو سب ادیان سماویہ میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں۔

ইসলামী দলের সংজ্ঞা ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

প্রশ্ন : ইসলামের দৃষ্টিতে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' ইসলামী দল কি না? ইসলামী দলের সংজ্ঞা কী? জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়ে তাদের সাথে কাজ করলে গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : জনাব আবুল আ'লা মওদুদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'জামায়াতে ইসলামী' দলটির ভিত্তি এমন আক্বীদার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা কোরআন-সুন্নাহর সমর্থিত নয়। তাই এ দলটিকে ইসলামী দল বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। কারণ ইসলামী দল এমন দলকে বলা হয়, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শী তথা যারা আক্বায়েদ ও আহকামাতের ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

Scanned by CamScanner

ও সাহাবায়ে কেরামের নীতির ওপর রয়েছেন এবং কোরআনের সাথে সাথে সুন্নাতে রাসূলকেও দলিল হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর ওপর আমল করে থাকে। কাজেই জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়ে কাজ করা এবং একে সাহায্য-সহযোগিতা করা বৈধ নয়। (১১/৬৫২/৩৬৩৬)

📖 سنن أبي داود (دارالحديث) ٤/ ١٩٧٠ (٤٥٩٧) : عن معاوية بن أبي سفيان، أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: " ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة -

📖 الترغيب والترهيب لقوام السنة (دارالحديث) ١/ ٥٢٨ (٩٦٣) : عن عبد الله بن مسعود قال:((خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطاً فقال: هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمين الخط وعن شماله فقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. قال: ثم تلا: {وأن هذا صراطي مستقيما} -للخط الأول- {فاتبعوه ولا تتبعوا السبل} - لتلك الخطوط-. صراط الله المستقيم: طريق أهل السنة والجماعة، وما خالف ذلك سبل الشيطان.

📖 حاشية السندي على سنن ابن ماجه (دار الجيل) ٢/ ٤٨٠ : (الجماعة) أي: الموافقون لجماعة الصحابة الآخذون بعقائدهم المتمسكون برأيهم -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١/ ٢٤٩ : مولانا ابوالاعلی مودودی اور ان کی جماعت کے لٹریچر میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں کچھ باتیں معتزلہ کی ہیں کچھ خوارج کی ہیں کچھ روافض کی ہیں کچھ غیر مقلدین کی ہیں کچھ منکرین حدیث کی ہیں، دین اسلام ایمان توحید رسالت تقوی عبادت سنت اسوہ بدعت وغیرہ کی تشریح وہ سب سے الگ کرتے ہیں اور اب تک ان کا جو کچھ مفہوم امت میں شائع ہے اس کو غلط اور دین میں تحریف قرار دیتے ہیں حاصل یہ ہے کہ ان کا پیش کردہ دین اسلام گویا ایک الگ جدید

Scanned by CamScanner

قسم کا دین اسلام ہے اور وہ اس پر اپنے اجتہاد کے ذریعہ استدلال بھی کرتے ہیں، استدلال میں بھی کسی مجتہد و محدث وغیرہ کا پابند نہیں جس دلیل کو چاہے رد کردیں جس کو چاہے اختیار کرلیں۔

মওদুদীর নামের সাথে 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলা যাবে কি না?

প্রশ্ন : মওদুদীর বেলায় (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলা যাবে কি না?

উত্তর : 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' শব্দটি একটি দু'আ। মূলত তাবেঈন ও পরবর্তী আলেম, বুজুর্গ ও নেককার বান্দাদের মৃত্যুর পর তাঁদের নামের সাথে 'রহমাতুল্লাহি আলাইহি' বলা মুস্তাহাব। (১১/৬৫২/৩৬৩৩)

📖 الدر المختارمع الرد(ايج ايم سعيد) ٦/ ٧٥٤ : (ويستحب الترضي للصحابة) وكذا من اختلف في نبوته كذي القرنين ولقمان وقيل يقال صلى الله على الأنبياء وعليه وسلم كما في شرح المقدمة للقرماني. (والترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار وكذا يجوز عكسه) الترحم وللصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم (على الراجح) ذكره القرماني وقال الزيلعي الأولى أن يدعو للصحابة بالترضي وللتابعين بالرحمة ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز-

📖 تكملة البحر الرائق (سعيد كمپنى) ٨ / ٤٨٧ : والتابعين بالرحمة فيقول - رحمهم الله - ولمن بعدهم بالمغفرة والتجاوز فيقول غفر الله لهم وتجاوز عنهم لكثرة ذنوبهم أو لقلة اهتمامهم بالأمور الدينية.

Scanned by CamScanner

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিচয় ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির ইবাদত

প্রশ্ন : (ক) ধর্মনিরপেক্ষতা ইসলামের মৌলিক আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক কি না?

(খ) ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসীর সালাত, রোজা, হজ ও যাকাত কি আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না?

উত্তর : ধর্মনিরপেক্ষতা বুঝতে হলে প্রথমে ধর্ম বুঝতে হয়। আর ধর্মের মর্ম কথা হলো : মহান আল্লাহর প্রতি যথার্থ বিশ্বাস রেখে জীবনের সর্বস্তরে আন্তরিকতার সাথে তাঁর বিধিবিধান পালন করা। ধর্মের পরিচয়ের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মহান স্রষ্টার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে তাঁর বিধানগুলোকে জীবনের কিছু ক্ষেত্রে পালন আর কিছু ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করা বস্তুত সর্বক্ষেত্রে লঙ্ঘন করার শামিল। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ অবিশ্বাসী হয়ে জীবনের সর্বস্তরে তাঁর বিধান লঙ্ঘন করার নাম হচ্ছে ধর্মহীনতা, যা ধর্মনিরপেক্ষতার ফলাফল।

আরবী ভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে العلمانية বলা হয়। যার অর্থ হচ্ছে, فصل الدين عن الدولة রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করে দেখা। জীবনের অন্যান্য স্তরে ধর্মীয় অনুশাসনের দাবি করে রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন অস্বীকার করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। তাই পরোক্ষভাবে এটাকে ধর্মহীনতা ছাড়া কিছু বলা যায় না, যা সম্পূর্ণ ইসলামী মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী বা কুফরী মতাদর্শের অন্তর্ভুক্ত। জীবনের প্রথম স্তর ব্যক্তি জীবন, আর উচ্চ স্তর রাষ্ট্রীয় জীবন। ধর্মকে জীবনের ব্যক্তি পর্যায়ে স্বীকার করা আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অস্বীকারের অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর বিধানসমূহ জীবনের এক স্তরে যথার্থ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যথার্থ নয়। এমন আক্বীদায় বিশ্বাসী সত্যিকারার্থে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে না ।

হ্যাঁ, যদি কোনো মুসলমান রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধানসমূহকে যথার্থ বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও দুনিয়ার লোভে, রাজনৈতিক স্বার্থে শয়তানের প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা অসম্ভব মনেকরতঃ তা উপেক্ষা করে রাজনীতি করে একেও অন্য অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলা যায়, যা জঘন্যতম অপরাধ ও গোনাহ হলেও ধর্মীয় শাসনব্যবস্থাকে যথার্থ বলে বিশ্বাস পোষণ করায় তাকে কাফের বলা চলে না। অবশ্য ফাসেক, পথভ্রষ্ট ও জঘন্য পাপিষ্ঠ বলে গণ্য করা যায়।

আমাদের দেশে সম্ভবত উভয় ধরনের লোক খুঁজে পাওয়া যাবে, সকলের একই হুকুম হবে না। তাই যে যে ধরনের আদর্শে বিশ্বাসী তার ওপর সে হুকুম বর্তাবে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কোনো গ্রুপকেই সঠিক ও পরিপূর্ণ ঈমানদার বলা যায় না।

Scanned by CamScanner

তাদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বিদ্যমান নেই। এদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বলেন,افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض তোমরা আল্লাহর কিতাবের একাংশ মানবে, আর অপরাংশ অমান্য করবে? এহেন জঘন্য পাপের অবধারিত শাস্তি পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা, পরকালীন জীবনে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামের কঠিন আজাবে। [বাকারা ৪৫]

(ক) উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা ও বিধান সুস্পষ্ট হলো। জেনেশুনে স্বজ্ঞানে এ ধরনের ভ্রান্ত মতবাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা জঘন্য অপরাধ ও গোনাহের কাজ। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম উভয়ের মাঝে রয়েছে আক্বীদাগত পার্থক্য। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামের মৌলিক আক্বীদা বিশ্বাসের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

(খ) এ ধরনের আক্বীদা বিশ্বাসের সাথে নামায রোযা, হজ, যাকাতসহ অন্যান্য হুকুম-আহকাম পালনকারী ব্যক্তি দুনিয়াতে দায়িত্বমুক্ত হলেও আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হয়ে অল্প আমল করলেও নাজাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ!

উপসংহার :

প্রকৃত মুসলমান কোনো অবস্থাতেই ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারে না। সর্বোপরি এ ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জানমাল ব্যয় করে সংগঠন করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। কেউ যদি ভুলবশত এ ধরনের মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে, তবে তাকে অবশ্যই অনতিবিলম্বে খাঁটি দিলে তাওবা করতে হবে এবং তাদের সাথে সম্পর্কের ইতি টানতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দানকরতঃ নাজাতের ব্যবস্থা করে দিন। আমীন! (১৩/৩০৩/৫২৪২)

📖 سورة آل عمران الآية ١٩ : ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾

📖 سورة البقرة الآية ٤٥ : ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٣٠ (٤٠٣١) : عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» -

Scanned by CamScanner

📖سنن الترمذی (دار الحدیث) ٤/ ٤٨٠ (٢٦٩٥) : عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: «لیس منا من تشبه بغیرنا، لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصاری -

📖الاتجاهات الفکریة المعاصرة صـ ٧٦ : العلمانیة وهو العالم بفتح اللام او الدنیا التی هی فی مقابل الاخرة : وهذا التفسیر دهری او علمانی نشرة الیهود فی أوربا وفی فرنسا بالذات فیما بین القرنین الثالث عشر والتاسع عشر حیث تمکن دعاة العلمانیة من الاستیلاء علی الحکم فی فرنسا -

📖ایضا فیه : صـ ٧٣ المبحث الثالث : مفهوم العلمانیة کما یبین من العوض هو فصل الدین من الدولة او عن الحیاة لاتعنی کما یظن البعض انکار الدین فذلك هو الحاد او الکفر، لکنها تعنی حصور دائرته وحصر سلطانه داخل جدران الکنیسة فلا یتعداها الی المجتمع او الدولة -

📖وفیه ایضا صـ ٧٣ : وعلی ذالك فالعلمانیة تعنی : فصل الدین عن الدولة وحصر نطاق الدین فی اماکن العباده وقصر معناه علی جانب التعبدی -

📖العلمانیة صـ ١٨ : وما تقدم ذکره یعنی امرین : أولهما : ان العلمانیة مذهب من المذاهب الکفریة التی ترمی الی عزل الدین عن التاثیر فی الدنیا، فهو مذهب یعمل علی قیادة الدنیا فی جمیع النواحی السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والاخلاقیة والقانونیة وغیرها بعیدًا عن اوامر الدین ونواهیه... ... ولهذا لو قیل عن هذه الکلمة "العلمانیة" انها ("اللادینیة" لکان ذلك ادق تعبیرًا واصدق) وکان فی الوقت نفسه ابعد عن التلبیس واوضح فی المدلول

Scanned by CamScanner

সেক্যুলারের ধর্মীয় আমল কাজে আসবে কি না

প্রশ্ন : অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের যাবতীয় অনুশাসন বা নিয়মনীতি মেনে চলে; কিন্তু সে রাজনৈতিকভাবে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। ধর্মনিরপেক্ষতা কুফরী মতবাদ। সুতরাং এ ধরনের রাজনীতিবিদদের সৎকর্ম কোনো কাজে আসবে কি না?

উত্তর : সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা একটি কুফরী মতবাদ। যদি কোনো ব্যক্তি বাস্তবেই ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী হয় তাহলে তার কোনো আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এমন দল বা পার্টি করা ঠিক নয়, যারা সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী নয়, তারা রাজনীতির অঙ্গনে যেকোনো দলই করুক না কেন, তাদের নেক আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা বাংলাদেশের অনেক সরলপ্রাণ সাধারণ মুসলমান আছে, যারা এ ধরনের দল করে; কিন্তু তারা জানে না ধর্মনিরপেক্ষতা কী জিনিস। তাই তাদের নেক আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার আশা করা যায়। (১১/৬৩১/৩৬০২)

📖 سورة آل عمران الآية ٨٥ : ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

📖 سورة آل عمرآن الآية ١٩ : ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

📖 تفسیر معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۲/ ۳۸ : ان آیات نے پوری وضاحت کے ساتھ اس ملحدانہ نظریہ کا خاتمہ کر دیا جس میں اسلام کی رواداری کے نام پر کفر واسلام کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ قرار دیا گیا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب خواہ یہودیت ونصرانیت ہو یا بت پرستی، ہر ایک ذریعۂ نجات بن سکتا ہے بشرطیکہ اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کا پابند ہو اور یہ در حقیقت اسلام کے اصول کو منہدم کرنا ہے جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی کوئی حقیقت ہی نہیں محض ایک خیالی چیز ہے جو کفر کے ہر جامہ میں بھی کھپ سکتا ہے، قرآن کریم کی ان آیات اور انہی جیسی بے شمار آیات نے کھول کر بتلا دیا ہے کہ جس طرح اجالا اور اندھیرا ایک نہیں ہو سکتے اسی طرح یہ بات نہایت نا معقول اور نا ممکن ہے کہ اللہ تعالی کو اپنی نافرمانی اور بغاوت بھی ایسے ہی پسند ہو جیسے اطاعت

Scanned by CamScanner

وفرمانبرداری، جو شخص اصول اسلام میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے وہ بلاشبہ خدا تعالی کا باغی اور اسی کے رسولوں کا دشمن ہے خواہ فروعی اور رسمی اخلاق میں وہ کتنا ہی اچھا نظر آئے، نجات آخرت کا مدار سب سے پہلے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی فرماں برداری پر ہے جو اس سے محروم رہا اس کے کسی عمل کا اعتبار نہیں۔

📖 سورة البقرة : الآية ٢٠٨ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٤/ ٢٢٩ : واعلم انه (لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن او كان فى كفره خلاف ولو) كان ذلك (رواية ضعيفة كما حرره فى البحر) وعزاه فى الاشباه الى الصغرى وفى الدرر وغيرها ؛ اذا كان فى المسئلة وجوه توجب الكفر وواحد يمنعه فعلى المفتى الميل لما

গণতন্ত্র ইসলাম সমর্থন করে না

প্রশ্ন : আমরা সবাই ভালোভাবে অবগত আছি যে আজ বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায় ইসলামবিরোধী যাবতীয় কার্যকলাপ রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতার স্থান পেয়ে যাচ্ছে। আজ ইউরোপ-আমেরিকায় এই গণতন্ত্রের স্লোগান দিয়েই নারী-পুরুষের সমতা, লিভ টুগেদার, সমকামিতা ইত্যাদির মতো অত্যন্ত জঘন্য মানবতাবিধ্বংসী অপরাধগুলো শুধুমাত্র বৈধতার সনদই পাচ্ছে না বরং তা রাষ্ট্রীয়ভাবে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে। রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিরাও গর্বের সাথে এতে অংশ নিচ্ছে এবং বক্তৃতা ও মিডিয়া ব্যবহার করে এর প্রতি উৎসাহ দিচ্ছে। আর এসব কিছুই হচ্ছে গণতন্ত্র তথা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের দোহাই দিয়ে। কিন্তু কিছুদিন আগে একটি মাসিক পত্রিকায় 'গণতন্ত্র, নির্বাচন ও ইসলাম' শিরোনামে একটি নিবন্ধ দেখতে পেলাম। উক্ত নিবন্ধে লেখক লেখেছেন যে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকি সর্বপ্রথম পৃথিবীকে গণতন্ত্র শিখিয়েছেন, অর্থাৎ তিনিই ছিলেন গণতন্ত্রের রূপকার তথা প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁর নবুওয়াতী জীবনের সকল সময়েই জনমতকে গুরুত্ব দিতেন যথাযথভাবে।" অথচ আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পবিত্র কোরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন যে 'আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর সঠিক পথ থেকে গোমরাহ করে দেবে" খোলাফায়ে রাশেদীন

Scanned by CamScanner

তথা ইসলামের সোনালি যুগের চার খলীফাই নাকি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। গণতন্ত্রের বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং লেখকের এই দাবিগুলোর সাথে মোটেই একমত হতে পারছি না। তাই হুজুরের নিকট জানতে চাচ্ছি যে, গণতন্ত্রের সঠিক সংজ্ঞা কী? ইসলামের দৃষ্টিতে এটা বৈধ কি না? "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম তাঁর নবুওয়াতী জীবনের সকল সময়েই জনমতকে গুরুত্ব দিতেন যথাযথভাবে।" এ কথাটি কতটুকু সত্য? ইসলামের চার খলীফা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই কি নির্বাচিত হয়েছিলেন? অনেকে আবার গণতন্ত্র মতবাদকে দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন। অর্থাৎ বর্তমান প্রচলিত গণতন্ত্র এবং ইসলামী গণতন্ত্র। বাস্তবে কি তাই?

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে যত তন্ত্র আছে, তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। যারা প্রচলিত তন্ত্রের সাথে ইসলামকে টেনে নিতে চায়, তারা হয়তো তন্ত্র বোঝে না অথবা ইসলাম বোঝে না। কারণ প্রচলিত গণতন্ত্র মানুষের আবিষ্কৃত মতবাদ, জনসাধারণ পরিচালিত শাসনব্যবস্থার নাম, যা জনগণ দ্বারা জনগণের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে রয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, মহিলা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভাল-মন্দ চরিত্রহীন, সন্ত্রাসীসহ সর্বপ্রকার মানুষের ভোটের সমান অধিকার। এককথায় গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিই হলো, জনমত ও জনগণই ক্ষমতার উৎস–এ মতবাদের ওপর। এ ধরনের মতবাদের সাথে কোরআন ও হাদীস তথা শরীয়তের কোনো সম্পর্ক নেই। (৮/৭৪৯/২২৪১)

📖 سورة الحج الآية ٤١ : ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾

📖 سورة الأنعام الآية ١١٦ : ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٢/ ٤٠ (١٧٣٣) : عن أبي موسى، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: «إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه» -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دارالعلوم كراتشى) ٣ / ٢٧٣ : ان المبدأ الاول من مبادئ الاحكام السياسية للاسلام هو ان الحكم الحقيقى فى هذا الكون انما هو لله سبحانه وتعالى وهو احكم

Scanned by CamScanner

الحاكمين- وبناء على هذا الأساس، فلايجوز إصدار قانون يصادم أحكام الله سبحانه وتعالى المشروحة فى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ولا اصدار حكم أو أمر إلا بما يوافق شرع الله الذى شرع لعباده -

وإن هذا المبدأ هو الذى يميز النظام السياسى الاسلامى من كل من الديموقراطية والدكتاتورية، فإن الديموقراطية تفوض الحكم الى الشعب دون أى قيد، والدكتاتورية تفوضه الى الحاكم الذى لا يخضع فى أفعاله الى سلطة أخرى.

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ٦/ ٩٥ : حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے کثرت رائے کے اس جمہوری فلسفے پر جابجا تبصرے فرما کر اس کی کمزوری کو واضح کیا ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے وان تطع اكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله "اور اگر آپ زمین والوں کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کردیں گے" کثرت رائے کو معیار حق قرار دینے کے خلاف اس سے زیادہ واشگاف اعلان اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن زمانے پر چھائے ہوئے نظریات سے مرعوب ہو کر مسلمانوں میں بھی یہ خیال تقویت پا گیا کہ جس طرف کثرت رائے ہوگی وہ بات ضرور حق ہوگی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے اپنی تالیفات اور مواعظ وملفوظات میں بہت سے مقامات پر اس پھیلی ہوئی غلطی کی تردید فرمائی ہے.

গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও ইসলাম

প্রশ্ন : গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন কি ইসলাম সমর্থন করে? এ পদ্ধতিতে সরকার গঠনের জন্য বিভিন্ন ইসলামী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য? ইসলাম কি রাজতন্ত্র সমর্থন করে? ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধের কারণ কী? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

ইসলামী গণতন্ত্রকে যারা সমর্থন করে তারা নিম্নের দলিলগুলো পেশ করে থাকে, তা কতটুকু সঠিক?

Scanned by CamScanner

১. পবিত্র গ্রন্থ কোরআন শরীফ গণতান্ত্রিক আদর্শকে সমর্থন করে। যেমন–একটি হলো, শুরা পদ্ধতি পরামর্শমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অপরটি হলো ইজমা (ঐকমত্যের নীতি), দুটিই গণতন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান।

২. ৬২২ খ্রি. হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক রচিত মদীনা সনদের নীতিমালা থেকে গণতন্ত্রের অনুকূলে দলিল খুঁজে পাওয়া যায়। যার মধ্যে মদীনার ইহুদী ও মুসলমানদের সমর্থন ছিল, ফলে সমান অধিকারের আইন প্রতিষ্ঠিত হয়। নবুওয়াতের পূর্বে হিলফুল ফুযুল প্রতিষ্ঠার মধ্যে গণতান্ত্রিক সোসাইটির প্রতি সমর্থন রয়েছে।

৩. ইসলামে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব রয়েছে এবং এই গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন–হযরত আবু বকর (রা.) সাহাবাগণের পরামর্শক্রমে এবং তদানীন্তন গোটা আরবের সমর্থনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হযরত উমর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হন।

উত্তর : ইসলাম স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে তার নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে। ইসলামের সর্বপ্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় মদীনা শরীফে, প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। যে নীতিতে ও যে পদ্ধতিতে তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছেন এবং তাঁর অবর্তমানে যেভাবে তাঁর খলীফাগণ মনোনীত হয়েছেন, সে নীতি বা পদ্ধতিই কিয়ামত পর্যন্তের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার তন্ত্র।

এ ছাড়া রাষ্ট্র বা সমাজ গঠনের অন্য যত তন্ত্র রয়েছে, ইসলামের সাথে সেগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই ইসলামী শুরা, ইজমা, উমর ফারুক (রা.)-এর খলীফা নির্বাচন ইত্যাদি, যা প্রশ্নে উল্লেখ রয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যা জানার পর এর সাথে গণতন্ত্রের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং যারা ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জন্য প্রচলিত এসব তন্ত্রের অনুসরণে ইসলামের সাইনবোর্ড বহন করে কাজ করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য ভালো হলেও সফল না হওয়া নিশ্চিত। (৯/৮৬৭/২৮৬৩)

📖 سورة الأنعام الآية ١١٦ : وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۴/ ۴۰۰ : سوال- کیا ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت کو قائم کیا تھا اور کیا خلفاء اربعہ بھی اس جمہوریت پر چلے یا انہوں نے کچھ تغیر و تبدل کیا ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب- حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جمہوریت کی تردید فرمائی ہے وہاں قوانین واحکام کا مدار دلائل پر نہیں بلکہ اکثریت پر ہے یعنی کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے، پس اگر کثرت رائے قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اسی پر فیصلہ ہوگا، قرآن کریم نے اکثریت کی اطاعت کو موجب ضلالت فرمایا ہے۔

সর্ব ক্ষেত্রে কে আমির হওয়ার উপযুক্ত

প্রশ্ন : আমির কাকে বানাব? যোগ্য ব্যক্তিকে, নাকি অযোগ্য ব্যক্তিকে? রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে কি একই হুকুম? সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্যে বড় বড় সাহাবী থাকতে ছোট সাহাবীদেরকে আমির বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল কি? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : রাষ্ট্র, সমাজ ও সংশ্লিষ্টের পক্ষে কার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আমির বলা হয়। তুলনামূলকভাবে যে ভালো ও কার্য পরিচালনায় অভিজ্ঞ, যার দ্বারা পরস্পরে মিল ও শৃঙ্খলা রক্ষার আশা বেশি, সেই আমির হওয়ার উপযুক্ত। তাঁকেই আমির বানানো শ্রেয়। আমির বানানোর বড় উদ্দেশ্য হলো, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সুষ্ঠু পরিচালনা। সকল ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য অর্জন হওয়া প্রণিধানযোগ্য। এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়ায় তুলনামূলক ছোট সাহাবীকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো কোনো যুদ্ধে কাফেলার আমির নির্বাচন করেছিলেন। (৮/৮৬৫/৩৩৮৯)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ٢٤ (٣٧٣٠) : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعثا، وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أن تطعنوا في إمارته، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده».

📖 الأحكام السلطانية للماوردى (دار الحديث) ١/ ١٩ : وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة:

أحدها: العدالة على شروطها الجامعة.

Scanned by CamScanner

والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.

والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان؛ ليصح معها مباشرة ما يدرك بها.

والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض.

والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.

والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو.

والسابع: النسب، وهو أن يكون من قريش؛ لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه، ولا اعتبار بضرار حين شذ فجوزها في جميع الناس.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٤٨ : هي صغرى وكبرى؛ فالكبرى استحقاق تصرف عام على الأنام، وتحقيقه في علم الكلام، ونصبه أهم الواجبات، فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات: ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادرا، قرشيا لا هاشميا علويا، معصوما. ويكره تقليد الفاسق.

ভোটের বিধান ও নির্বাচনে করণীয়

প্রশ্ন : ভোটের হুকুম কী? এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমত নিয়ে সরকার গঠন করা ইসলামী শরীয়তসম্মত নয়। তবে আমাদের দেশে যেহেতু ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম নেই, তাই জীবনের সকল স্তর খোদাদ্রোহীতা, ধর্মহীনতা, অন্যায় ও পাপাচারে কলুষিত হতে যাচ্ছে। এ রকম পরিস্থিতিতে নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে যদি এ সকল অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা হয় এবং শাসনব্যবস্থাকে ধর্মহীন নেতৃত্ব থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা না করা হয়, তাহলে দেশ ও জাতির অস্তিত্ব সংকটে পতিত হওয়া নিশ্চিত। তাই

Scanned by CamScanner

দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা শুধু বৈধ নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে তা জরুরিও বটে।

কোনো প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার অর্থ হলো, ওই প্রার্থী অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় ভালো ও যোগ্য–এ কথার সাক্ষ্য প্রদান বা সুপারিশ করা। সুতরাং কোনো নির্বাচনী এলাকায় যদি দ্বীনদার ও যোগ্য লোক প্রার্থী হন তাহলে তাঁকে ভোট না দেওয়া শরয়ী দৃষ্টিকোণে মারাত্মক অপরাধ এবং পুরো জাতির ওপর জুলুম করার নামান্তর। ভোটাধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করা জরুরি। তবে এ রকম প্রার্থী যদি না থাকে তখনও তুলনামূলক ভালো প্রার্থীকে ভোট দেওয়া উত্তম। কেননা অন্যায় অপরাধকে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া, মন্দের ভালোকে এবং তুলনামূলক মন্দের দিক দিয়ে কমটিকে অবলম্বন করা শুধু বৈধ নয় বরং ক্ষেত্রবিশেষ উত্তম বলে মুফতীয়ানে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (১৫/৯১৭/৬৩৩৫)

📖 سورة البقرة الآية ٢٨٣ : ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

📖 تفسير القرطبي (احياء التراث) ٣/ ٢٧٠ : فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر، وإن تخلف لغيرعذر فلا إثم عليه ولا ثواب له. وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف قوي الندب وقرب من الوجوب، وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها، لا سيما إن كانت محصلة وكان الدعاء إلى أدائها.

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ٢/ ٢٩٣ : خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹ تین حیثیتیں رکھتا ہے، ایک شہادت، دوسرے سفارش، تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت، تینوں حیثیتوں میں جس طرح نیک، صالح، قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اس طرح نااہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامۂ اعمال میں لکھے جائیں گے.

Scanned by CamScanner

ভোট প্রদান ও ইসলামের ব্যানারে প্রার্থী হওয়া

প্রশ্ন : বাংলাদেশে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদান করা শরীয়তসম্মত কি না? যাঁরা ইসলামী দলের ব্যানারে নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন, শরীয়তের দৃষ্টিকোণে তা কতটুকু বৈধ? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : ভোট প্রদান একটি বড় ধরনের সাক্ষ্যদান। সৎ ও ভালো কাজের সাক্ষ্য প্রদান অনেক ক্ষেত্রে জরুরি হয়ে থাকে এবং এর থেকে বিরত থাকা গোনাহ বলে গণ্য হয়। তাই বর্তমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে ভোট অনুষ্ঠিত হয়, এটা ইসলামী হুকুমত, খেলাফত বা ইমারত প্রতিষ্ঠার সঠিক পদ্ধতি না হলেও জনগণের অধিকার আদায় এবং অন্যায়-অবিচার বন্ধ করার লক্ষ্যে ভোট প্রদান শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরি বলে গণ্য হবে। (১৫/৯১২/৬৩২৯)

📖 سورة البقرة الآية ٢٨٣ : ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۳۴۱ : سوال-الیکشن میں ووٹ دینادرست ہے یانہیں؟ الجواب—اگر نفع ہویعنی دین کی قوم کی ملک کی، صحیح خدمت مظنون ہوتودرست ہے.

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیرالقرآن) ۲/ ۲۹۳ : خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹ تین حیثیتیں رکھتاہے، ایک شہادت، دوسرے سفارش، تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت، تینوں حیثیتوں میں جسطرح نیک، صالح، قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اس طرح نااہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامۂ اعمال میں لکھے جائیں گے۔

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট প্রদান ও বর্জন করা

প্রশ্ন : প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট দেওয়া জায়েয কি না? কেউ ভোট না দিলে গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের মাধ্যমে যারা ক্ষমতায় আসে মানবরচিত সংবিধানের আলোকে দেশ পরিচালনা করাই তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কোরআনের

Scanned by CamScanner

শাসন তাদের উদ্দেশ্য নয়, তাই কেউ যদি এ ধরনের ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে তাকে গোনাহগার বলা যাবে না। তবে এদের মধ্যে যার দ্বারা তুলনামূলক ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার বেশি সম্ভাবনা থাকবে, তাকে ভোট দেওয়া জায়েয হবে। (১৮/২৮৬/৭৫৭৭)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۱۴۱ : سوال—الیکشن میں ووٹ دینادرست ہے یا نہیں؟
جواب— اگر نفع ہو یعنی دین کی قوم کی ملک کی، صحیح خدمت مظنون ہو تو درست ہے۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۹ / ۳۵۲ : جواب۔اگر مسلمانوں کے ووٹ سے کسی سیاسی مجلس کا انتخاب کیا جائے تو یہ دیکھنا چاہئے کہ امور سیاسیہ میں جو شخص ماہر اور مسلمانوں کا خیر خواہ اور ان کے حقوق کی حفاظت کا اہل ہو اس کو ووٹ دیں، ان اوصاف کے ساتھ اگر شریعت کا بھی پابند اور نیک صالح ہو تو وہی مستحق ہے۔

ভোট কাকে দেব, কী দেখে দেব

প্রশ্ন : বর্তমান চারদলীয় জোটের শরীক দল জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দেওয়া যাবে কি? দেশ পরিচালনায় একজন প্রার্থীর গুণসমূহ কী কী? প্রার্থীর গুণাগুণ দেখে ভোট দেব, নাকি জোটপ্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেব?

উত্তর : দেশ পরিচালনায় সংসদ সদস্যের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক (ক) عالم بالشرع শরীয়তের ব্যাপারে অভিজ্ঞ (খ) عامل بالشرع শরীয়ত মেনে চলা (গ) ضابط بالعمل নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন (ঘ) قوة الاجتهاد উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ন্যায়নীতি ও দ্বীনের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে সক্ষম। অন্যথায় সে সাংসদ হওয়ার অধিকার রাখে না। এমন লোক না থাকলে তুলনামূলক যোগ্য প্রার্থী দেখে ভোট দেওয়া যায়, না দিলেও গোনাহ হবে না। জোটের বেলায় প্রথমে প্রার্থীর যোগ্যতা দেখা, অতঃপর জোটপ্রধানের নীতি-আদর্শ দেখে দ্বীনি আমানত বিচার-বিশ্লেষণ করে ভোট দেওয়া বাঞ্ছনীয়, কারো নির্দেশে নয়। (১৩/১১০/৫১৪৬)

📖 سورة النساء الآية ٥٨ : الآية إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Scanned by CamScanner

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دارالعلوم كراتشى) ٣ / ٣٢٤ : وأما المبدأ الثانى فهو انه طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، فلا يطاع امير ولا إمام إن امر بماهو معصية، وإن هذا المبدأ لو عمل به فى بلادالمسلمين اليوم لأغنى عن كثير من الإضرابات والإضطربات الجارية فى كثير من البلدان، ولاضطرت به الحكومات على تطبيق الشريعة الإسلامية فى جميع نواحى الحياة، فلو امتنع القضاة عن إصدار حكم لا يوافق شرع الله، وامتنع الموظفون من امتثال الأوامر المصادمة لأوامر الله، وامتنع اصحاب البنوك من التمويل على أساس الربا المحرم شرعا، وامتنع العامة من إيداع اموالهم فى البنوك الربوية، وامتنع كل مسلم عن الخضوع للأحكام المصادمة للشريعة الغراء لاضطرت الحكومات إلى إلغاء القوانين الوضعية التى لاتوافق الشريعة الاسلامية -

📖 قواعد الفقه(اشرفى بكڈپو) صـ ٥٦ : اذاتعارض مفسدتان روعى اعظمها ضررا بارتكاب اخفهما .

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ۲/ ۲۹۴ : اس لئے جس حلقہ میں کوئی بھی امید وار میں قابل اور نیک معلوم ہو اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا بھی شرعی جرم اور پوری قوم وملت پر ظلم کا مرادف ہے، اور اگر کسی حلقہ میں کوئی بھی امیدوار صحیح معنی میں قابل اور دیانت دار نہ معلوم ہو مگر ان میں سے کوئی ایک صلاحیت کار اور خدا ترسی کے اصول پر دوسروں کی نسبت سے غنیمت ہو تو تقلیل شر اور تقلیل ظلم کی نیت سے اس کو بھی ووٹ دے دینا جائز بلکہ مستحسن ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۴/ ٦١٩ : الجواب—اپنی نمائندگی کے لئے ایسے شخص کو رائے دینا چاہئے جو اہل اسلام کی مذہبی معاشرتی، سیاسی صحیح ترجمانی اور نمائندگی کر سکے۔ اور جو شخص اس کے خلاف کسی ایسے شخص کو رائے دے جس سے یہ توقع نہ ہو بلکہ اس میں مضرت کا اندیشہ ہو، وہ غلطی پر ہے اور اس اعانت کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔

Scanned by CamScanner

গণতন্ত্রকে অবৈধ বলে তার সাথে যুক্ত থাকার মানে কী

প্রশ্ন : ইসলাম গণতন্ত্রকে স্বীকার করে না তা উলামা সমাজের জানা, তদুপরি উলামায়ে কেরামের বৃহৎ একটি জামাত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠনের পক্ষে আছেন কোন ভিত্তিতে? জনসাধারণের মধ্যে যারা এ বিষয়ে কিঞ্চিত জানেন তাঁরা এখন প্রশ্ন তুলছেন যে গণতন্ত্রকে যদি অবৈধই বলেন তবে কেন আবার এ দিকে দৌড়াচ্ছেন? আমাদের জন্য অবৈধ আর আপনাদের জন্য বৈধ হয়ে গেল কিভাবে? তাই এ ব্যাপারে বিজ্ঞ মুফতীয়ানের মতামত কী? কোন ভিত্তিতে জায়েয? দয়া করে দলিলভিত্তিক উত্তর প্রদান করবেন।

উত্তর : কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক দেশ পরিচালনা ও শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ইসলামের স্বতন্ত্র পদ্ধতি ও মূলনীতি রয়েছে। শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শরীয়ত পরিপন্থী, বিধর্মীদের মনগড়া পদ্ধতি গণতন্ত্রকে ইসলাম সমর্থন করে না। এ পন্থায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা সম্ভবও নয়, তাই প্রচলিত গণতন্ত্র নাজায়েয ও অবৈধ। তবে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উলামায়ে কেরাম সৎ কাজের আদেশ, ও অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ের অবৈধ কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে শাসনকার্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত গণতন্ত্রকে অস্থায়ী কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছেন মাত্র, যা শরীয়তবিরোধী বলা যাবে না। (১৩/১৬৫/৫১৪১)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٢١٧ (٢١٧٤) : عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر».

📖 مرقاة المفاتيح (انوربكڈپو) ٧/ ٢٨١ : وقال المظهر : وانما كان افضل لأن ظلم السلطان يسرى فى جميع من تحت سياسته وهم جم غفير ، فإذا نهاه عن الظلم فقد اوصل النفع الى خلق كثير بخلاف قتل كافر-

📖 الاشباه والنظائر(دار الكتب العلمية) ١/ ٧٥ : الرابعة: [إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]

نشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعة، وهي ما:إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما".

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۲/ ۳۱۳ : سوال- مروجہ انتخابات جوکہ مغربی طرز جمہوریت پر ہوا کرتے ہیں علماء کرام ان انتخابات میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟

جواب- علماء کرام کے لئے لازم ہے کہ اپنے دینی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے سیاسی لائن پر منکرات کا سد باب کریں اور بر سر اقتدار طبقہ کو خلاف شرع امور کی نشاندہی کرتے ہوئے منکرات سے بچائیں اور اس قسم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انتخابات میں شرکت کئے بغیر صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتے، اسی لئے علماء کرام ضرورت کے تحت مروجہ طریقہ انتخابات کے ذریعہ ایوان اقتدار میں پہنچ کر حق کی آواز بلند کرتے ہیں فقہ کا مشہور قاعدہ ہے جسے علامہ ابن نجیم المصریؒ نے نقل کیا ہے آپ فرماتے ہیں من ابتلی ببلیتین وھما متساویان یاخذ بایتھما شاء وان اختلفا یختار اھونھما لأن مباشرۃ الحرام لا تجوز الا لضرورۃ ولا ضرورۃ فی حق الزیادۃ -

নারী নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া

প্রশ্ন : সরকারি আইন অনুযায়ী প্রতি তিন ওয়ার্ডে একজন মহিলা নির্বাচনী প্রার্থী হওয়ার অধিকার রাখেন। প্রশ্ন হলো, ইসলামী দলের পক্ষ হতে যদি কোনো মহিলা ইসলামের স্বার্থে প্রার্থী হন তাহলে শরীয়তে তার বিধান কী?

উত্তর : মহিলা নির্বাচনে ইসলামের কোনো স্বার্থ নেই। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো মহিলার জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া জায়েয নেই। (১৮/১৫৭/৭৫২৯)

📖 صحيح البخارى(دار الحديث) ۲ / ٦٣٧ (٦٦٨٦) : عَن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لمَّا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ فارساً ملَّكوا ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة.

📖 شرح السنة (المكتب الاسلامى) ۱۰ / ۷۷ : اتفقوا على ان المرأة لا تصلح ان تكون اماما ولا قاضيا بان الامام يحتاج الى الخروج

Scanned by CamScanner

للقيام بأمور المسلمين والمرأة عورة لا تصلح لذلك، ولان المرأة ناقصة والقضاء والامامة من كمال الولايات فلا يصلح لها الا الكامل من الرجال .

📖 الجامع لاحكام القرآن (احياء التراث) ١ / ١٩٢ : واجمعوا على ان المرأة لا يجوز ان تكون اماما.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸/ ۳۱ : الجواب-عورت کے لئے ووٹ استعمال کرنا اور انتخابات میں حصہ لینا جائز نہیں، خواتین کو کسی عہدہ کے لئے تجویز کرنا گناہ ہے، البتہ جب انتخابات میں اسلامی وغیر اسلامی نظریہ پر مبنی ہو یا ایک امیدوار صالح اور اس کے مقابلے میں دوسرا امیدوار فاسق ہو اور خواتین کا ووٹ استعمال نہ کرانے میں دین کو خطرہ ہو تو استعمال کرانا ضروری ہے۔

মহিলা মেম্বার প্রার্থীকে ভোট দেওয়া

প্রশ্ন : বর্তমান সরকারের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন পুরুষ চেয়ারম্যানের পাশাপাশি একজন মহিলা মেম্বার নির্বাচিত করতে হবে। সরকারের এই আইন পালনার্থে মহিলা মেম্বারকে ভোট দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : আল্লাহ পাক মহিলাদেরকে স্বীয় ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাদের ওপর পরপুরুষ থেকে পর্দা করা ফরয করেছেন। মেম্বার, চেয়ারম্যান ও এমপি হতে গেলে আল্লাহ পাকের এ বিধানের লঙ্ঘন অনিবার্য। সুতরাং মহিলা প্রার্থীকে ভোট দেওয়া জায়েয নেই। (১০/১২৯/৩০০৯)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٤ / ٢٦٤ (٢٢٦٦) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم، وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها».

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣ / ١٧٢ (٤٤٢٥) : عن أبي بكرة، قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس، قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸/ ۳۱ : عورت کے لئے ووٹ استعمال کرنا اور انتخابات میں حصہ لینا جائز نہیں خواتین کو کسی عہدہ کے لئے تجویز کرنا گناہ ہے.

ইসলামবিদ্বেষীকে ভোট দিলে কি ঈমান চলে যায়

প্রশ্ন : সারা জীবন নামায, রোজাসহ সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে ইসলামবিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত লোকের পক্ষে অবস্থান নিলে অর্থাৎ ভোট প্রদান করলে তাদের ঈমানদার বলা হবে কি না?

উত্তর : ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। এক. সাক্ষ্য, দুই. সুপারিশ, তিন. ওকালত। এই তিনটি দিক লক্ষ করে যেমনিভাবে একজন সৎ, যোগ্য ও নেককার প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা বিরাট সাওয়াবের কাজ, ঠিক তেমনিভাবে অসৎ, অযোগ্য, ধর্মহীন, ফাসেক ও ইসলামবিরোধী দলের কোনো সদস্যকে ভোট প্রদান করা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, খারাপ কাজে সুপারিশ করা এবং অযোগ্যকে উকিল বানানো ইত্যাদি কারণে বড়ই গোনাহের কাজ। তাই এমন দল বা ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমানী দায়িত্ব। এতদসত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি ভোট দিলে তাকে ঈমানহীন বলা না গেলেও প্রকৃত কামেল ঈমানদারও বলা যাবে না। (১৯/৮৬/৮০১৮)

📖 سورة النساء الآية ٨٥ : ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢/ ٣٥ (٥٥) : عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» -

Scanned by CamScanner

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۲/ ۲۹۳ : خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹ تین حیثیتیں رکھتا ہے، ایک شہادت، دوسرے سفارش، تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت، تینوں حیثیتوں میں جسطرح نیک، صالح، قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اس طرح نااہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامۂ اعمال میں لکھے جائیں گے۔

মহিলাদের ভোট প্রদান

প্রশ্ন : মহিলাদের ভোট দেওয়া সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী? দয়া করে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : মহিলাদের জন্য ভোটার হওয়া বা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়া শরয়ী পর্দার সাথে হলে নিষেধ নয়। নির্বাচনে যদি অনৈসলামিক দলের বিপরীতে ইসলামী দল বা ফাসেক লোকের বিপক্ষে সৎ লোক অংশ নেয় এবং মহিলাগণ ভোট না দিলে পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মহিলাদের জন্য শরয়ী পর্দার প্রতি লক্ষ রেখে ভোট দেওয়া জরুরি। (১৩/১৬৫/৫১৪১)

📖 الاستيعاب في معرفة الأصحاب (دار الجيل) ٤/ ١٨٦٩ : الشفاء أم سليمان بن أبي حثمة، ... ... كانت من عقلاء النساء وفضلائهن، ... ... وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شيئا من أمر السوق.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۳۷۱ : عورتوں کا ووٹر بننا ممنوع نہیں ہے ہاں ووٹ دیتے وقت شرعی پردہ کا لحاظ رکھنا لازم ہوگا۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸/ ۳۱ : جواب- عورت کے لئے ووٹ استعمال کرنا اور انتخابات میں حصہ لینا جائز نہیں خواتین کو کسی عہدہ کیلئے تجویز کرنا گناہ ہے، البتہ جب انتخابات اسلامی وغیر اسلامی نظریہ پر مبنی ہو یا ایک امیدوار صالح اور اس کے مقابلے میں دوسرا امیدوار فاسق ہو اور خواتین کا ووٹ استعمال نہ کرانے میں دین کو خطرہ ہو تو استعمال کرانا ضروری ہے۔

Scanned by CamScanner

فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۲/ ۳۱۱ : سوال- صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات کے موقع پر عورت اپنا حق رائے دہی (ووٹ) کا استعمال کر سکتی ہے یا نہیں؟

جواب- ووٹ در حقیقت ایک قسم کی شہادت کی حیثیت رکھتا ہے ووٹ کے ذریعہ ووٹر امیدوار کی اہلیت کی گواہی دیتا ہے اور اسی طرح ووٹر اپنے حلقہ کے امیدوار کے حق میں رائے اور مشورہ دیتا ہے شریعت مطہرہ نے عورت کو اہل الرائے اہل مشورہ اور اسی طرح اہل شہادت قرار دیا ہے لقولہ تعالی : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، البقره ۲۸۲ : خلفاء راشدین کے روشن دور خلافت میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لئے لوگوں سے مشورہ اور رائے طلب کی، تو اس موقع پر آپ نے پاکدامن عورتوں سے بھی مشورہ اور رائے طلب کی تھی ... ... (البداية والنهاية ۷ / ۱۵۱)۔

تاہم ایک مسلمان عورت کے ووٹ ڈالنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ پردہ اور دیگر امور شرعیہ کا خیال کرتے ہوئے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے ورنہ معصیت کے ارتکاب سے ووٹ کا ترک کرنا افضل ہے۔

বিজয়ী প্রার্থী গোনাহে লিপ্ত হলে ভোটদাতার গোনাহ হবে কি না

প্রশ্ন : গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? কোনো একজন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার পর সে যদি উক্ত পদের ভিত্তিতে কোনো গোনাহে লিপ্ত হয়, তখন ভোটদাতা (ولاتعاونوا على الاثم الآية) এই আয়াতের ভিত্তিতে গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : ভোট মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে প্রতিনিধি নির্বাচনের সাক্ষ্য, যা বড় ইবাদত। তবে সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে কাউকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিলে এবং সে দ্বীনদার, যোগ্য হলে তাকে ভোট দেওয়া জরুরি ও সাওয়াবের কাজ। অযোগ্য বদদ্বীনকে ভোট দেওয়া অন্যায়ের সহযোগিতা হওয়ায় তা বড় গোনাহ। পুরোপুরি দ্বীনদার না থাকলে তুলনামূলক ভালো ব্যক্তিকে ভোট দেওয়ার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে, এটা জুলুম-অত্যাচার কমানোর পন্থা হওয়ায় তা অন্যায়ের সহযোগিতা হবে না। আর যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ভালো প্রার্থীকে ভোট দিলে অতঃপর সে যদি অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, এতে ভোটদাতা গোনাহগার হবে না। (৯/২৪০/২৫৫৪)

Scanned by CamScanner

📖 تفسير ابن كثير(دارالمعرفة) ١/ ٥٤٤ : وقوله: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها} أي: من سعى في أمر، فترتب عليه خير، كان له نصيب من ذلك {ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها} أي: يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء".

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٧٥ : الرابعة: [إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما] نشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعة، وهي ما: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما".

قال الزيلعي في باب شروط الصلاة: ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلي ببليتين، وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۳۴۱ : سوال-الیکشن میں ووٹ دینا درست ہے یا نہیں؟ الجواب—اگر نفع ہو یعنی دین کی قوم کی ملک کی صحیح خدمت مظنون ہو تو درست ہے.

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ۲/ ۲۹۳ : خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ووٹ تین حیثیتیں رکھتا ہے، ایک شہادت، دوسرے سفارش، تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت، تینوں حیثیتوں میں جسطرح نیک، صالح، قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اس طرح نااہل یا غیر متدین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے بری سفارش بھی اور ناجائز وکالت بھی اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نامۂ اعمال میں لکھے جائیں گے.

📖 فیہ ایضا ۲/ ۲۹۴ : اس لئے جس حلقہ میں کوئی بھی امیدوار میں قابل اور نیک معلوم ہو اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا بھی شرعی جرم اور پوری قوم وملت پر ظلم کا مرادف ہے، اور اگر کسی حلقہ میں کوئی بھی امیدوار صحیح معنی میں قابل اور دیانت دار نہ معلوم ہو مگر ان میں سے کوئی ایک صلاحیت کار اور خدا ترسی کے اصول پر دوسروں کی نسبت سے غنیمت ہو تو تقلیل شر اور تقلیل ظلم کی نیت سے اس کو بھی ووٹ دے دینا جائز بلکہ مستحسن ہے

Scanned by CamScanner

নির্বাচনী প্রচারণার বিনিময় গ্রহণ ও ভোট ক্রয়ের টাকা মেরে খাওয়া

প্রশ্ন : ভোট একটি আমানত, তা সত্ত্বেও বর্তমানে যেহেতু কোনো প্রার্থীই পুরাপুরি বৈধভাবে নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারে না। বরং অস্ত্র, ঘুষ বা কারচুপির মাধ্যমে বিজয়ী হয়, তাই সার্বিক অবস্থা সামনে রেখে প্রার্থীকে নিশ্চিত ভোট দেওয়া তার পক্ষে প্রচার-প্রসার চালানো ও মিটিং মিছিল করার শর্তে পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা চেয়ে নেওয়া অথবা জনগণকে দেওয়া অর্থ মেরে খাওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : ভোট একটি আমানত ও সাক্ষী, যা তার উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা সকলের জন্য অপরিহার্য। এখন কেউ যদি এ আমানত ও সাক্ষীর বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তাহলে তা ঘুষ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। আর ঘুষ শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও নাজায়েয। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ভোটের বিনিময় গ্রহণ করা হারাম ও নাজায়েয। তবে কেউ যদি মিটিং-মিছিল করার জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু বিনিময় গ্রহণ করে তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। আর কেউ যদি জনগণকে দেওয়া অর্থ আত্মসাৎ করে ফেলে তাহলে তা হারাম হবে। সঠিক মালিককে সে অর্থ আদায় করে দায়মুক্ত হতে হবে। অন্যথায় কঠিন শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। (১৩/৭৩১)

📖 سورة المائدة الآية ٨ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ٢/ ٣١١ : سوال—انتخابات کے موقع پر بعض امیدوار اپنے حلقہ کے لوگوں میں کچھ پیسے یا کھانے پینے کی بعض اشیاء اس غرض سے تقسیم کرتے ہیں کہ کل ووٹنگ کے وقت یہ لوگ اپنا ووٹ ان کے حق میں استعمال کرے، شرعا اس تقسیم شدہ اشیاء کی کیا حیثیت ہے؟

الجواب—اگر امیدوار کا مقصد یہ ہو کہ میں پیسوں کے ذریعہ لوگوں سے ووٹ خریدتا ہوں تو اس غرض سے لوگوں کے پیسے دینا جائز نہیں، اسلئے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت یا تو شہادت کی ہے یا سفارش کی اور فقہاء کے نزدیک شہادت پر پیسے لینا جائز نہیں، ...... اور اگر امیدوار کی غرض خرید وفروخت نہ ہو بلکہ ویسے لالچ دینے کے لئے ہو کہ پیسے دیکھ کر لوگ مجھے ووٹ دینگے تو اس صورت میں تقسیم شدہ اشیاء کی حیثیت رشوت کی ہے اور رشوت لینا اور دینا شرعا حرام ہے اسلئے ووٹ کے عوض میں کچھ لینا اور دینا دونوں ہی حرام اور ناجائز ہے

Scanned by CamScanner

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٩ / ٣٧٦ : سوال—زيد نے ووٹ دينے كى عوض پيسه لينا جائز كہا ہے اور اس سے مسجد كى مرمت كرنا بھى جائز بتايا ہے رشوت جائز سمجھنا كفر ہے يا نہيں؟

الجواب—ووٹ كى قيمت وصول كرنا جائز نہيں اور ايسا روپيه مسجد ميں نہيں لگ سكتا ہے.

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص۸۴۴ : الجواب —ووٹر كو ووٹ كے معامله ميں اپنى ذات كيلئے روپيه لينا رشوت اور ناجائز ہے، البته اگر اميدوار ممبرى مساجد ميں روپيه صرف كرتا ہے اور ديتا ہے تو شرعا جائز ہے، ليكن اس اميدوار كو چاہئے كه مسجد ميں روپيه وه صرف كرے محض لوجه الله صرف كرے، ووٹ كے معاوضه ميں اگر دے گا تو ثواب نه ہوگا۔ اور روپيه مساجد ميں لگانا اور صرف كرنا جائز ہوگا۔

সমাবেশ, লংমার্চ, হরতাল ইত্যাদি করার বিধান

প্রশ্ন : ইসলামী আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দলসমূহ বিভিন্ন মহাসমাবেশ, লংমার্চ, হরতাল, মিছিল, বিক্ষোভ মিছিল ও জঙ্গি মিছিলের আয়োজন করে। এগুলো জায়েয কি না? অনেকে বলে এগুলো বিদ'আত—কথাটি কি সত্য?

উত্তর : হরতাল, লংমার্চের মতো কর্মসূচি যে শর্তের ভিত্তিতে জায়েয হতে পারে তা সাধারণত বর্তমান প্রচলিত পন্থায় পাওয়া যায় না। তাই এ ধরনের কর্মসূচি পালন করা জায়েয নয়। ইসলামী রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা। শরয়ী কোনো বিধান লঙ্ঘন করে যে রাজনীতি করা হয় তা ইসলামী রাজনীতি হতে পারে না। এ দুটিকে ছাড়া অবশিষ্ট কর্মসূচিকে বিদ'আত বলা যাবে না। (৬/২২৭/১১৬০)

📖 احسن الفتاوى (ايچ ايم سعيد) ٦ / ١٢٨ : حضرت حكيم الامت قدس سره اپنى تصانيف اور مواعظ وملفوظات ميں اس طريق كار پر بھى تنقيد فرمائى ہے اور ايسى سياسى تدبيروں كو ناجائز اور واجب الترك قرار ديا ہے جو ان مفاسد پر مشتمل ہوں... ... جب كوئى تدبير تدابير منصوصه كے خلاف اختيار كى جاويگى اس كو تو ممنوع ہى كہا جاويگا، خصوص جب كه وه فعل عبث يا مضر بھى ہو، تو اس كى حرمت ميں پھر كيا شبه ہو سكتا ہے؟ وہاں تو الضرورة تبيح المحظورات كا شبه بھى نہيں ہو سكتا، مثلا ہڑتاليں ہيں جلوس ہيں ان ميں وقت

Scanned by CamScanner

کا ضائع ہونا روپے کا صرف ہونا حاجت مند لوگوں کو تکلیف ہونا نمازوں کا ضائع ہونا کھلے مفاسد ہیں تو یہ افعال کیسے جائز ہو سکتا ہے؟

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۶/ ۱۲۱ : حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اپنی تصانیف اور مواعظ اور ملفوظات میں جابجا اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلامی سیاست میں صرف مقصد کا نیک اور شریعت کے موافق ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے طریق کار اور اس کی تدبیروں کا بھی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ شریعت کے احکام کو پس پشت ڈالکر اور ان کے خلاف ورزی کر کرکے اسلامی حکومت قائم کریگا تو وہ ایسی خام خیالی میں مبتلا ہے جس کا نتیجہ محرومی کے سوا کچھ نہیں اگر اس طرح کوئی حکومت اس نے قائم کر بھی لی تو وہ اسلامی حکومت نہیں بلکہ اسلامی حکومت کا دھوکہ ہوگا۔

দাবি আদায়ের লক্ষ্যে হরতাল-ধর্মঘট করা

প্রশ্ন : বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে স্বীয় দাবি আদায়ের লক্ষ্যে হরতাল, অনশন ও ধর্মঘটের মতো যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে এসবের অবকাশ আছে কি?

উত্তর : বর্তমানে হরতাল অনেকে স্বেচ্ছায় পালন করে না বরং আহ্বানকারীরা জোরপূর্বক পালন করতে বাধ্য করে। এতে জানমালের অনেক ক্ষতি হয়। তাই এ ধরনের হরতাল শরীয়তে বৈধ নয়। তবে একমাত্র শরয়ী ও ইসলামী দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অনশন-ধর্মঘট জানমালের ক্ষতি না হওয়ার শর্তে জায়েয বলা যায়। প্রাণহানি বা শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলেও নাজায়েয। (৯/৫৬১/২৬৯১)

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۶/ ۱۲۵ : ایسی ہڑتال جو لوگوں نے کلیۃ اپنی خوشی سے کی ہو، آج عملا دنیا میں اس کا وجود نہیں ہے اکثر و بیشتر تو لوگوں کو ان کی خواہش اور رائے کے بر خلاف ہڑتال میں حصہ لینے پر مجبور کیا جاتا ہے اگر کوئی حصہ نہ لے تو اس کو جسمانی اور مالی اذیتیں دیجاتی ہیں..... ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں شرعا حرام و ناجائز ہیں۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۲/ ۳۵۸ : سوال- اپنے حقوق حاصل کرنے اور مطالبات منوانے کیلئے ہڑتال کا سہارا لینا شرعا جائز ہے یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب-چونکہ آج کل اکثر ملکوں میں جمہوری حکومتیں ہیں اور بھوک ہڑتال کے ذریعہ حکومتیں عوام کے مطالبات کو تسلیم کرتی ہیں اس لئے جائز مطالبات اور حقوق کے حصہ کیلئے بھوک ہڑتال پر امن طریقہ سے ہونی چاہئے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے جان خطرے میں پڑ جائے ایسی ہڑتال کرنے میں شرعا کوئی قباحت نہیں، تاہم اگر بھوک ہڑتال ایسی ہو کہ اسکی وجہ سے جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو یا بھوک ہڑتال کو اتنا لمبا کر دیا جائے کہ بھوک کی وجہ سے کوئی مر جائے تو ایسی بھوک ہڑتال نہ صرف ناجائز اور ممنوع بلکہ خودکشی کے مترادف ہے۔

📖 فیہ ایضا ۲ / ۳۵۷ : تاہم اگر مطالبات جائز ہوں اور ہڑتال، بائیکاٹ اور جلسے جلوس پر امن ہوں، اور غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ ہو تو ایسی حالت میں ہڑتال کرنے اور جلوس نکلنے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ شرعی اور جائز مطالبات منوانے کے لئے ایسا اقدام کرنا مستحسن عمل ہے۔

বিশ্বে মুসলমানরা লাঞ্ছিত-বঞ্চিত কেন

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বের মুসলমানরা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও অপমানিত কেন?

উত্তর : বর্তমান বিশ্বের মুসলমানগণ আল্লাহ তা'আলার আদেশ, নিষেধ এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনা শরীয়তকে পরিপূর্ণভাবে না মেনে বিধর্মীদের কৃষ্টি-কালচারের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে আজ তারা অপমানিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। (১৪/৭৮/৫৪৯৬)

📖 سورة النور الآية ٥٥ : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾

📖 مصنف ابن أبي شيبة (ادارة القرآن) ١٩/ ٣٣ (٣٥٤٠١) : عن مالك بن مغول، قال: «كان في زبور داود إني أنا الله لا إله إلا أنا ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فأيما قوم كانوا على طاعة جعلت الملوك عليهم رحمة، وأيما قوم كانوا على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة، لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولا تتوبوا إليهم، توبوا إلي أعطف قلوب الملوك عليكم» -

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশ দারুল ইসলাম

প্রশ্ন : দারুল ইসলাম, দারুল হরব ও দারুল আমানের সংজ্ঞা কী? বাংলাদেশ কোনটির আওতায় পড়ে? অনেকে বাংলাদেশকে দারুল হরব বলেন, এটা ঠিক কি না?

উত্তর : যে রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ ইসলামের বিধিবিধান চালু আছে অথবা চালু নেই; কিন্তু বাস্তবে চালু করা সম্ভব শরীয়তের দৃষ্টিতে সেটাকে দারুল ইসলাম বলা হয়। আর যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাফেরদের হাতে এবং ইসলামের বিধান চালু করা সম্ভব নয়, সেটাকে দারুল হরব বলে। কিন্তু যদি দারুল হরবে মুসলমানদের নিজেদের জমি এবং ধন-সম্পদের নিরাপত্তা দেওয়া হয় ও আল্লাহর ইবাদত স্বাধীনভাবে পালন করার অধিকার দেওয়া হয় তখন সেটাকে 'দারুল আমান' বলা হয়। সুতরাং উল্লিখিত সংজ্ঞা দ্বারা বোঝা যায় বাংলাদেশ দারুল ইসলাম। (৯/৭১৭/২৮২৭)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ٥ /٢٢٤ : وهذا لأن دار الحرب تصير دار إسلام بإجراء الأحكام وبثبوت الأمن للمقيم من المسلمين فيها -

📖 رد المحتار(ايچ ايم سعيد) ٤/ ١٧٤ : مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس :

(قوله لا تصير دار الإسلام دار حرب إلخ) أي بأن يغلب أهل الحرب على دار من دورنا أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر أو نقض أهل الذمة العهد، وتغلبوا على دارهم، ففي كل من هذه الصور لا تصير دار حرب، إلا بهذه الشروط الثلاثة وقالا: بشرط واحد لا غير وهو إظهار حكم الكفر وهو القياس هندية، ويتفرع على كونها صارت دار حرب أن الحدود والقود لا يجري فيها وأن الأسير المسلم يجوز له التعرض لما دون الفرج، وتنعكس الأحكام إذا صارت دار الحرب دار الإسلام فتأمل ط وفي شرح درر البحار قال بعض المتأخرين: إذا تحققت تلك الأمور الثلاثة في مصر المسلمين، ثم حصل لأهله الأمان، ونصب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام المسلمين عاد إلى دار الإسلام فمن ظفر من الملاك الأقدمين بشيء من ماله بعينه، فهو له بلا شيء ومن ظفر به بعدما باعه مسلم أو كافر من مسلم، أو ذمي أخذه بالثمن إن شاء ومن ظفر به بعدما وهبه مسلم، أو كافر لمسلم أو ذمي وسلمه إليه أخذه بالقيمة إن شاء.

Scanned by CamScanner

قلت: حاصله أنه لما صار دار حرب صار في حكم ما استولوا عليه في دارهم (قوله بإجراء أحكام أهل الشرك) أي على الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام هندية، وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين، وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب ط (قوله وباتصالها بدار الحرب) بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام هندية ط وظاهره أن البحر ليس فاصلا، بل قدمنا في باب استيلاء الكفار أن بحر الملح ملحق بدار الحرب، خلافا لما في فتاوى قارئ الهداية. قلت: وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة كلها دار إسلام لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب وإذا أراد ولي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم نفذها (قوله بالأمان الأول) أي الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة هندية ط.

[تتمة] ذكر في أول جامع الفصولين كل مصر فيه وال مسلم من جهة الكفار، يجوز منه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاء وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليهم وأما طاعة الكفر فهي موادعة ومخادعة وأما في بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين ويجب عليهم طلب وال مسلم ـ

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٦/ ٢١ : جس ملک میں اگرچہ عملاً احکام اسلام کا نفاذ نہ ہو مگر تنفیذ احکام پر قدرت ہو تو وہ دار الاسلام ہے، اس معنی سے اسے اسلامی ملک بھی کہا جا سکتا ہے، مگر ایسے ملک کی حکومت کو اس وقت تک حکومت اسلامیہ نہیں کہا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ احکام اسلام کی تنفیذ نہ کرے۔

📖 فیہ ایضاً ٦/ ٢١ : جہاں احکام اسلام کی تنفیذ کا قدرت نہ ہو وہ دار الحرب ہے، دار الحرب میں اگر مسلمانوں کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو اور عبادات محضہ پر کوئی پابندی نہ ہو تو یہ دار الامن ہے

Scanned by CamScanner

📖 تقریر ترمذی ۵/ ۲۷۵ : کیونکہ دارالاسلام کی تعریف یہ نہیں کہ وہاں بالفعل اسلامی احکام نافذ ہوں، بلکہ دارالاسلام کی تعریف یہ ہے کہ اس ملک پر غالب قوت مسلمانوں کی ہو کہ جب کہ وہ اسلامی احکام نافذ کر سکیں، چاہے بالفعل انہوں نے اسلامی احکام نافذ نہ کر رکھے ہوں اور چاہے وہ مسلمانوں پر اور دین کا نام لینے والوں پر ظلم ہی کر رہے ہوں، اس لئے ان کاموں سے وہ ملک دارالاسلام سے نہیں نکلتا ہے، لھذا اس پر دارالاسلام ہی کے احکام رہی ہوں گے جب حجاج بن یوسف حکمران بنا تو اس نے تقریباً ایک ہزار سے زائد افراد کو قتل کیا اور وہ افراد بھی علماء اور فقہاء اور حفاظ کو بھی، لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ ملک دارالاسلام ہونے سے نہیں نکلا بلکہ وہ دارالاسلام ہی رہا اور اس پر دارالاسلام ہی کا احکام جاری ہوں گے، تاوقتیکہ اس پر کافروں کا اقتدار قائم نہ ہو جائے، جبکہ ان کا اقتدار قائم ہو جائے اس وقت وہ ملک دارالحرب کے حکم میں ہو گا، ورنہ نہیں۔

বাংলাদেশ কি দারুল আমান? এ দেশের জমি উশরী নাকি খেরাজী

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বে সাধারণত তিন প্রকার দেশ আছে–দারুল হরব, দারুল ইসলাম ও দারুল আমান। আমার ধারণা মতে, বাংলাদেশ দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়; দারুল হরবেরও নয় বরং দারুল আমানের অন্তর্ভুক্ত হবে। ধারণা যদি সঠিক হয় তাহলে এ দেশের জমি উশরী নাকি খেরাজী? এ পর্যন্ত ফতওয়ার বড় বড় কিতাব থেকেও বিষয়টি আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না। তাই মেহেরবানি করে ব্যাখ্যা-বিবরণসহ উত্তর দিতে মর্জি হয়।

উত্তর : দারুল হরব ও দারুল ইসলামের সংজ্ঞা নিয়ে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায় বিধায় কোনো রাষ্ট্র সম্পর্কে দারুল হরব বা দারুল ইসলামের নিখুঁত ফয়সালা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। এতদসত্ত্বেও দারুল আমানের সম্পর্ক মূলত দারুল হরবের সাথে অর্থাৎ দারুল হরবে বসবাসরত মুসলমানদের জানমাল, ইজ্জত, সম্মান ও তাদের নিজস্ব ইবাদত-বন্দেগী আদায়ে কোনো ধরনের পাবন্দি ও বিঘ্নতা সৃষ্টি করা না হলে সেই দারুল হরবকে দারুল আমান বলা হয়। পক্ষান্তরে যে রাষ্ট্রের পরিচালনা ক্ষমতা পরিপূর্ণ মুসলমানদের হাতে এবং ইসলামী শাসন চালু করার ইচ্ছা করলে চালু করা যায়, সে রকম রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলা হয়। এ হিসেবে বাংলাদেশ দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাই যুক্তিসংগত।

আর দারুল আমান উশরী নাকি খেরাজী–এর জন্য ভিন্ন কোনো হুকুম নেই। তবে যে সমস্ত জমি বর্তমানে মুসলমানদের মালিকানায় আছে এবং কোনো মুসলমানের হাত থেকে তাদের নিকট উত্তরাধিকার বা ক্রয়সূত্রে এসেছে তা উশরী জমি হিসেবে গণ্য

Scanned by CamScanner

হবে। এবং যে জমিগুলো অমুসলমানদের মালিকানায় আছে বা তাদের মালিকানা থেকে মুসলমানদের মালিকানাধীন হয়েছে তা খেরাজী জমি হিসেবে গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে যে সমস্ত জমি বর্তমানে মুসলমানদের হাতে আছে, কিন্তু পূর্বে মুসলিম বা অমুসলিম কার হাতে ছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা নেই তাহলে সেগুলোকেও পূর্বে মুসলমানদের হাতে ছিল মনে করা হবে এবং ওই ধরনের জমিকেও উশরী জমি হিসেবে গণ্য করা হবে।

সুতরাং বাংলাদেশের যে সমস্ত জমি বর্তমানে মুসলমানদের হাতে রয়েছে এবং কোনো মুসলমানের মালিকানা হতে তাদের নিকট উত্তরাধিকার বা ক্রয়সূত্রে এসেছে, তা উশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে। আর এ দেশের যে সমস্ত জমি অমুসলিমদের কর্তৃত্বে রয়েছে বা তাদের কাছ থেকে কোনো মুসলমানের মালিকানায় এসেছে তা খেরাজী জমি হিসেবে পরিগণিত হবে। তাই উশরী জমি থেকে উশর দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর খেরাজী জমির খেরাজ দিতে হবে। (১৭/৮৫৬/৭৩২৪)

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ۹/ ۵۱۹ : أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها واختلفوا في دار الإسلام، إنها بماذا تصير دار الكفر؟ قال أبو حنيفة: إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط، أحدها: ظهور أحكام الكفر فيها والثاني: أن تكون متاخمة لدار الكفر والثالث: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ۲۰/ ۲۰۱ : دار الإسلام هي: كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة.

📖 فيه ايضا ۲۰/ ۲۰٦: دار الحرب: هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة.

📖 بدائع الصنائع(دار الكتب العلمية) ۲/ ۵۰۲ : وجملة الكلام فيه أن الأراضي نوعان: عشرية وخراجية، أما العشرية فمنها أرض العرب كلها قال محمد - رحمه الله -: وأرض العرب من العذيب إلى مكة وعدن أبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة وذكر الكرخي هي أرض الحجاز وتهامة واليمن ومكة والطائف والبرية وإنما كانت هذه

Scanned by CamScanner

أرض عشر؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين بعده لم يأخذوا من أرض العرب خراجا فدل أنها عشرية إذ الأرض لا تخلو عن إحدى المؤنتين؛ ولأن الخراج يشبه الفيء فلا يثبت في أرض العرب كما لم يثبت في رقابهم والله أعلم.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۶/ ۲۱ : الجواب—جہاں احکام اسلام کی تنفیذ پر قدرت نہ ہو وہ دار الحرب ہے، دار الحرب میں اگر مسلمانوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہو اور عبادات محضہ پر کوئی پابندی نہ ہو تو یہ دار الامن ہے الخ

📖 فتاوی دار العلوم مدلل (مکتبہ دار العلوم) ۱۲/ ۲۸۸ : الجواب— عشری زمین وہ ہے جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے قبضہ میں رہی ہو.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۷/ ۵۹ : الجواب—حاصل مقام کا یہ ہے کہ جو زمینیں اس وقت مسلمانوں کی ملک میں ہے اور انکے پاس مسلمانوں ہی سے پہونچی ہیں، ارثا اور شراء وہلم جرا وہ زمینیں عشری ہیں، اور جو درمیان میں کوئی کافر مالک ہو گیا تھا وہ عشری نہ رہی، اور جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو اور اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے یہی سمجھا جاویگا کہ مسلمان ہی سے حاصل ہوئی ہے بدلیل الاستصحاب، پس وہ بھی عشری ہو گی۔

রাজনৈতিক সমালোচনা গীবতের অন্তর্ভুক্ত কি না

প্রশ্ন : রাজনৈতিক ময়দানে একদল অপর দলের, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির, এক আলেম অপর আলেমের সমালোচনা ও গীবত করে থাকে, এগুলো জায়েয আছে কি না? গীবত ও সমালোচনার সংজ্ঞা ও হুকুম কী?

উত্তর : কিছু কিছু ক্ষেত্রে গীবত করার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। প্রশ্নে উল্লিখিত গীবত এরূপ বৈধ গীবতের পর্যায়ভুক্ত হলে আপত্তিকর নয়। যেসব ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধ তা নিম্নরূপ :

১. কোন লোকের অত্যাচার দমনের উদ্দেশ্যে এ রকম লোকের কাছে তার দোষ বলা যে অত্যাচার দমনের শক্তি রাখে।

Scanned by CamScanner

২. অশালীন কর্মকাণ্ড রোধে সক্ষম ব্যক্তিদের সামনে গীবত করা।
৩. শরীয়তের কোনো বিধান জানার জন্য বিজ্ঞ আলেমের সামনে গীবত করা, তবে নাম গোপন রাখা ভালো।
৪. কোনো লোকের অনিষ্ট থেকে জনসাধারণকে বাঁচানোর নিয়্যাতে গীবত করা।
৫. প্রকাশ্যে গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত করা, তবে শুধু ওই গোনাহ উল্লেখ করা বৈধ, যা সে প্রকাশ্যে করে। গোপন গোনাহের আলোচনা করা জায়েয নেই।
৬. কোনো লোকের পরিচয়ের জন্য তার এমন দোষ বর্ণনা করা, যা বর্ণনা ব্যতিরেকে তাকে চেনা দুঃসাধ্য হয়। (১২/৬৩৮/৪০৬৬)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٦/ ٤٠٨ : فتباح غيبة مجهول ومتظاهر بقبيح ولمصاهرة ولسوء اعتقاد تحذيرا منه، ولشكوى ظلامته للحاكم شرح وهبانية.

📖 رد المحتار(ايج ايم سعيد) ٦/ ٤٠٩ : [تتمة] يزاد على هذه الخمسة ستة أخرى مر منها في المتن ثنتان، الأولى: الاستعانة بمن له قدرة على زجره، الثانية: ذكره على وجه الاهتمام، الثالثة: الاستفتاء قال في تبيين المحارم ... ... الرابعة: بيان العيب لمن أراد أن يشتري عبدا، وهو سارق أو زان فيذكره للمشتري، وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول: احترز منه بكذا، الخامسة: قصد التعريف كأن يكون معروفا بلقبه كالأعرج والأعمش والأحول، السادسة: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين فهو جائز بل واجب صونا للشريعة.

📖 الفتاوى الهندية (مكتبه زكريا) ٥ / ٣٦٢ : رجل ذكر مساوى انسان على وجه الاهتمام لا بأس به ويكره ان يكون مريدا بالسب والنقص ومن اغتاب اهل قرية او كورة لم تكن غيبة حتى يسمى قوما معروفين كذا في السراجية.

📖 احسن الفتاوى (ايچ ايم سعيد) ٨/ ١٩٣ : الجواب- کسی کے پس پشت اس کے کسی ایسے واقعی عیب کو ذکر کرنا کہ اسکو معلوم ہو جائے تو اسے ناگوار گزرے غیبت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے جس پر قرآن وحدیث میں شدید ترین وعیدیں وارد ہوئی ہیں... غیبت کی جائز صور تیں

۱ـ دفع ظلم کے لئے قادر علی دفع الظلم کے سامنے غیبت کرنا

Scanned by CamScanner

۲ ـ تغییر منکر کی نیت سے قدرت رکھنے والوں کے سامنے غیبت کرنا

۳ ـ حکم شرعی معلوم کرنے کے لئے مفتی کے سامنے غیبت کرنا، لیکن نام کو مبہم رکھنا بہتر ہے۔

٤ ـ کسی کے شر سے بچانے کے لئے اسکی غیبت کرنا، جیسے شہود ورواۃ پر جرح کرنا

٥ ـ علانیہ گناہ کرنے والوں کی غیبت کرنا، البتہ صرف اسی گناہ کا تذکرہ جائز ہے جو وہ علانیہ کرتے ہوں مخفی گناہ کا ذکر جائز نہیں۔

٦ ـ تعارف کی غرض سے کسی کے عیب کا ذکر کرنا جیسے اعور اعمش وغیرہ، یہ اس شرط سے جائز ہے کہ اس کے بغیر تعارف ناممکن یا متعذر ہو۔

রাজনৈতিক সমাবেশের ছবি-ভিডিও ধারণ করা

প্রশ্ন : ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সকল মিছিল-মিটিং, সমাবেশ এবং প্রতিবাদের আয়োজন করা হয় তার ছবি উঠানো অথবা ক্যামেরাবন্দি করে পত্রপত্রিকাসহ সকল টিভি চ্যানেলে দেশ-বিদেশে প্রচার করা জায়েয আছে কি না? উল্লেখ্য যে, এর দ্বারা কাফের, মুশরিক ও নাস্তিকদের মনে ভীতি সঞ্চারিত হয়। যে সকল আলেম ও মুফতীয়ানে কেরাম এ কাজের সমর্থন করে আসছেন, তাদের হুকুম কী?

উত্তর : শরয়ী ও আইনী প্রয়োজন ছাড়া ফটো উঠানো হারাম। প্রশ্নে যেসব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তার জন্য ফটো উঠানোকে বৈধ বলা যায় না। (১২/৬৩৮/৪০৬৬)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن مسلم، قال: كنا مع مسروق، في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸/ ۴۳۸ : بعض حضرات ایسی جگہ جہاں تصویر لی جارہی ہوں شریک ہو جاتے ہیں، اور تصویر سے بچنے کے لئے منہ پر کپڑا رکھ لیتے ہیں، گناہ سے بچنے کے لئے اتنا کافی نہیں بلکہ ایسی مجلس سے اٹھ جانا واجب ہے خواہ یہ دینی اجتماع ہی ہو، بالخصوص یہ شخص مقتدا ہو تو اس کا بیٹھنا اور بھی سخت اور دہرا گناہ ہے، ایک اپنی برائی کا اور دوسرا عوام کو گناہوں پر جری کرنے کا۔

Scanned by CamScanner

রাষ্ট্রীয় পতাকাকে সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : জাতীয়তার ধারক-বাহক ও জাতীয়তার প্রতীক জাতীয় পতাকার উদ্দেশ্যে সালাম প্রদানের শরয়ী হুকুম কী? উল্লেখ্য যে, যদি কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বেতনভুক্ত সরকারি চাকরিজীবী হন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এতদসংক্রান্ত বিধিনিষেধ থেকে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে ওই চাকরিজীবীর করণীয় কী?

উত্তর : রাষ্ট্রীয় বিধান অনুযায়ী, সরকারি চাকরিজীবীর জন্য জাতীয় পতাকার উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করা শরীয়তের কোনো বৈধ বিধানের আওতায় পড়ে না। তবে তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রের বিধান অনুযায়ী জাতীয় পতাকার উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করার অবকাশ আছে। এ ক্ষেত্রে অন্তরে এই কাজটির প্রতি ঘৃণা থাকলে এবং বর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে গোনাহ হবে না। তবে এমন আইন প্রয়োগ শরীয় বিরোধী বলে গণ্য হবে। (১৪/২৪৪)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت کراچی) ۶/ ۲۸۸: سوال— ۱۵ اگست کے دن پرچم کشائی کے وقت سلامی دی جاتی ہے تو سلامی دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص سرکاری ماسٹر یا گورنمنٹ کا ملازم ہے تو کیا کرے؟
الجواب— یہ محض سیاسی چیز ہے اور حکومتوں کا طریقہ ہے اسلامی حکومتوں میں بھی ہوتا ہے بچنا اچھا ہے اگر فتنہ کا ڈر ہو تو بادل ناخواستہ کرنے میں مواخذہ نہیں ہوگا انشاء اللہ.

রাষ্ট্রীয় আইন ও নির্দেশ মান্য করা

প্রশ্ন : এক মাওলানা সাহেব বলেন যে আমাদের দেশে যেহেতু ইসলামী হুকুমত নেই তাই রাষ্ট্রের হুকুম পুরোপুরি মানাও আমাদের জন্য ওয়াজিব নয়। যেমন : সরকারিভাবে আমাদের ডিউটি আছে ২৪ ঘণ্টা, যা বাস্তবে কখনো সম্ভব নয়। এ রকমভাবে সরকারি আইন মানা কতটুকু জরুরি? না মানলে বেতন হালাল হবে কি না?

উত্তর : শরীয়ত পরিপন্থী কোনো আইন না হলে রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক পালনীয় সকল আইন মেনে চলা ওয়াজিব। আর প্রশ্নে বর্ণিত চাকরির পদ্ধতিতে ছুটির সময় বা দায়িত্বশীল কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত যতটুকু সময় অনুপস্থিত থাকবে তার বেতন নেওয়া হালাল হবে না। (৯/৫৫৩/২৭২১)

Scanned by CamScanner

📖 أحكام القرآن للتهانوى (ادارة القرآن) ۲/ ۲۹۲ : وهذا الحكم أى وجوب طاعة الأمير مختص بما لم يخالف امره الشرع، يدل عليه سياق الآية، فإن الله تعالى امر الناس بطاعة أولى الأمر بعد ما امرهم بالعدل فى الحكم تنبيها على أن طاعتهم واجبة ما داموا على العدل -

📖 الدرالمختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٦٩ : الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى بخلاف ما لو آجر المدة بأن استأجره للرعي شهرا حيث يكون مشتركا إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصا -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۸/ ۱۹۶ : اولوالامر کی اطاعت ان امور میں لازم ہے جن پر اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، پس جو ملکی قوانین شریعت کے خلاف نہیں انکی پابندی لازم ہے اور جو شریعت کے خلاف ہوں انکی پابندی حرام اور ناجائز ہے، الغرض اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے اور اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہے۔

📖 تفسیر معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۲/ ۴۵۲ : اور جس طرح منصوصات قرآن میں قرآن کا اتباع اور منصوصات رسول ﷺ میں رسول کا اتباع لازم اور واجب ہے اسی طرح غیر منصوص فقہی چیزوں میں فقہاء کا اور انتظامی امور میں حکام اور امراء کا اتباع واجب ہے یہی مفہوم ہے اطاعت اولی الامر کا۔

Scanned by CamScanner

السير والتاريخ

সীরাত ও ইতিহাস

রাসূল (সা.) মা আমিনার গর্ভ থেকে স্বাভাবিকভাবেই জন্মলাভ করেন

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম কিভাবে হয়েছিল? এক ব্যক্তির কাছ থেকে জানতে পারলাম, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাকি উরু বা রান ফেটে দুনিয়াতে এসেছিলেন। ওই ব্যক্তি আরো বলেছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নাকি আল্লাহ তা'আলা নাপাক স্থান ব্যবহার করেননি, তাই তিনি রান ফেটে দুনিয়াতে এসেছিলেন। এটা যে বিশ্বাস করবে না সে মুসলমান নয়, তা কতটুকু সত্য?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মা আমিনার পেট থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন, এটাই বাস্তব। (১২/৫২৯/৩৯৯৯)

📖 البداية والنهاية (دار إحياء التراث) ٦/ ٣٣١ : فكشف الله لي عن بصري، فأبصرت من ساعتي مشارق الأرض ومغاربها، ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات : علم بالمشرق، وعلم بالمغرب، وعلم على ظهر الكعبة، فأخذني المخاض، واشتد بي الطلق جدا، فكنت كأني مستندة إلى أركان النساء، وكثرن علي حتى كأن الأيدي معي في البيت، وأنا لا أرى شيئا، فولدت محمدا، فلما خرج من بطني درت فنظرت إليه، فإذا أنا به ساجد وقد رفع أصبعيه كالمتضرع المبتهل.

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছায়া ছিল

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছায়া ছিল কি না?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছায়া ছিল কি না এ ব্যাপারে মতানৈক্য পাওয়া গেলেও ছায়া থাকার বর্ণনাগুলো সহীহ।
অতএব নির্দ্বিধায় বলা যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছায়া ছিল, এটাই সঠিক। কোনো কোনো সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছায়া জমিনের ওপর পরিলক্ষিত না হওয়ার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। যেমন—কোনো সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর মেঘ অথবা ফেরেশতাগণ ছায়া করে থাকতেন। (১৪/৯৫৪/৫৮৭৭)

📖 مسند الإمام أحمد (مؤسسة الرسالة) ٤١/ ٤٦٣ (٢٥٠٠٢) عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، فاعتل بعير لصفية، وفي إبل زينب فضل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن بعيرا لصفية اعتل، فلو أعطيتها بعيرا من إبلك، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية، قال: فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم شهرين، أو ثلاثة، لا يأتيها، قالت: حتى يئست منه، وحولت سريري، قالت: فبينما أنا يوما بنصف النهار، إذا أنا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل -

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ٥ / ٤٠٥: سایہ نہ ہونیکی ایک روایت صریح بھی نہیں گذری، صرف بعض نے 'واجعلنی نورا' سے استدلال کیاہے، کہ نور کا سایہ نہیں ہوتا کیونکہ سایہ ظلمت ہوتاہے مگر ضعف اسکا ظاہر ہے، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابر رہنا اسکی اصل ہو کیونکہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ سایہ نہ ہوگا لیکن خود صحاح میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر بعض اوقات سفر میں صحابہؓ کپڑے کا سایہ کئے ہوئے تھے اس سے بھی معلوم ہوتاہے کہ ابر کا رہنا بھی دائمی نہ تھا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ١/ ١٠٩ : امام احمد ابن حنبلؒ نے اپنی مسند میں ام المومنین حضرت زینبؓ کا ایک واقعہ نقل کیاہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دوپہر کے وقت تشریف لانا اور آپکے سایہ مبارک کا ہونا صاف صاف مذکور ہے، قالت بینما

Scanned by CamScanner

انا یوما بنصف النهار اذ انا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقبل الخ مسند احمد (۲۳۱/۵) نیز حضرت انس ابن مالکؓ کی ایک روایت حادی
الارواح الی بلاد الافراح جلد اول باب اول ص- ۴۲ میں ہے جس میں حضرت نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک کو خود ملاحظہ فرمانا منقول ہے، لقد رأیت ظلی یہ دونوں
روایتیں مرفوع ہیں۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের তারিখ

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের তারিখ কোনটি?

দেওয়ানবাগের পীর তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যু তারিখ ১লা রবিউল আউয়াল। এ সম্পর্কে তিনি 'তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন' থেকে اليوم اكملت لكم دينكم এর ব্যাখ্যার উদ্ধৃতি এনেছেন, যেখানে লেখা আছে এ আয়াত নাজিল হয় বিদায় হজের দিন। এ আয়াত নাজিলের পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৮১ দিন জীবিত ছিলেন। বিদায় হজের দিন থেকে ৮১ দিন পর হয় ১লা রবিউল আউয়াল ১২ তারিখ নয়। এর সমাধান কামনা করি।

উত্তর : হাদীস, ফিকহ ও সীরাতের আলোকে জানা যায় যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১১ হিজরী ২রা রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার ইন্তেকাল করেন। আর এ মতটিকে ঐতিহাসিক উলামায়ে কেরাম প্রাধান্য দিয়েছেন। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ ১ তারিখের মতকেও গ্রহণ করেছেন। শরীয়তের কোনো বিধিবিধান এই তারিখ নির্ণয়ের ওপর মওকুফ নয় বিধায় তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। স্মর্তব্য যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যু তারিখ ১২ হোক বা ২ হোক বা ১ই হোক, এর দ্বারা দেওয়ানবাগীদের ঈদে মিলাদুন্নবী প্রমাণের কোনো সুযোগ নেই। (১৯/৭৬৬/৮৪৩৭)

📖 فتح الباری (دارالريان) ٧ / ٧٣٦ : وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح
وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول وكاد يكون
إجماعا لكن في حديث بن مسعود عند البزار في حادي عشر
رمضان، ثم عند بن إسحاق والجمهور أنها في الثاني عشر منه

Scanned by CamScanner

وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمي وبن زبر مات لهلال ربيع الأول وعند أبي مخنف والكلبي في ثانيه ورجحه السهيلي ... ... فالمعتمد ما قال أبو مخنف، وكأن سبب غلط غيره أنهم قالوا مات في ثاني شهر ربيع الأول فتغيرت فصارت ثاني عشر واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأمل والله أعلم.

📖 الروض الأنف (إحياء التراث العربي) ٧ / ٥٧٨ : وذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف أنه توفي في الثاني من ربيع الأول وهذا القول وإن كان خلاف أهل الجمهور فإنه لا يبعد أن كانت الثلاثة الأشهر التي قبله كلها من تسعة وعشرين فتدبره فإنه صحيح ولم أر أحدا تفطن له وقد رأيت للخوارزمي أنه توفي عليه السلام في أول يوم من ربيع الأول وهذا أقرب في القياس بما ذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف.

📖 عيون الاثر (دار القلم) ٢/ ٤٣٢ : قال الطبرانى يوم الاثنين لليلتين شهر ربيع الأول، وقال الواقدى: إنه الثانى عشر، قال الربيع بن سالم: وهذا لا يصح وقد جرى فيه على العماء من الغلط ما علينا بيان.

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ٢/ ٣٦٨ : اہل سیر کا قول ١ اور ٢ ربیع الاول بھی حساب کے مطابق درست ہے، اکثر نے دو کو اختیار کیا ہے، ١٢ ربیع الاول کا خیال بدیہی البطلان ہے، اس لئے کہ اس سے پہلے ٩ ذوالحجہ سنہ ١٠ھ بروز جمعہ تھی، پس دوشنبہ کے دن ١٢ ربیع الاول کا حساب کسی صورت بھی صحیح نہیں ہو سکتا، حافظ ابن حجر ؒ فرماتے ہیں کہ ثانی شہر ربیع الاول کو ثانی عشر پڑھ لیا گیا، اس لئے ١٢ ربیع الاول مشہور ہو گیا۔

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মগ্রহণ পিতা-মাতার ঔরশেই

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাকি পিতা-মাতার ঔরশে জন্মগ্রহণ করেননি। বরং মা আমেনা একটি ফুল শোঁকার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মায়ের গর্ভে আসেন। এ কথা কতটুকু সত্য?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পিতা-মাতার ঔরশেই দুনিয়ায় এসেছেন। যারা তা অস্বীকার করে এবং বলে যে, মা আমেনা একটা ফুল শোঁকার পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মায়ের গর্ভে এসেছিলেন, তাদের কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। (১২/৪১২/৪০০০)

📖 السيرة النبوية لابن هشام (شركة مكتبة مصطفى) ١/ ١٥٧ : قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار أنه حدث: أن عبد الله إنما دخل على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب، وقد عمل في طين له، وبه آثار من الطين، فدعاها إلى نفسه، فأبطأت عليه لما رأت به من أثر الطين، فخرج من عندها فتوضأ وغسل ما كان به من ذلك الطين، ثم خرج عامدا إلى آمنة، فمر بها، فدعته إلى نفسها، فأبى عليها، وعمد إلى آمنة، فدخل عليها فأصابها، فحملت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم مر بامرأته تلك، فقال لها: هل لك؟ قالت: لا، مررت بي وبين عينيك غرة بيضاء، فدعوتك فأبيت علي، ودخلت على آمنة فذهبت بها.
قال ابن إسحاق: فزعموا أن امرأته تلك كانت تحدث: أنه مر بها وبين عينيه غرة مثل غرة الفرس، قالت: فدعوته رجاء أن تكون تلك بي، فأبى علي، ودخل على آمنة، فأصابها، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا، وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه، صلى الله عليه وسلم.

📖 السيرة النبوية لابن كثير (دار المعرفة) ١/ ٢٠٤ : صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام قد تقدم أن عبد المطلب لما ذبح تلك الإبل المائة عن ولده عبد الله، حين كان نذر ذبحه فسلمه الله تعالى، لما كان قدر في الأزل من ظهور النبي الأمي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وسيد ولد آدم من صلبه، ذهب كما تقدم فزوجه أشرف عقيلة في قريش، آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرية، فحين دخل بها وأفضى إليها حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم.

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতার ইন্তেকাল

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মের কত দিন পূর্বে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন? এ বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদান করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি।

উত্তর : ইতিহাসবিদগণের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতা আব্দুল্লাহ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মের পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। তবে জন্মের কত মাস পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন এ নিয়ে ইতিহাসবিদগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, দুই মাস পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। (১০/৬৯৮/৩২৮০)

📖 زاد المعاد (مؤسسة الرسالة) ١/ ٧٥ : واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، أو توفي بعد ولادته؟ على قولين: أصحهما: أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل.

📖 السيرة الحلبية (دار الكتب العلمية) ١/ ٧٤ : عن ابن إسحق: لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أن توفي وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به: أي كما عليه أكثر العلماء أي وصححه الحافظ الدمياطي، وسيأتي في بعض الروايات ما يدل على أن ذلك من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمة قيل وإن موت والده صلى الله عليه وسلم كان بعد أن تم لها من حملها شهران، قيل قبل ولادته بشهرين -

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কারাভোগ করেননি

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাকি দুই বছর, সাত মাস কারাগারে ছিলেন তা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহলে কী কারণে ও কোথায় ছিলেন? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই বছর, সাত মাস বা তিন বছর কারাগারে ছিলেন কথাটি সত্য নয়। শিআবে আবী তালেবের প্রসিদ্ধ ঘটনাটিকে কারাগার মনে করা ভুল। বাস্তবে ঘটনাটিকে বয়কট বলা হয়, বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব দুই বংশের সকল সদস্যই এ বয়কট নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। যেহেতু তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কুরাইশদের অন্য সকল গোত্রের হাতে তুলে দিতে রাজি ছিলেন না, তাই ওই সকল গোত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)সহ বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে সামাজিক বয়কট করেছিল। (৯/৬৬৩/২৮০০)

Scanned by CamScanner

📖 السيرة النبوية لابن كثير (دار المعرفة) ٢ / ٤٣ : قال موسى بن عقبة عن الزهري: ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمون الجهد واشتد عليهم البلاء، وجمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية. فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب، وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم، وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادوا قتله. فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعله حمية، ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا على ذلك، اجتمع المشركون من قريش، فأجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق: لا يقبلوا من بنى هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين، واشتد عليهم البلاء والجهد، وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يتركوا لهم طعاما يقدم مكة ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروه يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ইহুদী কর্তৃক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর নির্যাতন!

প্রশ্ন : জনৈক খতীব গত ১৭ই এপ্রিল (২০০৯) শুক্রবারে খুতবার আগের দীর্ঘ বয়ানে একপর্যায়ে বলেন যে হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা ৪ দিন অভুক্ত অবস্থায় ছিলেন। তখন ভাবলেন যে দেখি ফাতেমার বাসায় গিয়ে কোনো খাবার পাওয়া যায় কি না? তিনি মা ফাতেমার বাসায় গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আমার হাসান-হোসাইন কই? তখন ফাতেমা (রা.) বললেন, আব্বাজান আজ তিন দিন আমার বাড়িতে চুলা জ্বলে না, হাসান-হোসাইন ক্ষুধার দরুন জ্বালাতন করছিল তাই তাদের খেলতে পঠিয়েছি। এ কথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের অভুক্ত থাকার কথা আর না বলে বাড়িতে গেলেন, এই চিন্তা করে যে দেখি কোনো খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায় কি না? কিছুদূর গিয়ে দেখেন একজন ইহুদী কূপ থেকে পানি উঠাচ্ছে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যে ভাই, আমি আপনার পানি উঠিয়ে দেই আমাকে আপনি কিছু মজুরি দেবেন। তখন প্রতি বালতি পানি উঠানোর

Scanned by CamScanner

জন্য ৩-৪টি খেজুর দেওয়ার শর্তে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পানি উঠাতে শুরু করেন। কিন্তু নবম বালতি উঠানোর সময় দড়ি ছিঁড়ে বালতি কূপের মধ্যে পড়ে যায়। এমন সময় উক্ত ইহুদী এসে জিজ্ঞেস করল, আমার বালতি কোথায়? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন যে বালতি দড়ি ছিঁড়ে কূপের মধ্যে পড়ে গেছে। তখন সে নবীজিকে চপেটাঘাত করে। তারপর যে কয় বালতি পানি উঠানো হয়েছিল তার মজুরি হিসাব করে দিয়ে দেয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্থান ত্যাগের আগে তাঁর পাগড়ী মোবারক কুয়ার মধ্যে ঝুলিয়ে দেন এবং বালতিটা উঠে আসে। তা দেখে ইহুদী লোকটা বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগল ইনি খুব বুজুর্গ ব্যক্তি মনে হয়, আমি তো ভীষণ অন্যায় করেছি।

প্রশ্ন হলো, খতীব সাহেব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা আদৌ বাস্তব কি না? কারণ যে সময় এই ঘটনা ঘটে তখন কি আরবে এমন কোনো ব্যক্তি ছিল যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে চিনত না। যার ফলে একটি সাধারণ ঘটনার কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই সময় একজন অমুসলিম কর্তৃক শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। এ ধরণের বয়ান শোনার পর অধিকাংশ মুসল্লিদের ভেতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। যেহেতু আমরা আলেম না, তাই আপনার নিকট বিশেষ অনুরোধ, উপরোক্ত কাহিনী কতটুকু সত্য, তা জানাবেন।

উত্তর : নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে বিনিময়ে ইহুদীর পানি উত্তোলন করে বালতি পড়ে গেলে নবীজিকে শারীরিক নির্যাতন করার উক্ত ঘটনাটি কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। বরং হযরত আলী (রা.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে তিনি সামান্য কিছু খেজুরের পরিবর্তে এক ইহুদীকে পানি উত্তোলন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও চপেটাঘাত করা ও পাগড়ি দিয়ে বালতি উঠানোর কোনো ঘটনা নেই বিধায় এটি কাল্পনিক। নবী-রাসূলের মুজেযাসংক্রান্ত বহু ঘটনা কোরআন-হাদীস ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এসব বাস্তব ঘটনা বাদ দিয়ে পুঁথি কাহিনীর বই থেকে জাল ও ভিত্তিহীন ঘটনা বয়ান করে মানুষকে আকৃষ্ট করা প্রকৃত কোনো আলেম থেকে আশা করা যায় না। মুসল্লিদের উচিত, খতীব সাহেবকে বিষয়ভিত্তিক সঠিক কোরআন-সুন্নাহের ব্যাখ্যা প্রদান করতে অনুরোধ করা। তাতেও সংশোধন না হলে বিকল্প খতীবের ব্যবস্থা করা। (১৬/৩৭৩/৬৫২৫)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٣٦٣ (٢٤٧٣) : عن محمد بن كعب القرظي قال: حدثني من، سمع علي بن أبي طالب، يقول: " خرجت في يوم شات من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذت إهابا معطونا فجوبت وسطه فأدخلته عنقي، وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل، وإني لشديد الجوع ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه

Scanned by CamScanner

وسلم طعام لطعمت منه فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال
له وهو يسقي ببكرة له فاطلعت عليه من ثلمة في الحائط. فقال: ما لك
يا أعرابي؟ هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم، فافتح الباب حتى أدخل
ففتح فدخلت فأعطاني دلوه فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة حتى إذا
امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي فأكلتها ثم جرعت من الماء
فشربت ثم جئت المسجد، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের গর্ভে পিতার জানাযা পড়েছেন

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাকি মায়ের গর্ভে থেকেই তাঁর পিতার জানাযার নামায পড়েছেন। এ কথাটি কতটুকু সত্য?

উত্তর : মায়ের গর্ভে থেকেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পিতার জানাযার নামায পড়েছেন, এমন কথা ভিত্তিহীন। (১২/৪৭৪/৩৯৯৮)

ইউসুফ (আ.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বপুরুষ নন

প্রশ্ন : হযরত ইউসুফ (আ.) কি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ছিলেন? দয়া করে জানাবেন।

উত্তর : ইউসুফ আলাইহিস সালাম হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ছিলেন না। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসমাঈল (আলাইহিস সালামের) বংশধর। আর ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ইসমাঈল (আলাইহিস সালামের) ভাই ইসহাক (আলাইহিস সালামের) বংশধর। (১৬/১৯১/৬৪৪৪)

📖 السيرة النبوية لابن هشام (شركة الطباعة) ١/ ٦ : قال ابن هشام:
وأنا -إن شاء الله- مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن
إبراهيم ومن ولد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ولده،
وأولادهم لأصلابهم، الأول فالأول، من إسماعيل إلى رسول الله -
صلى الله عليه وسلم- وما يعرض من حديثهم.

Scanned by CamScanner

ইবরাহীম (আ.) কি মায়ের সাথে বেয়াদবী করেছেন

প্রশ্ন: মুহতারাম, আমাদের দনিয়া বড় জামে মসজিদে একজন টাইটেল পাস খতীব রাখা হয়েছে। শুধু জুমু'আ এবং বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠানের নামায পড়াবার জন্য। গত শবে মেরাজে বয়ানের এক পর্যায়ে বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্‌সালাম) মায়ের সঙ্গে বেয়াদবী করেছেন। বাবা-মা তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যার কারণে নমরূদ ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্ সালাতু ওয়াসসালাম)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল।

প্রশ্ন হলো, হযরত ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) একজন মর্যদাসম্পন্ন নবী ছিলেন যিনি 'খলীল' আল্লাহর বন্ধু, আবার এদিকে বাবা-মায়ের সঙ্গে বেয়াদবী করা কবিরা গোনাহ, তাহলে কি ইব্‌রাহীম (আলাইহিস সালাম) কবীরা গোনাহ করেছিলেন? অথচ আমরা শুনেছি, নবীদের দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব, আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতে হেফাজত করেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত খতীব সাহেবের বক্তব্যে ইব্‌রাহীম (আ.)-এর ব্যাপারে তাঁর মায়ের সাথে বেয়াদবী করার ঘটনা কোনো কিতাবে পাওয়া যায়নি। বরং ইতিহাস গ্রন্থে এর বিপরীত ইব্‌রাহীম (আ.) তাঁর মায়ের সাথে সুসম্পর্ক ও ইব্‌রাহীম (আ.) মায়ের অনুগত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। নবীর শানে এ ধরনের ভিত্তিহীন বয়ান করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা কোনো হক্বপন্থী আলেম দ্বারা সম্ভব নয়। (১৬/৩৭৩/৬৫২৫)

📖 البداية والنهاية(دار إحياء التراث) ١/ ١٦٩ : وروى ابن عساكر عن عكرمة أن أم إبراهيم نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادته يا بني إني أريد أن أجئ إليك فادع الله أن ينجيني من حر النار حولك. فقال نعم فأقبلت إليه لايمسها شئ من حر النار، فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلته ثم عادت-

মিসওয়াকের বদৌলতে বিজয় লাভ

প্রশ্ন : কোনো এক যুদ্ধে নাকি সাহাবায়ে কেরামগণ কয়েক দিন যাবৎ যুদ্ধ করার পরও বিজয় লাভ হচ্ছিল না। তখন সাহাবায়ে কেরামগণ বলেছেন যে, হয়তো আমাদের থেকে রাসূলের (সা.) কোনো সুন্নাত ছুটে গেছে যার কারণে এমন হয়েছে। তখন সাহাবায়ে কেরামগণ চিন্তা করলেন, কোন সে সুন্নাত, যার ওপর আমরা আমল করছি না। অতপর তাঁরা পরস্পরে খুঁজ করে বের করলেন যে আজ কয়েক দিন যাবৎ মিসওয়াক করা হয় না। এরপর সাহাবায়ে কেরামগণ যখন মিসওয়াক করা আরম্ভ করলেন, শত্রুরা দেখে

Scanned by CamScanner

পরস্পরে আলোচনা করতে লাগল, মুসলমানরা দাঁতে ধার দিচ্ছে তোমাদেরকে চিবিয়ে খাওয়ার জন্য, এরপর মুসলমানরা বিজয় লাভ করেন। জানার বিষয় হলো, উক্ত ঘটনাটি হাদীসের আলোকে সত্য কি না? যদি সত্য হয়, কোন যুদ্ধে এবং এ যুদ্ধের আমির কে ছিলেন?

উত্তর : সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের ইতিহাসে এরূপ কোনো ঘটনা পাওয়া যায়নি। (১১/৯৭২/৩৫৯৩)

হিজরী ও খ্রিস্ট সনের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন : ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জন্মগ্রহণ করেন। প্রশ্ন হলো, হিজরী সন ও খ্রিস্টাব্দের মাঝে পার্থক্য কী ?

উত্তর : হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের কাল থেকে খ্রিস্টাব্দ সাল এবং আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে হিজরতের বছরের মাহে মুহাররম থেকে হিজরী সালের গণনা শুরু হয়। খ্রিস্টীয় সন সূর্যের হিসাবে হয় এবং হিজরী সন চন্দ্রের হিসাবে হয়। (২/৮২)

📖تاريخ الطبري (دار التراث) ٢/ ٣٨٩ : عن ابن شهاب، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة- وقدمها في شهر ربيع الأول- أمر بالتأريخ.

قال أبو جعفر: فذكر أنهم كانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه إلى أن تمت السنة، وقد قيل إن أول من أمر بالتأريخ في الإسلام عمر بن الخطاب، رحمه الله.

... ...عن محمد بن سيرين، قال: قام رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: أرخوا، فقال عمر: ما أرخوا؟ قال: شيء تفعله الأعاجم، يكتبون في شهر كذا من سنة كذا، فقال عمر بن الخطاب: حسن، فأرخوا فقالوا: من أي السنين نبدأ؟ قالوا: من مبعثه، وقالوا: من وفاته، ثم أجمعوا على الهجرة، ثم قالوا: فأي الشهور نبدأ؟ فقالوا: رمضان، ثم قالوا: المحرم، فهو منصرف الناس من حجهم، وهو شهر حرام، فأجمعوا على المحرم.

Scanned by CamScanner

تعبير الرؤيا

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

নিজেই নিজের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা

প্রশ্ন : কোনো স্বপ্ন দেখে নিজেই কোনো তা'বীর অনুমানের ভিত্তিতে করা কি ঠিক হবে?

উত্তর : স্বপ্নের তা'বীর নিজে বুঝতে পারলে কাউকে বলার প্রয়োজন নেই। তা না হলে অভিজ্ঞ দ্বীনদার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির নিকট থেকে তা'বীর জেনে নেওয়া উত্তম। (৫/৩৫৬/৯৩৪)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٣٤٤ (٧٠٤٥) : عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها، فإنها من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها، ولا يذكرها لأحد، فإنها لن تضره» -

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٥ / ٢٢ : خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہئے جو اسکا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہو اور نہ ایسے شخص کے سامنے جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو.

স্বপ্নে মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে বলার ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : গত ০৯/০৪/০৯ ইং বৃহস্পতিবার রাত ৭.৪৫ মিনিটে আমার ছেলে মুহা. কামরুল হাসান ইন্তেকাল করে। সে মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছিল, তার বয়স ১২ বছর। তার ইন্তেকালের দ্বিতীয় দিন হতে আমি ও তার মা এবং তার বড় ভাই, দাদু, মামা ও অন্য অনেকে স্বপ্ন দেখেছে সে ভালো হয়ে গেছে, সে বলছে যে আমাকে কবর থেকে উঠিয়ে নাও, আমাকে উঠাচ্ছো না কেন? এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : স্বপ্ন শরীয়তের কোনো দলিল নয়। মানুষ সাধারণত যা কল্পনা করে থাকে, তা-ই স্বপ্নে দেখে। আর অল্প বয়সের বাচ্চা মারা যাওয়ায় এ ধরনের কল্পনা সবার মনে থাকাই স্বাভাবিক।

Scanned by CamScanner

এতদসত্ত্বেও হযরত ইব্রাহীম কিরমানী (রহ.) এ ধরনের স্বপ্নের তা'বীর এভাবে করেছেন যে এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় মৃত ব্যক্তির অবস্থা ভালো এবং আল্লাহ তা'আলা তার ওপর সন্তুষ্ট রয়েছেন।

আলো-বাতাসহীন কবরে দীর্ঘ এক মাস কোনো প্রাণী জীবিত থাকা একটি অবাস্তব বিষয়। তথাপি আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আলৌকিকভাবে যদি বেঁচেও থাকে, আর আল্লাহ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছা করেন, তাহলে তো তিনি এমনিতেই কবর থেকে বের করতে পারেন।

সুতরাং এ ব্যাপারে পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং ধৈর্য ধারণ করে দু'আ করতে থাকুন। (১৬/২৮৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٤٩ (٥٧٤٧) : عن يحي بن سعيد، قال: سمعت أبا سلمة، قال: سمعت أبا قتادة، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات، ويتعوذ من شرها، فإنها لا تضره» وقال أبو سلمة: «وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها».

📖 رد المحتار(ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢٣٨ : إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش عليه بعد إهالة التراب .

📖 تعبیر الرؤیا ص ۵۳۱ : حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تو مر گیا تھا اس نے کہا نہیں میں تو زندہ ہوں دلیل ہے کہ اس جہاں میں مردے کی بات اچھی ہے اور حق تعالیٰ اس سے خوشنود ہے۔

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

২

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner